তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ ভাগের

নির্ঘণ্ট পত্র

আকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ২৫ চৈত্র রবিবার সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দঃ ৪৯৫১।

সভা প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে এই পত্রিকার এক খণ্ড বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষামাত।

অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ অযুজোবৃহতীচ্ছন্দঃ
উষাদেবতা

৫৬৭

১ সহ বামেন নউষোব্যুচ্ছা দুহিতর্দ্দিবঃ। সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রাযা দেবি দাস্বতী।

১ হে 'দুহিতর্দ্দিবঃ' দ্যুদেবতাযাঃ পুত্রি 'উষঃ' উষঃকালদেবতে 'নঃ' অস্মদর্থং 'বামেন' ধনেন 'সহ' 'ব্যুচ্ছা' ব্যুচ্ছ প্রভাতং কুরু। হে 'বিভাবরি' উষোদেবতে 'বৃহতা' প্রভূতেন 'দ্যুম্নেন' অন্নেন 'সহ' ব্যুচ্ছ। হে 'দেবি' ত্বং 'দাস্বতী' দানযুক্তা সতী 'রাযা' পশুলক্ষণেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ।

১ হে দ্যুদেবতার পুত্রি উষঃ কালাভিমানী দেবতা! আমারদিগের নিমিত্ত ধনের সহিত প্রভাত কর, হে দীপ্তি বিশিষ্ট উষা দেবতা! প্রচুর অন্নের সহিত প্রভাত কর, হে প্রকাশিকা উষা দেবতা! তুমি দান বিশিষ্টা হইয়া পশু ধনের সহিত প্রভাত কর।

৫৬৮

২ অশ্বাবতীর্গোমতীর্ব্বিশ্বসুবিদোভূরি চ্যবন্ত বস্তবে। উদীরয প্রতি মা সূনৃতাউষশ্চোদ রাধোমঘোনাং।

২ 'অশ্বাবতীঃ' অশ্বাবত্যঃ বহ্বশ্বোপেতাঃ 'গোমতীঃ' গোমত্যঃ বহ্বীভির্গোভির্যুক্তাঃ 'বিশ্বসুবিদঃ' কৃৎস্নস্য ধনস্য সুষ্ঠুলম্ভযিত্র্যঃ উষোদেবতাঃ 'বস্তবে' প্রজানাং নিবাসায 'ভূরি' প্রভূতং যথা ভবন্তি তথা 'চ্যবন্ত' প্রাপ্তাঃ। হে 'উষঃ' দেবতে 'মা' মাং 'প্রতি' উদ্দিশ্য 'সূনৃতাঃ' প্রিযহিতবাচঃ 'উদীরয' ব্রূহি 'মঘোনাং' ধনবতাং 'রাধঃ' ধনং 'চোদ' চোদয অস্মদর্থং প্রেরয।

২ অনেকাশ্ব বিশিষ্ট,বহু গোযুক্ত, সমুদায় ধনের লম্ভয়িতা উষা দেবতা প্রজাদিগের নিবাসার্থে প্রজা কর্ত্তৃক অতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উষা দেবতা! আমারদিগের প্রতি প্রিয় এবং হিতজনক বাক্য বল, ধনবান্‌দিগের ধন আমারদিগের নিমিত্ত প্রেরণ কর।

৫৬৯

৩ উবাসোষাউচ্ছাচ্চনু দেবী জীরা রথানাং। যেঅস্যাআচর-

গেষু দধিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ।

৩ 'উষাঃ' 'দেবী' 'উবাস' পুরা নিবাসং অকরোৎ প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। 'চনু' অদ্যাপি 'উচ্ছাৎ' ব্যুচ্ছতি প্রভাতং করোতি কীদৃশী দেবী 'রথানাং' 'জীরা' প্রেরয়িত্রী উষঃকালে হি রথাঃ প্রের্য্যন্তে 'অস্যাঃ' উষসঃ 'আচরণেষু' আগমনেষু 'যে' রথাঃ 'দধিরে' ধৃতাঃ সজ্জীকৃতাঃ ভবন্তি তেষাং রথানাং ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। "'ন' যথা 'শ্রবস্যবঃ' ধনকামাঃ 'সমুদ্রে' সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরযন্তি তদ্বৎ।

৩ উষা দেবতা পূর্ব্বে প্রভাত করিয়াছেন অদ্যাপিও প্রভাত করিতেছেন, এই উষা দেবতার আগমনার্থ যে রথ সজ্জীকৃত হয় তাহা তিনি প্রেরণ করেন, যেমন ধনাভিলাষিরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করে।

৫৭০

৪ উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সূরয়ঃ। অত্রাহ তৎ কণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাং।

৪ হে 'উষঃ' 'তে' তব 'যামেষু' গমনেষু সৎসু 'যে' 'সূরয়ঃ' বিদ্বাংসঃ 'দানায়' ধনাদিদানার্থং 'মনঃ' স্বকীয়ং 'প্র-যুঞ্জতে' প্রেরযন্তি দানশীলাঃ উদারাঃ প্রভবঃ প্রাতঃকালে দাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। 'এষাং' দাতুমিচ্ছতাং 'নৃণাং' 'তৎ' দানবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধং 'নাম' 'কণ্বতমঃ' অতিশয়েন মেধাবী 'কণ্বঃ' মহর্ষিঃ 'অত্রাহ' অত্রৈব উষঃকালে 'গৃণাতি' উচ্চারয়তি।

৪ হে উষা দেবতা! তোমার গমনানন্তর যে বিদ্বান্ সকল ধনাদি দানার্থ স্বীয় মনকে নিযুক্ত করেন দানেচ্ছা বিশিষ্ট সেই মনুষ্য সমূহের লোক প্রসিদ্ধ নাম উষা কালেতে মেধাবী শ্রেষ্ঠ, মহর্ষি কণ্ব উচ্চারণ করেন।

৫৭১

৫ আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী। জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ॥১।৪।৩

৫ 'উষাঃ' দেবী 'প্রভুঞ্জতী' প্রকর্ষেণ সর্ব্বং পালয়ন্তী 'আ-যাতি' প্রতিদিনং আগচ্ছতি 'ঘা' ঘ খলু। 'ইব' যথা 'সূনরী' সুষ্ঠু গৃহকৃত্যস্য নেত্রী 'যোষা' গৃহিণী তদ্বৎ। কীদৃশী উষাঃ 'বৃজনং' গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং 'জরয়ন্তী' জরাং প্রাপয়ন্তী। কিঞ্চ উষঃকালে 'পদ্বৎ' পাদযুক্তং প্রাণিজাতং 'ঈয়র্ত্তে' নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্বকৃত্যার্থং গচ্ছতি। কিঞ্চ ইয়ং উষাঃ 'পক্ষিণঃ' 'উৎপাতয়তি' পক্ষিণোহি উষঃকালে সমুত্থায় তত্র তত্র ব্রজন্তি।১।৪।৩।

৫ সুন্দর গৃহকার্য্য নিষ্পাদিকা গৃহিণী যে প্রকার প্রতিদিন গমন করেন, যে প্রকার পাদ বিশিষ্ট প্রাণি সমূহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যার্থ গমন করে, পক্ষি সকল উষাকালে উত্থান করিয়া যে প্রকার ইতস্ততঃ গমন করে, সেই প্রকার সর্ব্ব পালয়িত্রী, এবং গমনশীল প্রাণি সমূহের জরা প্রাপিকা উষাদেবতা প্রতিদিবসই আগমন করেন।১।৪।৩।

৫৭২

৬ বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী। বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি।

৬ 'যা' দেবতা 'সমনং' সমীচীনচেষ্টাবন্তং পুরুষং 'বি-সৃজতি' প্রেরযতি কিঞ্চ উষাঃ 'অর্থিনঃ' যাচকান্ 'বি' সৃজতি 'তে' তেপি হি উষঃকালে সমুত্থায় স্বকীযদাতৃগৃহে গচ্ছন্তি। 'ওদতী' উষোদেবতা 'পদং' স্থানং 'ন বেতি' ন কাময়তে উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ। হে 'বাজিনীবতি' উষোদেবতে 'ব্যুষ্টৌ' ত্বদীয়ে প্রভাতকালে 'পপ্তিবাংসঃ' পতনযুক্তাঃ 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ 'নকিঃ-আসতে' নকিরাসতে ন তিষ্ঠন্তি কিন্তু স্বস্বনীড়াদ্বিনির্গত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ।

৬ উষাদেবতা সাধুচেষ্টা বিশিষ্ট পুরুষকে প্রেরণ করেন, এবং যাচকদিগকে প্রেরণ করেন, যাচকেরা উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় উত্তমর্ণের গৃহে গমন করে, উষাদেবতা স্থান ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ উষাকাল শীঘ্র গত হয়। হে উষা দেবতা! প্রাতঃকালে পতন বিশিষ্ট পক্ষি সকল স্বীয় নীড় হইতে প্রস্থান করে।

৫৭৩

৭ এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্যো-দয়নাদধি। শতং রথেভিঃ সুভ-গোষাইয়ং বিযাত্যভি মানুষান্‌।

৭ ‘এষা’ উষোদেবী স্বকীয়ানাং রথানাং ‘শতং’ ‘অযুক্ত’ যোজিতবতী ‘সুভগা’ সৌভাগ্যযুক্তা ‘ইয়ং’ ‘উষাঃ’ ‘পরাবতঃ’ দূরস্থাৎ ‘সূর্য্যস্যোদয়নাৎ’ সূর্য্যোদয়স্থানাৎ ‘অধি’ অধিকাৎ দ্যুলোকাৎ ‘মানুষান্‌’ ‘অভি’ উদ্দিশ্য ‘রথেভিঃ’ শতসংখ্যাকৈর্যুক্তৈরথৈঃ ‘বি যাতি’ বিশেষেণ গচ্ছতি।

৭ এই উষা দেবতা স্বীয় শত সংখ্যক রথ যোজিত করিয়াছেন, সৌভাগ্যযুক্তা এই উষাদেবতা দূরস্থ সূর্য্যোদয় স্থান হইতে উপরিস্থ দ্যুলোক হইতে মনুষ্য সকলকে উদ্দেশ করিয়া শত রথ দ্বারা গমন করেন।

৫৭৪

৮ বিশ্বমস্যানানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী। অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব-উষাউচ্ছদপ স্রিধঃ।

৮ ‘বিশ্বং’ সর্ব্বং ‘জগৎ’ জঙ্গমং প্রাণিজাতং ‘অস্যাঃ’ উষসঃ ‘চক্ষসে’ প্রকাশায় ‘নানাম’ ননাম প্রহ্বীভবতি রাত্রৌ তমসি নিমগ্নাঃ সর্ব্বে জনাঃ তৎনিবারয়িত্রীমুষসমুপলভ্য নমস্কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। কুতঃ যস্মাৎ এষা ‘সূনরী’ সুষ্ঠুনেত্রী অভিমতফলস্য প্রাপয়িত্রী উষাঃ ‘জ্যোতিঃ’ ‘কৃণোতি’ সর্ব্বং প্রকাশয়তি কিঞ্চ ‘মঘোনী’ ধনবতী ‘দিবঃ’ দ্যুলোকসকাশাৎ ‘দুহিতা’ উৎপন্না ‘উষাঃ’ ‘দ্বেষঃ’ দ্বেষ্টৄন্‌ ‘অপ উচ্ছৎ’ অপোচ্ছৎ অপবর্জ্জয়তি তথা ‘স্রিধঃ’ শোষয়িতৄন্‌ ‘অপ’ উচ্ছৎ।

৮ সকল জঙ্গম প্রাণি সমূহ উষা প্রকাশার্থ উষা দেবতাকে প্রণাম করে, যেহেতু অভিমত ফল প্রাপিকা উষা দেবতা সকল বস্তু প্রকাশ করেন, ধন বিশিষ্টা, দ্যুলোকের পুত্রী উষাদেবতা দ্বেষ্টাদিগকে এবং শোষকদিগকে নিরাকরণ করেন।

৫৭৫

৯ উষআ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ। আবহন্তী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু।

৯ হে ‘দিবঃ’ দ্যুলোকস্য ‘দুহিতঃ’ পুত্রি ‘উষঃ’ উষোদেবতে ‘চন্দ্রেণ’ সর্ব্বেষামাহ্লাদকেন ‘ভানুনা’ প্রকাশেন ‘আ’ সমন্তাৎ ‘ভাহি’ প্রকাশস্ব। কিং কুর্ব্বতী ‘দিবিষ্টিষু’ দিবসেষু ‘ভূরি’ প্রভূতং ‘সৌভগং’ সৌভাগ্যং ‘অস্মভ্যং’ ‘আবহন্তী’ সম্পাদয়ন্তী তথা ‘ব্যুচ্ছন্তী’ তমাংসি বর্জয়ন্তী।

৯ হে দ্যুলোক দুহিতা উষাদেবতা! সকলের আহ্লাদ কর প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছ, দিবসেতে প্রচুর সৌভাগ্য আমারদিগকে প্রদান কর, এবং সেই তমঃ নিরাকরণ কর।

৫৭৬

১০ বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি। সা নোরথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবং ।১।৪।৪।

১০ হে ‘সূনরি’ উষোদেবি ‘বিশ্বস্য’ প্রাণিজাতস্য ‘প্রাণনং’ চেষ্টনং ‘জীবনং’ প্রাণধারণঞ্চ ‘ত্বে’ ত্বয়ি ‘হি’ এব বর্ত্ততে ‘যৎ’ যস্মাৎ ত্বং ‘বি-উচ্ছসি’ ব্যুচ্ছসি তমোবর্জ্জয়সি। হে ‘বিভাবরি’ বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তে ‘সা’ তাদৃশী ত্বং ‘নঃ’ অস্মান্‌ প্রতি ‘বৃহতা’ প্রৌঢ়েন ‘রথেন’ আযাহি। হে ‘চিত্রামঘে’ বিচিত্রধনযুক্তে উষোদেবতে অস্মদীয়ং ‘হবং’ আহ্বানং ‘শ্রুধি’ শৃণু।১।৪।৪।

১০ হে মনোভিলষিত ফল প্রাপিকা উষাদেবতা! প্রাণি সমূহের চেষ্টা এবং জীবন তোমাতেই নির্ভর করে যেহেতু তুমি তমঃ নাশ কর। হে বিশিষ্ট প্রকাশ যুক্ত উষাদেবতা! তুমি আমারদিগের নিকট বৃহৎরথদ্বারা আগমন কর। হে ধন বিশিষ্ট উষাদেবতা! আমারদিগের আবাহন শ্রবণ কর।১।৪।৪।

৫৭৭

১১ উষোবাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রোমানুষে জনে। তেনাবহ

সুক্রতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ।

১১ হে 'উষঃ' 'বাজং' হবির্লক্ষণং অন্নং 'তি' 'বৎস্ব' যাচস্ব 'যঃ' বাজঃ 'চিত্রঃ' চায়নীয়ঃ 'মানুষে' মনুষ্যে 'জনে' যজমানে জাতে বর্ত্ততে। 'তেন' কারণেন 'সুকৃতঃ' সুষ্ঠুকৃতবতঃ যজমানান্ 'অধ্বরাঁ' অধ্বরান্ হিংসারহিতান্ যাগান্ 'উপ-আবহ' উপাবহ প্রাপয় 'যে' যজমানাঃ 'বহ্নয়ঃ' যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'গৃণন্তি' স্তুবন্তি।

১১ চয়ন যোগ্য যে অন্ন মনুষ্য যজমানে স্থিত আছে, হে উষাদেবতা! সেই হবিঃ স্বরূপ অন্ন তুমি প্রার্থনা কর, সেই হেতু সুকর্ম্মকারী যজমানকে হিংসা রহিত যজ্ঞ লাভ করাও যে যজমান যজ্ঞ নির্ব্বাহক তোমাকে স্তব করে ।

৫৭৮

১২ বিশ্বান্ দেবাঁ আবহ সোমপীতয়েন্তরিক্ষাদুষস্ত্বং । সাস্মাসু ধাগোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্য্যং ।

১২ হে 'উষঃ' 'ত্বং' 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় 'অন্তরিক্ষাৎ' 'বিশ্বান্' সর্ব্বান্ 'দেবাঁ' দেবান্ 'আবহ' অস্মদীয়ং দেবযজনদেশং প্রাপয়। হে 'উষঃ' 'সা' তাদৃশী 'ত্বং' 'গোমৎ' গোমন্তং বহুভির্গোভির্যুক্তং 'অশ্বাবৎ' অশ্বৈরুপেতং 'উক্থ্যং' প্রশস্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং 'বাজং' অন্নং 'অস্মাসু' 'ধাঃ' নিধেহি স্থাপয়।

১২ হে উষাদেবতা! তুমি সোম পানার্থ সকল দেবতাকে দেব যজ্ঞস্থানে আনয়ন কর, হে উষাদেবতা! তাদৃশ তুমি অনেক গো অশ্ব বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, শোভন বীর্য্যবিশিষ্ট অন্ন অস্মদাদিতে স্থাপন কর ।

৫৭৯

১৩ যস্যারুশন্তো অর্চ্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত । সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যং ।

১৩ 'যস্যাঃ' উষসঃ 'অর্চ্চয়ঃ' প্রকাশাঃ 'উশন্তঃ' শত্রূন্ হিংসন্তঃ 'ভদ্রাঃ' কল্যাণাঃ 'প্রতি-অদৃক্ষত' প্রত্যদৃক্ষত প্রতিদৃশ্যন্তে। 'সা' তথাভূতা 'উষাঃ' 'নঃ' অস্মভ্যং 'রয়িং' ধনং 'দদাতু' কীদৃশং রয়িং 'বিশ্ববারং' বিশ্বৈর্ব্বরণীয়ং "সুপেশসং' শোভনরূপে[illegible]পেতং 'সুগ্ম্যং' সুখহেতুং।

১৩ উষাদেবতার প্রকাশ সকল শত্রুর হিংসা করত মঙ্গল স্বরূপে দৃষ্টি গোচর হয়, সেই উষাদেবতা বিশ্ববরণীয়, শোভন রূপ বিশিষ্ট, সুখকারণ ধন আমার দিগকে প্রদান করুন ।

৫৮০

১৪ যে চিদ্ধিত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উতয়ে জুহুরেহবসে মহি । সা নস্তোমাঁ অভি গৃণীমহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ।

১৪ হে 'মহি' পূজনীয়ে উষোদেবতে 'ত্বাং' 'যে' প্রসিদ্ধাঃ 'পূর্ব্বে' চিরন্তনাঃ 'ঋষয়ঃ' 'চিৎহি' খলু 'উতয়ে' রক্ষণায় 'অবসে' অন্নায় চ 'জুহুরে' জুহ্বিরে আহূতবন্তঃ সূক্তরূপৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। হে 'উষঃ' 'সা' তাদৃশী ত্বং 'রাধসা' অস্মাভির্দ্দত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন 'শুক্রেণ' দীপ্তেন 'শোচিষা' তমোনিবারকত্বং সমর্থেন তেজসা চোপলক্ষিতা সতী তেষামৃষীণামিব 'নঃ' অস্মাকং 'স্তোমাঁ' স্তোমান্ স্তুতীঃ 'অভি' অভিলক্ষ্য 'গৃণীমহি' সম্যক্ স্তুতং ইতিশব্দয়।

১৪ হে পূজনীয় উষাদেবতা! পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ যে ঋষি সকল রক্ষা এবং অন্নের নিমিত্ত সূক্তরূপ মন্ত্র দ্বারা তোমাকে স্তব করিয়াছেন হে উষাদেবতা! তুমিও গ্রহণ করিয়াছ, তাদৃশ তুমি অস্মদ্দত্ত হবিরূপ ধন এবং প্রদীপ্ত তেজদ্বারা উপলক্ষিত হইয়া সেই ঋষিদিগের ন্যায় আমারদিগের স্তুতি অভিলক্ষ্য কর ।

৫৮১

১৫ উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারা বৃণবো দিবঃ । প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ ।

১৫ হে 'উষঃ' ত্বং 'অদ্য' অস্মিন্ প্রভাতসময়ে 'যৎ' যস্মাৎ 'ভানুনা' প্রকাশেন 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'দ্বারা' দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্ভাগৌ অন্ধকারেণাচ্ছাদিতৌ 'বি' বিশ্লিষ্য 'বৃণবঃ' প্রাপ্নোষি তস্মাৎ অস্মৈ নঃ' অস্মভ্যং 'ছর্দ্দিঃ' তেজস্বি গৃহং 'প্রযচ্ছতাৎ' প্রযচ্ছত দেহি কীদৃশং 'অবৃকং' হিংসকরহিতং 'পৃথু' বিস্তীর্ণং অপি চ হে 'দেবি' 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তাঃ 'ইষঃ' অন্নানি 'প্র' যচ্ছতাৎ।

১৫ হে উষাদেবতা! তুমি এই প্রাতঃ কালে যে হেতু সূর্য্য প্রকাশ দ্বারা অন্তরিক্ষের দ্বার স্বরূপ অন্ধকারাচ্ছাদিত পূর্ব্বাপর দিক্ বিশ্লিষ্ট করিয়া আগমন কর সেই হেতু তুমি আমার দিগকে তেজস্বি, হিংসক রহিত, বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর। হে দেবি! গোধন যুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৫৮২

১৬ সং নোরায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা। সংদ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্ব্বাজিনীবতি ॥১॥৪॥৫॥

১৬ হে 'উষঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'রায়া' ধনেন 'সংমিমিক্ষ্বা' সংমিমিক্ষ্ব সংসিঞ্চ সংযোজয় ইত্যর্থঃ কীদৃশেন 'বৃহতা' প্রভূতেন 'বিশ্বপেশসা' বহুবিধরূপযুক্তেন তথা 'ইলাভিরা' গোভিঃ চ অস্মান্ 'সং' মিমিক্ষ কিঞ্চ হে 'মহি' পূজনীয়ে উষোদেবতে 'দ্যুম্নেন' যশসা 'সং' মিমিক্ষ কীদৃশেন যশসা 'বিশ্বতুরা' বিশেষাৎ সর্ব্বেষাৎ শত্রূণাং হিংসকেন তথা হে 'বাজিনীবতি' অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে 'বাজৈঃ' অন্নৈঃ অস্মান্ 'সং' মিমিক্ষ। ১। ৪। ৫।

১৬ হে উষাদেবতা! তুমি আমার দিগকে প্রচুর, বহুবিধরূপ বিশিষ্ট ধনবান্ কর, এবং গোধন যুক্ত কর। হে পূজনীয় উষাদেবতা! শত্রু নাশক যশো যুক্ত কর। হে অন্ন সাধন ক্রিয়া বিশিষ্ট উষাদেবতা! আমার দিগকে অন্ন বিশিষ্ট কর ॥১॥৪॥৫॥

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন.

ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে, যে বাঙ্গলা দেশের উর্ব্বরা ভূমিই অত্রত্য লোকের প্রধান উপজীবিকা। আমরা অরণ্যবাসি অসভ্য লোকদিগের ন্যায় মৃগয়া-মাত্রোপজীবি নহি, ইংরাজদিগের ন্যায় শিল্প-প্রধানও নহি, দেশ দেশান্তর গমন পূর্ব্বক বাহুল্যরূপে বাণিজ্য নির্ব্বাহ করাও আমারদের বৃত্তি নহে। অমরা যেমন নিরুপদ্রব-স্বভাব, সেইরূপ জগদীশ্বর আমারদিগকে বহু শস্য-শালিনী সুবিস্তৃত ভূমি প্রদান করিয়াছেন। আমরা অশেষ অত্যাচারে পীড়িত হইলেও কেবল তদীয় প্রসাদাৎ অদ্যাপি সজীব রহিয়াছি। ভূমিই আমারদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! যাহারা এমন হিতৈষি,—সংসারের এমন সুখ-সঞ্চারক, তাহারদের দারুণ দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়! তাহারা ভুবন-প্রতিপালক হইয়াও আপনারদের উদরান্ন আহরণে সমর্থ হয় না; এক দিবসও নিরুদ্বেগে সুখে যাপন করিতে পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা-জনক। মনুষ্যের বিষপূরিত চিত্ত,—তাঁহার দুর্নিবার লোভ রিপুই তাহাদের পরিতাপ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। মনুষ্য যখন লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, তখন পর পীড়া প্রদান বিষয়ে অরণ্য-বাসি হিংস্র জন্তুও তাঁহার নিকট পরাভব মানে। "যে রক্ষক সেই ভক্ষক" এপ্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কিজানি কখন কি উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথা সর্ব্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন। তাহারদের দারিদ্র্য দশা, শীর্ণ শরীর, ম্লান বদন, অতিমলিন চীর বসন, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় হৃদয় আর্দ্র করিতে পারে না,—কিছুতেই তাঁহার কঠোর নেত্রের বারি-বিন্দু বিনির্গত করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্ব্বণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূস্বামি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন *। প্রতিশতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি! ইহার অপেক্ষায় অনর্থ-মূলক ব্যাপার আর কি আছে? ইহাতে তাহারদের সর্ব্বনাশের সূত্র সঞ্চার করা,—তাহারদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়! ভূস্বামির ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারান্তর পুণ্য-ক্রিয়া ও উৎসব-ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থপাত উপস্থিত; তাহারদিগকেই ইহার সমুদায় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। —তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন,—ভিক্ষুক নামগ্রহণ করিয়া দস্যু বৃত্তি সাধন করেন †। যে বৎসর দুই তিন বার এরূপ ভিক্ষা না হয়, সে বৎসরই নয়। রাজস্ব সঙ্কলনের ন্যায় ইহাও নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সংগৃহীত হয়, এবং তৎপরিশোধে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি জন্মিলেও প্রজাদিগকে অতিশয় অনুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ভূস্বামী যে উপলক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাহা নিতান্ত অমূলক হইলেও হইতে পারে *, কিন্তু প্রজাদিগকে তাহা দিতেই হইবে,—তাহারদিগকে সে গুরুতর দুর্ব্বিহ ভার প্রাণপণেও বহন করিতে হইবে।

এইরূপ প্রজাদেরও গৃহে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ভূস্বামির খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তাহারা যদি মানস করে, সানন্দ হৃদয়ে প্রিয় পুত্রের বিবাহ দিবে; প্রীত মনে মাতৃ বা পিতৃ কৃত্য সমাধা করিবে; দেব গৃহ, ইষ্টকা গৃহ, দেবোৎসব বা অন্য কোন মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তবে ভূস্বামিকে তাহার শুল্ক দান না করিলে নিস্তার নাই। ভূস্বামির গোমাস্তা গৃহ আক্রমণ করিলে তাহাকে বিদায় না করিয়া কর্ম্মারম্ভ করে কাহার সাধ্য? তাহাকে বিশিষ্ট রূপ পরিতুষ্ট না করিলে যজমান ক্রিয়ারম্ভের অনুমতি করিতে পারেন না,—পুরোহিতেরও সঙ্কল্প করিতে সাহস হয় না। এইরূপ গ্রামস্থ সমস্ত লোকে একবাক্য হইয়া কোন দেবোৎসবের † উপক্রম করিলেও ভূস্বামির ভাগ সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত করিতে হয়।

এই প্রকার ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাতে দান করিতে পারে? ভূস্বামির পুনঃ পুনঃ শোষণের পর দীন দুঃখি প্রজাদের আর কি অবশিষ্ট থাকে, যে তদ্দ্বারা তাঁহার লোভ-কুণ্ডে অনবরতই আহুত প্রদান করিবেক? অতএব তাহারদিগকে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়, এবং এপ্রকারও ঘটে, যে যৎকালে কেহ নিতান্ত অপার্য্যমাণে ভূস্বামির দুরন্ত দূত হস্তে বিত্ত সমর্পণ করিতেছে, তৎকালেই উত্তমর্ণের নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে।

কেবল ধর্ম্মের কর গ্রহণ করিয়া ভূস্বা-

* কলিকাতার দক্ষিণ দিক্‌স্থ এক ভূস্বামির এইরূপ ব্যবহার শ্রবণ করা গেল, যে নির্দ্দিষ্ট কালের পর ঠিক বৎসরের মধ্যে যত রাজস্ব আদায় হয়, শতকরা ২৫ টাকা করিয়া তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করেন।

† কলিকাতা-বাসী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব কোন প্রসিদ্ধ ভূস্বামী একদা আপনার অধিকারস্থ প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "ওহে বাবা সকল! আমি ব্রাহ্মণ, এক মুষ্টি করিয়া চাউল ভিক্ষা দিলে আমার যথেষ্ট হয়"। ইহা শুনিয়া তাহারা সকলেই কিছু কিছু প্রদান করিলেক। তাহারা অতি সরল-স্বভাব; তাঁহার কুটিল ভাব অবগত হইতে পারিল না। কিছু দিন পরে তিনি সমুদায় তণ্ডুলের সমষ্টি করিয়া তাহার ১৫০০ টাকা মূল্য নিরূপণ করিলেন, এবং এই অগণ্য আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, যে প্রজাদিগকে বৎসর বৎসর এই ১৫০০ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবেক। প্রথমে যাহা ভিক্ষা ছিল, পরে তাহা বার্ষিক হইল। কেমন প্রবঞ্চনা! কি অত্যাচার!

* প্রায় দুই বৎসর হইল, কলিকাতার আর এক ভূস্বামী আপনার গৃহ নির্ম্মাণ উপলক্ষ্য করিয়া স্বাধিকারস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করেন। সে ধন ধনাগারে সঞ্চিত বা ইন্দ্রিয়ের উপভোগ সমাধানার্থেই ব্যয় হইয়া থাকিবেক।

† বারোয়ারি।

মী নিরস্ত নহেন; কুকর্ম্মের উপর কর স্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা 'বাজে আদায়ের' প্রধান অঙ্গ। এশব্দের কি বিষম তাৎপর্য্য! কত চুরি, কত কলহ, কত ভ্রূণ-হত্যাই বা ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে! এই সমুদায় কার্য্যের সূচ্য গ্রবৎ সূক্ষ্ম সন্ধান পাইলেও তাঁহার সুশিক্ষিত দূতেরা তৎক্ষণাৎ দোষি ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া দারুণ দুর্ব্যবহার সহকারে প্রভু সমীপে উপস্থিত করে। রাজ্য শাসন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, স্বাধিকারে দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয় এমনও তাঁহার মানস নহে, কেবল ধন-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করাই তাঁহার এক মাত্র প্রয়োজন। যে কোন প্রকারে হউক, লোভানলে আহুতি দান করিতে পারিলেই তিনি কৃতকৃত্য হয়েন, এবং তাহা হইলেই দোষির সকল দোষ খণ্ডন হয়। কত শত ব্যক্তি তাঁহার বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারির সন্নিধানে মধ্যে মধ্যে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে থাকে। তিনি এপ্রকার লোককে ভূমি অপেক্ষায়ও উপকারি বোধ করেন। তাঁহার দূষিত চিত্ত কখন কখন তাহারদিগকে উপায়-ক্ষম পুত্র বলিয়াও স্বীকার করিতে পারে।

পাঠকবর্গ এতাবন্মাত্র পাঠ করিয়াই ভূস্বামির চরিতাখ্যান ও প্রজাদিগের দুঃখ বর্ণনার শেষ হইল মনে করিবেন না, তাহারদের রোদনের আরও বিস্তর কারণ রহিয়াছে। যাঁহারা স্বকীয় বুদ্ধি বলে এত প্রকার নিষ্পীড়নের উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারদের পক্ষে দেশাধিপতিদিগের বহু-বুদ্ধি-নিষ্পন্ন কৌশল সকলের অনুকরণ না করা কখনই সম্ভাবিত নহে। অতএব অনেকানেক ভূস্বামি স্বেচ্ছানুসারে স্বাধিকার মধ্যে পথের শুল্ক*, দ্রব্যের কর, এবং বাণিজ্যের একচেটেও স্থাপন করিয়াছেন। সংপ্রতি এক ভূস্বামির বিষয় শ্রবণ করা গেল, তাঁহাকে সমধিক শুল্ক দান না করিলে কোন ব্যক্তি লবণ বিক্রয় করিতে পারে না, এবং তাঁহার অধিকারস্থ জনপদে বাজার ভিন্ন অন্য স্থানে দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, কেন না তাহা হইলে তাঁহার দুর্নিবার লোভ রিপুর যথেষ্ট উপভোগ লাভ সম্ভব হয় না*। হায়! কোন কোন দেশীয় প্রজাদের নিজ শরীরও স্বায়ত্ত নহে, তাহারা গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে সমস্ত দিবস ভূস্বামির কর্ম্ম করিলে উচিত বেতনের চতুর্থাংশও প্রাপ্ত হয় না। যে দিবস তাহারা ভূস্বামির কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সে দিবস অতি অশুভ জ্ঞান করে; তদীয় সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে তাহারদের মুণ্ডে যেন বজ্রাঘাত হয়। প্রজারা ধন্য! তাহারদের সহিষ্ণুতাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে, তথাপি দেশ ত্যাগ করে না! তাহারা যদি স্বকীয় ভূস্বামিদিগের ন্যায় নির্ম্মায়িক ও স্নেহশূন্য হইত,—মাতৃ তুল্য জন্ম-ভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত, তবে এত দিনে বঙ্গ ভূমি শ্মশান-ভূমি সদৃশ জন-শূন্য হইয়া যাইত! মাতর্বঙ্গ-ভূমি! কেবল তোমারি অপার ঔদার্য্য গুণে তাহারা জীবিত-বান্ আছে,—কৃষীবল কুল অদ্যাপি নির্ম্মূলি হয় নাই!

এখন এক অধিকারের অনেক অংশি হইলে তত্রত্য প্রজাদের পক্ষে কি ভয়ানক ব্যাপার হয়, তাহা পাঠকবর্গ মনে মনে বিবেচনা করুন; তাহা বাক্যের বচনীয় নহে; তাহারদিগকে অবশ্যই প্রতিজনকে এইরূপ ভিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ইহা যথার্থ বটে, যে সমুদায় ভূস্বামির সমান স্বভাব নহে, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে দশ জনের মধ্যে এক জনকেও শান্ত দেখা যায় না।

* কলিকাতার দক্ষিণাংশে এক ভূস্বামী গাড়ি ও গরুর উপর শুল্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর হইল প্রজারা তন্নিমিত্তে রাজ-বিচারালয়ে অভিযোগ করাতে তাঁহার ধন-দণ্ড হয়।

* তাঁহাকে প্রতিমণে তিন আনা করিয়া লবনের শুল্ক দিতে হয়, নতুবা তাঁহার হস্ত হইতে কোন ক্রমে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় নাই। এই দুর্দান্ত ভূস্বামী লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়াদি বিষয়ে স্বাধিকার সন্নিহিত অন্য অন্য অধিকারস্থ লোকের উপরও এই প্রকারে দস্যু-বৃত্তি করিয়া থাকে।

যে সকল ভূস্বামি আপনার অধিকারে অবস্থিতি করেন না, তাঁহারদের প্রজাদিগকেও কেহ যেন সুখি বোধ না করেন। তাহারদিগকে ভূস্বামির ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ ও রক্তাক্ত লোচন দৃষ্টি করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহার নিয়োজিত ব্যাঘ্র-সম নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্ম্মচারিদিগের কঠোর হস্তে সর্ব্বদাই পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণ কুহরে গোমাস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়। তাঁহারা বিজাতীয় নাম ধারণ করিয়া বিজাতীয় যাতনা প্রদান করেন। তাঁহারদের ন্যায্য রাজস্ব ও স্বীয় প্রভুর বহুবিধ ভিক্ষা আহরণ করাতেই প্রজাদিগের ক্লেশের একশেষ হইয়া উঠে। পরন্তু যে সকল অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক নির্দয় ব্যক্তি নিজ প্রভুর সর্ব্বস্ব হরণে প্রস্তুত, তাহারা আপনার অধীন, যোত্রহীন, সহায়-বিহীন প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন না করিয়া কি কখন ক্ষান্ত থাকিতে পারে? বিশেষতঃ তাহারা অবশ্য কোন অসুর কুলেরই নিকট এই নরক-সাধন উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে কর্ম্মস্থলে চৌর্য্য করিলে,—দস্যুবৃত্তি সাধন করিলে, —কাহারও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেও অধর্ম্ম নাই! যাহারা এমন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা সকলের সর্ব্বনাশ করিয়াও মহা আড়ম্বরে ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ ও নাম সুখ্যাতি বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে কেন বিমুখ হইবে? অতএব নায়েব আর গোমাস্তা নিতান্ত নির্ম্মায়িক হইয়া প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে। ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্ব্বেই আপন আপন ভাগ গ্রহণ করে, এবং সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ছল পাইলেই প্রজার ধন হরণ করিতে থাকে। বনচর ব্যাঘ্র বরাহ তাহারদের অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে? ফলতঃ তাহারদের নিজ উদর পূর্ণ হইলেও প্রজার নিস্তার নাই। কোন্ দস্যু স্বদলস্থ সমস্ত লোককে হৃত বস্তুর অংশ না দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে? অতএব তাহারা আপনার ও স্বসম্প্রদায়ি লোকের ধন-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ এবং দীর্ঘোদর সদর আমলাদিগের সন্নিধানে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তোপযোগি যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নির্ধন নিরাশ্রয় প্রজাদিগকে যে প্রকার ঘোরতর যাতনা দেয়, তাহা স্মরণ করিলে পাষাণময় চিত্তও দ্রব হইয়া যায়। বন্ধন, প্রহার, কারা-রোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্ত্য যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য। এসমুদায় লোক-সংহারক কাণ্ড দুর্দান্ত ভূস্বামিদের অসম্মত নহে। কত কত ভূম্যধিকারি রাজস্ব-বৃদ্ধি ও অন্য অন্য যাবতীয় নিষ্পীড়ন প্রস্তাবে প্রজাদিগকে অসম্মত দেখিলে তাহারদিগকে প্রহার করে, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেয়, স্বনিযোজিত দস্যু দল দ্বারা সর্ব্বস্ব হরণ করায়, এবং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে কখন কখন তাহারদের গৃহ দাহ করিয়াও সর্ব্বস্ব নাশের উপক্রম করে। নিরশ্রু নেত্রে এসমস্ত ভয়ানক ব্যাপার বর্ণনা করা কি মনুষ্যের সাধ্য? এসমুদায় চিন্তা করিলে চিত্ত অবসন্ন হয়,—অঙ্গ অবশ হয়! এসকল শ্রবণ করিয়া যাহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল না হয়, সে অবশ্য পাষাণবৎ জড়পিণ্ড হইবে, সন্দেহ নাই! হে পাঠক বর্গ! তাহারদের অন্তর্দ্দাহ নিবারণের কোন ঔষধ থাকে তবে চেষ্টা কর। কোন্ ব্যক্তি এমন হত-চেতন আছে, যে এসমস্ত দারুণ দুঃখের বিষয় পাঠ করিয়া তৎ প্রতীকারার্থে চীৎকার না করিবেক? "মূক মনুষ্যও বাক্যাভাবে অজস্র অশ্রু নিস্রাব করিতে থাকিবে!"

এ পর্য্যন্ত যাবৎ বিলাপ করা গেল, কেবল ভূস্বামী এবং তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচরেরাই তাহার উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না। পল্লীগ্রামে যাঁহার যৎপরিমাণে সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তিনি লোকের উপর অত্যাচার করিয়া স্বকীয় ক্ষমতা প্রদর্শনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন। সমস্ত লোক আমার আয়ত্ত ও বশীভূত থাকুক, ইহাই সকলের নিতান্ত বাসনা। গৃহস্বামী অবধি ভূস্বামী পর্য্যন্ত

সমুদায় ব্যক্তিরই এই নিগূঢ় বাঞ্ছা। ভূস্বামির সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না; বাজার-সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে। গ্রামের মধ্যে যিনি অন্যান্য অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ধনবান্, তাঁহার অভিলাষ যে আর আর সকলেই তাঁহার দ্বারস্থ থাকে,—সকলেই তাঁহার দাস হইয়া সেবা করে। তাঁহার মনস্কামনা কতক পূর্ণ হয়ও বটে; যাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক মাত্র নাই, তাহারও উপর তিনি কর্ত্তৃত্ব করেন —তাহারও দণ্ড নিষ্কৃতির কর্ত্তা হয়েন। হা! যে দুর্ভাগ্য মনুষ্য এক কালে ক্ষুদ্র প্রজা থাকিয়া অপেক্ষাকৃত ধনাঢ্যদিগের অশেষ উপদ্রব সহ্য করিয়াছে, সেও দৈবাৎ সাম্ন হইলে যাবতীয় যোত্রহীন লোকের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ করে।

যদি তিনি আপন গ্রামের ইজারদার হয়েন, তবে আর কাহারও নিস্তার থাকে না। তাহার অতিপ্রভূত লোভরূপ হুতাশনশিখা ভূস্বামির অপেক্ষায় দীর্ঘ হওয়াই সম্ভাবিত। তিনি সেই লোভাগ্নির উপভোগ আহরণার্থে ভূস্বামি-সংস্থাপিত নানাপ্রকার নিষ্পীড়ন প্রণালীর কোন ভাগই পরিত্যাগ করেন না, বরঞ্চ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন। বিশেষতঃ প্রজারা ভূস্বামির চিরন্তন ধন; তাহারা এককালে উচ্ছিন্ন না যায় ও অধিকার পরিত্যাগ না করে, তাঁহার এমত বাসনা অবশ্যই থাকিতে পারে। কিন্তু ইজারার নিরূপিত সময় অতীত হইলেই ইজারদারের স্বত্বলোপ হয়, সুতরাং প্রজাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ সঞ্চারের সম্ভাবনা কি? নিঃশেষে ধন শোষণ করিতে পারিলেই তাঁহার মঙ্গল। বিশেষতঃ ভূস্বামী তাঁহার নিকট যাদৃশ নিষ্কর্ষণ করিয়া করগ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার লাভভাবের তাদৃশ সম্ভাবনা থাকেনা। অতএব তিনি স্বীয় লাভ প্রত্যাশায় উপায়ান্তর চেষ্টা করেন,—বিবিধ প্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করিতে থাকেন। প্রজার সর্ব্বনাশই সেই সকল বিষম মন্ত্রণার একমাত্র তাৎপর্য্য! তাহারা ভূস্বামিকে যত রাজস্ব প্রদান করিত, ইজারদারকে তদপেক্ষায় চতুর্থাংশ অধিক দিতে হইবেক*। কল্য যে ভূম্যধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল! অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃৎকম্প না হইবে কেন?

এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমীদার, পত্তনীদার, ইজারদার ও দরইজারদার এইচারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দ্দশা বাক্য পথের অতীত!

দুঃখের আর অন্ত নাই, প্রজাপীড়নের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার এক অঙ্গের নাম ফৌজদারি উপদ্রব। —এনাম শ্রবণ মাত্র কোন্ ব্যক্তি না কম্পিত-কলেবর হয়? পঞ্চম-বর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃ ক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়! তদবধি কেমন প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিয়া যায়, যে চির জীবনই তাহারদিগকে ভূত প্রেত শ্মশানাদির ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হয়। পথ মধ্যে কোন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ফৌজদারি লোকের সহিত সহসা সাক্ষাৎ হওয়া কত ভয়েরই বিষয়! ফলতঃ পল্লীগ্রামস্থ ইতর লোকদিগের পক্ষে এ সংস্কার অমূলক নহে, দারোগা ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের প্রসিদ্ধ দুর্ব্যবহার স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে! চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, বা তদনুরূপ কোন ব্যাপারের অনুসন্ধান পাইলে তিনি স্বসম্প্রদায় সমভিব্যাহারে গ্রামমধ্যে সমাগম পূর্ব্বক অশেষ প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করেন। যিনি এমন মনে করেন, যে কেবল শান্তি রক্ষা ও কলহ নিবারণ তাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি তাঁহার মনোগত বিষ-

* যাঁহার যত শক্তি, সে তত বল প্রকাশ করে। অতএব প্রতি টাকায় কেহ দুই আনা, কেহ তিন আনা, কেহ চারি আনা করিয়া ইজারদারি লয়।

পুরিত নিগূঢ় অভিপ্রায় কিছুই অবগত নহেন। কেবল লোভের উপভোগ আহরণ করাই তাঁহার একমাত্র প্রযোজন। প্রজারা তাঁহার নৃশংস স্বভাবের কার্য্য পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াছে; অতএব যেমন মৃগগণ মাংসাদ হিংস্র জন্তুর ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করে, সেইরূপ তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কার শঙ্কায় নানা স্থানে অপ্রকাশিত হইয়া থাকে। সে দিন তাহারদের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষতি ও উপজীবিকার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাঁহার ভীষণ দৃষ্টি হইতে সকলের পরিত্রাণ পাইবার বিষয় কি? যাহারা কোন প্রকারে অপসরণের উপায় না পায়, তাহারদিগেরই বিষম সঙ্কট উপস্থিত; প্রথমে ক্লেশ, অবশেষে ধনক্ষয়। দারোগার দীর্ঘোদর পূরণার্থে কিছু কিছু অন্ন দান না করিলে তাহারদিগের কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি নাই। তিনি এইরূপে, যত পারেন, সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে দস্যু বা সন্ধিচৌর যে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহার উপর সর্ব্বপ্রযত্নে আক্রমণ করেন, এবং তাহার যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহারও কিঞ্চিৎ ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে প্রস্থান করেন! তাঁহার অধিকারে নরহত্যা হইলে তাঁহার পরাক্রম চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। গ্রামস্থ লোকে ফৌজদারির প্রকাণ্ড কাণ্ডভয়ে সে বিষয় জ্ঞাপ্য রাখিবার যত যত্ন করে, তাঁহার লোভ রিপু তত প্রবল হইয়া তাহার চরিতার্থতা সাধনের চেষ্টাও তদনুরূপ বৃদ্ধি হয়! এই তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং ইহাই তাঁহার কার্য্য!

এইরূপে পল্লীগ্রামস্থ প্রজারা সকলের সমবেত চেষ্টায় দিন দিন দৈন্য-দশা প্রাপ্ত হইতেছে,—দশের ষড়যন্ত্রে শ্বাসাগত-প্রাণ হইয়াছে। তাহাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষগ্ বেশে আগমন পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান করে; কিন্তু সে অতি-ভয়ঙ্কর ঔষধ; তাহাদের রসায়ন চিকিৎসায় যদ্যপি আপাততঃ রোগের প্রকোপ দমন হয়, কিন্তু তদীয় বিষজ্বালায় শরীর ও মন চির জীবন জ্বালাতন হইতে থাকে, এবং সেই ভেষজ বিষেই অবশেষ শেষ দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত মহাজন সংজ্ঞক বিষদ বৈদ্যের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতির পথ এক কালে রুদ্ধ হয়। মহাজন মুলধনের অর্দ্ধ বা তদনুরূপ সমধিক বৃদ্ধি লাভ ব্যতীত ঋণদান স্বীকার করেন না, কারণ তদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থ-পিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না *; অতএব দুঃখি প্রজাদিগকে উপায়ান্তর বিরহ বশতঃ সুতরাং তাহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। মুলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া তাহারদের বিনাশের কারণ হয়!

যিনি এই সমস্ত চিত্ত-বিদারণ ব্যাপার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, তাঁহার আর প্রজাদের দারুণ দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই। অনেকে কহেন, তাহারা এত নির্ব্বীর্য্য, স্ফূর্ত্তি-হীন, ভীরু-স্বভাব কেন? হায়! যে অনাথ কৃষাণেরা অহরহ নিষ্পীড়িত, তর্জ্জিত, মানভ্রষ্ট ও শরীরে আহত হয়; যাহারা ধন-প্রভুত্ব-বিশিষ্ট সকল লোকেরই অত্যাচার ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত; যাহারা ক্ষুদ্রাশয় দয়া-শূন্য বার্দ্ধুষিকেরও দাস, এবং কি জানি কোন্ পথে উগ্র-মূর্ত্তি মহাজনের সহিত সাক্ষাৎকার হয় এই আশঙ্কায় সদাই অস্থির, তাহারদিগের কি কখনো বীর্য্য ও সাহসের সম্ভাবনা আছে? সেই অধীন দীন ব্যক্তিরা মনোমধ্যে কেবল অত্যাচার, ধনক্ষয় ও অনাহারেরই আলোচনা করে,—রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমাস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই স্বপ্ন দেখে! সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহারদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে! —তখনও তাহারদের অপার চিন্তার্ণব নিস্তরঙ্গ হয় না! তাহারদের অনাহারে প্রাণ বিয়োগও অসম্ভব নহে। তাহারা যে মনোরম আশাকে অবলম্বন করিয়া সম্বৎসর অশেষ

* কেহ কেহ প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা এবং কেহ কেহ এক আনাও মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করে। যাহারা ধান্যের বাড়ি দেয়, তাহারা সংবৎসরে বৃদ্ধি স্বরূপে মুল ধান্যের অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হয়। শত করা ৫০ ও ৭৫ টাকা বৃদ্ধি! ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি আছে!

ক্লেশ স্বীকার করে,—দাবানলে কলেবর দগ্ধ করে, তাহাও সার্থক হয় না। যত কাল তদীয় ক্ষেত্রে সতেজ শ্যাম-বর্ণ শস্য বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাবৎ তাহার শোভা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাহারদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইত। তত দিন তাহারা "আমার ক্ষেত্র" "আমার শস্য" বলিয়া অতি অপূর্ব্ব সন্তোষ সম্ভোগ করিত! কিন্তু গৃহে আনিবা মাত্র সে সমস্ত আর তাহারদের নহে। তৎকাল পর্য্যন্ত যত রাজস্ব অনাদায়ি থাকে, তন্নিমিত্ত ভূস্বামির দুরন্ত দুতেরা অবিলম্বেই তদুপরি আক্রমণ করে, এবং তদনন্তর প্রচণ্ড-মূর্ত্তি উত্তমর্ণ আগমন করিয়া সমুদায় শস্য নিঃশেষে গ্রহণ করেন*। তখন তাহারা সম্বৎসরের আশায় নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরন্ন হয়। এইরূপ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াও কোন কোন প্রদেশীয় অক্ষুব্ধ প্রজারা পুনর্ব্বার অন্ন আহরণে উদ্যোগি হয়! তাহারদের কি কঠোর প্রাণ!—কি অসাধারণ ধৈর্য্য!—কি অভাবনীয় সহিষ্ণুতা শক্তি! তাহারা পূর্ব্বকৃত ক্লেশের সমুদায় ফল পরহস্তে সমর্পণ করিয়া স্বোদর পূরণার্থে পুনর্ব্বার ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। সমস্ত উৎকৃষ্ট শস্য পরার্থে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের নিমিত্ত চিনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শস্য বপন করে, এবং পরে তাহাই ভোজন পূর্ব্বক কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। অন্য প্রদেশীয় প্রজারা তদনুরূপ উপায়াভাবে উত্তমর্ণ সন্নিধানে ধান্য রূপ ঋণ গ্রহণ করে,—গলদেশে অমোঘ মৃত্যু পাশ বন্ধন করে! হায়! যাহারা যাবতীয় লোকের ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করে,—যাহারদের পুষ্টি-কারক, বলাধায়ক, শ্রমোপযোগি দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহারা সুপ্রতুল রূপে কিম্বা সামান্য রূপেও জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে পায় না!

* অনেকানেক ভূস্বামিও প্রজাদিগকে ঋণ দান করেন। এমত স্থলে তিনিই তাহারদের মরণ জীবনের এক মাত্র কর্ত্তা। তিনি একাকী সমুদায় শস্য লইয়া গৃহসাৎ করেন।

তাহারদের কায়িক ক্লেশ ও তদীয় ফলের পরস্পর বিপর্য্যয় বিবেচনা করিলে অধৈর্য্য হইতে হয়! তাহারা এইরূপে দুঃসহ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া কি প্রকারে জীবিতবান্ থাকে! পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।—উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জ্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না! ভিন্ন দেশীয় লোকে কি এ প্রকার ভাবিতে পারে না, যে তাহারা বুঝি অনশন ব্রত পালন করিয়াও প্রণয়াস্পদ ভূমি-পদে জীবন সমর্পণ করিতে পারে? মস্তকোপরি অজস্র বারি বর্ষণ হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপও করে না,—ভূমি হইতে ক্ষণ মাত্র নেত্র উৎক্ষেপ ও হস্ত উত্তোলন করে না। যখন প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভাবে পাষাণ বিদীর্ণ ও অরণ্য দগ্ধ হয়, তখনও তাহারদের বিশ্রাম নাই! ইহা কি সামান্য খেদের বিষয়, যে তাহারা হৃদয়ের শোণিত সেচন করিয়া যে ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও যাহাতে শরীর নিপাত করিয়া গিয়াছে, তাহার ফল লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়! অতি দূরবর্ত্তি বিদেশীয় লোকেরাও তাহারদের শ্রম-সাধিত শস্য ভোজন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, ও তাহারদের স্বহস্তোৎপাদিত-কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া অঙ্গ শোভিত করিতেছে, কিন্তু তাহারা সামান্যরূপ অন্নাচ্ছাদনও প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহুকষ্টে যৎ সামান্য শস্য ভক্ষণ ও ঘন মলিন চীর পরিধান করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অনাহারী ও নগ্নপ্রায় থাকাতেও যদি তাহারদের দুঃখের পর্য্যাপ্তি হইত, তথাপি অপেক্ষাকৃত অনেক মঙ্গল বিবেচনা করিতাম! তাহার উপর আবার ভূস্বামি প্রভৃতির বন্ধন ও প্রহারাদি অসহ্য অত্যাচার স্মরণ করিলে এককালে হত-চেতন হইতে হয়। আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, অতএব এবার এই স্থানেই সমাপ্তি। কিন্তু এখনো অনাথ প্রজাদের দুঃখ বর্ণনার অনেক অবশিষ্ট থাকিল; তদীয় ক্লেশ আলোচনায়

চিত্ত অনাকুল রাখিতে পারিলে বারান্তরে তাহার বিবরণ করা যাইবেক।

কর্ত্তাভজা।

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ আর এক সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ত্তাভজা। যদিও ঘোষপাড়া-নিবাসী সদ্গোপ-কুলোদ্ভব রামশরণ পাল এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু এক উদাসীন ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা উপাখ্যান আছে ; তাহার কোন আখ্যান সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা যায়না। সংপ্রতি কোন ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি* এই সম্প্রদায়ের পশ্চাল্লিখিত বিবরণের অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আউলেচাঁদের অপেক্ষাকৃত সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহার সমুদায় ভাগ সম্যক্ প্রামাণিক না হউক, তথাপি এসম্প্রদায়ী লোকের তদ্বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহাও অবগত হওয়া যাইতে পারে।

উলাগ্রামে মহাদেব নামে এক বারুই ছিল্ল ; সেব্যক্তি ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার স্বকীয় পর্ণ-ক্ষেত্রে এক অজ্ঞাত-কুল-শীল অষ্টম বর্ষীয় বালক প্রাপ্ত হয়। ঐ বালক বারুই গৃহে ১২বৎসর বাস করেন, তদনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের বাটীতে ২ বৎসর কাল স্থিতি করেন, তৎপরে কোন ভূস্বামির গৃহে গিয়া ১৷৷ বৎসর অবস্থান করেন, তদনন্তর বাঙ্গলার পূর্ব্বখণ্ডে উপস্থিত হইয়া সেস্থানেও প্রায় ১৷৷ বৎসর ক্ষেপণ করেন, এবং তৎপরে অন্যান্য নানা স্থান পর্য্যটন করেন। ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে বাঙ্গলার পূর্ব্বখণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার অব্যবহিত কাল পরেই বেজরা গ্রামে আগমন করেন। তথায় হটু ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার অনুগত ও সমভিব্যাহারি হইলেন, এবং তৎপরে রামশরণ পাল তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদীয় মত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার পশ্চাল্লিখিত ২২ শিষ্য ছিল।

১ হটু ঘোষ	১২ নিতাই ঘোষ
২ বেচু ঘোষ	১৩ আনন্দরাম
৩ রামশরণ পাল	১৪ মনোহর দাস
৪ নয়ন	১৫ বিষ্ণুদাস
৫ লক্ষ্মীকান্ত	১৬ কিনু
৬ নিত্যানন্দদাস	১৭ গোবিন্দ
৭ খেলারাম উদাসীন	১৮ শ্যাম কাঁসারি
৮ কৃষ্ণদাস	১৯ ভীমরায় রজপূত
৯ হরি ঘোষ	২০ পাঁচু রুইদাস
১০ কানাই ঘোষ	২১ নিধিরাম ঘোষ
১১ শঙ্কর	২২ শিশুরাম *

যদিও এইক্ষণে অনেকানেক ভদ্র লোকে এই সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্রথমকার শিষ্যদিগের নাম দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে আদৌ ইতর লোকেরাই এই ধর্ম্ম প্রচার করে।

আউলে চাঁদ এই প্রকার এক অভিনব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া ১৬৯১ শকে বোয়ালে গ্রামে পরলোক যাত্রা করেন†, এবং রামশরণ পালাদি আট জন শিষ্য তথায় তাঁহার কন্থার সমাজ দিয়া চক্রদহের প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে পরারি নামক গ্রামে

* শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাব লেখককে আপনার সংগৃহীত এতদ্বিষয়ক বৃত্তান্ত সমুদায় প্রদান করিয়াছেন।

* এই বাইশ জন শিষ্য বিষয়ে এক অপূর্ব্ব প্রবাদ আছে যথা

আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার।

তদ্বিষয়ে এক গান ও আছে যথা

এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো।

এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল।

এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন, জয় কর্ত্তা বলি, বাহু তুলি, কল্যে প্রেমে টলাটল।

এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো।

† কিন্তু আর এক জনশ্রুতি আছে, যে ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়ে অর্থাৎ ১১৭৬ সালে রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে তণ্ডুল ক্রয়ার্থে গিয়াছিলেন, তথায় আউলেচাঁদ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, এবং তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপদেশ প্রদান করেন।

ার দেহ আনয়ন পূর্ব্বক সমাধিস্থ করেন* ।

তিনি কৌপীন খির্কা ও কুস্থা ধারণ করিয়া পর্য্যটন করিতেন, লোকদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় উপদেশ দিতেন, হিন্দু মোসলমান ম্লেচ্ছ সকলকেই সমান জ্ঞান করিতেন, এবং জাত্যভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেরই অন্ন ভোজন করিতেন । আউলেচাঁদের এই বৃত্তান্ত কতদূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর । তবে ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হইতেছে, যে রামশরণ পাল কোন উদাসীনকে অবলম্বন করিয়া এই ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । যদিও পূর্ব্বোক্ত হটু ঘোষের দল ও অন্যান্য কোন কোন শাখা বিদ্যমান আছে শুনা গিয়াছে, কিন্তু রামশরণ পালের সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান।

এই সম্প্রদায়ি লোকে ঐ উদাসীনকে পরমেশ্বরের স্বরূপ করিয়া মানেন, এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন । কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলেচন্দ্র, তিনেই এক, একেই তিন ।

তাঁহারা কহেন, যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হয়েন, তিনিই পুনর্ব্বার রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক আউলে মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম আছে, সেই রূপ ইঁহারও আউলেচাঁদ, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে মহাপ্রভু, কাঙ্গালি মহাপ্রভু, ফকির ঠাকুর, সিদ্ধপুরুষ, সাঁই গোসাঁই প্রভৃতি অনেক প্রকার নাম আছে । লোকে বলে, মহাদেব বারুই তাঁহার পূর্ণচন্দ্র নাম রাখিয়া ছিলেন । মোসলমানেরাও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, অতএব বোধ হয় তাহারাই আউলে† নাম দিয়াছিল । কর্ত্তা-উপাসকদিগের এই-রূপ বিশ্বাস আছে, যে তিনি বিস্তর বিস্তর অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন ; অন্ধকে চক্ষুঃ ও খঞ্জকে পদ প্রদান করেন, রোগিকে সুস্থ ও মৃতকে সজীব করেন, দরিদ্রকে ধনবান্ ও খলিপিণ্ডকে স্বর্ণপিণ্ড করেন, এবং আপনি কাষ্ঠ-পাদুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গমন করেন ।

এ সম্প্রদায়ের বিজ্ঞলোকেরা কহেন, একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই আমারদের ধর্ম্ম, কিন্তু তাঁহারা " লোক মধ্যে লোকাচার সদ্গুরু মধ্যে একাচার" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেব প্রতিমার পূজা করেন ।

এসম্প্রদায়ি গুরুদিগের নাম মহাশয়, এবং শিষ্যের নাম বরাতি* । তাঁহারা শিষ্যকে প্রথমে " গুরু সত্য " এই-মন্ত্র প্রদান করেন†, পরে যখন তাহারদের প্রগাঢ় গুরুভক্তি হইয়া জ্ঞান পরিপাক হয়, তখন ষোলআনা মন্ত্র উপদেশ করেন । যথা

কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু‡।

---

* এই আট শিষ্যের নাম যথা।

১ শ্যাম বৈরোগী	৫ রামশরণ পাল
২ হরিঘোষ	৬ ভীমরায় রজপূত
৩ হটু ঘোষ	৭ সহস্রুরাম ঘোষ
৪ কানাই ঘোষ	৮ বেচু ঘোষ

† পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর্গ অর্থাৎ যাহার দৈব শক্তি আছে।

* ইঁহারা বিস্তর নূতন কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার এক এক শব্দের কত ভাবই আছে। তাহার এই এক উদাহরণ শুনা গিয়াছে, যথা যে স্থলে "আমি চলিলাম " বা " আমি কহিলাম" বলিতে হয়, সে স্থলে "তুমি চলিলে তুমি কহিলে " বলিয়া থাকেন। আর স্বসম্প্রদায়ি লোককে " ভগবজ্জন " ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোককে " ঐহিক লোক" বলেন।

† দীক্ষার সময়ে গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

মহাশয়—তুই এধর্ম্ম যজন করিতে পারিবি ?
বরাতি—পারিব।
মহাশয়—মিথ্যা কহিতে পারিবি না. চুরি করিতে পারিবি না, পরস্ত্রী গমন করিতে পারিবি না, এবং স্বস্ত্রী সঙ্গও অধিক করিতে পারিবি না।
বরাতি—আমি এসমুদায়ের কিছুই করিব না।
মহাশয়—বল, তুমি সত্য তোমার বাক্য সত্য।
বরাতি—তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য।

গুরু তখন মন্ত্র দান করিয়া কহেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আর কাহাকেও এনাম বলিস্নে।

‡ এই মন্ত্রের প্রকারান্তরও শ্রবণ করা গিয়াছে, যথা "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই। গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা।

ইঁহারা কহিয়া থাকেন আউলেচাঁদ, পশ্চাল্লিখিত দশ কর্ম্ম নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, অতএব কোন কোন মহাশয় কোন কোন শিষ্যকে তাহা উপদেশ করেন।

তিন কায়কর্ম্ম—পরস্ত্রী গমন, পরদ্রব্য হরণ, পরহত্যা করণ।

তিন মনঃকর্ম্ম—পরস্ত্রীগমনের ইচ্ছা,পর দ্রব্য হরণের ইচ্ছা,পরহত্যা করণের ইচ্ছা।

চারি বাক্য কর্ম্ম—মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থক বচন, ও প্রলাপভাষণ।

বোধ হয় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উত্তম অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাঁহার অনুগতিকেরা তৎ প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যভিচার দোষ তাঁহারদিগের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের মতে লাম্পট্য দোষ অতি নিষিদ্ধ*, এবং তাঁহারা স্বসম্প্রদায়ি লোকদিগকে ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বোধন করেন, কিন্তু এই রূপ আত্মীয় বোধে পরস্পর একত্র সহবাসই তাঁহারদের সর্ব্ব-নাশের হেতু হইয়াছে। ভোজন বিষয়ে ইহারদের জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। কিন্তু শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে কতক গুলি গুপ্ত কর্ত্তাভজা আছেন, তাঁহারা পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না, এবং দীক্ষা কালে শিষ্যদিগকে মাংস ভোজন, মদ্য পান, মিথ্যাকথন ও পরস্ত্রী গমনের সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজনেরও নিষেধ করেন†।

চৈতন্য সম্প্রদায়িদিগের ন্যায় ইঁহারদিগেরও প্রেমানুষ্ঠান প্রধান সাধন। মন্ত্র জপ ও প্রেমানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ হইয়া অশ্রু, পুলক, হাস্য, কম্প, দন্তপ্রতিঘাত প্রভৃতি নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে। শিষ্যদিগের যত চিত্ত শুদ্ধি ও প্রেম বৃদ্ধি হয়, এই সমুদায় লক্ষণের ততই আধিক্য হইয়া আইসে। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে বৈঠক করিয়া এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মোন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, কখন কখন আমোদ ও উৎসাহ বশতঃ সমস্ত রজনীই এই প্রকারে যাপন করেন। যে ব্যক্তি সে রসের রসিক নহে, সে যদি দৈবাৎ ঘোরতর নিশীথ সময়ে তাঁহারদের বিকট হাস্য, ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, অতি দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস এবং দন্ত-ঘর্ষণোৎপন্ন ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করে, তবে অবশ্যই ভয়েতে কম্পমান হইতে পারে।

চৈতন্য সম্প্রদায়ি গোস্বামী ও ইঁহারদের মহাশয় উভয়েরই সমান প্রভুত্ব। যেমন কাঙ্গালি মহাপ্রভু জগৎপ্রভু স্বরূপ, সেই রূপ যিনি তাঁহার দত্ত মন্ত্র উপদেশ করেন, তিনিও তাঁহারই স্বরূপ, এই যুক্তি অনুসারে ইঁহারা তন্ত্রোক্ত দেব গুরু শিষ্যের অভেদ বিধির ন্যায় গুরুকে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন; এবং স্বকীয় শরীরকে মহাশয়ের শরীর রূপে অঙ্গীকার করেন।

আউলে চাঁদ মানুষ ছিলেন, অতএব মানুষই সত্য, সুতরাং মানুষ গুরুই পরম পদার্থ। মনুষ শব্দ উচ্চারণ, মনন, বা শ্রবণ করিলে ইঁহারদের যে কত ভাবের উদয় হয়, তাহা অন্যের অনুধাবণ করা সুকঠিন। ইঁহারদিগের এ প্রকার প্রগাঢ় প্রত্যয় আছে, যে সেই আউলে মানুষের জীবাত্মা রামশরণ পালে বর্ত্তিয়াছিল, সুতরাং তিনি তৎ স্বরূপ অর্থাৎ কর্ত্তা স্বরূপ হইয়াছিলেন। পালদিগের বাটীতে এক গদি আছে, যিনি তাহার অধিকারী হয়েন তাঁহাকে ঠাকুর বলে। তিনিও কর্ত্তা স্বরূপ; ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ ও সকল জাতীয় লোকেই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহার পদ ধূলি গ্রহণ ও প্রসাদ ভোজনও করিয়া থাকে। প্রথমে রামশরণ পাল, তদনন্তর তাঁহার পত্নী, অবশেষে রামদুলাল পালের স্ত্রী তাহাতে উপবিষ্ট হয়েন।

* মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।

† ইঁহারদের মন্ত্রও স্বতন্ত্র যথা "ঠাকুর কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, দয়াকর ঠাকুর।"

শুনা গিয়াছে ইহারদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের "আউলে মহাপ্রভু" এই দুই শব্দ পরিত্যাগ করেন।

এক্ষণে ইনিই কর্ত্রী ঠাকুরাণী। ঠাকুর বা ঠাকুরাণী স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে উত্তরাধিকারি করিয়া যান, তিনিই গদির অধিকারী হয়েন।

লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার অধিক ভাগই পালদিগের অধীন। অতএব আউলে চাঁদের প্রসাদাৎ পালদিগের প্রভুত্ব ও সম্পত্তির ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। মহাশয়েরা এই প্রধান আচার্য্য পালদিগের অধীন। স্থানে স্থানে গ্রাম বিশেষে এক এক জন মহাশয় থাকেন; শিষ্য সংগ্রহ, ধর্ম্মোপদেশ, দান গ্রহণাদি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা শিষ্যদিগের নিকটে কর সংগ্রহ করিয়া পরম ধাম পাল-মন্দিরে কর্ত্তা বা কর্ত্রী সন্নিধানে উপস্থিত করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারদের আপনারও বিলক্ষণ লাভ ভাব আছে। শিষ্যেরা তাঁহারদিগকে সর্ব্বদাই নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করে, ইহাতে তাঁহারা নিজ গৃহে বসিয়া অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব খাদ্য, পরিধেয়, ও অন্য অন্য বিবিধ প্রকার ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান্ মিশনরিদিগের ন্যায় নানা প্রকার কল কৌশল প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন; বিশেষতঃ অবলা স্ত্রী গণ তাঁহারদের কুহক জালে অনায়াসেই পতিত হয়। তাঁহারা লোকদিগকে এই রূপ প্রলোভ বাক্য বলেন, যে "আমরা দেব দর্শন এবং ইষ্ট দেবতাকেও নয়ন গোচর করাইতে, এবং মন্ত্র বলে অত্যুৎকট রোগ সমুদায়েরও শান্তি করিতে পারি।" ইষ্ট দেবের দর্শন ও সন্তানের রোগ শান্তির আশ্বাস অপেক্ষায় স্ত্রীলোকদিগকে বশীভূত করিবার অমোঘ উপায় আর কি আছে?

কোন কোন স্থানের মহাশয় মোসলমান; পরমভক্ত হিন্দু শিষ্যেরা ও গোপনে গোপনে গিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন। হায়! ইহাতেও যাঁহারা এক্ষণে জাতি-ভেদ রক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা কি অন্ধ!

বাঙ্গালিদের দলাদলি ও দ্বেষাদ্বেষি সর্ব্বত্রেই সমান, অতএব শিষ্যাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং ঘোষপাড়ার কর্ত্তা বা কর্ত্রী তদ্বিষয়ক অভিযোগ শ্রবণ পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দেন।

এই সম্প্রদায় গোপনে গোপনে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই এধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, ও শ্রুত হওয়া গিয়াছে, অনেকানেক সুবিজ্ঞ ভদ্র লোকও ইহাতে নিবিষ্ট আছেন। কর্ত্তাভক্তদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইতর ও স্ত্রীলোক। কর্ত্তার অনুচরেরা গৃহস্বামিদের অজ্ঞাতসারেও অবলীলাক্রমে অন্তঃপুর প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। মধ্যে মধ্যে উৎসব উপলক্ষে ঘোষ পাড়ায় মহা সমারোহ হইয়া থাকে; বৈশাখ মাসে রথ এবং ফাল্গুনমাসে দোলের সময় দোল ও রাস হয়। বিশেষতঃ এই শেষোক্ত উৎসবের সময় তথায় লোকারণ্য হয়। তিন দিবস চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা স্থানীয় ও নানা জাতীয় লোক ক্রমাগত আগমন করিতে থাকে. এবং স্ত্রী পুরুষে একত্রে সর্ব্ব সঙ্কর ভোজন ও পারমার্থিক সঙ্গীতাদি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ সহকারে উৎসব সমাধান করিয়া প্রতিগমন করে। এই কতিপয় দিবস পালকর্ত্তাদের প্রচুর ধন লাভ হয়। এই সময় মহাশয়েরা স্বস্ব শিষ্য সন্নিধানে বার্ষিক কর আহরণ করিয়া কর্ত্রী সমীপে উপস্থিত করেন, এবং অনেক লোকে পূর্ব্বকৃত মানসিকও প্রদান করে। কর্ত্তাভক্তদিগের এই রূপ বিশ্বাস আছে, যে কর্ত্তা প্রসাদে বিনা ঔষধে রোগ শান্তি হয়, এবং অনেকে তদনুযায়ি ব্যবহারও করিয়া থাকে। আউলেচাঁদ এইপ্রকার অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অতএব তৎস্বরূপ গুরুদেব মহাশয়েরা তাহাতে কেন অশক্ত হইবেন? তাঁহারা "গুরু সত্য আপদ্ মিথ্যা" বলিয়া সমুদায় বিপদ্ মোচন করেন। অতএব এই সময়ে কত শত বিপদ-গ্রস্ত, রোগি, ও বন্ধ্যা স্ত্রীকে স্বস্ব মনোরথ সাধনার্থে পালদিগের আলয়ে দাড়িম্ব বৃক্ষ তলে হত্যা দিয়া দণ্ডবৎ প-

ষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। তাঁহারদের বাটীর নিকট হিমসাগর নামে এক সরোবর আছে, কোন কোন ব্যক্তিকে পীড়া শান্তির নিমিত্ত তাহাতে অবগাহন করিতে হয়, এবং দুঃসাধ্য রোগ হইলে সমুদায় পূর্ব্বকৃত পাপ স্বীকার করিতে হয়।

চৈতন্য সম্প্রদায়ের সহিত এসম্প্রদায়ের বিশেষ বিভিন্নতা নাই; ইহা দ্বারা কেবল ঘোষপল্লী-বাসী পালবংশের সম্পদ্ বৃদ্ধি এবং তৎসহকারে গোস্বামিদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের কিঞ্চিৎ বিঘ্ন বিঘটন এই দুই ব্যাপার সাধিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আউলেচাঁদের পরমাদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া ও দশ অনুমতি,রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বকৃত পাপ স্বীকার, কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ও আউলেচাঁদ এই পরম দেবত্রয়ের একতা ইত্যাদি বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সহিত কর্ত্তাভজদিগের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।

ইঁহারদিগের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বিস্তর গান আছে, সে সমুদায় ইতর লোকের কৃত প্রযুক্ত নির্ম্মল সাধুভাষায় রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু তৎপাঠ দ্বারা এ সম্প্রদায়ের নিগূঢ় ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব তাহার কয়েকটা গীত উদ্ধৃত করা গেল।

গান।

অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু, এমন মত-ভ্রম জন্মজন্মান্তরে তোমার সংসারে হয়না যেন কভু। বিকলে কর্ল্যে বড় কাবু, আমার ত্রুটি কত কোটিবার, লেখায় জোখায় লাগে ধোকা, সংখ্যা হয় না তার, দীন জন হইয়ে, অভয় পদ ধ্যায়ে, ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয়ে বাবু।

আমার পাপ চয় নিশ্চয় হয় না কখন। সুসারে পশারে বিস্তারে করে অগণন। উপাসনা পায় না পামরতম, দুঃখের অন্তে সুখের চিন্তা হচ্চে মতভ্রম। ভ্রমে ভ্রম বাড়ালে, ছাড় ছাড় বল্যে ছাড়িতে চাইলে, ছাড়ে না কভু।

যত নিন্দকে নিন্দা করে আমাকে,দেখ্যে আমার রীত, আমি ব্যলীক, তুমি সভার মালিক,এবলি ঠিক কর্ত্তার উচিত। আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ জব্দ করেছে, আমাকে নিন্দকের বন্দুকের সেস্তে রেখেছে, আমি ভ্রান্ত দুরন্ত অন্তর, কলে বলে কল করিয়া বলি কুমন্তর, তুমি সবার সেব্য সবার ভাব্য, ভাবের ভাবি হও তুমি রব্বা রবু।

আমি গরজে ক্ষীর ত্যজে এ রাজ্যে গরল করি পান। বিষ ত্যজি, প্রেম রসে মজি, বসি আছেন ভাগ্যবান্। আমি আত্ম সুখী হয়েছি ডুবাইয়াছি ডিঙ্গে, এক বোলে, ভাসিতেছি সকলে, প্রেমের তরঙ্গে; ডুব্তে ডুবতে খাবি খেতেছি, কর্ম্ম ফলে, অসম কালে, জব্দ হতেছি; তরি যে নীরে, কালের সংখ্যা কর্য্যে,আছি ধর্য্যে দণ্ড পলের তাম্বু ॥১॥

তুফান আস্তেছে কস্যে, জলে জল যাবে মিশে,মাজি হাল ধর কস্যে,আর যাঁহা নৌকা তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ, ওরে মাজি দাঁড়িয়া শোন। মাজি সত্য বাদাম'লও, ধিরে ধিরে বাও, কেন তুফান পানে চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন ॥২॥

ওকে ডাঙ্গায় তরি যায় বেয়ে, কোন রসিক নেয়ে; আছে দাঁড়ি মাঝি দশজনা, ছয়জনা তার গুণ টানা, সে কে তা জেনেও জানিলে না। আনন্দেতে যাচ্চে বেয়ে, যত অনুরাগী সারি গেয়ে, এ কোন রসিক নেয়ে; আছে ডিঙ্গা ভরা বস্তু ধন, বস্যে প্রেমের মহাজন, তার চৌকি পঞ্চজন ॥৩॥

খ্যাপা এই বেল্যা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর। যখন পলাবে সে রসের মানুষ, পড়িয়া রবে সুধুই ঘর ॥৪॥

সত্যবল সুপথে চল আমার মন। যদি পাবি সেই শুদ্ধ সত্য বস্তু ধন, এই কথা শোন। জোর করি চালাবে কমি ঠেকিবে সংকটে, শমন ধরিবে জটে, আর ফেঁরে ফারে দিতে হবে,কর্য্যে ষোলআনাতে ভুক্তন। ফড়্যা যারা, মজবে তারা, বাটখারা যাদের কম,ধর্য্যে তসিল করিবে যম,

আর গদিয়ান জহুরি যারা বস্যে ব্যাপার কর্ছে প্রেম রতন। মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক যেতে পারিবেনা, পথে আছে এক থানা, সোণার বেণে সোণা চিনে, নেবে নিক্তিতে করো ওজন ॥৫॥

দরবেশ করোয়া ধারি, প্রভু আমার অটল প্রেমের অধিকারি। প্রভুর ব্রজের নামটি বংশীধারি, নবদ্বীপে গৌরহরি, এযে কর্ত্তেছে ফকিরি, আউলে ডেঙ্গায় কর্যে জারি। দরবেশ দরদি বটে, যখন যা চাও তাই ঘটে, তবে মিছা পূজা ঘটে পটে, দেখ সেরূপ নেহার করি ॥৬॥

ধন্য গুরুরে পাগল গোসাঁই আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই। নাহি কিছু গুণলেশ, সকল গুণের শেষ, চন্দনে ছাড়ি আবেশ অঙ্গে মাখেন ছাই। কি কব ধ্যানের কথা, লেঙ্গুটি আর ছেঁড়া কাঁথা, গোলামে এলাম দাতা সরে বাদসাই। চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়, কোথা থাকে কোথা যায়, কোথা আছে নাই ॥৭॥

স্বরূপের বাজারে থাকি। শোনরে খ্যাপা, বেড়াস্ একা, চিন্তে নার্লি ধর্বি কি। কালার সঙ্গে বোবায় কথা কয়, কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে তার মর্ম্ম কথা বল্বো কি। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবু ডুবু খায়, সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি ॥৮॥

রামবল্লভি দল।

কিছু দিন হইল, পালদিগকে কর্ত্তা স্বরূপ স্বীকার না করিয়া বংশবাটীর কয়েক ব্যক্তি রামবল্লভি নামে এক শাখা সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান উদ্যোগি ছিলেন। এই সাম্প্রদায়ি লোকে তৎপ্রবর্ত্তক রামবল্লভকে শিব স্বরূপ স্বীকার করে, এবং প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশী দিবসে পাঁচঘরা গ্রামে প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে এক উৎসব হইয়া থাকে। ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন; অতএব ঐ উৎসব কালে কোরাণ, বাইবেল, ও ভগবদ্গীতাও পাঠ হয়। সে স্থানে "পরম সত্য" নামে এক বেদী আছে, তথায় সর্ব্ব জাতীয় লোকেই একত্রিত হইয়া সর্ব্ব-সঙ্কর ভোজন করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইঁহারা খেচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, ও নানকের এক এক ভোগ হয়, এবং এক এক জন তত্তৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগ দ্রব্য ভক্ষণ করেন।

ইঁহারদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করিবেক, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করিবেক, ও পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয় রাখিবেক, আর পর-দ্রব্য এবং পর-স্ত্রী স্পর্শ ও দর্শনও করিবেক না। সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তাভজাদিগেরই পরস্পর সাতিশয় সম্প্রীতি আছে বটে, কিন্তু তাঁহারদিগকে অপরাপর নিয়ম এবং বিশেষতঃ ব্যভিচার বিবর্জ্জন বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পালন করিতে দেখা যায় না।

রামবল্লভিদিগের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার দাসের এই প্রার্থনা, যে উপরের লিখিত আজ্ঞা পালনে সকলে সক্ষম হয়, ইহাতে আপনকার যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।

ইঁহারদিগের মত-প্রতিপাদক গান

কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদির বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলোরে। মন কালি কালি গাড্ খোদা বলোরে।

কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১ ফাল্গুণ ১৭৭১ শক

যৌবন কাল কি বিষমকাল! যৌবন কালে কাম ক্রোধাদি রিপু সকল কি ভয়ানক রূপে প্রবল হয়। বিশেষতঃ কামরিপু এই কালে কুপিত বিষধরের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দংশন করত আমারদিগের

শরীর ও মনকে অহরহঃ দগ্ধ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি যৌবন কালে এই দুর্জয় রিপুর নিতান্ত বশীভূত হয়, সে আপনার অমঙ্গলের দ্বার আপনিই মুক্ত করে। কামরিপুর বশীভূত হইলে মনুষ্যের আর সদসৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায় অন্যায় কোন জ্ঞানই থাকেনা, তাহার মন বিচলিত হইয়া সর্ব্বদাই অপবিত্র চিন্তাতে অস্থির হয়। ইহাও দৃষ্টি করা গিয়াছে, যে কত শত যুবা ব্যক্তি এই দুরন্ত রিপুর বশীভূত প্রযুক্ত আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পরিশেষে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে, এবং নানা প্রকার মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতেছে। কত ব্যক্তি এই কুপিত রিপুর বশীভূত হইয়া অবলা পতিব্রতা স্ত্রীকে বিপথ-গামিনী করিতেছে, এবং তাহার আত্মীয় স্বজনের মনে যন্ত্রণার বীজ রোপণ করিতেছে। অতএব হে ব্রাহ্ম মহোদয়েরা! সাবধান, যেন অপবিত্র ও অনিত্য সুখের পরবশ হইয়া পরিশুদ্ধ ও চিরস্থায়ি সুখে বঞ্চিত হইও না। আর এই কালে রিপুজয় করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার সদুপায় অবলম্বন করা অতি আবশ্যক, নতুবা আমারদিগের অনবরত তাহার উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে। লোক যাত্রা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগের যেমন কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রদান করিয়াছেন, তেমনি তাহারদিগের দমন করিবার জন্য আমারদিগকে প্রচুর জ্ঞান-শক্তিও দিয়াছেন, সেই জ্ঞান-শক্তি থাকাতে মনুষ্য অন্য অন্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই জ্ঞানানুসারে কর্ম্ম না করে, তবে সে কি প্রকারে রিপুজয় করিতে সমর্থ হইবে? যদ্যপি আমরা কামক্রোধাদি রিপুজয় করিতে অবিশ্রান্ত যত্ন করি, তবে অবশ্যই উহারদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব; যত্নের দ্বারা সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি যৌবন কালে রিপু সকলকে জয় করিয়া বিশ্বপাতার প্রতি মনোভিনিবেশ করে, এবং তাঁহার সুচারু নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে যত্নশীল হয়, সেই ব্যক্তিই সাধু এবং সেই ব্যক্তিই ধন্য। আমরা যদিও পরম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি যৌবনাবস্থার অনুষঙ্গি কাম ক্রোধাদির প্রবলতা বশতঃ সেই সনাতন ধর্ম্মের শতাংশের এক অংশ কি প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইতেছি? যে কালে আমরা নির্জনে উপবেশন করত মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা করিয়া দেখি, তখনই আমরা আমারদিগের ত্রুটি বিবেচনা করিয়া অতিমাত্র পরিতাপ যুক্ত হই। যদিও আমরা ধর্ম্ম ও লোক ভয়ে বাহ্যে অনেক [illegible]কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত আছি, কিন্তু যে পরিমাণে বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়া উচিত, তাহা কি আমরা হইয়াছি? আমারদিগের মনে প্রতি নিমেষে যে সকল কুচিন্তা উদয় হইয়া পুনর্ব্বার অস্ত যাইতেছে, তাহা কি আমরা সরলতার সহিত লোক সমাজে ব্যক্ত করিতে পারি? বাহ্যেতে তাবৎ প্রকার কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই মনুষ্য সচ্চরিত্র হয় না, কিন্তু যাহার চিত্তে কুকর্ম্মের চিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হয় না, এবং যিনি বাহ্যে ও অন্তরে সদনুষ্ঠান এবং সৎচিন্তা সর্ব্বদাই করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক, এবং তাঁহারি জীবন সার্থক।

মনুষ্যের চিত্ত অতিকদর্য্য। তাঁহার শরীর যে প্রকার সর্ব্বদা অনাবৃত রহিয়াছে, তাঁহার চিত্তও যদি সেই প্রকার আবরণ শূন্য হইত, তবে এইক্ষণে যাঁহাকে বাহ্য ব্যবহার দ্বারা অতি নির্ম্মল চরিত্র বোধ হইতেছে, তাঁহাকে অত্যন্ত অসচ্চরিত্র বোধ হইত, এইক্ষণে যে কপটকে সাধু জ্ঞানে সমাদর করিতেছি, তাহাকে অসাধু জ্ঞানে অনাদর করিতাম; যাহাকে এইক্ষণে পরহিতৈষি জানিয়া প্রেম করিতেছি, তাহাকে স্বার্থপর জানিয়া ঘৃণা করিতাম, ধার্ম্মিক জ্ঞান করত সর্ব্বদা যাহার সংসর্গে বাস করিবার জন্য যত্ন পাইতেছি, তাহাকে অধার্ম্মিক জানিয়া তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইতাম। বাহ্যে রিপুদিগকে দমন করিয়া অন্তরে তাহারদিগকে লালন

করিলে সনাতন ধর্ম্ম সাধন হয় না; যে ব্যক্তি রিপুগণের মলিন হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার চিত্তকে প্রীতি পূর্ব্বক বিশুদ্ধ পরমেশ্বরেতে অর্পণ করেন, এবং বাহ্যে ও অন্তরে সমান হইয়া সৎকর্ম্মে রত থাকেন, সেই ব্যক্তিই মনুষ্য নামের অধিকারী, এবং সেই ব্যক্তিই তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করত ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন। হে সমাজস্থ ব্রাহ্মমহোদয়েরা! আপনারা এইরূপে পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভে যত্নবান্ থাকুন; চেষ্টা করিলেই চরিতার্থ হইতে পারিবেন। যদি কদাচিৎ ভ্রান্তি ও মোহের উৎপত্তি হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্খলন হয়, তথাপি নিরাশ হইবেন না; কারণ পরমেশ্বর যদিও ন্যায়বান্ তথাপি তাঁহার ক্ষমার অন্ত নাই। অতএব মোহ-কৃত পাপ জন্য অনুতাপিত হইয়া যাহাতে তদ্রূপ ত্রুটি আর না হয় এমত যত্ন করিবেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি ক্ষমা করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত গুপ্ত।
কৃষ্ণনগরস্থ ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা

আগামী ৩১ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে গত বর্ষীয় সমুদায় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্য গণকে অবগত করা যাইবেক, অতএব সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তুলার লোম বীজ হইতে স্বতন্ত্র করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেক তাহাকে গবর্ণমেণ্ট আফ ইণ্ডিয়া কৃষি ও উদ্যান সভার দ্বারা ৫০০০ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট মাসুল দিয়া লিপি লিখিলে উক্ত পারিতোষিকের তথ্য ও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে অথবা পূর্ব্বে উক্ত যন্ত্র কলিকাতায় সমর্পণ করিতে হইবেক।

জেম্‌স হিউম।
কৃষি ও উদ্যান সভার সম্পাদক।

কলিকাতা
মেটকাফ হাল
ইং ১৮৫০ সাল

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

নিম্ন লিখিত পুরাতন পুস্তক সকল অল্প মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

পদার্থ বিদ্যাসার............................ ।৵০
বিজ্ঞানসেবধি.............................. ।০
এব্রিজ্‌মেন্ট গ্রামার .... ।০
ঈজিপ্রাইমার............................. ৴১০
ইংলিশ রীডর নং ৩ .... ।০
ইংলিশ স্পেলিং নং ২ .... ৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ....২৫৲
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ .... ৫৲
দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ ... .. ৫৲
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক ....
বস্তুবিচার.............................. ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।৵
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ.... ।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৵০
ভূগোল .... ।।০
পদার্থ বিদ্যা.............................. ।।০
বর্ণমালা ৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি ..... ।।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্যঅন্য বিষয় .... ।।০
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিন্‌স্‌ বিণ্ডিকেটেড্‌.... ।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শিমুলিয়া পর্ব্বতস্থিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজে দান স্বরূপ ষোল টাকা দুই আনা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা।
১০ বৈশাখ সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫১।
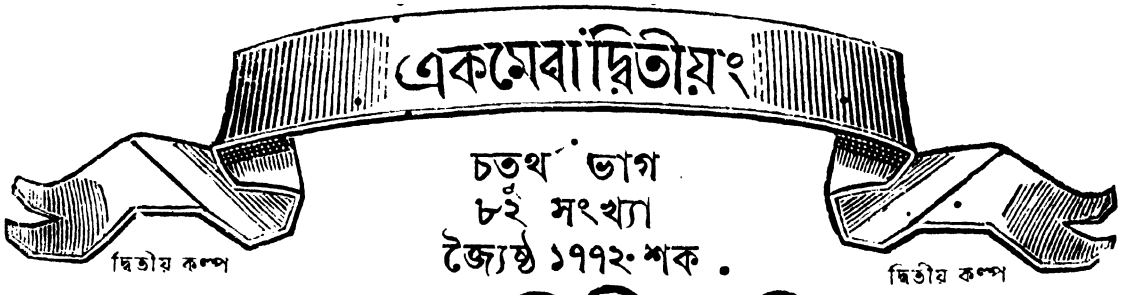
অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ব্রহ্মস্তোত্র

হে অনাদি অনন্ত পরমাত্মন্! তুমি যে কি প্রকার মহান্ তাহা কি কহিব! এই সমুদয় জগৎ সর্ব্বদা তোমারই মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছে। অপূর্ব্ব সূর্য্য কিরণ মধ্যে আমি কেবল তোমারই শোভা দর্শন করি, এবং পুষ্পময় সুশোভিত কানন প্রতি নেত্রপাত করিলে কেবল তোমারই হস্তের চিহ্ন সকল আমার মনে দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। হে প্রভো! এই সহস্র সহস্র জগৎ নিয়ত যে সকল স্তুতিবাদ করিতেছে, সে কেবল এক মাত্র তোমারই ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা এবং তাহারা তোমারই মহিমা বলে স্থিতি করিতেছে। তোমার কটাক্ষপাতে তাহারদিগের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইয়া এককালে তাহারা অদৃশ্য হয় এবং পুনর্ব্বার নবীন রূপে—মনোহর রূপে প্রকাশ পায়। হে নাথ! এই সমুদায় সৃষ্টি—অনন্ত লোক সকল তোমার মহিমার মঞ্চ স্বরূপ হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে ক্রমশঃ উত্থিত হইয়াছে। সেই সকল দিব্য ধাম হইতে তোমারই গুণ কীর্ত্তন অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছে। এই ভৌতিক দেহ ধারী মনুষ্য কোন্ তুচ্ছ পদার্থ যে তাহারা তোমার প্রীতির উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে; তুমি কেবল দয়া করিয়া তাহারদিগকে তোমার অতুল প্রেম বিতরণ করিতেছ। হে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর! আমি যেন নিরন্তর তোমার অতুল মহিমা বর্ণনে নিযুক্ত থাকি, এবং যেন তোমার প্রীতিরূপ সুধাপানে সরল হইয়া সাংসারিক ক্লেশ সকলকে পরাজয় করিতে পারি। আমার মন যেন সেই স্থানে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে যে স্থানে আমি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনা করিয়াছি। পৃথিবীতে সৃষ্ট বস্তু মধ্যে তুমি মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়া অন্য অন্য জীব সকলকে তাহার নিকটে অর্পণ করিয়াছ এবং তাহারাও মনুষ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছে। অতএব আমারদিগের সকলের উচিত যে পশুবৎ মুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বদা তোমার প্রেমরসে আর্দ্র থাকি। হে সর্ব্বশক্তিমৎ পরমেশ্বর! তোমার নামের কি মহিমা! এই বিস্তীর্ণ জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত তোমারই স্তুতিরবে পরিপূর্ণ হইতেছে, এবং এই যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু অনন্ত কালাবধি তোমারই অমৃত গুণ গান করিবেক।

ওঁ একমেবা ং।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ উষা দেবতা

৫৮৩

১ উষোভদ্রেভিরাগহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি। বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনোগৃহং।

১ হে 'উষঃ' উষোদেবতে 'ভদ্রেভিঃ' ভদ্রৈঃ ভন্দনীয়ৈঃ শোভনৈঃ মার্গৈঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষলোকাৎ 'রোচনাৎ' দীপ্যমানাৎ 'অধি' উপরি বর্ত্তমানাৎ 'চিৎ' 'আগহি' আগচ্ছ। হে উষঃ 'অরুণপ্সবঃ' অরুণবর্ণাগাবঃ 'সোমিনঃ' সোমযুক্তস্য যজমানস্য 'গৃহং' দেবযজনরূপযজ্ঞগৃহং 'ত্বা' ত্বাং 'উপ-বহন্তু' প্রাপয়ন্তু।

১ হে উষা দেবতা! তুমি দীপ্যমান, উপরিস্থিত, পূজিত অন্তরিক্ষ লোক হইতে শোভন মার্গ দ্বারা আগমন কর। হে উষা দেবতা! অরুণ বর্ণ গো সকল সোম বিশিষ্ট যজমানের যজ্ঞ গৃহে তোমাকে লইয়া চলুক।

৫৮৪

২ সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থাউষস্ত্বং। তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দ্দিবঃ।

২ হে 'উষঃ' হে 'দিবঃ' দ্যুদেবতায়াঃ 'দুহিতঃ' পুত্রি উষোদেবতে 'ত্বং' 'যং' 'রথং' 'অধ্যস্থাঃ' অধিতিষ্ঠসি, কীদৃশং রথং 'সুপেশসং' শোভনাবয়বং 'সুখং' শোভনেন খেন আকাশেন যুক্তং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। 'তেনা' তেন রথেন 'অদ্য' অস্মিন্ কালে 'সুশ্রবসং' শোভনহবির্যুক্তং 'জনং' যজমানং 'প্রাব' প্রকর্ষেণ গচ্ছ।

২ হে উষাদেবতা! হে দ্যুদেবতার পুত্রি! তুমি যে শোভনাঙ্গ বিশিষ্ট,আকাশে বিস্তৃত রথে স্থিতি কর, সেই রথ দ্বারা এই কালে শোভন হবির্বিশিষ্ট যজমানের নিকট গমন কর।

৫৮৫

৩ বয়শ্চিত্তে পতত্রিণোদ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি। উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোঅন্তেভ্যঃ পরি।

৩ হে 'অর্জ্জুনি' শুভ্রবর্ণে 'উষঃ' উষোদেবতে 'তে' তব 'ঋতূঁঃ' ঋতূনি অনুগমনানি 'অনু' অনুলক্ষ্য 'দ্বিপৎ' দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং 'চতুষ্পাৎ' চতুষ্পাৎ গবাদিকং গচ্ছতি তথা 'পতত্রিণঃ' পক্ষোপেতাঃ 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ 'চিৎ' চ 'দিবঃ' 'অন্তেভ্যঃ' প্রান্তেভ্যঃ 'পরি' উপরি 'প্রারন্' প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি।

৩ হে শ্বেত বর্ণ উষা দেবতা! তোমার আগমনে মনুষ্য ও পশু সকল চেষ্টা বিশিষ্ট হয় এবং পক্ষিগণ দ্যুলোকের প্রান্ত সীমা এই পৃথিবী হইতে ইহার উপরিভাগ আকাশে সঞ্চরণ করে।

৫৮৬

৪ ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনং। তাংত্বা মুষর্বসূযবোগীর্ভিঃ কণ্বাঃ অহূষত।১।৪।৬।

৪ হে 'উষঃ' 'ব্যুচ্ছন্তী' তমোবর্জ্জয়ন্তী ত্বং 'রশ্মিভিঃ' স্বতেজোভিঃ 'বিশ্বং' সর্ব্বং ভূতজাতং 'রোচনং' রোচমানং প্রকাশযুক্তং যথা ভবতি তথা 'আভাসি' সমন্তাৎ প্রকাশসে 'হি' যস্মাৎ এবং তস্মাৎ 'তাং' তাদৃশীং 'ত্বাং' 'বসুযবঃ' ধনকামাঃ 'কণ্বাঃ' মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিলক্ষণৈঃ বচোভিঃ 'অহূষত' স্তুতবন্তঃ।১।৪।৬।

৪ হে উষা দেবতা! তুমি স্বীয় তেজ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করত সমুদায় প্রকাশ করিতেছ, অতএব ধনাভিলাষী মেধাবী ঋত্বিক্ সকল তোমাকে স্তুতি বাক্য দ্বারা স্তব করেন।১।৪।৬।

সপ্তমং সূক্তং

প্রস্কণ্বঋষিঃ গায়ত্রং ছন্দঃ
সূর্য্যোদেবতা

৫৮৭

১ উদুত্যঞ্জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।

১ 'কেতবঃ' প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ 'সূর্য্যং' আদিত্যং 'উৎ-বহন্তি' উদ্বহন্তি ঊর্দ্ধং বহন্তি 'উ' পাদপূরণঃ কিমর্থং 'বিশ্বায়' বিশ্বস্মৈ ভুবনায় 'দৃশে' দ্রষ্টুং যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথা ঊর্দ্ধং বহন্তি। কীদৃশং সূর্য্যং 'ত্যং' তৎপ্রসিদ্ধং 'জাতবেদসং' জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং 'দেবং' দ্যোতমানং।

১ সূর্য্য রশ্মি সকল সেই জাতবেদা সূর্য্যদেবতাকে সকলের দৃষ্টি গোচর করাইবার নিমিত্তে ঊর্দ্ধেতে বহন করে।

৫৮৮

২ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

২ 'ত্যে' তে প্রসিদ্ধাঃ 'তায়বঃ' তস্করাঃ 'যথা' ইব 'নক্ষত্রা' নক্ষত্রাণি দেবগৃহরূপাণি 'অক্তুভিঃ' রাত্রিভিঃ সহ 'অপ-যন্তি' অপগচ্ছন্তি 'বিশ্বচক্ষসে' বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রকাশকস্য 'সূরায়' সূর্য্যস্য আগমনং দ্রষ্টুং ইতি শেষঃ।

২ যে প্রকার প্রসিদ্ধ চৌর সকল সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যদেবের আগমন দেখিয়া পলায়ন করে; তদ্রূপ রাত্রির সহিত নক্ষত্র সকল সূর্য্যের আগমনে প্রস্থান করে।

৫৮৯

৩ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা।

৩ 'অস্য' সূর্য্যস্য 'কেতবঃ' প্রজ্ঞাপকাঃ 'রশ্ময়ঃ' দীপ্তয়ঃ 'জনাঁ' জনান্ জাতান্ সর্ব্বান্ 'অনু' অনুক্রমেণ 'বি-অদৃশ্রং' ব্যদৃশ্রং প্রেক্ষন্তে সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। 'যথা' 'অগ্নয়ঃ' 'ভ্রাজন্তঃ' দীপ্যমানাঃ সর্ব্বং প্রকাশয়ন্তি তদ্বৎ।

৩ প্রদীপ্ত অগ্নি সমূহের ন্যায় সূর্য্যদেবের রশ্মি সকল অনুক্রমে সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে।

৫৯০

৪ তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনং।

৪ হে 'সূর্য্য' ত্বং 'তরণিঃ' উপাসকানাং রোগাৎ তারয়িতা 'অসি' তথা 'বিশ্বদর্শতঃ' বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ দর্শনীয়ঃ তথা 'জ্যোতিষ্কৃৎ' জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্ত্তা যস্মাৎ এবং তস্মাৎ 'বিশ্বং' ব্যাপ্তং 'রোচনং' রোচমানং অন্তরিক্ষং 'আ' সমন্তাৎ 'ভাসি' প্রকাশয়সি।

৪ হে সূর্য্য! তুমি তোমার উপাসক দিগের রোগের শান্তিদাতা, সকল প্রাণির দর্শনীয়, ও সর্ব্বপ্রকাশক, এবং ব্যাপ্ত দীপ্যমান অন্তরিক্ষকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ কর।

৫৯১

৫ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ।১।৪।৭।

৫ হে সূর্য্য ত্বং 'দেবানাং' 'বিশঃ' মরুন্নামকান্ দেবান্ 'প্রত্যঙ্' প্রতিগচ্ছন্ 'উদেষি' উদয়ং প্রাপ্নোষি তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথা ইত্যর্থঃ। তথা 'মানুষান্' 'প্রত্যঙ্' উদেষি। তথা 'বিশ্বং' ব্যাপ্তং 'স্বঃ' স্বর্গলোকং 'দৃশে' দ্রষ্টুং 'প্রত্যঙ্' উদেষি যথা স্বর্গলোকবাসিনঃ জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথা উদেষীত্যর্থঃ ।১।৪।৭।

৫ হে সূর্য্য! তুমি দেবতাদিগের মধ্যে মরুদ্দেবতাদিগের সম্মুখে উদয় হও, তুমি মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হও এবং ব্যাপ্ত স্বর্গলোক বাসিদিগের গোচর হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের সম্মুখে উদয় হও ।১।৪।৭।

৫৯২

৬ যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি।

৬ হে 'পাবক' সর্ব্বস্য শোধক 'বরুণ' অনিষ্টনিবারক সূর্য্য 'ত্বং' 'জনাঁ' জনান্ প্রাণিনঃ 'ভুরণ্যন্তং' পোষয়ন্তং ইমং লোকং 'যেনা' যেন 'চক্ষসা' প্রকাশেন 'অনু' অনুক্রমেণ 'পশ্যসি' প্রকাশযসি তৎপ্রকাশং স্তুমঃ।

৬ হে সকলের পবিত্রকারক, অনিষ্ট নিবারক সূর্য্য! তুমি প্রাণিসকলকে এবং পালিত লোক সকলকে যে প্রকাশ দ্বারা অনুক্রমে প্রকাশ কর সেই প্রকাশকে আমরা স্তব করি।

৫৯৩

৭ বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য।

৭ হে 'সূর্য্য' ত্বং 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'রজঃ' লোকং, কং লোকং 'দ্যাং' অন্তরিক্ষং 'বি-এষি' ব্যেষি বিশেষেণ গচ্ছসি কিং কুর্ব্বন্ 'অহা' অহানি 'অক্তুভিঃ' রাত্রিভিঃ সহ 'মিমানঃ' উৎপাদযন্ তথা 'জন্মানি' জননবন্তি ভূতজাতানি 'পশ্যন্' প্রকাশযন্।

৭ হে সূর্য্য! তুমি দিবা ও রাত্রি সকল উৎপন্ন করত এবং জন্ম বিশিষ্ট প্রাণি সমূহকে প্রকাশ করত বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে বিশেষ রূপে গমন কর।

৫৯৪

৮ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ।

৮ হে 'সূর্য্য' সর্ব্বস্য প্রেরক 'দেব' দ্যোতমান 'বিচক্ষণ' সর্ব্বস্য প্রকাশযিতঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'হরিতঃ' অশ্বাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'রথে' 'বহন্তি' কীদৃশং ত্বাং 'শোচিষ্কেশং' শোচাংসি তেজাংসি যস্মিন্ কেশাইব[illegible]ন্তে।

৮ হে সর্ব্ব প্রেরক, দীপ্তিমান্, সকলের প্রকাশক সূর্য্য! কেশ সদৃশ তেজ বিশিষ্ট যে তুমি তোমাকে সপ্তসংখ্যক অশ্ব সকল রথেতে বহন করে।

৫৯৫

৯ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ।

৯ 'সূরঃ' সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যঃ 'শুন্ধ্যুবঃ' শোধিকাঃ অশ্বস্ত্রিয়ঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'অযুক্ত' স্বরথে যোজিতবান্ কীদৃশ্যঃ 'রথস্য' 'নপ্ত্যঃ' ন পাতযিত্র্যঃ যাভির্যুক্তাভিঃ রথঃ যাতি ন পততি তাদৃশ্যইত্যর্থঃ এবম্ভূতাভিঃ 'তাভিঃ' অশ্বস্ত্রীভিঃ 'স্বযুক্তিভিঃ' স্বকীয যোজনেন রথে সংবদ্ধাভিঃ যজ্ঞগৃহং 'যাতি' গচ্ছতি।

৯ সর্ব্ব প্রেরক সূর্য্য সপ্তসংখ্যক, শোধক, অশ্বীদিগকে স্বীয় রথে যোজিত করিয়াছেন, যে অশ্বী সকল রথে যোজিত হইলে রথের আর পতন ভীতি থাকেনা। স্বযোজিত সেই অশ্বী সকল দ্বারা তিনি যজ্ঞ গৃহে গমন করেন।

অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৫৯৬

১০ উদ্বযং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং।

১০ 'বযং' অনুষ্ঠাতারঃ 'তমসঃ' 'উৎ' 'পরি' উপরি 'জ্যোতিঃ' তেজস্বিনং 'উত্তরং' 'উৎকৃষ্টতরং 'দেবত্রা' দেবেষু মধ্যে 'দেবং' দানাদিগুণযুক্তং 'সূর্য্যং' 'পশ্যন্তঃ' স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চ উপাসীনাঃ সন্তঃ 'উত্তমং' 'জ্যোতিঃ' সূর্য্যরূপং 'অগন্ম' প্রাপ্নুবাম।

১০ আমরা অন্ধকার অতীত, তেজস্বী, উৎকৃষ্টতর, দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিগুণ বিশিষ্ট সূর্য্যকে উপাসনা করত সেই উত্তম জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

৫৯৭

১১ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং। হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয।

১১ হে 'সূর্য্য' 'মিত্রমহঃ' সর্ব্বেষাং অনুকূলদীপ্তিযুক্ত 'অদ্য' অস্মিন্ কালে 'উদ্যন্' উদযং গচ্ছন্ 'উত্তরাং' উদ্গততরাং '[illegible]' অন্তরিক্ষং 'আরোহন্' ত্বং 'মম' 'হৃদ্রোগং' হৃদযগতং রোগং 'হরিমাণং' শরীরগতহরিদ্বর্ণং রোগং 'চ' 'নাশয'।

১১ হে সকলের হিত কর দীপ্তি যুক্ত সূর্য্য! তুমি এইকালে উদয়াচলে আগমন

করিয়া উচ্চতর অন্তরিক্ষ লোকে আরোহণ করত আমার হৃদয় গত রোগ এবং শরীর গত হরিদ্বর্ণ রোগ নাশ কর।

১২ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি।

১২ 'মে' মদীযং 'হরিমাণং' শরীরগতহরিদ্বর্ণস্য ভাবং 'শুকেষু' পক্ষিষু তথা 'রোপণাকাসু' শারিকাসু পক্ষিবিশেষেষু 'দধ্মসি' স্থাপযামঃ। 'অথো' অপি 'হারিদ্রবেষু' হরিতালদ্রুমেষু তাদৃগ্বর্ণবৎসু 'মে' মদীযং 'হরিমাণং' 'নিদধ্মসি' স্থাপযামঃ।

১২ শুক এবং শারিকা পক্ষিতে আমার শরীর গত হরিদ্বর্ণ স্থাপন করি, এবং হরিতাল বৃক্ষেতেও আমার শরীরগত হরিদ্বর্ণ স্থাপন করি।

৫৯৯

১৩ উদগাদযমাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ। দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধযন্ মো অহং দ্বিষতে রধং।১।৪।৮

১৩ 'অযং' পুরোবর্ত্তী 'আদিত্যঃ' অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ 'বিশ্বেন' সর্ব্বেণ 'সহসা' বলেন 'সহ' 'উদগাৎ' উদযং প্রাপ্তবান্ কিং কুর্ব্বন্ 'মহ্যং' মম 'দ্বিষন্তং' উপদ্রবকারিণং 'রন্ধযন্' হিংসন্। অপি চ 'অহং' 'দ্বিষতে' অনিষ্টকারিণে 'মো' মাউ মৈব 'রধং' হিংসাং করোমি।১।৪।৮।

১৩ আমি আমার শত্রুকে বিনাশ করি না কিন্তু এই অদিতির পুত্র সূর্য্য আমার শত্রুকে বিনাশ করত সকল বলের সহিত উদয় হয়েন।১।৪।৮।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিবরণ।

৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৪ পৃষ্ঠের পর।

উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ কন্যা পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ সংসারে ভৃত্য মিত্রাদি অন্যান্য যাবতীয় লোকের সহিত সংশ্রব রাখিতে হয়, সকলেরই দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখনো না কখন আপনার চৌর্য্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করিবে, এবং তখন প্রভুকে আপনার অদূরদর্শিত্ব দোষে অবশ্যই অবশ্য অনুতাপে তাপিত হইতে হইবে।

এ নিয়মের ভূরি ভূরি উদাহরণ স্থল সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। অনেকেই কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের চৌর্য্য-স্বভাব ও কার্য্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারির অন্যায় আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন। কর্ম্মচারিদিগের কুব্যবহারে কত কত বণিকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; এক জন কর্ম্মচারী বহুধন হরণ করিয়া আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করাতে লণ্ডন নগরস্থ কোন বহু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়। এইরূপ যে কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যক, কোন অধ্যবসায়-হীন নির্ব্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিলে সে কর্ম্ম কোন ক্রমেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। এইরূপ মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভৃত্য হউক, কোন বিষয় ব্যাপারের অংশিই বা হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহার উপর কোন গুরুতর কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া এই সমস্ত সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করাও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিয়মাধীন। তত্ত্বান্বেষণ দ্বারা ও শিরঃসামুদ্রিক ব্যবসায়িদিগের মতে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা এ বিষয় সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আঘাত-ক্লেশ, শারীরিক পীড়া, অবৈধ বিবাহ দ্বারা সাংসারিক দুঃখের উৎপত্তি, ও ভৃত্যাদির দোষে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা এই সমুদায় বিষয়ের বিবরণ করিয়া

এক্ষণে আর এক ভয়ানক ব্যাপারের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। তাহার নাম শ্রবণ মাত্রে সকলেই কম্পমান হয়,—ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়,—লোকের আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার নাম মৃত্যু।

এই প্রস্তাবের ভূমিকায় প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে ভূমণ্ডল মনুষ্যের নিবাস-ভূমি হইবার পূর্ব্বেও মৃত্যুর অধিকার-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ এক্ষণকার ন্যায় যথাক্রমে বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংহারের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কি কারণ এ প্রকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা আমারদের বুদ্ধি-সাধ্য নহে; যে পরাৎপর পরম পুরুষ, অনন্ত কাল, অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত জীবের মঙ্গলামঙ্গল একবারেই অবলোকন করিতেছেন, তিনিই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, এবং জীবের কল্যাণার্থেই অবশ্য তাহার বিধান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু-ঘটনা সমস্ত শারীরিক বস্তুরই প্রকৃতি-সিদ্ধ নিয়ম। ইউরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর মাত্রেরই অন্তর্ভূত আছে; শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কিছু কাল সম্পূর্ণ থাকিয়া পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং পরিণামে নিঃশেষ হইয়া দেহ-ভঙ্গ সমাধান করে। ফলতঃ যখন শারীরিক বস্তুর নিবাসার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না। সৃষ্টি-কালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই যদি বর্দ্ধিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়া এপর্য্যন্ত সজীব থাকিত, তবে ভূমণ্ডলে তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও স্থান হইত না। অতএব ভূলোকের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে উৎপত্তি সাধনের নিমিত্ত নাশের নিয়ম নিতান্ত আবশ্যক।

যদিও আমারদের স্বার্থপরতা ও দুর্জ্জয় জিজীবিষা বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় অশুভ দায়ক বোধ হয়,—মৃত্যুকে আপনার সর্ব্ব-সুখ-সংহারক বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং যদিও আমারদের বুদ্ধি যোগে তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বচন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এনিয়ম যে ভূমণ্ডলের পরম শোভা বৃদ্ধি ও লোক রক্ষার উপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ বস্তু সকল এ নিয়মের অধীন থাকাতে নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্ত্তে অভিনব সুকুমার মনোহর তরু সকল উৎপন্ন হইতেছে, সরস বসন্ত সময়ে নব পল্লব ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং সুগন্ধি সুবর্ণ রমণীয় কুসুম সমুদায় প্রসব করিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। বিশেষতঃ আমারদের আশ্চর্য্য ও শোভানুভাবকতা বৃত্তির সহিত এই সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে; কারণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যাবতীয় অভিনব ও শোভাকর ব্যাপারের ঘটনা হয়, সমুদায়ই এই দুই পরম সুখাবহ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয়। প্রাণিগণের পক্ষেও এ নিয়মের কিছু মাত্র অব্যাপ্তি নাই। মৃত্যু এই ধরণী রূপ রঙ্গভূমি হইতে অস্থি-চর্ম্ম-সার, জীর্ণ, শ্রীহীন লোকদিগকে এবং গলিতাঙ্গ, লোলচর্ম্ম, কদাকার, কম্পিত কলেবর, প্রাচীন সম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রান্ত করিতেছে, এবং মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি তৎপরিবর্ত্তে হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর নবতনু সকলকে প্রবেশিত করিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সাধন করিতেছে। অতএব নাশ ও ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, ইহা সুখ-দায়কও বটে।

আমারদের নিবাস-ভূমি পৃথিবী কিছু অসীমা নহে, সুতরাং তাহাতে নিরূপিত সংখ্যাতিরিক্ত অধিক প্রাণির স্থান ও অন্ন প্রাপ্তি হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ইতর প্রাণিদিগের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল, যে নিয়মানুযায়ি দেহ ভঙ্গ দ্বারা যত জন্তুর মৃত্যু ঘটনা হয়, তদপেক্ষা ভূরি

গুপ্ত প্রাণির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহারদের [illegible]ত বুদ্ধিও নাই, যে সেই শক্তিকে সংযম করিয়া রাখিবে। অতএব জগদীশ্বর কতক গুলি মাংসাশি জন্তুর সৃজন করিয়াছেন, তাহারা মহোৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া জীব সংখ্যার আতিশয্য নিবারণ করিতেছে। পতঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জাতীয় পতঙ্গ অন্য জাতীয় পতঙ্গদিগকে ভক্ষণ করে, এবং ঐ ভক্ষক জাতির সংখ্যাতিশয় হইলে অন্য জাতীয় পতঙ্গ তাহারদিগকে আহার করিয়া থাকে। তৃণাহারি পশুদিগেরও বহু সন্তান জন্মে, তাহারদের অপঘাত মৃত্যু না ঘটিলে সকল ভূমণ্ডলেও তাহারদের [illegible]ান হইত না; তাহারদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক অনাহার মৃত্যু দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহারদের অত্যন্ত জাত্যপকর্ষ হইয়া আসিত*। কিন্তু মাংসাশি জন্তুর সৃষ্টি দ্বারা এ সমস্ত অমঙ্গল নিরাস হইয়াছে। তদ্দ্বারা কেবল মাংসাশি জন্তু মাত্রের সুখ সাধন হয় না, অন্ন অপেক্ষা করিয়া জীবের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে তৃণাহারি প্রাণিদিগেরও দুঃখ ঘটনা নিবারিত হয়। পরন্তু মাংসাদ প্রাণি-ঘাতক জন্তুদিগেরও স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রচারের সীমা নিরূপিত আছে। তাহারা বহু সংখ্যক হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনারদের সংহার-শক্তি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে তদ্দণ্ডেই তাহারদের অন্ন হ্রাস এবং তৎফল অনাহার মৃত্যুর আরম্ভ হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্ব-সামঞ্জস্য স্বভাব রক্ষা পায়। কোন জীবের অনশনে প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা কখনই জীবন-দাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ইহাও সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মাংসাশি জন্তুদিগের নৃশংস শক্তি সঞ্চারের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারি জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, কারণ শেষোক্ত জাতীয় বহু জীবের দেহ পাত না হইলে প্রথমোক্ত জাতীয় একটি জন্তুরও চির জীবন উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। যদি প্রথমে একটি মেষ ও এক মাত্র ব্যাঘ্র একত্র স্থাপিত হইত, তবে ব্যাঘ্র অবিলম্বেই সেই মেষকে আহার করিয়া ফেলিত, পরে অন্নাভাবে আপনারও প্রাণ বিয়োগ হইত। অতএব মৃত্যুর বিধান ভূমণ্ডলের মূলীভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের যাদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মরণ-ধর্ম্মকে এক প্রকার আবশ্যকই বোধ হয়। এই প্রযুক্তই পরমেশ্বর তাহার সহিত সকল বস্তুকে পরস্পর সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মৃত্যু কালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নির্জীব জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে তাহার আর স্বতঃ প্রতীকারের উপায় নাই। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চির কালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আপনা হইতে কখন প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু শরীরি বস্তুর স্বভাব সেরূপ নহে, তাহারদের ভগ্ন-প্রতীকার ও ক্ষতি পূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সুতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ু বেগে পতিত হইলে তাহার ভূমিস্থিত সমুদায় মূল তাহার জীবন রক্ষার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে তৎস্থানে নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়। কোন জন্তুর জঙ্ঘাভঙ্গ হইলে তদীয় অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়। কোন রক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে তাহার সমীপবর্ত্তি অন্য অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষায় স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর কার্য্য সমাধা করে। এই প্রকার শরীরের কত কত

* কারণ যথোচিত অন্ন অভাবে পিতা মাতার শরীর ক্ষীণ হইলে সন্তানেরাও তদনুরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

স্থান আহত ও ক্ষত হইয়া পুনর্ব্বার যথাবৎ প্রকৃতিস্থ হইতেছে। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া এই পরম শুভদায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না করি এই বিবেচনায় যাবতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘনে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। এই হেতু কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অনুভব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল জানিয়া তাহা হইতে সম্যক্ সাবধান হওয়া উচিত।

মৃত্যু কালে যে যাতনা হয় তাহারও এই কারণ। আকস্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যল্প কাল স্থায়ী; প্রথম বয়সে বা প্রৌঢাবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দিষ্ট নহে, প্রত্যুত তাহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। কিন্তু প্রথমে যাঁহার দ্রঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ শরীর থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন শারীরিক নিয়ম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, তিনি বহুকাল বিদ্যমান থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া উৎকট যাতনা বিনা কলেবর পরিত্যাগ করেন; তাঁহার অধিক মৃত্যু-যাতনা হয় না। অতএব যখন মানববর্গ পরম কারুণিক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া যথা বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু-যাতনারও লাঘব হইয়া আসিবে।

অশিক্ষিত অল্পবুদ্ধি লোকেরা রোগ ও মৃত্যু কোন দৈব বিড়ম্বনা বা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া অঙ্গীকার করেন; তাঁহারা নিয়মানিয়মের বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। এক্ষণকার মহানুভাব বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করেন, যে এই চরাচর অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কোন কার্য্য নিয়মাতীত নহে; তদীয় একমাত্র অণুও কোন নিয়ম অবলম্বন না করিয়া স্থানান্তর হয় না। গোমুখী নিঃসৃত অতিসূক্ষ্ম বারি-বিন্দুও নির্দিষ্ট নিয়মের অতীত নহে; তাহা বাষ্প-বিন্দু হইয়া গগনমণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে পরিচালিত হইয়া কোন দূরদেশীয় সুচারু শস্য ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তরু-শাখায় শোষিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুম দলেই বা পুনঃ প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃষ্ণাতুর জীব কর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহার পরমাশ্চর্য্য দেহ যন্ত্রের রক্তপ্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ করুক, ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বরপ্রদিষ্ট অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমেই অবশ্যই ঘটিবেক। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিঃশাস্ত্র অবগত নহে, সে ব্যক্তি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রাদিকে কতকগুলি পরস্পর অসম্বদ্ধ পদার্থ মাত্র মনে করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিলে তাহাকে দৈব বিড়ম্বনা বা অন্য কোন কুলক্ষণ বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-পারদর্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতির্মণ্ডলীর বিষয় আলোচনা করিয়া তাহারদের প্রকাণ্ড আকৃতি, পরিপাটি রচনা, গতি বিধির নিরূপণ, এবং তাহাতে পরম শিল্পকর বিশ্ব-নির্ম্মাতার আশ্চর্য্য কৌশল উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া যান। তিনি আর চন্দ্র সূর্য্যকে রাহু-গ্রস্ত ও ধূমকেতুর উদয়কে কুলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহার নিশ্চয়ই আছে; যে চন্দ্র সূর্য্যের প্রাত্যহিক উদয়, বা তাহারদের নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটন, অথবা ধূমকেতুর পরিবর্ত্তন, সমুদায়ই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। এই রূপ অশিক্ষিত নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ভূমণ্ডলস্থ বস্তু সমুদায়ের প্রকৃত স্বভাব ও যথার্থ নিয়ম না জানিয়া নানা কার্য্যের নানা প্রকার দৈব কারণ কল্পনা করে; কিন্তু যিনি পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি দুর্ব্বাদলস্থ শিশিরবিন্দু ও হিমালয়ের জলপ্রপাত, এবং চন্দ্রশেখরের অগ্নিশিখা ও প্রভাকরের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ সমুদায়েই এক মাত্র মহান্

পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ি কার্য্য জানিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। তিনি কুত্রাপি অগ্নির তেজ ও জলের প্রভাব দেখিয়া তথায় দেবান্তরের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন না, তিনি ভারতভূমির ভাগীরথী বা আমেরিকার মিসিসিপী নদী সমুদায়েই অদ্বিতীয় অনন্ত স্বরূপ বিশ্বপতিরই অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দেখেন। এইরূপ যিনি চিকিৎসাবিদ্যার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয় প্রত্যয় আছে, যে অকারণে অর্থাৎ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বিনা কখনই রোগ উৎপন্ন হয় না। বাস্তবিক জগদীশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন ব্যতিরেকে দুঃখ হয় একথা বলা কেবল অজ্ঞানের কর্ম্ম। যদি শর-বেধ দ্বারা কাহারও নেত্র বিকল ও অন্ধ হয়, তবে সকলেই বুঝিতে পারে, যে কেবল শর-বেধই তাহার অন্ধতার কারণ, কিন্তু যদি কোন শিল্পকার সাতিশয় নেত্র চালনা করিয়া অন্ধ বা চক্ষুঃ পীড়ায় পীড়িত হয়, তবে এপ্রকার অত্যাচার শর বেধের ন্যায় স্পষ্টরূপ প্রতীত না হওয়াতে অজ্ঞ লোকে তাহার কারণান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণকার বিজ্ঞোত্তম ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা নিশ্চিত জানেন, যে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেতেই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং নিঃসংশয়ে কহেন, যে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অনতিশয় অঙ্গ চালনা করাই বিধেয়, কেবল নেত্র চালনার আতিশয্য দ্বারাই শিল্পকারের চক্ষুরোগ জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সর্ব্বস্থলে পীড়ার সূত্র নিশ্চয় নিরূপণ করিতে পারি বা না পারি, সামান্যতঃ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গনই যে প্রত্যেক রোগের কারণ তাহার সংশয় নাই। কাহারও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে অনেকে অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করেন; কেহ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট, কেহ দৈব বিড়ম্বনা, কেহ বা কুযাত্রার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু যিনি কহেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভদায়ক নিয়ম লঙ্ঘনই যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সমস্ত রোগের অদ্বিতীয় হেতু, তাঁহারি কথা যথার্থ, এবং তাঁহারই উপদেশ পূজনীয়। অতএব অনভিজ্ঞ লোকে শারীরিক রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিতে পারেন না বলিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারিরীক নিয়মের যাথার্থ্য ও অমোঘত্ব বিষয়ে সংশয় করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তিই সমস্ত শারীরিক নিয়মের উদ্দেশ্য; তবে যে বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় রোগ ও মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে আমরা তদ্বিষয়ে অত্যাচার না করি এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বর অকাল মৃত্যু এপ্রকার ক্লেশ-দায়ক করিয়াছেন।

কিন্তু এই অকাল মৃত্যুর বিধানেও করুণার্ণব বিশ্বকর্ত্তার অপার মঙ্গল-স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবগণ জীবন উদ্‌যাপন কালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়। শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলেও তাহার স্বতঃ প্রতীকার হইতেপারে, এবং তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহারও সীমা আছে। যে স্থলে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ, এবং তন্নিমিত্তই অকাল মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাহারও মস্তকের মস্তিষ্ক রাশি নির্গত হয়, তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় বিহীন হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে তাহা কত দুঃখেরই বিষয় হইত। যদি প্রজ্বলিত দাবানলে বেষ্টিত হইয়া পশু পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণির সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়, এবং তৎপ্রতীকারের আর সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে অবস্থায় ক্রমাগত দাহজ্বালা সহ্য করা ও পরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যে প্রকার যাতনা-দায়ক, তাহা চিন্তা করিলেও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। নৌকারূঢ় ব্যক্তির সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তথায় চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত! এমত স্থলে মৃত্যুই পরম মঙ্গল, এবং

সে সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন তিনি পরম বন্ধু।

অকাল মৃত্যু দ্বারা মানব বর্গের আর এক মহোপকার সাধিত হয়। তাঁহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া সন্তান উৎপাদন করিতেন, তবে তাঁহারদের সন্তানদিগকে পিতা মাতার বিকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব এরূপ স্থলে যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহারদের সম্ভাবিত সন্তান সন্ততির অশেষ ক্লেশ নিবারণ করে, ইহা মঙ্গলেরই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই বিবেচনানুসারে অসাধ্য-রোগাক্রান্ত ক্ষীণজীবি পীড়িত বালকের মৃত্যুও কল্যাণদায়ক বলিতে হয়। কারণ তদ্দ্বারা তাহার উত্তর কালিক সমুদায় নিষ্প্রয়োজন যাতনা নিবারিত হয়, এবং তাহার সন্তানদিগের তদীয় ভগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে রূপ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তাহাও নিরাকৃত হয়।

অতএব রোগ, ক্লেশ, ও অকাল মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল, এবং তাহাও ভূমণ্ডলের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্বীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে মানব জাতির কেবল সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন; শারীরিক নিয়ম ভঞ্জন দ্বারা তাহার অন্যথা হইলেই ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় নিস্তেজ হয়, ও সুখ ভোগের সামর্থ্য এক কালে নষ্ট হয়, তখন যদি কেহ আপনার অজ্ঞাতসারে অনায়াসে পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার উত্তরাধিকারী আসিয়া স্বকীয় সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করে, তাহা হইলে পরাৎপর জগদীশ্বরের অপার কারুণ্য স্বভাবের কিছু ত্রুটি বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিশিষ্ট রূপে প্রতিপালন করিতে পারি না, অতএব বোধ হয়, এক্ষণে যৌবনাবস্থা দূরে থাকুক, প্রাচীনাবস্থায় মৃত্যু ঘটনা হইলেও অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণকার অপেক্ষায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে মৃত্যু যাতনার বিস্তর লাঘব হইতে পারে; তবে কত দূর হ্রাস হওয়া সম্ভব তাহা নিরূপণ করিবার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়, যে যদি কোন ব্যক্তি স্বস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং পরমেশ্বরের নিয়মানুগত থাকিয়া যাবজ্জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যু কালে তাহার উৎকট যন্ত্রণা ঘটিবেক না; সে ব্যক্তি অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১৩ বৈশাখ ১৭৭২ শক

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

প্রভাত সময়ে দিবাকর যখন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শোভন কিরণ দ্বারা দিগ্বিদিক্‌স্থিত অন্ধকারকে নষ্ট করেন, তখন তাঁহার কি এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়, যেন এক বিশুদ্ধ তপ্ত কাঞ্চন পাত্র সমুদ্র হইতে স্বয়ং উত্থান করিতেছে এবং যেন সর্ব্ব স্রষ্টা পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিতেছেন। তখন এই পৃথিবীর কি মনোহর শোভা হইতে থাকে! কোন স্থানে অপূর্ব্ব সরোবর মধ্যে শত শত নলিনী সকল, যাহারা গত যামিনী সূর্য্য বিরহে অতি ম্লান হইয়া কাল যাপন করিতেছিল, এক্ষণে যেন প্রিয় বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল হইতে লাগিল এবং রাজহংস রাজহংসী প্রভৃতি জলচর পক্ষি সকল মুক্ত কণ্ঠে স্বজাতীয় ধ্বনিতে স্বীয় স্বীয় চিত্তের আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন স্থানে নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে রজনীবদ্ধ বিহঙ্গ সকল দিবার জ্যোতিঃ সন্দর্শনে আপন আপন আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্যপথে

গমন করিতেছে, কোথাও বা অতি উচ্চ বৃক্ষের নবীন পত্র মণ্ডিত শাখা হইতে কোকিল কোকিলা তাহারদিগের আনন্দ রব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে। কোন স্থানে ঘোর অরণ্য মধ্যে মৃগ প্রভৃতি বন্য পশু সকল নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আপন আপন সন্তানদিগকে স্তন্য পান করাইতেছে এবং তাহারদিগের গাত্র লেহন করত কি এক আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বাৎসল্য ভাবের প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কুত্রাপি উচ্চতর পর্ব্বতোপরি সিংহাদি হিংস্র জন্তু সকল স্বকার্য্য সাধনের অসময় জানিয়া সে স্থানকে নিরাপদ করত কোন গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে শয়ান রহিয়াছে। কোন স্থানে রাত্রির অনাহারী মেষ মহিষাদি আপন আপন ক্ষুধা দূর করিবার নিমিত্তে নবীন নবীন তৃণ আহার করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে এবং গো সকল স্ব স্ব রক্ষক গণের শ্রেণীভূক্ত হইয়া ঊর্দ্ধ মুখে হম্বা শব্দ করত বৎস সকলকে আহ্বান করিতেছে। তৎকালে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রোপরি নেত্রপাত করিলে মনে কি উৎকৃষ্ট হর্ষ জন্মে! নিদ্রাভঙ্গ কৃষক গণ নিজ নিজ ভবন হইতে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ক্ষেত্র মধ্যে আগমন করত কত আগ্রহের সহিত স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কারণ তদুৎপন্ন শস্য মাত্র তাহারদিগের জীবনের জীবিকা। তৎকালে এইরূপ নগর প্রভৃতি লোকালয় স্থান অবলোকন করিলেও মনে অল্প আনন্দ জন্মে না। এককালে শত শত ব্যক্তি যেন অচেতনাবস্থা হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন সাংসারিক বিষয়ে ধাবমান হইতেছে এবং যেন নূতন বল ও নূতন বীর্য্য ধারণ করিয়া নানা কার্য্য আরম্ভ করিতেছে। কোন ভবনে এক ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অন্য সকলকে জাগ্রত করিতেছে। এইরূপ পরস্পর কথোপকথন ও সম্বোধন দ্বারা ক্রমশঃ সর্ব্বস্থান কলরবে পূর্ণ হইতে থাকে। পরে যখন দিবাকর উদয়াচল হইতে ক্রমশঃ গমন দ্বারা অস্তাচলে প্রবেশ করেন তখন এই পৃথিবীতে আর এক প্রকার অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পায়। দিবাচর পক্ষি সকল স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করে, প্রান্তর হইতে গো মেষ মহিষাদি পদধূলি দ্বারা আকাশকে আচ্ছন্ন করত গোষ্ঠাভিমুখে আগত হয় এবং শ্রান্ত কৃষকগণ গৃহেতে আসিয়া আপন আপন স্ত্রী পুত্রের মুখাবলোকন করত শ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হয়। রজনী যত বৃদ্ধি হইতে থাকে সাংসারিক যাবতীয় কোলাহল অল্পে অল্পে তত হ্রাস হইয়া গভীর নিশীথ সময়ে এককালে প্রায় সমুদয় জগৎ নিঃস্তব্ধ হইয়া যায়। তখন স্থানে স্থানে কেবল ঝিল্লিকাদির রব মাত্র শুনা যায়। দিবসে যে স্থানে অত্যন্ত জনরব ছিল, সেখানে শব্দ মাত্র রহিল না; কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত তিমিরাবৃত ঘোর অরণ্য নিঃশব্দ ছিল সেই সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর গভীর নাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই কালে যদি কেহ কোন উচ্চ স্থানে থাকিয়া আপনার চতুঃপার্শ্ব নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁহার এই মাত্র বোধ হইবে যে জগদীশ্বর লোক সকলকে কেবল প্রলয়ের প্রতিরূপ দর্শাইবার অভিপ্রায়ে রজনী সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদ্রূপ বিচিত্র বিশ্বকার্য্য দর্শনে ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মাদিগের মনে কত রমণীয় ভাবের উদয় হইতে থাকে! অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের নৈপুণ্য ও করুণা অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গেও জাজ্বল্য প্রকাশ পাইতেছে। এই বিচিত্র রচনা দর্শন করিয়াও যে ব্যক্তি সেই করুণাপূর্ণ স্রষ্টা ও পাতার অনন্ত মহিমা অনুভব না করে সে কি মনুষ্য? যে সমস্ত নদ নদী নির্ঝরের জল প্রবাহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অতি মনোরম শান্ত সুখ অনুভব করি, তাহারাই আমারদিগের দারুণ পিপাসার কঠোর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। যে সকল পুষ্প মুকুল ভূষিত তরু দর্শনে আমারদিগের মন অতি প্রফুল্লিত হয়, যে সমস্ত শস্য ক্ষেত্রের শোভা অবলোকনে আমারদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, তাহারাই বিবিধ সুস্বাদু ফল শস্য প্রদান দ্বারা নিয়ত আমারদিগের জীবন ধারণ করিতেছে। বৎস-

য়ের প্রতি মাসেই নূতন পুষ্প এবং নূতন ফল আমারদিগের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাতে জগদীশ্বরের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে বিশ্ব ক্ষেত্র কোন মতে এককালে সম্পূর্ণ শূন্য না থাকে। কাহার নিকট হইতে আমরা এই অসংখ্যক সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি? কে দয়া করিয়া আমারদিগের এই সমস্ত অভাব ও যন্ত্রণা দূর করত মুহুর্মুহুঃ সন্তোষ প্রদান করিতেছেন? হে মানবগণ! যদি তোমরা ইহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কর, তবে এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা কর,—অত্রস্থ অরণ্য এবং অচল সচল সকলেই তোমারদিগকে অবগত করিবে। এই পৃথিবী সেই অরূপী পরমেশ্বরের রূপ প্রকাশ করিতেছে, ঝঞ্ঝা ঝটিকা তাঁহার বল প্রকাশ করিতেছে এবং দ্যুলোক তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। মনোরম বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র যাহা সুবর্ণ বর্ণিত সুপক্ব শস্য দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে; সকানন পর্ব্বত শ্রেণী, যাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল মেঘ মধ্যে অদৃষ্ট হইতেছে; অরণ্যস্থ বৃক্ষ সকল, যাহারদিগের সমস্ত শাখা ফল ভরে নত রহিয়াছে; এবং সেই পরম রমণীয় পুষ্পময় উদ্যান সকল, যাহারা দিবা নিশি শীতল বায়ুকে সুগন্ধ দ্বারা বাসিত করিতেছে; সকলেই একত্র হইয়া তাঁহার হস্তের সুনিপুণ কৌশল ব্যক্ত করিতেছে। ক্রীড়াসক্ত মেষ শাবক গণ, বনবাসী মৃগ সমূহ, সাগরস্থ ভয়ানক কুম্ভীর মকরাদি, অরণ্যস্থ মাতঙ্গ দল, দুর্ব্বাশায়ী কীট পতঙ্গ, সকলেই তাঁহার অস্তিত্ব এবং মাহাত্ম্য অহরহঃ প্রকাশ করিতেছে। এই অনন্ত কৌশলা জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যদি ইহার আদি কারণ কৌশল কর্ত্তার প্রতি মনোনিবেশ না করিলাম, তবে আমারদিগের এই মনুষ্য জন্ম বৃথা হইল। অতএব হে মানব গণ! এই দুর্ল্লভ জন্ম সার্থক কর, পরমেশ্বরে প্রীতি কর; পরমেশ্বরে প্রীতি করিলে যেমন নির্ম্মল সুখ পাইবে এমত আর কদাপি কিছুতেই পাইবে না।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত লোকনাথ রায় মহাশয় ১৭৬৯ শকের ১৫ ভাদ্র দিবসীয় বিশেষ সভাতে ১৭৭১ শক পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৭৭১ শক গত হওয়াতে তাঁহার অধ্যক্ষতা পদ শূন্য হইয়াছে, অতএব তৎপদে অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ৯ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজে দান স্বরূপ দশ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

তুলার লোম বীজ হইতে স্বতন্ত্র করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেক তাহাকে গবর্ণমেণ্ট আফ ইণ্ডিয়া কৃষি ও উদ্যান সভার দ্বারা ৫০০০ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট মাসুল দিয়া লিপি লিখিলে উক্ত পারিতোষিকের তথ্য ও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে অথবা পূর্ব্বে উক্ত যন্ত্র কলিকাতায় সমর্পণ করিতে হইবেক।

জেম্‌স হিউম।
কৃষি ও উদ্যান সভার সম্পাদক।

কলিকাতা
মেটকাফ হাল
ইং ১৮৫০ সাল
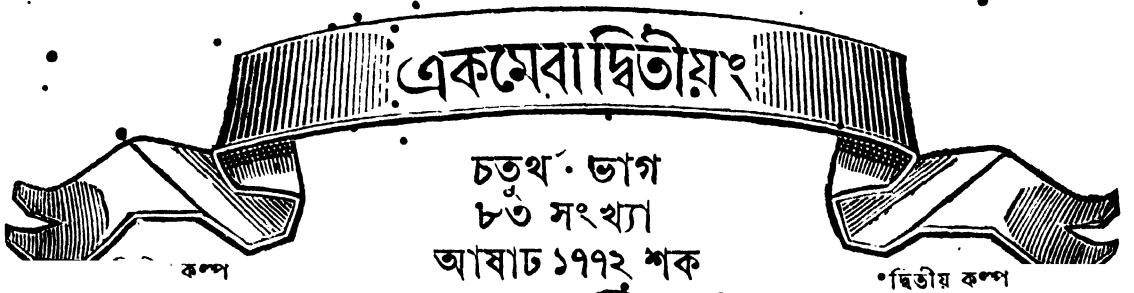
অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

১৭৭১ শকের তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ।

আর এক বৎসর গত হইয়াছে, এইক্ষণে পুনর্ব্বার আপনারদিগের নিকটে সাম্বৎসরিক আয় ব্যয়াদির বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। গত বৎসরের এই সমুদায় দৃষ্টি করিয়া তৎপূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে এই দুই বৎসরের আয় প্রায় তুল্য। ১৭৭০শকে ৩১১৬/১০ আয় হয়, গত বৎসরে তদপেক্ষায় কেবল ৮৪।১০ মাত্র ন্যূন হইয়াছে; গত বৎসরের সভ্যদিগের মাসিক দান যদিও তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩০০।৴০ ন্যূন হইয়াছে,তথাপি অন্য অন্য লোকের পুস্তক মুদ্রিত জন্য মুদ্রা যন্ত্রের আয় বৃদ্ধি দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে প্রতীতি হইবে,যে সভ্যদিগের মাসিক দান দ্বারা সভার সমুদায় অত্যাবশ্যক ব্যয় সম্পন্ন হয় না; মুদ্রা যন্ত্রের আয় বৃদ্ধি হওয়াতেই গত বৎসরের কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে আয় সকল সময়ে যে সমান থাকিবে,তাহার নিশ্চয় কি? তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। অতএব এ বৎসর আপনারদিগকে সভার ধনাগম নিমিত্তে সবিশেষ মনোযোগী হইয়া স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতে হইবে, এবং ক্রমে ক্রমে সভার উন্নতি সাধন ও তাহার উদ্দিষ্ট শুভকর কার্য্য সম্পাদন জন্য যথোচিত যত্ন পাইতে হইবেক।

গ্রন্থ সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগের উৎসাহে ও যত্নে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাঁহারদিগকে সাধুবাদ করা কর্ত্তব্য। এই পত্রিকাই এইক্ষণে সভার কার্য্য সাধনের মূল যন্ত্র, অতএব তাহার যত উৎকর্ষ হয় ততই মঙ্গল। আপনারা মাসে মাসে এক এক খণ্ড পত্রিকা পাঠ করিয়া যখন আনন্দ অনুভব করিবেন, তখন ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে আপনারা যৎ পরিমাণে সভার আনুকূল্য করিতে পারিবেন, তৎপরিমাণে পত্রিকার উৎকর্ষ ও সভার সাফল্য হইবে এবং তৎ সহকারে পত্রিকার শ্রী বৃদ্ধি দেখিয়া আপনারদের আনন্দ বৃদ্ধি হইবেক। এইক্ষণে অল্প ব্যয়ে সভার যত দূর পর্য্যন্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ইহাকে বহু করিয়া মানিতে হইবে।

গত বৎসরেও তৎপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই সভা আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজেরও সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং পুস্তকালয়ের জন্য কতক পুস্তকও ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইক্ষণে সভার পুস্তকালয়ে পুস্তক সংখ্যা সর্ব্ব সহিত ১১৭৭।

এইক্ষণে সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে লোক সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া দেশ হিতৈষিণী তত্ত্ববোধিনী সভাকে চিরস্থায়িনী করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে প্রথমং সূক্তং

আঙ্গিরসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬০০

১ অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিযমিন্দ্রং গীর্ভির্ম্মদতা বস্বোঅর্ণবং। যস্য দ্যাবোন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চ্চত।

১ হে স্তোতারঃ 'ত্যং' তং প্রসিদ্ধং 'মেষং' শক্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং 'পুরুহূতং' পুরুভিঃ বহুভিঃ যজমানৈঃ আহূতং 'ঋগ্মিযং' ঋগ্ভিঃ বিক্রিযমাণং স্তূযমানং 'বস্বঃ' বসূনাং ধনানাং 'অর্ণবং' আবাসভূমিং 'ইন্দ্রং' 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ 'অভি' আভিমুখ্যেন 'মদতা' মদত হর্ষং প্রাপযত। তথা 'ভুজে' ভোগায 'মংহিষ্ঠং' অতিশযেন প্রবৃদ্ধং 'বিপ্রং' মেধাবিনং ইন্দ্রং 'অভি-অর্চ্চত' অভ্যর্চ্চত অভিপূজযত। 'যস্য' ইন্দ্রস্য কর্ম্মাণি 'মানুষা' মানুষাণাং হিতানি 'বিচরন্তি' 'ন' যথা 'দ্যাবঃ' সূর্য্যরশ্মযঃ হিতকরাঃ তদ্বৎ।

১ হে স্তবকারি সকল! তোমরা সেই শক্রগণ সহিত স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট*, বহু যজমান কর্ত্তৃক আহূত, ঋক্ মন্ত্র দ্বারা স্তুত, ধনের আধার ভুত ইন্দ্রকে স্তুতি বাক্য দ্বারা বিশেষ সন্তোষ জন্মাও, এবং বিষয় ভোগার্থ প্রবৃদ্ধ, মেধাবী ইন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে পূজা কর, যে ইন্দ্রের কার্য্য সকল সূর্য্য কিরণের ন্যায় মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্তে বিচরণ করে।

৬০১

২ অভীমবন্বন্ স্বভিষ্টিমূতযোঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতং। ইন্দ্রং দক্ষাসঋভবোমদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ।

২ 'ঊতযঃ' রক্ষিতারঃ 'দক্ষাসঃ' দক্ষাঃ দক্ষযিতারঃ প্রবর্দ্ধযিতারঃ 'ঋভবঃ' উরু ভান্তীতি এবম্বিধাঃ মরুতঃ 'ইন্দ্রং' 'অভীমবন্বন্' আভিমুখ্যেন অভজন্ত কীদৃশং ইন্দ্রং 'স্বভিষ্টিং' শোভনাভিগমনং 'অন্তরিক্ষপ্রাং' অন্তরিক্ষং দ্যুলোকং স্বতেজসা প্রাতি পূরযতি 'তবিষীভিঃ' বলৈঃ 'আবৃতং' অতিবলিনমিত্যর্থঃ 'মদচ্যুতং' শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবযিতারং 'শতক্রতুং' শতসংখ্যানাং ক্রতূনাং আহর্ত্তারং। তং ইন্দ্রং 'জবনী' বৃত্রবধং প্রতি প্রেরযিত্রী 'সূনৃতা' তৈঃ মরুদ্ভিঃ প্রযুক্তা প্রিযসত্যাত্মিকা বাক্ 'আরুহৎ' আরূঢ়বতী।

২ রক্ষা কর্ত্তা, বর্দ্ধয়িতা, প্রকাশবান্ মরুদ্গণ শোভন গতি বিশিষ্ট, স্বীয় তেজঃ দ্বারা দ্যুলোক পূরয়িতা, অতি বলান্বিত, শক্র গর্ব্ব ক্ষয়কারী, শত যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ইন্দ্রকে ভজনা করেন। বৃত্রাসুরের উদ্দেশে মরুদ্গণোক্ত সত্য প্রিয়বাক্য ইন্দ্রকে উৎসাহ দিয়াছিল।

৬০২

৩ ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রযে শতদুরেষু গাতুবিৎ। সসেন চিদ্বিমদাযাবহোবস্বাজাবদ্রিং বাবসানস্য নর্ত্তযন্।

৩ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'গোত্রং' অব্যক্তশব্দবন্তং বৃষ্ট্যুদকস্য আবরকং মেঘং 'অঙ্গিরোভ্যঃ' অঙ্গিরসাং ঋষীণাং অর্থায 'অপ-অবৃণোঃ' অপাবৃণোঃ অপবারণং কৃতবান্। 'উত' অপিচ 'অত্রযে' মহর্ষযে কীদৃশায 'শতদুরেষু' শতদ্বারেষু যন্ত্রেষু অসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায 'গাতুবিৎ' মার্গস্য লম্ভযিতাভূঃ। তথা 'বিমদায' বিমদনাম্নে মহর্ষযে 'চিৎ' অপি 'স-

* মেষ শব্দের অর্থ স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট, এবং পশু বিশেষও হয়। এখানে মেষের অর্থ যদি পশু বিশেষও করা যায় তথাপি তাহা সংলগ্ন হয়, কারণ ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথি ঋষির সোমপান করিয়াছিলেন এমত আখ্যান আছে।

সেন্‌ 'অন্নেন যুক্তং 'বসু' ধনং 'অবহঃ' প্রাপিতবান্‌। তথা 'আজৌ' সংগ্রামে জয়ার্থং 'বাবসানস্য' নিবসতঃ বর্ত্তমানস্য স্তোতুঃ 'অদ্রিং' বজ্রং 'নর্ত্তয়ন্‌' রক্ষণং কৃতবান্‌।

৩ হে ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের নিমিত্ত অস্পষ্ট ধ্বনি যুক্ত, বৃষ্টির বাধা কারক মেঘকে নিরাকরণ করিয়াছিলে, এবং অসুর কর্ত্তৃক শত দ্বার যন্ত্রেতে প্রক্ষিপ্ত অত্রি ঋষির পথ প্রদর্শক হইয়াছিলে, আর বিমদ মহর্ষিকেও অন্নের সহিত ধন দিয়াছিলে, এবং যুদ্ধে জয় নিমিত্ত এই স্তোতার বজ্র রক্ষা করিয়াছিলে।

৬০৩

৪ ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়ঃ পর্ব্বতে দানুমদ্বসু। বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্য্যং দিব্যারোহয়োদৃশে।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'অপাং' উদকানাং 'অপিধানা' অপিধানানি আচ্ছাদকান্‌ মেঘান্‌ 'অপ-অবৃণোঃ' অপাবৃণোঃ অপাবরীতবান্‌। তথা 'পর্ব্বতে' পূরয়িতব্যপ্রদেশযুক্তে স্বকীয়নিবাসস্থানে 'দানুমদ্বসু' দানুমতঃ হিংসাযুক্তস্য ধনং 'অধারয়ঃ' শত্রূন্‌ জিত্বা তদীয়ং ধনমপহৃত্য স্বগৃহে ন্যক্ষিপঃ। হে ইন্দ্র ত্বং 'যৎ' যদা 'শবসা' বলেন 'বৃত্রং' ত্রযাণাং লোকানাং আবরীতারং 'অহিং' আ সমন্তাৎ হন্তারং 'অবধীঃ' বধং প্রাপিতঃ 'আদিৎ' অনন্তরং 'দিবি' দ্যুলোকে 'সূর্য্যং' বৃত্রেণাবৃতং 'দৃশে' দ্রষ্টুং 'আরোহয়ঃ' তস্মাৎ বৃত্রাৎ অমুমুচইত্যর্থঃ।

৪ হে ইন্দ্র! তুমি উদকবাধা কারক মেঘ সমূহকে নিবারণ কর, এবং হিংসাকারী শত্রুর ধন স্বীয় আবাসে স্থাপন কর। হে ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা সর্ব্ব হিংসক, ত্রিলোকের আবরক বৃত্রাসুরকে হনন করিয়া পরে সকলের দৃষ্টি গোচরের নিমিত্তে দ্যুলোক স্থিত বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত সূর্য্যকে মুক্ত করিয়াছিলে।

৬০৪

৫ ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোহধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত। ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ।১।৪।৯।

৫ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'মায়াভিঃ' জয়োপায়জ্ঞানৈঃ 'মায়িনঃ' মায়োপেতান্‌ তান্‌ বৃত্রাদীন্‌ অসুরান্‌ 'অপ-অধমঃ' অপাধমঃ অপাজীগমঃ। 'যে' অসুরাঃ 'স্বধাভিঃ' হবিল্লক্ষণৈঃ অন্নৈঃ 'শুপ্তৌ' শোভমানে স্বকীয়ে মুখে 'অধি' এব 'অজুহ্বত' অহৌষুঃ ন অগ্নৌ। তথা হে 'নৃমণঃ' নৃষু যজমানেষু অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত 'ত্বং' 'পিপ্রোঃ' এতন্নাম্নঃ অসুরস্য 'পুরঃ' পুরাণি 'প্রারুজঃ' প্রাভাঙ্ক্ষীঃ। এবং কৃত্বা তেন অসুরেণ উপদ্রুতং 'ঋজিশ্বানং' এতৎসজ্ঞকং স্তোতারং 'দস্যুহত্যেষু' দস্যূনাং হননযুক্তেষু সংগ্রামেষু 'প্র-আবিথ' প্রাবিথ প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ।১।৪।৯।

৫ হে ইন্দ্র! তুমি জয়োপায় জ্ঞান দ্বারা মায়াবী বৃত্রাদি অসুর গণকে জয় করিয়াছ, যে অসুরগণ হবিরূপ অন্ন দ্বারা অগ্নিতে হোম না করিয়া স্বীয় শোভমান মুখেতেই হোম করিত। হে যজমানানুগ্রহকারী ইন্দ্র! তুমি পিপ্রু নামক অসুরের নিবাস স্থান সকল ভগ্ন করিয়াছ, তদনন্তর তোমার স্তবকারী ঋজিশ্বান্‌ ঋষিকে প্রকৃষ্ট রূপে দস্যু যুদ্ধেতে রক্ষা করিয়াছ ।১।৪।৯।

৬০৫

৬ ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরং। মহান্তং চিদর্ব্বুদং নিক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে।

৬ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'কুৎসং' কুৎসসংজ্ঞকং ঋষিং 'শুষ্ণহত্যেষু' এতন্নাম্নঃ অসুরস্য হননযুক্তেষু সংগ্রামেষু 'আবিথ' ররক্ষিথ তথা 'অতিথিগ্বায়' অতিথিভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায় 'শম্বরং' এতন্নামানং অসুরং 'অরন্ধয়ঃ' হিংসাং প্রাপিতঃ তথা 'মহান্তং' অতিপ্রবৃদ্ধং 'চিৎ' অপি 'অর্ব্বুদং' এতৎসজ্ঞকং অসুরং 'পদা' পাদেন 'নিক্রমীঃ' নিতরাং আক্রমিতা-ভূঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ 'সনাৎ' চিরকালাৎ 'এব' আরভ্য 'দস্যুহত্যায়' উপলক্ষিতানাং হননায় 'জজ্ঞিষে' সর্ব্বদা ত্বং দস্যুহননশীলোভবসি ইত্যর্থঃ।

৬ হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ অসুরের সংগ্রামে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে এবং

অতিথিকে সর্ব্বদা আশ্রয় প্রদান করিতেন যে দিবোদাসের পুত্র,তাঁহার নিমিত্তে শম্বর অসুরকে হিংসা করিয়াছিলে, আর অতি প্রবৃদ্ধ অর্ব্বুদ অসুরকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে; অতএব তুমি চিরকালই দস্যু হত্যাতে পটু হও।

৬০৬

৭ ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্‌ঘিতা তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে। তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতোবৃশ্চা শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা।

৭ হে ইন্দ্র 'ত্বে' ত্বয়ি 'বিশ্বা' বিশ্বং 'তবিষী' বলং 'সধ্র্যক্' সধ্রীচীনং অপরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা 'হিতা' নিহিতং। তথা 'তব' 'রাধঃ' মনঃ 'সোমপীথায' সোমপানায 'হর্যতে' হৃষ্যতি। কিঞ্চ 'তব' 'বাহ্বোঃ' হস্তযোঃ 'হিতঃ' স্থিতঃ 'বজ্রঃ' 'চিকিতে' অস্মাভির্জ্ঞায়তে অতঃ 'শত্রোঃ' 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'বৃষ্ণ্যা' বৃষ্ণ্যানি বীর্য্যাণি 'অব-বৃশ্চা' অববৃশ্চ ছেদনং কুরু।

৭ হে ইন্দ্র! তোমাতে অপ্রতিহত সমস্ত বল নিহিত আছে,তোমার মন সোম পানে হৃষ্ট হয়,এবং তোমার হস্ত স্থিত বজ্র আমারদিগের নিকটে দীপ্তি পায়; অতএব তুমি আমারদিগের শত্রুর তাবৎ বীর্য্য নাশ কর।

৬০৭

৮ বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।

৮ হে ইন্দ্র ত্বং 'আর্য্যান্' অনুষ্ঠাতৄন্ 'বিজানীহি' বিশেষেণ বুধ্যস্ব 'যে' 'দস্যবঃ' তেষাং অনুষ্ঠাতৄণাং শত্রবঃ তান্ 'চ' অপি বিজানীহি। জ্ঞাত্বা চ 'বর্হিষ্মতে' বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায যজমানায 'অব্রতান্' ব্রতবিরোধিনস্তান্ দস্যূন্ 'রন্ধয়া' রন্ধয হিংসাং প্রাপয কিং কুর্ব্বন্ 'শাসৎ' অনুশাসনং কুর্ব্বন্। 'শাকী' শক্তিযুক্তঃ ত্বং 'যজমানস্য' 'চোদিতা' প্রেরকঃ 'ভব'। অতং স্তোতা 'তে' তব 'তা' তানি কার্য্যাণি 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ইৎ' এব 'সধমাদেষু' সহমাদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুং 'চাকন' কাময়ে।

৮ হে ইন্দ্র! তুমি অনুষ্ঠাতাদিগকে এবং তাহারদিগের শত্রুদিগকে বিশেষ রূপে জান, এবং যজ্ঞানুষ্ঠায়ী যজমানের নিমিত্ত যজ্ঞ বিরোধী শত্রু সমূহকে শাসন করত হিংসা কর। শক্তিমান্ তুমি যজমানের প্রেরক হও। আমি সধমাদ* যজ্ঞেতে তোমার সমুদায় কার্য্য উল্লেখ করত তোমাকে স্তব করিতে বাসনা করি।

৬০৮

৯ অনুব্রতায রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ। বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতোদ্যামিনক্ষতঃ স্তবানোবম্রোবিজঘান সংদিহঃ।

৯ যঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অনুব্রতায' অনুকূলকর্ম্মণে যজমানায 'অপব্রতান্' অপগতকর্ম্মণঃ যজমানান্ 'রন্ধয়ন্' হিংসয়ন্ তথা 'আভূভিঃ' আভিমুখ্যেন ভবন্তীত্যাভুবঃ স্তোতারঃ তৈঃ 'অনাভুবঃ' তদ্বিপরীতান্ 'শ্নথয়ন্' হিংসয়ন্ বর্ত্ততে। 'বৃদ্ধস্য' পূর্ব্বং বৃদ্ধস্য 'চিৎ' অপি 'বর্দ্ধতঃ' পুনর্ব্বর্দ্ধমানস্য 'দ্যাং' স্বর্গং 'ইনক্ষতঃ' ব্যাপ্নুবতঃ তস্য ইন্দ্রস্য 'স্তবানঃ' স্তুতিং কুর্ব্বাণঃ 'বম্রঃ' এতৎসংজ্ঞকঃ ঋষিঃ ইন্দ্রেণ পরিহৃতান্তরাযঃ সন্ 'সংদিহঃ' সম্যগুপচিতবল্মীকবপাঃ পৃথিব্যাঃ সারভূতং বল্মীকবপালক্ষণং যজ্ঞসংভারং 'বিজঘান' আহার্ষীদিত্যর্থঃ।

৯ ইন্দ্র অনুকূল কর্ম্মকারী যজমানের নিমিত্ত প্রতিকূল কর্ম্মকারী যজমান সকলকে হিংসা করত এবং স্তোতৃ গণ দ্বারা স্তাবক বিরোধিদিগকে হিংসা করত স্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বকালে বর্দ্ধমান, স্বর্গব্যাপী সেই ইন্দ্রের স্তুতি পাঠক বম্র ঋষি ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত বিঘ্ন হইয়া বল্মীকবপা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ সংভার আহরণ করিয়াছিলেন।

*সকলে একত্রিত হইয়া যে যজ্ঞেতে অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হয় তাহার নাম সধমাদ যজ্ঞ।

৬০৯

১০ তক্ষদ্যত্তউশনা সহসা সহোবি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ। আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজআ পূর্য্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ ।১।৪।১০।

১০ হে ইন্দ্র ‘যৎ’ যদা ‘উশনা’ কাব্যঃ ‘সহসা’ আত্মীযেন বলেন ‘ত্তে’ ত্বদীযং ‘সহঃ’ বলং ‘তক্ষৎ’ তনূকৃতবান্ সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্ষীৎ তদা ‘শবঃ’ ত্বদীযং বলং ‘মজ্মনা’ স্বতৈক্ষ্ন্যেন ‘রোদসী’ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ‘বি-বাধতে’ বিভীতইত্যর্থঃ। হে ‘নৃমণঃ’ নৃষু যজমানেষু অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র ‘আ’ সমন্তাৎ ‘পূর্য্যমাণং’ বলেন ‘ত্বা’ ত্বাং ‘মনোযুজঃ’ মনোব্যাপারমাত্রেণ যুক্তাঃ ‘বাতস্য’ বাযোঃ সম্বন্ধিনঃ তদ্বদ্বেগেন গচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ এবম্ভূতাঃ অশ্বাঃ ‘শ্রবঃ’ হবির্লক্ষণং অন্নং ‘অভি’ অভিলক্ষ্য ‘আ-অবহন্’ আবহন্ আভিমুখ্যেন প্রাপযন্তু।১।৪।১০।

১০ হে ইন্দ্র! যে সময়ে ভার্গব ঋষি স্বীয় বলের দ্বারা তোমার বলকে অতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোমার বল স্বকীয় তেজ দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে ভয় প্রদান করিয়াছিল। হে যজমানের অনুগ্রহকারি ইন্দ্র! তোমার ইচ্ছা মাত্রে রথেতে যুক্ত হয়, এমত যে বায়ু সদৃশ বেগবান্ অশ্ব সকল, তাহারা বলেতে পরিপূর্ণ যে তুমি তোমাকে হবিরূপ অন্নের উদ্দেশে লইয়া চলুক।১।৪।১০।

৬১০

১১ মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রোবঙ্কূ বঙ্কুতরাধিতিষ্ঠতি। উগ্রোযযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরযৎপুরঃ।

১১ ‘যৎ’ যদা ‘ইন্দ্রঃ’ ‘উশনে’ কামযমানে ‘কাব্যে’ ‘সচাঁ’ সহ ‘মন্দিষ্ট’ স্তুতোঽভূৎ তদানীং ‘বঙ্কূবঙ্কুতরা’ বঙ্কূবঙ্কুতরৌ অতিশযেন কুটিলং গচ্ছন্তৌ অশ্বৌ রথে সংযোজ্য ‘অধিতিষ্ঠতি’ স্ম আরোহতীত্যর্থঃ। ‘উগ্রঃ’ ইন্দ্রঃ ‘যযিং’ গমনযুক্তাৎ মেঘাৎ ‘স্রোতসা’ প্রবাহরূপেণ ‘অপঃ’ জলানি ‘নিঃ-অসৃজৎ’ নিরসৃজৎ নিরগমযৎ তথা ‘শুষ্ণস্য’ অসুরস্য ‘দৃংহিতাঃ’ প্রবৃদ্ধাঃ ‘পুরঃ’ নিবাসস্থানানি ‘বি-ঐরযৎ’ ব্যৈরযৎ প্রেরিতবান্।

১১ যে কালে ইন্দ্র ভার্গব ঋষির সহিত সমকালে স্তুত হইয়াছিলেন, সেই কালে অতিশয় কুটিলগামি অশ্ব দ্বয়কে যোজিত করিয়া তিনি রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। উগ্র স্বভাব ইন্দ্র গমনশীল মেঘ হইতে প্রবাহ রূপে জল নিঃসারণ করিয়াছিলেন এবং শুষ্ণ অসুরের বৃহৎ আবাস ভুমি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৬১১

১২ আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য প্রভৃতাযেষু মন্দসে। ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্ব্বাণং শ্লোকমারোহসে দিবি।

১২ হে ‘ইন্দ্র’ ত্বং ‘বৃষপাণেষু’ সোমপাননিমিত্তভূতেষু ‘রথং’ ‘আ-তিষ্ঠসি’ ‘স্মা’ স্ম। ‘যেষু’ সোমেষু ত্বং ‘মন্দসে’ হর্ষং প্রাপ্নোষি তাদৃশাঃ সোমাঃ ‘শার্যাতস্য’ এতন্নাম্নোরাজর্ষেঃ ‘প্রভৃতাঃ’ প্রকর্ষেণ সম্পাদিতাঃ অভিষবাদিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতাঃ। ‘সুতসোমেষু’ অভিষুতসোমযুক্তেষু যজ্ঞেষু ‘যথা’ ‘চাকনঃ’ কামযসে এবং অস্যাপি সোমান্ কামযস্ব। তথা সতি ‘দিবি’ দ্যুলোকে ‘অনর্ব্বাণং’ গমনরহিতং স্থিরং ‘শ্লোকং’ স্তোত্রলক্ষণং বচঃ ত্বং ‘আরোহসে’ প্রাপ্নোষি।

১২ হে ইন্দ্র! তুমি সোম পানের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া থাক; শার্যাত রাজর্ষির সংস্কৃত যে সোম সেই সোম পান করিয়া তুমি হর্ষযুক্ত হও। যেহেতু তুমি সুতসোম যজ্ঞকে কামনা কর, অতএব তুমি আমারদিগের সোমকেও অভিলাষ কর। তাহা হইলে দ্যুলোকে উৎস্থিত স্তুতিবাদ তুমি চিরকাল প্রাপ্ত হও।

৬১২

১৩ অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে বৃচযামিন্দ্র সুন্ব-

তে। মেনাভবোবৃষণশ্বস্য সুক্রতোবিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা।

১৩ হে ‘ইন্দ্র’ ত্বং ‘মহতে’ প্রবৃদ্ধায ‘বচস্যবে’ ত্বদীযস্তোত্রলক্ষণং বচঃ ইচ্ছতে ‘সুন্বতে’ ত্বদেবতাকেষু যজ্ঞেষু সোমাভিষবং কুর্ব্বতে ‘কক্ষীবতে’ এতন্নাম্নে রাজ্ঞে ‘বৃচযাং’ বৃচযাখ্যাং ‘অর্ভাং’ অল্পাং যুবতীং এবম্ভূতাং স্ত্রিযং ‘অদদাঃ’। তথা হে ‘সুক্রতো’ শোভনকর্ম্মন্ ইন্দ্র ত্বং ‘বৃষণশ্বস্য’ এতদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ ‘মেনা মেনানামকন্যকা’, ‘অভবঃ’ অভূঃ। অতঃ উক্তরূপাণি যানি কর্ম্মাণি ত্বযা কৃতানি ‘তে’ ত্বদীযানি ‘তা’ তানি ‘বিশ্বা’ বিশ্বানি সর্ব্বাণি ‘ইৎ’ এব ‘সবনেষু’ যজ্ঞেষু ‘প্রবাচ্যা’ প্রবাচ্যানি প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি স্তোতব্যানীত্যর্থঃ।

১৩ হে ইন্দ্র! তুমি তোমার স্তবাভিলাষী এবং তোমার যজ্ঞে সোমাভিষবকারী কক্ষীবান্ মহারাজাকে নবযৌবনা বৃচয়া নাম্নী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলে। হে শোভন কর্ম্মকারি ইন্দ্র! তুমি বৃষণশ্ব রাজার মেনা নাম্নী কন্যা হইয়াছিলে; অতএব তোমার উক্ত কার্য্য সকল যজ্ঞেতে প্রকৃষ্ট রূপে বক্তব্য।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।

৬১৩

১৪ ইন্দ্রো আশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু স্তোমোদুর্য্যো ন যূপঃ। অশ্বযুর্গব্যূ রথযুর্ব্বসূযুরিন্দ্র ইদ্রাযঃ ক্ষযতি প্রযন্তা।

১৪ ‘ইন্দ্রঃ’ দেবঃ ‘সুধ্যঃ’ শোভনকর্ম্মণো যজমানান্ ‘নিরেকে’ নৈর্দ্ধন্যে নিমিত্তভূতে সতি তান্ রক্ষিতুং ‘আশ্রাযি’ অসেবিষ্ট। যেষু যজমানেষু ‘পজ্রেষু’ অঙ্গিরঃসু ‘স্তোমঃ’ স্তোত্রং নিশ্চলং তিষ্ঠতি ‘দুর্য্যঃ’ দ্বারি ‘যূপঃ’ নিখাতা স্থূণা ‘ন’ ইব। ইদানীমপি ‘রাযঃ’ ধনস্য ‘প্রযন্তা’ প্রদাতা ‘ইন্দ্রঃ’ ‘ইৎ’ এব যজমানানাং দাতুং ‘অশ্বযুঃ’ অশ্বান্ ইচ্ছন্ তথা ‘গব্যুঃ’ গাঃ ইচ্ছন্ ‘রথযুঃ’ রথান্ ইচ্ছন্ ‘বসুযুঃ’ বসূনীচ্ছন্ এবং অন্যদপি ধনং ইচ্ছন্ ‘ক্ষযতি’ বর্ত্ততে।

১৪ দ্বারস্থিত যূপের ন্যায় যে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিতে স্থির ভাবে স্তোত্র স্থিতি করে সেই শোভন কর্ম্মকারী যজমান সকলকে ইন্দ্র দেবতা নির্দ্ধনতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছেন। এখনও ধন প্রদাতা ইন্দ্র যজমানকে অশ্ব, গো, রথ ও ধন সমূহ দান করিবার ইচ্ছা করত স্থিতি করিতেছেন।

৬১৪

১৫ ইদং নমো বৃষভায স্বরাজে সত্যশুষ্মায তবসেঽবাচি। অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম।১।৪।১১।

১৫ হে ‘ইন্দ্র’ ‘ইদং’ পুরোবর্ত্তি ‘নমঃ’ স্তুতিলক্ষণং বচঃ তুভ্যং ‘অবাচি’ অস্মাভিঃ প্রাযোজি। কীদৃশায ‘বৃষভায’ বর্ষণশীলায ‘স্বরাজে’ স্বকীযেন তেজসা রাজমানায ‘সত্যশুষ্মায’ অবিতথবলযুক্তায ‘তবসে’ অত্যন্তপ্রবৃদ্ধায। যস্মাদেবং তস্মাৎ ‘অস্মিন’ ‘বৃজনে’ সংগ্রামে ‘সর্ব্ববীরাঃ’ বিশেষেণ ঈরযন্তি অমিত্রান্ ইতি বীরাঃ ভটাঃ তৈরুপেতা বযং ‘তব’ ত্বযা দত্তে ‘স্মৎ’ সু শোভনে ‘শর্ম্মন্’ শর্ম্মণি গৃহে ‘সূরিভিঃ’ বিদ্বদ্ভিঃ সহ ‘স্যাম’ নিবসেম।১।৪।১১।

১৫ হে ইন্দ্র! বর্ষণশীল, স্বীয় তেজদ্বারা দীপ্ত, অমোঘবলী, অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ তুমি আমারদিগের কর্ত্তৃক এই নম উক্তি দ্বারা উক্ত হইয়াছ। এই যুদ্ধে সমস্তবীর বিশিষ্ট আমরা বিদ্বান্‌দিগের সহিত তোমার প্রদত্ত শোভন গৃহে বাস করি।১।৪।১১।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

রাধাবল্লভি

যেমন পুরুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ দেব ও দেবীর পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা প্রচলিত আছে, সেইরূপ যুগল মূর্ত্তির উপাসনাও হিন্দুধর্ম্মের আর এক প্রকরণ। ইতঃপূর্ব্বে রামানুজ ও রামানন্দের অনুগামি কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাম সীতা প্রভৃতি যুগল মূর্ত্তি উপাসনার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে; রাধাকৃষ্ণ-উপাসক রাধাবল্লভিদিগের ধর্ম্মও আর এক প্রকার যুগল মূর্ত্তির উপাসনা।

রাধার আরাধনা সর্ব্বাপেক্ষায় আধুনিক, সন্দেহ নাই। মহাভারতে এক রাধার নাম আছে বটে, তিনি সারথি অধিরথের ভার্য্যা; বৃষভানু-কন্যা রাধিকার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণ-প্রধান ভাগবত পুরাণেও বৃন্দাবন-বাসিনী গোপিনী গণের বর্ণনা মধ্যে রাধিকার নাম লিখিত নাই *। যে সকল সংস্কৃত-শাস্ত্র জন-সমাজে প্রামাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাধার মাহাত্ম্য বর্ণনায় পরিপূর্ণ; কিন্তু তদ্দ্বারা রাধিকা পূজার প্রাচীনত্ব স্থাপিত না হইয়া ঐ পুরাণের আধুনিকত্বই নিরূপিত হইতেছে। উক্ত পুরাণানুসারে পরাৎপর পরম পুরুষ দ্বিধারূপ হইয়া দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বামাঙ্গে শ্রীরাধিকা হইলেন। গোলোকধামে তাঁহারদের পরস্পর সহযোগ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এবং সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ এবং শ্রীরাধিকার লোমকূপ হইতে গোপিকাগণের সৃষ্টি হয়। রাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ গোচারণ ও রাস ক্রীড়াদি পার্থিব লীলাকেই যৎপরোনাস্তি সুখ-ব্যাপার মনে করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলোক ধামেও সেই সকল ঘটনার কল্পনা করিয়াছেন, সুতারাং মনুষ্যের সদসৎ ব্যবহারকে ঈশ্বরের নিত্য কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মানুষে যখন যাঁহার দেবত্ব অঙ্গীকার করে, তখন তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। পূর্ব্বোক্ত পুরাণে রাধিকা আদ্যাশক্তি সনাতনী, জগৎ প্রসবিনী, সর্ব্বগুণ ময়ী ও ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য দেবতার ন্যায় ইঁহারও স্তব, কবচ, মন্ত্র প্রভৃতি পূজার পদ্ধতি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিয়াও কেহ যদি রাধাকে অবহেলা করে, তবে তাহাকে যাবজ্জীবন শোক দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরকালে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ নরকভোগ করিতে হইবে। বরঞ্চ স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায়ও রাধার প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে; প্রথমে রাধার নামোল্লেখ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে বিষম দুরদৃষ্ট ঘটে *।

বাঙ্গলা দেশীয় রাধাকৃষ্ণ উপাসকদিগের সহিত রাধাবল্লভিদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না নির্ব্বচন করা যায় না; বোধ হয়, এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর বিভিন্নতা কেবল তাহারদের স্বতন্ত্র গুরু স্বীকার মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হয়। রাধাবল্লভি বৈষ্ণবেরা বংশ-পরম্পরাগত সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামিদিগকে গুরুরূপে অঙ্গীকার না করিয়া হরিবংশ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহারদের প্রবর্ত্তক স্বরূপে স্বীকার করেন। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া তথায় এক মঠ স্থাপিত ও এক মন্দির প্রস্তুত করেন; সেই মন্দিরের দ্বারোপরি এই প্রকার শিল্প-লিপি আছে, যে হরিবংশ ১৬৪১ সম্বতে এই মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শ্রীরাধাবল্লভজীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরাধিকার মাহাত্ম্য বিষয়ে রাধাসুধানিধি নামে যে এক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহাও হরিবংশের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ব্রজ ভাষায় সেবাসখীবাণী নামে আর এক গ্রন্থ আছে, তাহাতেও এ সম্প্রদায়ের উপাসনা, স্তোত্র, ক্রিয়াকলাপ ও উপাখ্যানাদির সবিস্তর বর্ণন আছে। তদ্ভিন্ন ব্রজভাষায় ও অন্যান্য ভাষায়ও ইঁহার

* যদিও গোস্বামিরা কষ্ট কল্পনা করিয়া ভাগবতের বচন বিশেষের শব্দ বিশেষ হইতে রাধার নাম প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু তাহা স্পষ্টার্থ নহে।

* আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
প্রবদন্তীতি বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ॥
বিপর্য্যযং যে বদন্তি নিন্দন্তি চ জগৎ প্রসূং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাং॥
তে পচ্যন্তে কালসূত্রে যাবদিন্দ্রদিবাকরৌ।
ভবন্তি স্ত্রীপুত্রহীনারোগিণঃ সপ্তজন্মসু॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৫১ অধ্যায়।

এই বচনে এবং অন্যান্য বচনে রাধার আরাধনা বেদ-সম্মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল কথার অযাথার্থ্য এবং তৎসহকারে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের তাৎপর্য্য বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন।

দিগের ধর্ম্ম-প্রতিপাদক অনেকানেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সখীভাব

এসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণ উপাসক দিগেরই শাখা বিশেষ। বৈষ্ণবেরা কহেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই এই উপাসনা প্রচার করিয়া যান; কারণ তিনি স্বয়ং আপনাকে রাধা-রূপিণী ভাবিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ প্রকাশ করিতেন *।

এই সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামি স্বরূপ ও আপনারদিগকে সখী স্বরূপা মনে করিয়া † প্রেম ভাবে ভজনা করেন, এবং তদর্থে অত্যন্ত ঘৃণা-জনক ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনার দিগকে সখী ভাবাপন্ন বোধ করেন, এবং স্ত্রীর ন্যায় বেশ ভূষাদি করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর লক্ষণ প্রকাশ করেন। লোকে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবিয়া তাহার উদ্দেশে কি পর্য্যন্ত ঘৃণাকর কর্ম্ম না করে! আপনাকে স্ত্রী রূপে স্বীকার করা এবং স্ত্রীবেশ ধারণ ও স্ত্রীবৎ ব্যবহার করা অপেক্ষায় নির্ব্বীর্য্যতা, নির্ল্লজ্জতা, ও অভদ্রতার চিহ্ন আর কি আছে?

শ্রীকৃষ্ণের বহু সখী আছে, তন্মধ্যে ইঁহারা চতুর্দ্দশ সখীকে বিশিষ্ট করিয়া মানেন; অষ্ট প্রধানা সখী ও ছয় নম্র সখী ‡। তাহারদের এক এক সখীর উপর তাম্বুল সেবা জলসেবা প্রভৃতি এক এক প্রকার সেবার ভার ছিল; তদনুসারে সখী ভাব-গ্রাহি বৈষ্ণবেরা এক এক জন এক এক সখী স্বরূপ হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন*।

অনেকানেক লোক এবং বিশেষতঃ বৃন্দাবনবাসি বহু ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করেন না; যাবজ্জীবন স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভজন সাধন করিয়া কাল হরণ করেন।

এই মতাবলম্বি বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ি কোন কোন গোস্বামি ও প্রধান প্রধান বৈষ্ণবকে শ্রীমতী রাধিকা ও সখী বিশেষ বলিয়া স্বীকার করেন; পশ্চাৎ তাহার কয়েক জনের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

গোস্বামি ও বৈষ্ণবের নাম	সখীর নাম
গদাধর গোস্বামী	শ্রীমতী রাধিকা
জাহ্নব গোস্বামী	,, অনঙ্গমঞ্জরী
রায় রামানন্দ..............	,, বিসখা
সেন শিবানন্দ	,, সুচিত্রা
বসু রামানন্দ..............	,, চম্পকলতা
গোবিন্দ ঘোষ	,, রঙ্গদেবী
বাসু ঘোষ	,, সুদেবী
মাধব ঘোষ...............	,, তুঙ্গবিদ্যা
গোবিন্দানন্দ ঠাকুর........	,, ইন্দুরেখা

সখী ভাবকেরা পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরী বিশেষকে আদি গুরু বলিয়া এবং আপনাকে ও আপন আপন গুরু-পরম্পরার অন্তর্গত সকলকেই এক এক মঞ্জরী বলিয়া অঙ্গীকার করেন। গুরুও সখী, শিষ্যও সখী, এবং শ্রীকৃষ্ণ গুরুশিষ্য উভয়েরই পরম সেব্য প্রিয় পতি।

জয়পুর, কাশী ও বাঙ্গলায় সখীভাবকদিগের অবস্থিতি আছে। ২২। ২৩ বৎ-

*ফলতঃ চৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার বর্ণনা আছে বটে।

আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈনু অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

† তাঁহারা এবিষয়ের প্রামাণ্যার্থে "আত্মানং সখী-রূপাং নবযৌবনাং নানালঙ্কারভূষিতাং" ইত্যাকার সংস্কৃত শ্লোকও পাঠ করিয়া থাকেন।

‡ ললিতা বিসখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
ইবে কহি নম্র সখী গণ। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।
অনঙ্গমঞ্জরী আর, শ্রীরূপমঞ্জরী সার,
শ্রীরসমঞ্জরী ———।
শ্রীরতিমঞ্জরী বলি, লবঙ্গমঞ্জরী কেলি,
শ্রীমঞ্জরী আর মঞ্জনালি। স্মরণ দর্পণ।

*ইহার নাম প্রেমসেবা; তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা সাধক রূপ সখীগণ কৃষ্ণরূপ প্রিয়পতির প্রসাদ লাভ করেন।
এসব অনুগা হঞা, প্রেমসেবা লব চেঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সর্ব্বকায।
রূপগুণে ডগমগি, সদাহব অনুরাগী,
বসতি করিব সখী মাঝ॥ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

† অর্থাৎ সখীসহ

সর পূর্ব্বে কলিকাতায় ইঁহাদের মত অত্যন্ত প্রবল হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বোবাজার ও জগন্নাথ ঘাট নিবাসী কোন কোন ব্রাহ্মণ, কলুটোলা ও গরাণহাটা নিবাসী কোন কোন কায়স্থ, অন্যান্য পল্লী-স্থিত বৈদ্য, সুবর্ণবণিক্ ও অপরাপর জাতীয় লোক ইত্যাদি কলিকাতাবাসি অনেকানেক ধনাঢ্য ও মধ্যবর্ত্তি মনুষ্য এবং দুই এক উদাসীন বৈরাগী দলাক্রান্ত হইয়া অতিশয় উৎসাহ সহকারে এই প্রকার প্রেম সেবার অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সখীর নামে খ্যাত ছিলেন; সময় বিশেষে এবং বিশেষতঃ দ্বাদশীতে আপনারদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির বাটীতে সকলে সমাগত হইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন, এবং স্বামির সন্তোষার্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত আলোচনা করিতেন। সমুদায় সখী কৃষ্ণ-পক্ষীয় ও রাধা পক্ষীয় এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গান করিতেন, এবং তদ্দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমে উভয়ের গুণানুবাদ ও প্রেমালোচনা করিতেন *।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিবরণ।

৮২ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠের পর।

ইতঃ পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে মনুষ্যেরা যত পরিমাণে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন, তত পরিমাণে তাঁহারদের অকাল-মৃত্যুর নিবারণ ও মৃত্যু-যাতনার লাঘব হইয়া আসিবে! ইহা সুখের বিষয় বলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এবিষয়ের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ন্যূনাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু পরিমাণ হইয়া প্রত্যেকের ২৮ বৎসর মধ্যম আয়ু নির্দ্দিষ্ট হয়*, কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ের যাবতীয় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই শতবর্ষ মধ্যে ইওরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি অনেকানেক স্থানের লোকের পরমায়ু তদপেক্ষায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতি কোন কোন নগরে যত লোকের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে এই সংগ্রহ করা গিয়াছে। যথা

কোন্ শ্রেণীর লোক	মধ্যম পরমায়ুর সংখ্যা
প্রধান শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ও বর-ব্যবসায়ি মনুষ্য	..... ৪৩।।০ বৎসর
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ বণিক্ ও লিপি-ব্যবসায়ী প্রভৃতি.....	.... ৩৬।।০ বৎসর
তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ শিল্পকার, শ্রমোপজীবী ও ভৃত্য প্রভৃতি.............	.....২৭।।০ বৎসর

ইওরোপের অন্তঃপাতি জিনেবা দেশীয় লোকের যেরূপ আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তদ্বিবরণের সংগ্রহ প্রকাশ করা যাইতেছে। তৎপাঠে ২৬০ বৎসরে তত্রত্য লোকের সভ্যতা ও সুখ স্বচ্ছন্দের উন্নতি দ্বারা ক্রমে ক্রমে যে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা সুন্দর রূপ অবগত হওয়া যাইতেছে।

* যে তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তির নিকট এই বিষয় শ্রুত হওয়া গেল, তিনি তাহার একটি গানও বলিলেন। যথা

শারী বলে শুন শুক তোমার কৃষ্ণ কালো।
আমার শ্রীরাধারূপে নিধুবন করেছে আলো॥
শুক কহে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
যাহার রূপেতে মোহিত এতিন ভুবন।

* গড়ে ২৮ বৎসর। অর্থাৎ তৎ কালের ১০০০ মনুষ্যের পরমায়ুর সমষ্টি করিয়া এবং তাহা ১০০০ দিয়া হরণ করিয়া ২৮ বৎসর হইয়াছিল। এই প্রকার স্থূল গণনা করিয়া যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে মধ্যম বলা যায়।

* এডিন্‌বরা ও লীথ।

সময়				মধ্যমপরমায়ু	
খ্রীষ্টাব্দ				বৎসর	মাস
১৫৬০	অবধি	১৬০০	পর্য্যন্ত	১৮	৫
১৬০৪	,,	১৭০০		২৩	৫
১৭০১		১৭৬০		৩২	
১৭৬১		১৮০০		৩৩	৭
১৮০১		১৮১৪		৩৮	৬
১৮১৫	,,	১৮২৬		৩৮	১০

বিশেষতঃ ইওরোপখণ্ডে গোমসূর্য্যাধানের * আরম্ভ দ্বারা এবিষয়ে মহোপকার দর্শিয়াছে; বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটনা নিবারিত হইয়াছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬০০০ লোক বসন্তরোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেবর্ষে তত্রত্য যত মনুষ্যের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার শতাংশের একাদশ অংশ বসন্ত রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে; কিন্তু এক্ষণে ১ বা ১।। অংশের অধিক মরে না। অতএব ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে গোমসূর্য্যাধান দ্বারা বৎসর বৎসর ভূরি ভূরি লোকের জীবন রক্ষা পাইতেছে।

এ বৎসর বাঙ্গলা দেশে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে রাজপুরুষেরা এখানেও ঐ প্রকার টীকা প্রচলিত করিবার উদ্‌যোগ পাইতেছেন, কিন্তু এই উষ্ণ দেশে তাহায় কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়, বিশিষ্টরূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে নিশ্চয় বলা যায় না।

পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ত্বেও যে স্থান বিশেষে লোকের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, এই বিস্তর। পূর্ব্বে যে স্কট্‌লণ্ড-বাসিদিগের অবস্থার তারতম্যানুসারে পরমায়ুর ন্যূনাধিক্য হইবার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রতিপালনের ইতর বিশেষই তাহার কারণ,সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই, তিনি ধনি নির্দ্ধন, অজ্ঞ বিজ্ঞ, বাল বৃদ্ধ সকলকেই সমান নিয়মে শাসন করেন। মনুষ্য মাত্রেরই অঙ্গ-সংস্থান ও ইন্দ্রিয়-স্বভাব এক প্রকার, এবং জল বায়ু জ্যোতিঃ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই সমান গুণ প্রকাশ করে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তে যাবতীয় লোকের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শারীরিক নিয়মের অনুগামি হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহারদের মধ্যম পরমায়ু ৪৩।। বৎসর হয়, এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় তাহা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারদের মধ্যম পরমায়ু ২৭।। বৎসর মাত্র হয়। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্যই এ প্রকার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে যৎ পরিমাণে আমরা শারীরিক নিয়ম অবগত ও অবগত হইয়া তৎ প্রতিপালনে সমর্থ হইব,— যৎপরিমাণে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, তৎপরিমাণে সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ সহকারে দীর্ঘ আয়ুও প্রাপ্ত হইব।

মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। যথা

প্রথমতঃ প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষয় পূর্ব্বক মৃত্যু ঘটনা হওয়া পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই স্বভাব-সিদ্ধ, এবং ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্টি করা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যু নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় প্রাণ বিয়োগ এবং মৃত্যু-কালে ক্লেশ ঘটনা উভয়ই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের অধিক দুঃখ নিবারণার্থে অল্প দুঃখের সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অব্যর্থ আজ্ঞা অবহেলন করিয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতেছি। আমরা যদি তাঁহার নিয়ম পালনে সম্যক্ সমর্থ হই, তবে এই সমুদায় দুর্ঘটনা সম্যক্ নিরাকৃত হয়; এমন কি, মৃত্যু যাতনা ও অকাল মরণ পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ মৃত্যু অনেকানেক বিষয়ে লোকের কল্যাণদায়ক হইয়াছে। তদ্দ্বারা

* Vaccination অর্থাৎ গরুর বীজ দিয়া টীকা দেওয়া।

জরা-জীর্ণ শ্রীহীন বৃদ্ধ লোকের পরিবর্ত্তে দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ তেজোবিশিষ্ট যুবক সকল বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সম্পাদন করে, কাম ও স্নেহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি সুখদায়ক বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইয়া প্রচুর আনন্দ প্রদান করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানববর্গের শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে * ।

চতুর্থতঃ এই মৃত্যু-বিষয়ক নিয়মের সহিত আমারদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলস্থ জীবগণের মরণ-ধর্ম্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় সম্যক্ চরিতার্থ হয়। যে শুভকর বিধান বশতঃ জরাগ্রস্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে, এবং তাহারা ধরণীরূপ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত শুভ কৌশল সম্পাদনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর পরিষ্কৃত করিতে পারে, তাহাতে আমারদের পরহিতৈষিণী উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ভূরি ভোজন দ্বারা গ্লানিযুক্ত বা জীর্ণেন্দ্রিয় হইয়া অন্ন পান গ্রহণে অশক্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থানান্তর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সবলেন্দ্রিয় ক্ষুধাতুর পথিককে আহ্বান করা কখনই অন্যায় কার্য্য নহে। অতএব ন্যায়-পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আর সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পৃথিবীর হিতার্থে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ভক্তি অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাহা অঙ্গীকার করিবেক। যদি কোন ব্যক্তির এই সকল বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যথোচিত তেজস্বিনী হয়, এবং অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহারদের আয়ত্ত থাকে, এবং তিনি শৈশবকালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হইবেনা; তিনি জগদীশ্বরের অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এনিয়ম প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়া লইবেন।

পঞ্চমতঃ এস্থলে মৃত্যু কর্ত্তৃক লৌকিক শুভাশুভ ঘটনার বিষয়ই বিচার করা গেল, পারত্রিক ফলাফল বিবেচনা করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা অতর্কনীয়।

* কারণ পিতা মাতা নিয়ম প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাঁহারদের সন্তানদিগের তত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি হইবেক। এইরূপে মানব জাতির ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৬ পৃষ্ঠের পর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন তৎপরে মহাবল মহাবীর্য্য কামগামী* বিহঙ্গমরাজ অর্ণবের অপর পারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গরুড় মাতা বিনতা পণে পরাজিতা সুতরাং দাসী ভাব প্রাপ্তা ও দুঃখ দাবানলে দগ্ধা হইয়া কাল হরণ করিতে ছিলেন। একদা তিনি পুত্র সমীপে উপবিষ্টা আছেন, এমত সময়ে সর্প কুল জননী কদ্রু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "শুন বিনতে! সমুদ্র মধ্যে পরম রমণীয় অতি সুশোভন এক দ্বীপ আছে; ঐ দ্বীপ সর্প গণের আবাস ভূমি; তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল"। বিনতা শ্রবণ মাত্র কদ্রুকে পৃষ্ঠে লইয়া চলিলেন; গরুড়ও স্বীয় জননীর আদেশানুসারে সর্প দিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তদনুগামী হইলেন। বিনতা-হৃদয়-নন্দন বিহঙ্গম-রাজ সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে, ভুজঙ্গম গণ অতি প্রদীপ্ত প্রভাকর প্রভাজালে তাপিত ও মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় তনয়দিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টি প্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন, "হে সর্ব্ব-দেব-নায়ক হে বল-বিনাশন† হে নমুচি-নিপাতন‡ হে

* ইচ্ছানুসারে শীঘ্র ও সর্ব্বত্র গমনক্ষম।
† বল নামক অসুরের বিনাশকারী।
‡ নমুচি নামক অসুরের নিপাতকারী।

শচীপতে সহস্রাক্ষ তোমাকে নমস্কার করি; তুমি বারি বর্ষণ দ্বারা সূর্য্য-কিরণ-তাপিত সর্প গণের প্রাণ দান কর; হে অমরোত্তম সম্প্রতি তুমিই আমারদিগের এক মাত্র পরিত্রাণের উপায়; যে হেতু তুমি অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে সমর্থ; হে পুরন্দর তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমিই নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎস্বরূপে বিরাজমান হও; তুমিই মেঘ গণ ক্ষেপণ করিয়া থাক*; তোমাকেই মহামেঘ কহে; তুমি অতি বিষম ঘোর বজ্র স্বরূপ, তুমি ভীষণ গর্জ্জনকারী মেঘ, তুমি সকল লোকের সৃষ্টি কর্ত্তা ও সংহার কারি; তুমি সর্ব্বভূতের জ্যোতিঃ স্বরূপ; তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমি পরমাশ্চর্য্য মহৎ ভুত, তুমি রাজা, তুমি নিখিল দেবের অধীশ্বর, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি, তুমি অমৃত, তুমি পরম পূজিত সোম দেবতা, তুমি মুহূর্ত্ত, তুমি তিথি, তুমি লব†, তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্ল পক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কলা†, কাষ্ঠা†, ত্রুটি†, সম্বৎসর, ঋতু মাস, রজনী, ও দিবস! তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও সমস্ত বন সহিত পৃথিবী, ভাস্কর সহিত তিমির রহিত নভোমণ্ডল, এবং উত্তাল তরঙ্গ বহুল মীন মকর তিমি তিমিঙ্গিল সঙ্কুল জলধি; তুমি অতিযশস্বী, এই নিমিত্ত নির্ম্মল মনীষা‡ সম্পন্ন মহর্ষিগণ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আর তুমি স্তুত হইয়া যজমানের হিতার্থে যজ্ঞীয় হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। হে অতুল বল! ব্রাহ্মণেরা পারলৌকিক মঙ্গল রূপ ফলাভিলাষে সতত তোমার অর্চ্চনা করেন; নিখিল বেদাঙ্গ¶ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে। আর যাগ পরায়ণ দ্বিজেন্দ্র গণ তোমার সাক্ষাৎকার লাভার্থে সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সমস্ত বেদাঙ্গের অনুগম** করেন।

* অর্থাৎ বায়ুরূপী।
† কালের অংশ বিশেষ।
‡ বুদ্ধি।
¶ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।
** পরস্পর অবিরোধ সম্পাদন মীমাংসা।

ষড়্বিংশতি অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন ভগবান্ পাকশাসন* কর্ত্তৃক স্তব শ্রবণ করিয়া নীল জলদ পটল দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন, এবং জলদ গণকে এই আদেশ দিলেন তোমরা শুভ বারি বর্ষণ কর। জলদেরা দেবরাজের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সৌদামিনী† মণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া আকাশ মণ্ডলে অনবরত ঘন ঘোর গর্জ্জন করত তোয় রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। জলধর গণের অভূত-পূর্ব্ব‡ প্রভূত** বারিবর্ষণ এবং অজস্র ঘোরতর গর্জ্জন দ্বারা আকাশে যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। বোধ হয় মেঘ রব এবং বিদ্যুৎ ও বায়ু-বেগ-বিচলিত জলধারা দ্বারা যেন আকাশ নৃত্য করিতেছে। জলধর গণ অবিশ্রান্ত জলধারা বর্ষণ করাতে চন্দ্র ও সূর্য্য একেবারে তিরোহিত হইলেন। নাগ গণ যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইল। ভূমণ্ডল সলিল ভারে সমন্ততঃ পরিপূর্ণ হইল। শীতল বিমল জল রসাতল প্রবিষ্ট হইল। পৃথিবী জলতরঙ্গে আপ্লাবিতা হইল। এবং সর্পেরা মাতৃ সমভিব্যাহারে রামণীয়ক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইল।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে জেলা রঙ্গপুরস্থিত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে এই সভায় দান স্বরূপ ১।।০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তিনি গত বৈশাখ মাস হইতে স্বীয় মাসিক দাতব্যও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

---

* পাক নামক অসুরের শাসন কর্ত্তা, ইন্দ্র।
† বিদ্যুৎ।
‡ পূর্ব্বে এরূপ আর কখন হয় নাই।
** যথেষ্ট, অপর্য্যাপ্ত।

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদসংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং

সব্যঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬১৫

১ ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্ব্বিদং
শতং যস্য সুভ্বঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথ-
মেন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ।

১ ‘ত্যং’ প্রসিদ্ধং ‘মেষং’ শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং ‘স্বর্ব্বিদং’ দিবোবেদিতারং ইন্দ্রং হে অধ্বর্য্যো ত্বং ‘সু-মহয়া’ সুমহয় সম্যক্ পূজয়। ‘যস্য’ ইন্দ্রস্য ‘শতং’ শতসংখ্যাকাঃ ‘সুভ্বঃ’ স্তোতারঃ ‘সাকং’ সহৈব যুগপদেব ‘ঈরতে’ স্তুতৌ প্রবর্ত্তন্তে। তং ‘ইন্দ্রং’ ‘অবসে’ অস্মদ্রক্ষণায় ‘সুবৃক্তিভিঃ’ সুষ্ঠু স্তোত্রৈঃ ‘রথং’ প্রতি ‘আ-ববৃত্যাং’ আবর্ত্তযামি। কীদৃশং রথং ‘হবনস্যদং’ হবনং যাগং প্রতি বেগেন গচ্ছন্তং ‘অত্যং’ অশ্বং ‘বাজং’ গমনসাধনং ‘ন’ ইব যথা অশ্বঃ বেগেন গচ্ছতি তদ্বৎ।

১ হে অধ্বর্য্যু! তুমি শত্রুগণ সহিত স্পর্দ্ধা বিশিষ্ট দ্যুলোকের বেদিতা ইন্দ্রকে সর্ব্বতোভাবে পূজা কর; যে ইন্দ্রের শত স্তোতা এককালে তাঁহার স্তুতিবাদ করেন। সেই ইন্দ্রকে আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত শোভন স্তব দ্বারা অশ্বের ন্যায় অতিবেগে যজ্ঞ গামী যে রথ তাহার নিকট আনয়ন করি।

৬১৬

২ সপর্ব্বতোন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ স-
হস্রমূতিস্তবিষীষু বাবৃধে। ইন্দ্রো-
যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি
জর্হৃষাণো অন্ধসা।

২ ‘অন্ধসা’ সোমলক্ষণেন অন্নেন ‘জর্হৃষাণঃ’ অত্যর্থং হৃষ্যন্ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘অর্ণাংসি’ জলানি ‘উব্জন্’ অধঃ পাতযন্ ‘যৎ’ যদা ‘বৃত্রং’ ত্রযাণাং লোকানাং আবরীতারং অসুরং ‘অবধীৎ’ হতবান্ কীদৃশং বৃত্রং ‘নদীবৃতং’ অপাং আবরীতারং তদানীং ‘সঃ’ ইন্দ্রঃ ‘পর্ব্বতঃ’ শিলোচ্চযঃ ‘ন’ ইব ‘ধরুণেষু’ সর্ব্বস্য ধারকেষু উদকেষু মধ্যে ‘অচ্যুতঃ’ চলনরাহিত্যেন স্থিতঃ। ‘সহস্রং’ বহুবিধং ‘ঊতিঃ’ রক্ষণবান্ ‘তবিষীষু’ বলেষু ‘বাবৃধে’ প্রবৃদ্ধোবভূব।

২ সোমরূপ অন্ন দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অধোলোকে জলসেচন করত ইন্দ্র যে কালে জলের আবরক বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, সেইকালে সকলের আধার যে জল তন্মধ্যে তিনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ছিলেন, এবং সকলের রক্ষক সেই ইন্দ্র বল দ্বারা অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

৬১৭

৩ সহি দ্বরোদ্বরিষু বব্রঊধনি চন্দ্রবুধ্নোমদবৃদ্ধোমনীষিভিঃ । ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠরাতিং সহি পপ্রিরন্ধসঃ ।

৩ 'সঃ' পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টইন্দ্রঃ 'ররিষু' আবরীতৃষু শত্রুষু 'দ্বরঃ' অতিশযেনাবরীতা শত্রুজয়শীলইত্যর্থঃ 'হি' খলু 'ঊধনি' উদ্ধৃতজলবত্যন্তরিক্ষে 'বব্রঃ' সংভক্তঃ ব্যাপ্য বর্ত্ততে অতএব 'সঃ' 'চন্দ্রবুধ্নঃ' সর্ব্বাসাং প্রজানাং আহ্লাদকমূলঃ কিঞ্চ 'মদবৃদ্ধঃ' মাদয়ন্তি এভিঃ মদাঃ সোমাঃ তৈর্ব্বর্দ্ধিতঃ। 'মংহিষ্ঠরাতিং' প্রবৃদ্ধধনং 'তং' 'ইন্দ্রং' 'মনীষিভিঃ' মনসঈষিতৃভিঃ প্রাজ্ঞৈঋত্বিগ্ভিঃ সহ 'স্বপস্যয়া' শোভনকর্ম্মযোগ্যয়া 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'অহ্বে' আহ্বয়ামি। 'হি' যস্মাৎ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'অন্ধসঃ' অস্মদপেক্ষিতস্য অন্নস্য 'পপ্রিঃ' পূরয়িতা।

৩ তিনি শত্রুদিগের শত্রু, জলবিশিষ্ট অন্তরিক্ষব্যাপী, সমস্ত প্রজার আহ্লাদজনক, মাদক-সোম দ্বারা বর্দ্ধিত। সেই অতিধনশালী ইন্দ্রকে আমি মেধাবী ঋত্বিক্গণের সহিত শোভন কর্ম্মোপযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আবাহন করি যেহেতু তিনি আমারদের বাঞ্ছিত অন্নের পূরয়িতা হয়েন।

৬১৮

৪ আ যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রং ন সুভ্বঃ স্বাঅভিষ্টয়ঃ। তং বৃত্রহত্যে অনুতস্থুরূতয়ঃ শুষ্মাইন্দ্রমবাতাঅহুতপ্সবঃ।

৪ 'সদ্মবর্হিষঃ' বর্হিঃশব্দোপলক্ষিতোযজ্ঞঃ সদ্ম সদনং স্থানং যেষাং সোমানাং তে সোমাঃ 'দিবি' স্বর্গলোকে অবস্থিতং 'যং' ইন্দ্রং' 'আ' সমন্তাৎ 'পৃণন্তি' পূরয়ন্তি। 'সুভ্বঃ' নদ্যঃ 'ন' যথা 'সমুদ্রং' পূরয়ন্তি তদ্বৎ কীদৃশ্যোনদ্যঃ 'স্বাঃ' সমুদ্রস্য স্বভূতাঃ 'অভিষ্টয়ঃ' আভিমুখ্যেন গমনবত্যঃ। 'ঊতয়ঃ' অবিতারঃ মরুতঃ 'বৃত্রহত্যে' বৃত্রহননিমিত্তভূতে সতি 'তং' 'ইন্দ্রং' 'অনুতস্থুঃ' অনুলক্ষ্য স্থিতাঃ বভূবুঃ কীদৃশাঃ মরুতঃ 'শুষ্মাঃ' শত্রূণাং শোষয়িতারঃ 'অবাতাঃ' বান্তি প্রাতিকূল্যেন গচ্ছন্তীতি বাতাঃ শত্রবঃ তদ্রহিতাঃ 'অহুতপ্সবঃ' অকুটিলরূপাঃ।

৪ বর্হিনামক যজ্ঞস্থিত সোম সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া স্বর্গস্থ ইন্দ্রকে পূরণ করে, যে প্রকার সমুদ্রের তুল্য রূপ এবং সমুদ্রের অনুকূলগামী নদী সকল সমুদ্রকে পূরণ করে। সকলের রক্ষক, শত্রুশোষক শত্রুবিহীন, অকুটিল রূপ বিশিষ্ট মরুদ্দেবতা সকল বৃত্রাসুর বধের নিমিত্তে ইন্দ্রের নিকটে স্থিতি করিয়াছিলেন।

৬১৯

৫ অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতোরঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ। ইন্দ্রোযদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ ।১।৪।১২।

৫ 'ঊতয়ঃ' মরুতঃ 'মদে' সোমপানেন হর্ষে সতি 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'যুধ্যতঃ' বৃত্রেণ সহ যুধ্যমানস্য পুরতঃ 'স্ববৃষ্টিং' স্বভূতবৃষ্টিমন্তং বৃত্রং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'সস্রুঃ' জগ্মুঃ 'ইব' যথা 'রঘ্বীঃ' গমনস্বভাবাঃ আপঃ 'প্রবণে' নিম্নদেশে গচ্ছন্তি তদ্বৎ। 'যৎ' যদা 'অন্ধসা' সোমলক্ষণেন অন্নেন পীতেন 'ধৃষমাণঃ' প্রগল্ভঃ সন্ 'বজ্রী' বজ্রবান্ 'ইন্দ্রঃ' 'বলস্য' বলং এতৎ সজ্ঞকং অসুরং 'ভিনৎ' অবধীৎ 'ইব' যথা 'ত্রিতঃ' পুরুষঃ 'পরিধীঁ' পরিধীন্ পরিধয়ঃ কূপস্যাচ্ছাদকাঃ 'ভিনৎ' তদ্বৎ। ১। ৪। ১২।

৫ মরুদ্দেবতা সকল সোম পান করিয়া বৃত্রসহ যুধ্যমান ইন্দ্রের পুরোবর্ত্তী হইয়া নিম্নদেশগামী জলের ন্যায় বৃত্রাসুরের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন; সেইকালে বজ্রধারী ইন্দ্র সোমান্ন পান দ্বারা উৎসাহ যুক্ত হইয়া বল নামক অসুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন যেমন তৃতীয় পুরুষ কূপাচ্ছাদক পরিধিকে নষ্ট করিয়াছিলেন * ।১।৪।১২।

* এই স্থানে এই আখ্যান আছে যে দেবতাদিগের কার্য্যার্থ জলেতে ক্রমে তিন জন পুরুষ জন্মায়, তাহার মধ্যে তৃতীয় পুরুষ জলপানার্থ কূপে পতিত হইলে অসুরেরা তাহার প্রতিরোধার্থ কূপে পরিধি স্থাপন করিয়া আচ্ছাদন করিয়াছিল। ঐ তৃতীয় পুরুষ স্বীয় বলে সেই পরিধিকে নষ্ট করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৬২০

৬ পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপোবৃত্বী রজসোবুধ্নমাশযৎ। বৃত্রস্য যৎপ্রবণে দুর্গৃভিশ্বনোনিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুং।

৬ যঃ বৃত্রঃ 'অপঃ' উদকানি 'বৃত্বী' আবৃত্য 'রজসঃ' অন্তরিক্ষস্য 'বুধ্নং' উপরিপ্রদেশং 'আশযৎ' আশ্রিত্য আশেতে। তস্য 'বৃত্রস্য' 'প্রবণে' প্রকর্ষেণ বননীযে অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানস্য 'দুর্গৃভিশ্বনঃ' দুগ্র্হব্যাপনস্য তস্য হি ব্যাপনং ন কেনাপি গ্রহীতুং শক্যতে। হে 'ইন্দ্র' 'যৎ' যদা এবম্ভূতস্য বৃত্রস্য 'হন্বোঃ' মুখপার্শ্বযোঃ 'তন্যতুং' তন্যতুনা প্রহারং বিস্তারযতা বজ্রেণ 'নিজঘন্থ' নিতরাং প্রজহর্থ তদানীং 'ঈং' এনং ত্বাং ইন্দ্রং 'ঘৃণা' শত্রুজযলক্ষণা দীপ্তিঃ 'পরি-চরতি' পরিতঃ ব্যাপ্নোতি। ত্বদীযং 'শবঃ' বলং চ 'তিত্বিষে' প্রদিদীপে।

৬ যে বৃত্রাসুর উদক আবরণ করিয়া অন্তরিক্ষের উপরিভাগ অবলম্বন করিয়া থাকে, অন্তরিক্ষস্থিত সেই বৃত্রাসুরের শরীর বিস্তার কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হে ইন্দ্র! তুমি যে কালে প্রহার বিস্তারক বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের মুখের উভয় পার্শ্বে প্রহার করিয়াছিলে, সেই কালে শত্রু জয় প্রকাশিকা দীপ্তি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া ছিল এবং তোমার বলও প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

৬২১

৭ হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ম্মযো-ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বর্দ্ধনা। ত্বষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসং।

৭ হে 'ইন্দ্র' 'যানি' 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্ররূপাণি মন্ত্রজাতানি 'তব' 'বর্দ্ধনা' বর্দ্ধযিতৃণি তানি 'ত্বা' ত্বাং 'ন্যৃষন্তি' প্রাপ্নুবন্তি 'হি' 'ন' যথা 'ঊর্ম্মযঃ' জলপ্রবাহাঃ 'হ্রদং' জলাশযং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। 'ত্বষ্টা' দেবতা 'তে' তব 'যুজ্যং' যোগ্যং 'শবঃ' বলং 'বাবৃধে' প্রাবর্দ্ধযৎ 'চিৎ' অপি চ 'অভিভূত্যোজসং' শত্রূণাং অভিভবিতৃণা ওজসা বলেন যুক্তং 'বজ্রং' 'ততক্ষ' তীক্ষ্ণীচকার।

৭ জলপ্রবাহ সকল যেমন হ্রদকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ হে ইন্দ্র! তোমার যশোবৃদ্ধি কারি যে স্তোত্র সকল, তাহারা তোমাকে প্রাপ্ত হয়। ত্বষ্টা দেবতা তোমার উপযুক্ত বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং শত্রু পরাভব করিতে পারে এমত বলযুক্ত বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন।

৬২২

৮ জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুযন্নপঃ। অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমাযসমধারয়োদিব্যা সূর্য্যং দৃশে।

৮ হে 'সংভৃতক্রতো' সম্পাদিতকর্ম্মন্ 'ইন্দ্র' 'মনুষে' জনায 'গাতুযন্' মার্গমিচ্ছন্ 'হরিভিঃ' অশ্বৈযুক্তস্ত্বং 'বৃত্রং' লোকানামাবরকং অসুরং 'জঘন্বাঁ' জঘন্বান্ হতবান্ 'উ' খলু। তদনন্তরং 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি প্রাবর্ত্তযৎ। 'বাহ্বোঃ' ত্বদীযযোর্হস্তযোঃ 'আযসং' অযোমযং 'বজ্রং' 'অযচ্ছথাঃ' অগ্রহীঃ। 'আ' সমুচ্চযার্থঃ 'সূর্য্যং' চ 'দিবি' দ্যুলোকে 'দৃশে' সর্ব্বেষাং অস্মাকং দর্শনায 'অধারযঃ' স্থাপযাঞ্চকৃষে।

৮ হে কৃতকর্ম্মা ইন্দ্র! মনুষ্যের নিমিত্তে পথ ইচ্ছা করত অশ্ব সকল দ্বারা যুক্ত হইয়া তুমি বৃত্রাসুরকে হনন করিয়া ছিলে এবং পরে বৃষ্টি বিধান করিয়া ছিলে। তুমি দুই হস্তে লৌহময় বজ্র গ্রহণ করিয়া ছিলে, এবং আমারদিগের সকলের দর্শন নিমিত্ত দ্যুলোকে সূর্য্য স্থাপন করিয়াছিলে।

৬২৩

৯ বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবদ্যদুক্থ্যমকৃণ্বত ভিযসা রোহণং দিবঃ। যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতযঃ স্বর্নৃষাচো মরুতোঽমদন্ননু।

৯ স্তোতারঃ যজমানাঃ 'ভিয়সা' বৃত্রভয়েন 'যৎ' যদা 'বৃহৎ' বৃহৎসাম 'উক্থ্যং' স্তোত্রযোগ্যং 'অকৃণ্বত' অকুর্ব্বন্ কীদৃশং বৃহৎসাম 'স্বশ্চন্দ্রং' স্বকীয়েন চন্দ্রেণ আহ্লাদকেন তেজসা যুক্তং 'অমবৎ' বলযুক্তং 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'রোহণং' আরোহণহেতুভূতং। এবংবিধেন স্তোত্রেণ বৃত্রাদ্ভীতাঃ ইন্দ্রং অস্তোষতেত্যর্থঃ। 'যৎ' যদা 'মানুষপ্রধনাঃ' মনুষ্যহিতসংগ্রামাঃ 'স্বঃ' দ্যুলোকস্য 'উভযঃ' রক্ষিতারঃ 'মরুতঃ' 'নৃষাচঃ' প্রাণরূপেণ নৄন্ সেবমানাঃ 'ইন্দ্রং' 'অনু-অমদন্' অন্বমদন্ আনুপূর্ব্বেণ হর্ষং প্রাপয়ন্ তদানীং সঃ ইন্দ্রঃ বৃত্রবধং প্রতি উদ্যুক্তোবভূব ইতিশেষঃ।

৯ স্তবকারী যজমান সকল বৃত্রাসুরের ভয়ে চন্দ্র সমান স্বকীয় আনন্দজনক তেজ বিশিষ্ট, বলযুক্ত, স্বর্গ আরোহণের হেতুভূত বৃহৎ সামকে স্তুতি যোগ্য 'উকথ্য করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। যখন মানুষের হিত সংগ্রামকারী, দ্যুলোকের রক্ষা কর্ত্তা, মনুষ্যের প্রাণ স্বরূপ মরুদ্গণ ইন্দ্রকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন তখন ইন্দ্র বৃত্রবধে উৎসাহী হইয়াছিলেন।

৬২৪

১০ দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদযোয়বীদ্ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে।
বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥১।৪।১৩।

১০ 'অমবাঁ' অমবান্ 'দ্যৌঃ' দ্যুলোকঃ 'চিৎ' অপি 'অস্য' 'অহেঃ' বৃত্রস্য 'স্বনাৎ' শব্দাৎ 'ভিয়সা' ভয়েন 'অযোযবীৎ' অত্যর্থং পৃথগ্ভূতআসীৎ অকম্পতইত্যর্থঃ। হে 'ইন্দ্র' 'সুতস্য' অভিষবাদিভিঃ সংস্কৃতস্য সোমস্য পানেন 'মদে' হর্ষে জাতে সতি 'তে' তব 'বজ্রঃ' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বদ্বধানস্য' বাধনশীলস্য 'বৃত্রস্য' 'শিরঃ' 'যৎ' যদা 'শবসা' বলেন' অভিনৎ' অচ্ছিনৎ। তদানীং দ্যুলোকোভয়রাহিত্যেন নিশ্চলোবভূব ইতিশেষঃ।১।৪।১৩॥

১০ দ্যুলোক বলবান্ হইয়াও এই বৃত্রাসুরের নাদে ভয়ে কম্পবান হইয়াছিল। হে ইন্দ্র! অভিষুত সোম পান করিয়া তোমার হর্ষ হইলে যে কালে তোমার বজ্র অতিমাত্র বল দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকের বাধাকারক বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, তখন দ্যুলোক ভয়-শূন্য হইয়া স্থির ছিল।১।৪।১৩।

৬২৫

১১ যদিন্ন্বিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ। অত্রাহ তে মঘবন্ বিশ্রুতং সহোদ্যামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ।

১১ 'যৎ' যদা 'ইন্নু' খলু 'পৃথিবী' 'দশভুজিঃ' দশগুণিতা ভবেৎ। যদিবা 'কৃষ্টয়ঃ' সর্ব্বে মনুষ্যাঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'অহানি' 'ততনন্ত' বিস্তারয়েযুঃ। হে 'মঘবন্' ধনবন্ 'ইন্দ্র' 'অত্রা' অত্র 'হ' এব পূর্ব্বোক্তেষু দেশকালকর্ত্তৃকেষু 'তে' ত্বদীযং 'সহঃ' বলং 'বিশ্রুতং' বিখ্যাতং স্যাৎ। 'শবসা' ত্বদীযেন বলেন কৃতা 'বর্হণা' বৃত্রাদের্বধরূপক্রিয়া 'দ্যাং' 'অনু-ভুবৎ' অনুভবতি। যথা দ্যৌর্মহতী তথা ত্বৎকৃতং বৃত্রাদের্হিংসনমপি মহদিতি ভাবঃ।

১১ যদি পৃথিবী দশগুণ হয়, আর সকল মনুষ্যেরা যদি দিবস সকলকে বিস্তার করে, হে ইন্দ্র! তবে তোমার বল সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। তোমার বল দ্বারা বৃত্র-বধ-ক্রিয়া দ্যুলোককে অনুভব করে, অর্থাৎ তাহা দ্যুলোকের ন্যায় মহৎ হয়।

৬২৬

১২ ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ। চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোহপঃ স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবং।

১২ হে 'ধৃষন্মনঃ' শত্রূণাং ধর্ষকমনোযুক্ত ইন্দ্র 'অস্য' অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানস্য 'ব্যোমনঃ' ব্যাপ্তস্য অন্তরিক্ষস্য 'রজসঃ' লোকস্য 'পারে' উপরি প্রদেশে বর্ত্তমানঃ 'স্বভূত্যোজাঃ' স্বভূতবলঃ 'ত্বং' 'অবসে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'ভূমিং' ভূলোকং 'চকৃষে' কৃতবানসি কিঞ্চ বলবতীং 'ওজসঃ' বলস্য 'প্রতিমানং' প্রতিনিধিঃ অসি। তথা 'স্বঃ' সুষ্ঠু অরণীযং গন্তব্যং 'অপঃ' অন্তরিক্ষলোকং 'আদিবং' দ্যুলোকঞ্চ 'পরিভূঃ' পরিগ্রহীতা 'এষি' প্রাপ্নোষি।

১২ হে শত্রুবিমর্দ্দক মনোবিশিষ্ট, ইন্দ্র! তুমি স্বভূতবল। তুমি এই ব্যাপী অন্তরীক্ষ লোকের উপরে থাকিয়া আমারদিগের রক্ষার নিমিত্তে ভূলোক নির্ম্মাণ করিয়াছ।

তুমি বলবান্‌দিগের বলের প্রতিনিধি এবং সুন্দর গমনযোগ্য অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছ।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

৬২৭

১৩ ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যাঋষবীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ। বিশ্বমা প্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকির্নন্যস্ত্বাবান্।

১৩ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'পৃথিব্যাঃ' 'প্রতিমানং' প্রতিনিধিঃ 'ভুবঃ' ভবসি যথা ভূর্লোকঃ মহান্ অচিন্ত্যশক্তিঃ এবং ত্বমপি ইত্যর্থঃ। তথা 'ঋষ্বীরস্য' স্বর্গলোকস্য 'বৃহতঃ' বৃংহিতস্য 'পতির্ভূঃ' পালয়িতাসি। তথা 'অন্তরিক্ষং' আকাশং 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'মহিত্বা' মহত্বেন 'সত্যং' নিশ্চয়েন 'আ' সমন্তাৎ 'প্রাঃ' পূরয়। অতঃ 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশঃ 'অন্যঃ' 'নকিঃ' নাস্তি 'অদ্ধা' এব।

১৩ হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর ন্যায় অচিন্ত্য শক্তিমান্। তুমি অতিবিস্তৃত স্বর্গ লোকের পালয়িতা। তুমি স্বীয় মহত্ত্ব দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আকাশকে নিশ্চয় পূর্ণ কর। তোমার তুল্য কেহই নাই।

জগতীচ্ছন্দঃ

৬২৮

১৪ ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচোন সিন্ধবোরজসো অন্তমানশুঃ। নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতএকো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্।

১৪ 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্যচঃ' ব্যাপনং 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অনু' আনশাতে প্রাপ্তুং 'ন' সমর্থে বভূবতুঃ। তথা 'রজসঃ' অন্তরিক্ষলোকস্য উপরি 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলাঃ আপঃ, যস্য ইন্দ্রস্য তেজসঃ 'অন্তং' অবসানং 'ন' 'আনশুঃ' প্রাপুঃ। 'উত' অপি চ সোমপানেন 'মদে' হর্ষে সতি 'স্ববৃষ্টিং' স্বীকৃতবৃষ্টিং বৃত্রাদিং 'যুধ্যতঃ' যুদ্ধমানস্য 'অস্য' ইন্দ্রস্য বলস্যান্তং বৃত্রাদয়ঃ 'ন' প্রাপুঃ। হে ইন্দ্র 'একঃ' ত্বং 'অন্যৎ' ত্বদ্ব্যতিরিক্তং 'বিশ্বং' সর্ব্বং ভূতজাতং 'আনুষক্' আনুষক্তং 'চকৃষে' সকলমপি ভূতজাতং ত্বদধীনমভূদিতি ভাবঃ।

১৪ দ্যুলোক ও ভূলোক যে ইন্দ্রের ব্যাপিত্বকে প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, এবং অন্তরিক্ষের উপরিস্থিত জলসমূহ যে ইন্দ্রের সীমা পায় নাই, সোমপানে হর্ষ হইয়া বৃত্রাদির সহিত যুদ্ধকারি সেই ইন্দ্রের বলের অন্ত বৃত্রাদি অসুরেরা প্রাপ্ত হয় নাই। হে ইন্দ্র! একাকী তুমি সমুদায় বিশ্ব অধীন করিয়াছ।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ

৬২৯

১৫ আর্চন্নত্র মরুতঃ সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা। বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥১।৪।১৪।

১৫ হে ইন্দ্র ত্বাং 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাসঃ' দেবাঃ 'মরুতঃ' 'অত্র' অস্মিন্ সংগ্রামে 'আর্চ্চন্' পূজয়ন্ 'সস্মিন্' সর্ব্বস্মিন্ 'আজৌ' সংগ্রামে 'ত্বা' ত্বাং 'অনু-অমদন্' অস্বমদন্ অনুক্রমেণ হর্ষং প্রাপয়ন্ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'যৎ' যদা 'ভৃষ্টিমতা' ভ্রংশয়তি শত্রূন্ ভৃষ্টিঃ অগ্রিঃ তদ্বতা 'বধেন' হননসাধনেন বজ্রেণ 'বৃত্রস্য' 'আনং' আননং মুখং 'প্রতি' 'নি-জঘন্থ' নিতরাং প্রাহার্ষীঃ। ১।৪।১৪।

১৫ হে ইন্দ্র! তুমি যে যুদ্ধেতে শানিত অগ্রবিশিষ্ট বধসাধন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের মুখেতে প্রহার করিয়াছিলে সেই যুদ্ধেতে সমুদায় মরুদ্দেবতারা তোমাকে অর্চ্চনা করত ক্রমেতে সকল সংগ্রামে তোমাকে হর্ষ লাভ করান।১।৪।১৪।

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা।

গত বৈশাখ মাসে আমরা এক গুরুতর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া অবশ্যই অশ্রুজল বিসর্জ্জন

করিয়াছেন,—সে দুঃসহ দুঃখ রাশির বৃত্তান্ত অবগত হইলে পাষাণময় চিত্তেও কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়! সরাজক রাজ্যে এপ্রকার লোক-সংহারক ব্যাপার সমুদায়ের ঘটনা হওয়া অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। যে দেশে রাজা ও রাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানের প্রজারা বহু-বেতন-ভুক্ উত্তমোত্তম রাজ-কর্ম্মচারি নিয়োগের উপযোগি যথেষ্ট কর প্রদান করে, সে দেশ যে এমত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে স্বায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকার রাজ-কার্য্যেরই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে আমারদের রাজপুরুষদিগের সমুদায় কার্য্যই এইরূপ বিশৃঙ্খল। যে বিষয়ে তাঁহারদিগের স্বার্থ আছে, তাহাতে যত্ন, পরিশ্রম, ও উৎসাহের কিছুমাত্র অল্পতা দেখা যায় না,—বোধ হয় তাঁহারা আত্মলাভার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারেন। স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারদের মনের প্রভাব বৃদ্ধি হয়,এবং অঙ্গ সকল দ্বিগুণ বল ধারণ করে। রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি পরিপাটী নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন! প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামির সর্ব্বস্বান্ত হউক,তথাপি তিনি ত্রিমাসের পর কপর্দ্দক মাত্র রাজস্বও অনাদায়ি রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদায় শস্য শুষ্ক হউক, জলপ্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাউক, রাজস্ব দানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক,তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে তাঁহাকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই হইবে। যদি কোন অবিচক্ষণ অদূরদর্শী ভূস্বামী কর্ম্ম বিশেষে সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন,তবে তাঁহার ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠার আর সীমা থাকেনা। রাজস্ব প্রদানের দিবস যত নিকট হয়, ততই তাঁহার অন্তর্দ্দাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া নানা প্রকার অপমান স্বীকার করিয়াও ঋণ গ্রহণার্থে ব্যস্ত হয়েন। দীপ্তশিরা পুরুষের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনার্থে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন,—স্বীয় পত্নীর গাত্রাভরণ সকল উন্মোচন করিয়াও তৎ সমুদায় বন্ধক দিবার নিমিত্তে আকুল হয়েন। তখন তাঁহাকে কি বিরস ও ব্যাকুল চিত্তই বোধ হয়!—তাঁহার অন্তর্জ্জালার লক্ষণ মুখশ্রীতে কি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়! এই প্রকার দুঃসহ দুঃখরূপ দাবদাহে দগ্ধ হইয়া অনেক ভূস্বামিকে, যেপ্রকারে হউক, যথাকালে সমুদায় রাজস্ব উপস্থিত করিতেই হয়। কাহারও পক্ষে সেই কাল কাল স্বরূপ হইতে পারে,—সেই নির্দ্দিষ্ট কালে দিনপতির অস্তগমন সহকারে তাঁহার সৌভাগ্য রূপ বিভাকরও জন্মের মত অস্ত হইতে পারে! অতএব এবিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব ও অসাধারণ কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

এইরূপ রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্ন, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য সমস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক্ বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদায় বাঙ্গলা দেশ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়;—যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই;—যেখানে নৃশংসস্বভাব হিংস্র জীব সকল নিরুপদ্রব নির্ব্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে রাজার কিছু স্বভাবসিদ্ধ স্বত্ব নাই; তিনি তাহারদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই করগ্রহণ করেন। কিন্তু আমারদের রাজপুরুষেরা যদর্থে করগ্রহণ করেন, তৎ সাধন বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।

তাহারদের দারুণ দুরবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করাগিয়াছে; কিন্তু তাহার অন্ত কোথায়?—তাহারদের দুঃখ সাগরের

সীমা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে! সে বিষয়ে যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই পরাধীন দীন প্রজাদিগের যন্ত্রণার আধিক্য প্রতীত হয়,—ততই তাহারদের দারিদ্র্য দশা দর্শন করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূস্বামী যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছল করিয়া প্রজা নিষ্পীড়ন করেন, তাহার গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা স্বাধিকারস্থ সমুদায় প্রজার সমুদায় বস্তুই আত্মবস্তু জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে প্রজাদিগের ফল মূল বৃক্ষ পর্য্যন্ত ভূস্বামির সর্ব্ব-গ্রাসক লোভের নিকট রক্ষা পায় না? কোন নিরাশ্রয় দুঃখি প্রজা কোন ফল-বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে, এবং বহু বৎসরের পর তাহার শাখা সকল ফল ভারে অবনত দেখিয়া মনে মনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে, ইতি মধ্যে যদি তাহার উপর ভূম্যধিকারির ক্রূর দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আর তাহা রক্ষা করে কাহার সাধ্য? যখন সে অনাথ ব্যক্তি তাঁহার নিদারুণ অনুমতি শ্রবণ করিলেক, তখনই নিশ্চয় জানিলেক, ভস্মেতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমার এত বৎসরের পরিশ্রম অদ্য বিফল হইল। কি বিষম নৈরাশ! কি অসহ্য যন্ত্রণা*!

বাঙ্গলা দেশের অনেক ভূস্বামিরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সংপ্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন কোন ভূস্বামি ও তাঁহারদের কর্ম্মচারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকার-ভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড্য অনুমতি আছে, যে বিনা মূল্যে ও বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্ম্মকারে চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্বস্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক†। ক্রীত দাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্য্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইঁহারা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যবসায়িদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান করেন না। ইঁহারা যে পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার নাম "সরকারী মূল্য"—সে মূল্য ইঁহারদের ইচ্ছাধীন,—সে মূল্য সাধারণ রূপে প্রচলিত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত? হায়! এই প্রকার ভূস্বামি ও তাঁহার অনুচরেরা প্রজাদিগের উপর অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারদিগের উপজীবিকারও হন্তা হয়েন। দূরদেশীয় মনুষ্যেরা ইঁহারদের আচরণ শ্রবণ করিলে সহসা বোধ করিতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মূলন করাই ইঁহারদের উদ্দেশ্য।

এইরূপ দুর্দ্দান্ত ভূস্বামিরা দুর্নিবার ধন তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিবার আর এক

* অনেকানেক ভূস্বামির এরূপ আচরণ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে যদি তাঁহারা স্বকীয় প্রয়োজন সাধনার্থে আপন প্রজা বিশেষের আম্র, কাঁঠাল, বা অন্য বৃক্ষ ছেদন করিবার অনুমতি দেন, তবে সেই প্রজাকে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে হয়। ইহাতে দীন দুঃখি প্রজার বৃক্ষটি যায়, কিন্তু তাহার ফল ভোগার্থে ভূস্বামিকে যে কর দিতে হইত তাহা রহিত হয় না। তিনি সেই বৃক্ষস্থানে আর একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপণ করিতে কহিয়া পূর্ব্ববৎ করগ্রহণ করিতে থাকেন॥

আর এপ্রকারও ঘটে, যদি কোন ভূম্যধিকারের পাঁচ অংশি থাকে, এবং তন্মধ্যে কেহ প্রজার নিকট কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে ক্রয় করিয়াও আর চারি জনকে চারিটি সেই দ্রব্য দিতেই হইবে, নতুবা তাহার নিস্তার নাই॥

† কুমর, বারুই, মুটে, মজুর, ধোপা প্রভৃতি সকলকেই নায়েব, গোমাস্তা, মুহুরি প্রভৃতির এইরূপ সেবা করিতে হয়। আর ভূস্বামী যখন স্বাধিকারে স্থিতি করেন, তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে বিনামূল্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা প্রকার সামগ্রীপত্র আসিতে থাকে।

প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। অনেকানেক স্থানে প্রজায় প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তাহারদিগকে ভূস্বামি সমীপে অভিযোগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিচারক নাম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অবিচার করেন,—ধর্ম্মাবতার নাম ধারণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপ অধর্ম্মাচরণেই প্রবৃত্ত থাকেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা দূরে থাকুক, উৎকোচের তারতম্যানুসারে তাঁহার বিচার-ক্রিয়ার তারতম্য হয়, এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহারই নিশ্চিত জয়, ও তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে বাদী প্রতিবাদিরা আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করে। তাহারা বিশিষ্ট রূপে তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিয়াছে, ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রদীপ্ত কোপানলে পতিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি আপনা হইতে ব্যাঘ্র-মুখে প্রবেশ করিতে চাহে? কিন্তু তাহারদের কি অন্যথা করিয়া পার পাইবার উপায় আছে? ভূস্বামির অভিপ্রায় অবহেলন করিয়া অন্যত্র অভিযোগ করিতে গেলে তিনি নানা কৌশলে তাহারদিগকে ক্লেশ প্রদান করেন। যদি কেহ কোন রাজ-বিচারালয়ে কাহারও নামে অভিযোগ করিতে যায়, তবে ভূস্বামী তাহারদের উভয়ের মাধ্যস্থ্য স্বীকারচ্ছলে তাহাকে নিবারণ করেন, এবং স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন*। য[illegible] বিবেচনা হউক বা না হউক, আপনার লোভানলে আহুতি দান করিতে পারিলেই তিনি চরিতার্থ হয়েন। তাঁহার এইরূপ অন্যায় বিচারে কত কত মহাজন ব্যবসায়-বিহীন হইয়া এককালে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। তিনি দুঃখি প্রজাদিগের অতিশয় অবিহিত ধন দণ্ড করেন। তাহারা একবারে সমুদায় প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া কিয়দংশ পরিশোধ করে, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত ঋণপত্র লিখিয়া দিয়া আপাততঃ নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু সেই ঋণ স্বরূপ হলাহলই তাহারদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠে। শ্রুত হইয়াছে, এপ্রকারেও অনেকানেক প্রজা ঋণ-পাশে বদ্ধ হইয়া বিপদ্ সাগরে মগ্ন হয়।

প্রভুর এইরূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া ভৃত্যেরা তাঁহার অনুগামি হইতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যদি কোন প্রজা নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্ম্মচারিদিগের নিদারুণ অনুমতি পালনে কিছু মাত্র ত্রুটি করে, তবে আর তাহার নিস্তার নাই। তাঁহারা তাহার কঠিন শাস্তি সঙ্কল্প করিয়া দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং কোন যৎ সামান্য বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া গুরুতর দণ্ড বিধান করেন। যদি সে ব্যক্তি তাঁহারদের পদানত হয়, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভূস্বামী সন্নিধানে গিয়া ক্রন্দনও করে, তথাপি দণ্ডের লাঘব হয় না। সে আশ্রয়হীন অনাথ ব্যক্তিকে সেই দুর্ব্বহ ভার ও দুঃসহ ক্লেশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

এখনও এক অশেষ অনিষ্টকর বিষয়ের বিবরণ করা হয় নাই। ভূস্বামিরা যে কত প্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, তাহা নির্ব্বচন করা দুষ্কর। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবতার দেবোত্তর গ্রহণ করা কোন কোন ভূস্বামির সঙ্কল্প হইয়াছে। আমারদিগের সর্ব্ব-শোষক গবর্ণমেন্টকে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের যৎ কিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ করেন। কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবিষয়ের প্রতীকারার্থে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারদের অন্ন-হন্তা ভূস্বামিদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা রোদন করিলে তিনি বধিরবৎ ব্যবহার করেন; বোধ হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজার সমস্ত বস্তুর অধি-

* শুনা গিয়াছে, কোন কোন ভূস্বামী কুত্রাপি অপহৃত বস্তুর সন্ধান পাইলে তদ্বিষয় বিচার করিবার ছলে তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আনয়ন করেন, এবং আনয়ন করিয়া নিজ গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন।

তীয় স্বত্বাধিকারি জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন*, কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্ত্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধন-তৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর করে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন†। আহা! মধ্যে মধ্যে এপ্রকারও ঘটে, যে কোন দুঃখি প্রজা ভুস্বামির নিকট এক খণ্ড সকর ভূমি বা কোন অপকৃষ্ট উদ্যান গ্রহণ করিয়া যত্ন ও শ্রম সহকারে তাহার পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামি বর্ষে তাহার সেই সমুদয় পরিশ্রমের যথেষ্ট ফল-লাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, ইতোমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়া কহিলেক "আমি তোমার ভূমি অধিকার করিতে চলিলাম, ভুস্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে স্বীকার পাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি।" এ কথা শ্রবণ মাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হয়; তাহার আশা রূপ রমণীয় বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত হয়।

প্রজারা এই প্রকার যন্ত্রণা নিরন্তর ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতীকার চেষ্টায় সমর্থ হয় না,—চিরদিন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছে, তথাপি অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারে না! কেহ কেহ কহেন, তাহারা বিচারালয়ে ভুস্বামির নামে অভিযোগ না করে কেন? হায়! তাহারদের কি সে সামর্থ্য আছে? তাঁহার নামে অভিযোগের বার্ত্তা শ্রবণ করিলেও তাহারদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার প্রভুত্ব ও পরাক্রমের বিষয় বিবেচনা করিলে তাহারদের যৎ সামান্য শক্তি ধর্ত্তব্যই বোধ হয় না। সংসারের যেরূপ স্বরূপ ও মানব প্রকৃতির যে প্রকার বিকৃতি হইয়াছে, তাহাতে ধন-বলই প্রধান বল, এবং ধনরূপ সহায়ই প্রধান সহায়। প্রজারা আপনারদের অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কোথায় বা সাক্ষী পাইবে? তাহারদের এপ্রকার প্রচুর ধনই বা কোথায়, যে তদ্দ্বারা বিচারালয়ের কর্ম্মচারিদিগকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিয়া রাখিবে? অতএব তাহারা রাজদ্বারেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে না, লাভে হইতে তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়া তাহারদের উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হয়। খড়িনদীর তীরবর্ত্তি গ্রাম বিশেষের কতক গুলি ইতর লোক ভুস্বামির অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ধন প্রাণ রক্ষার্থে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছিল। এক দিবস তাহারা সবিশেষ মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষেত্র কর্ষণে নিযুক্ত ছিল, ইত্যবসরে ভুস্বামির শত শত দুরন্ত দূত যুগপৎ আগমন পূর্ব্বক তাহারদের সমস্ত গরু হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই দস্যু ক্রিয়াতে তাঁহার মনস্কামনা সম্যক্ রূপে সিদ্ধ হইল; কারণ সেই অতি দীন পরাধীন প্রজাগণ যখন এই রূপে হৃত-সর্ব্বস্ব হইল, তখন চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া তাঁহার পদানত হইল, এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া মনের অগ্নি মনেতেই জাপ্য করিয়া রাখিল! সেই দুঃসহ দুঃখ দাবানল তাহারদিগের হৃদয়কে দিবানিশ দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু স্ফুটিবার উপায় নাই। তাহারা অবধারিত জানিয়াছে, সে প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ হইবার নহে, তাহাতেই তাহারদের প্রাণ বিয়োগ হইবেক!

এপ্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে; আমারদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ হৃদয়-বিদীর্ণকারি কত ব্যাপারেরই উদয় হইতেছে! কিয়ৎ বৎসর হইল, সুপ্রসিদ্ধ পলাশি গ্রাম

* কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এইরূপ পরিমাণে প্রজার ভূমি প্রায়ই অধিক হইয়া থাকে, কখনও ন্যূন হইতে দেখা যায় না।

† অর্থাৎ প্রথমে যদি কোন প্রজাকে নির্দ্দিষ্ট করে এক খণ্ড ভূমি প্রদান করেন, এবং কিছু দিন পরে অন্য কোন ব্যক্তি যদি সেই ভূমির কিঞ্চিৎ অধিক কর দিতে চাহে, তবে পূর্ব্বকার প্রজাকে অকারণ অধিকার-চ্যুত করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে ঐ ভূমি প্রদান করেন।

সন্নিহিত মাঙ্গনপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি নানামতে নিগৃহীত হইয়া এবং তৎপার্শ্ব-বর্ত্তি প্রজাদিগের দারুণ দুর্দ্দশা দৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ভুস্বামির অত্যাচার নিবারণার্থে যত্ন পাইতেছিলেন, এবং অপরাপর প্রজা-দিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছিলেন। তাহাতে ভুস্বামির ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি তাহার প্রতিফল প্রদা-নার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সে প্রতিফল স্মরণ করিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়, কলেবর কম্পমান হয়, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! তাঁহার প্রেরিত দস্যু দল ঐ ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ ও সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীদিগের প্রতি অহিতাচরণ করে, এবং তাঁহার কোন স্নেহ পাত্রকে আনয়ন পূর্ব্বক ভুস্বামির গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখে*।

সে বৎসর নবদ্বীপ অঞ্চলে ঢোলমারি, চাপড়া, কাপাসডেঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের কতকগুলি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান আ-পনারদিগকে রাজ-ধর্ম্মাক্রান্ত ভাবিয়া ভুস্বা-মির অন্যায় অনুমতি সকল প্রতিপালনে অস্বীকার গিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার ভুস্বামিরা ধর্ম্ম বিশেষের অনুরোধ রাখেন না, এবং সামান্য সাহেবদিগকেও ভয় করেন না, অতএব উল্লিখিত ভুম্যধিকারী তাহারদিগকে অন্যান্য ইতর প্রজার সহিত অবিশেষ জানিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্র-দান করেন†। তাহারদিগের সহায় স্বরূপ মিশনরীরা এবিষয় অবশ্যই অবগত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু কোন প্রকার প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সেই সকল খ্রীষ্টান প্রজা তদবধি নত-মুণ্ড হইয়া তাঁহার পদানত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ অত্যাচার করা দুঃশীল দুরা-শয় ভুস্বামিদিগের অভ্যাস পাইয়া গিয়া-ছে। যেরূপ নরহন্তা দস্যুরা অবলীলা-ক্রমে অম্লান বদনে মনুষ্যের মুণ্ডে দণ্ডা-ঘাত করে, সেইরূপ তাঁহারাও নিতান্ত নির্দ্দয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনা-শূন্য হইয়া লোকদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করেন। তাঁহারদের এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে আমার আজ্ঞা অথ-

* শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এবিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়া বিচারারূঢ় হইয়াছিল। লোকে কহে, তিনি ৩০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া পরিত্রাণ পান। যাহার ধন ব্যয়ের সামর্থ্য আছে, সে ব্যক্তি এদেশে দিবা দ্বিপ্রহর কালে দস্যুবৃত্তি করিয়া মুক্ত পুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে!

† ভূম্যধিকারির লোকে বল দ্বারা তাহারদের ধান্য গ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে গোণী-বদ্ধ করিয়া জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে।

ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাঁহারদের কর্ম্মচারিরা, প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোকে সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিব-রণ করা যাইতেছে, যথা

১—দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে।
২—চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে।
৩—বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে*।
৪—থাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করে।
৫—ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়।
৬—পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে, এবং বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে।
৭—গাত্রে বিছুটি দেয়।
৮—হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।
৯—কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়।
১০—কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে†।
১১—গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদ্বয় অতি বিযুক্ত করিয়া ইষ্টকোপরি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে।
১২—অত্যন্ত শীতের সময়ে জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ করে।
১৩—গোণীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে।
১৪—বৃক্ষে বা অন্যত্র বন্ধন করিয়া লম্বমান করে।
১৫—ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পূরিয়া রাখে‡।
১৬—চূণের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।
১৭—কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়।
১৮—গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরীচের ধুম প্রদান করে।

* ২০ জ্যৈষ্ঠের ভাস্কর পত্রে ইহার উদাহরণ আছে।

† অর্থাৎ দুই খান কঠিন বাখারির এক দিক্ বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা।

‡ সে সময়ে গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে।

গুনীয় * ও আমিই সকলের মরণ জীবনের এক মাত্র কর্ত্তা। তাঁহারা আপনারদিগের প্রবল প্রতাপ ও দুর্জ্জয় পরাক্রম রক্ষণার্থে এবং প্রজাদিগকে দাসবৎ—মৃতবৎ† করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ভূরি ভূরি যাষ্টীক‡ নিযুক্ত রাখেন;—কোন কোন ভূস্বামী প্রকৃত দস্যুদিগকেই পোষণ করেন। অনেকে তাহারদিগকে নিয়মিত বেতন প্রদান করেন না, তাহারদিগের প্রতিপালনার্থে নিজ ধনাগারেরও ধনক্ষয় হয় না, দীন দুঃখি প্রজাদিগকেই সে ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়¶। এই সকল দুরাচার দস্যু দ্বারা লোকের অনিষ্ট না হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে; তাহারা অধিকারে গিয়া প্রজার উপর প্রভুত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশ্যই অবশ্য নানা প্রকার উপদ্রব করে। বিশেষতঃ যখন ভূস্বামিদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই তাহারদের বিশিষ্ট রূপ কার্য্য করিবার সময়। এই সকল বিষম বিসম্বাদ ও ঘোরতর দণ্ডাদণ্ডি প্রজাদিগের অতিশয় অশুভ দায়ক; তদুপলক্ষে তাহারদের ধন প্রাণের উপরেও আঘাত হয়।

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাব-বাহুল্য হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ যে কারণে এদেশ কেবল কতক গুলি দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জন ও শ্রীহীন পরাধীন অকিঞ্চন মাত্রের নিবাস-ভূমি হইয়াছে, যে কারণে বাঙ্গলা দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রায় রহিত হইয়াছে, এবং যে কারণে সদা-শঙ্কিত অস্থির চিত্ত দরিদ্র প্রজাদের উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা কি বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়? সে প্রভূত দুঃখ রাশি বাক্য পথের অতীত। কিন্তু আর কতকগুলি বিদেশীয় দুর্জ্জন এদেশীয় সহিষ্ণুতাশীল মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহার প্রসঙ্গ না করিলে উচিত কর্ম্মের অন্যথা করা হয়। এই নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের নাম নীল কর; ইহারদিগের ভয়ঙ্কর উপদ্রবের বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে।

পানদোষ

রাজ্যের সুখ বৃদ্ধি করা ভূপতির প্রধান কর্ম্ম; কিন্তু রাজার সুশাসন ও প্রজার

---

* সম্প্রতি এবিষয়ের এক উদাহরণ উপস্থিত হইয়াছে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের এক ভূস্বামী তৎপ্রদেশীয় গ্রামান্তরবাসি কোন ব্যক্তির কন্যাকে উদ্বাহার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার না করাতে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি যষ্টিধারি লোক প্রেরণ করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন। যে দেশে রাজ শাসনের নিয়ম আছে, সেখানে এই সকল ব্যাপারের ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হয়।

† এত অধীনতা অপেক্ষায় মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

‡ লেঠেল।

¶ ভূস্বামী প্রজাবিশেষের কোন দোষ উপলক্ষ্য করিয়া তাহার উপর দুই এক টাকার চিঠি দেন; তাহাই তাঁহার রক্ষিত দস্যুদিগের—পালিত পুত্রদিগের লভ্য।

আর গুরুতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে কোন কোন ভূস্বামী স্বাধিকারস্থ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ লোকদিগকে আনয়ন করিয়া ঐ সকল দস্যুর সমভিব্যাহারে দাঙ্গায় প্রেরণ করেন। উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস তাহারদিগকে বিনা বেতনে ভূস্বামির কার্য্য করিতে হয়, সে কয় দিন তাহারদিগের সমস্ত কর্ম্ম ক্ষতি হয়, এবং তাহারা দাঙ্গায় হত বা আহত হইলেও হইতে পারে।

ভূস্বামির অত্যাচার ও প্রজার দুরবস্থার বিষয় লিখিয়া শেষ করা যায় না,—এক এক প্রকরণ উপস্থিত হইলে প্রসঙ্গক্রমে তদনুরূপ ভূরি ভূরি প্রকরণ উদয় হইতে থাকে। ভূস্বামিদিগের মাঙ্গনের, অর্থাৎ ভিক্ষা ছলে অপহরণের বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারদের উপদ্রব পর্য্যাপ্ত হয় না। আপনার বারম্বার ভূয়সী ভিক্ষা ব্যতিরেকে গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং আশ্রিত ও আত্মীয় ব্যক্তিবিশেষের নিমিত্তেও পুনঃ পুনঃ মাথট করেন; একারণেও অবশ্য দীন দরিদ্র প্রজাদিগকে বৎসর বৎসর বহু দিবস অনাহারি থাকিতে হয়। যদি ইহারদিগকে নিরম্বু উপবাস না করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? এই প্রস্তাব-লেখকের কোন পরম মিত্র এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহারদিগকে দুই এক মুষ্টি অন্ন সহকারে কেবল বনের লতা পত্রাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইল। তাঁহার একথা শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্তই বা শোকাকুল না হইবেক!

সম্প্রতি মাঙ্গনের বিষয়ে আর এক চমৎকার ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কলিকাতার দক্ষিণাংশের কোন ভূস্বামী একদা কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার কারাগৃহে থাকিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট এক মাথট হয়, তাহার নাম গারদ সেলামি। শুনিতে পাই, অদ্যাবধি নাকি বৎসর বৎসর গারোদ সেলামি আদায় হইয়া থাকে।

সদাচরণ বিনা দেশের যথার্থ মঙ্গলোন্নতি কদাপি সম্ভাবিত নহে। যে দেশের রাজা স্বার্থপর, সুতরাং রাজকীয় নিয়মও তদনুযায়ী, এবং প্রজা মণ্ডলী অধিকাংশে দুর্নীতি বিশিষ্ট, সে দেশ অরণ্য তুল্য, সে দেশে সুখের লেশ মাত্র নাই। ইহা বিবেচনার যোগ্য, যে স্বাধিকারস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতে বিবিধ কল কৌশলে অর্থ নিঃশোষণ করা রাজ্যাধিপতির কর্ম্ম নহে, কিন্তু তস্কর প্রভৃতি পরানিষ্টকারি দুষ্ট লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান দ্বারা দেশের শান্তি সংস্থাপন করা এবং সুনিয়ম সকল নিবদ্ধ করিয়া ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম্মের কণ্টক বন সমূলে উচ্ছেদ করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। আমারদিগের ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে পূর্ব্বে যখন এই ভারত ভূমি স্বাধীনতা সুখে পূর্ণ ও বিরাজিত ছিল, তখন ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসনে এবং রাজদণ্ডে ও লোকাপবাদ ভয়ে ব্যভিচার ও সুরাপান এই দুই পাপের বিশেষ প্রাচুর্য্য হইতে পারে নাই*। কিন্তু যে অবধি এদেশ পরাধীনতা স্বরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াছে, তদবধি দেশীয় রাজা অভাবে ধর্ম্মের শাসন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল, সুতরাং নিরঙ্কুশ করিবৎ প্রজাদিগের লাম্পট্য স্বভাব ও পানে দোষ ক্রমে ক্রমে এতদ্রূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত মোঙ্গল জাতির শাসন কালে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অতি অল্পই প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা সুসভ্য ইংরাজদিগের রাজশাসনে সর্ব্বাপেক্ষা মদ্যপান অতি ভয়ানক রূপে বিস্তার হইয়াছে। প্রথমে যে সমস্ত পরিবারে মদ্যের নামগন্ধ মাত্র ছিল না, এইক্ষণে তাহারদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে অকুতোভয়ে এই মহা-অনিষ্ট জনক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিয়তই দেখা যায়। এই সাংঘাতিক পাপের এরূপ বিস্তার হইবার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে রাজা প্রজা উভয়কেই সমান রূপে দোষি স্বীকার করিতে হয়। অসীম লোভ রিপুর চরিতার্থতা হেতু আবকারির ঘৃণিত ব্যবসায়ে রাজার উৎসাহ দেওয়া এবং কুৎসিত সুখাভিলাষে বিমুগ্ধ হইয়া এতদ্বিষয়ে আমারদের পরজাতীয় দৃষ্টান্তের অনুগামি হওয়া এই ভারত রাজ্য বিনাশের মহৎ হেতু হইয়াছে। এদেশ যে প্রকার উষ্ণ, সমুদয় লোক যাদৃশ দুর্ব্বল শরীর এবং আমারদিগের যেরূপ স্বাভাবিক আহারের সামগ্রী, তাহাতে মদ্য ব্যবহার বিচারত কোন মতেই আবশ্যক বোধ হয় না, বরঞ্চ তদ্দ্বারা বহুবিধ অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচীন লোকেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে তাঁহারদের প্রথম বয়সে এদেশে মদ্যের বিপণি প্রায় বিদ্যমান ছিল না, যদিও কোন কোন স্থানে দুই এক মদ্যালয় দৃশ্য হইত, কিন্তু তাহা ভদ্র পল্লীতে বা গণ্ড গ্রাম মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; কারণ এই সমস্ত স্বদেশোৎপন্ন সুরা কতিপয় ইতর জাতির মধ্যেই অধিক ব্যবহার্য্য ছিল। সংপ্রতি এই ভারত রাজ্য ইংরাজ জাতির অধিকৃত হওয়া অবধি মদ্য প্রস্তুত হইবার স্থান ও মদ্যালয় দিন দিন যাদৃশ বাহুল্য হইতেছে, তৎসহকারে পানদোষও অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রবল হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারদিগের মদিরার প্রতি অসম্ভব দ্বেষ ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা অতি অনুরাগে এই জঘন্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ ও হীন সর্ব্বস্ব হইয়া আপনারদিগকে কৃতকৃত্য মানিতেছেন; পূর্ব্বে যিনি শান্ত নিরুপদ্রব ও সচ্চরিত্র ছিলেন, এইক্ষণে তিনি দুরন্ত মদ্য-লোলুপদিগের দলস্থ হইয়া আত্ম পরিজনের ও সাধারণের বিষম উপদ্রবী হইয়া উঠিয়াছেন।

পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, যে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা সমস্ত অত্যুক্তি হইলেও হইতে পারে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাঁহারদিগের নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে, যে ইংরাজদিগের এদেশে রাজ্য বিস্তারের সহিত মদ্যালয় ও মদ্য ব্যবহার

* ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতবর্ষস্থ যে যে দেশ বিশেষ অদ্যাপি ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আইসে নাই, সে সকল স্থানে হিন্দু রাজাদিগের শাসন ক্রমে মদ্য ব্যবহার অতি বিরল দৃশ্য হয়।

অতি প্রবলতর রূপে ব্যাপ্ত হইতেছে; বোধ করি যদি আর কিছু দিন এইরূপ স্রোতের নিবারণের বিশেষ উপায় ধার্য্য না হয়, তবে অচিরাৎই এদেশ বিনষ্ট হইবে।

এপ্রকার ভয়ঙ্কর পাপরূপ পিশাচের দমন জন্য রাজার শাসন ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। কিন্তু কি খেদের বিষয়! আমারদিগের বর্ত্তমান সুখ সৌভাগ্য যাঁহারদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহারাই প্রত্যহ মদ্যপান ঘটিত প্রচুর অমঙ্গল ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও এই বিষময় সর্ব্ব সংহারক পাপ স্রোতের অবরোধ হেতু বিশেষ যত্ন পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। যদিও ইহা সত্য বটে, যে রাজ্যাধিপেরা আমারদিগকে সুরা পান বিষয়ে কদাপি বাক্য দ্বারা প্রবৃত্তি দেন না, কিন্তু তাহাতেই বা কি? যখন প্রত্যক্ষ কার্য্য দ্বারা সর্ব্বত্র প্রবৃত্তি দিতেছেন,—কিয়ৎ সংখ্যক মুদ্রা প্রাপ্তি জন্য বাহুল্য রূপে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বিস্তার করিতেছেন, তখন ইহাকে বাচনিক আদেশ অপেক্ষায় শত সহস্র গুণে অনিষ্টকর রূপে—মাদক দ্রব্য সেবনের প্রধান প্রবৃত্তি মার্গ রূপে কে না স্বীকার করিবেন? যখন রাজার আজ্ঞাক্রমে মদ্য প্রস্তুত করিবার স্থান স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই এক মাত্র কলিকাতার মধ্যেই শতাধিক মদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন ইহা কে না কহিবে যে রাজাই এই পাপানল প্রবল করিবার প্রধান কারণ? কালের গতিকে ইদানীং মদ্যপানকে সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া অনেকে মানিতেছে,—প্রবল মোহাচ্ছন্নতা বশতঃ ইংরাজ জাতির উত্তমোত্তম রীতি অপেক্ষা যত অধম ব্যবহারের অনুকরণ করাই তাহারদিগের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে। হা! ইহাতে কি আমরা সভ্য ইংরাজ জাতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া থাকি? না তাঁহারদের সমীপে সভ্য রূপে সমাদৃত হই! তাঁহারা আমারদিগকে বর্ত্তমান অন্যান্য দোষ নিমিত্ত যেরূপ নিন্দা করেন, তদ্রূপ মদমত্ততা দোষ জন্যও অভিনব বাঙ্গালিদিগকে অতি হেয়ের মধ্যে গণ্য করেন। বাস্তবিক আমরা অনেকেই প্রথার দাস, কোন এক প্রথা প্রচলিত হইবামাত্রেই অমনি তাহার অনুবর্ত্তি হই, সে প্রথা ভাল কি মন্দ তাহার কিছু মাত্র বিবেচনা করি না, পরে যখন তাহার ফল ভোগের সময় উপস্থিত হয়, তখনই আমরা সেই প্রথার দোষ গুণ জানিতে পাই। বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষা দ্বারা যদি তাহার হেয়ত্ব উপাদেয়ত্বের বিচার হয়, তবে সুরাপানে যে সকল অমঙ্গলের সম্ভাবনা, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বদেশের হিতাভিলাষি কোন্ ব্যক্তি মদিরা পানের দোষ স্বীকার না করিবেন? কোন্ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই বা এই আবকারি ঘটিত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে না কহিবেন?

ইংরাজ জাতির এদেশ অধিকার হইবার পূর্ব্বে সাধারণ রূপে মদ্য ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীয় লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃশ্য হয়; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান্ ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এবম্প্রকারে বিদ্বান্ বর্গের দ্বারা মদ্যের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনি বাবুদিগের দ্বারা তাহা সম্মানে গৃহীত হইয়া তদীয় সমূহ দোষ সত্ত্বেও সাধারণের আদরণীয় হইয়াছে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে এই ক্ষণিক সুখদ অথচ বহু দুঃখদ গরল পানে অনেক মনুষ্য বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও নানা প্রকারে লাঞ্ছনা বিশিষ্ট হইয়া অবশেষ ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। বাস্তবিক আমারদিগের যখন ইংরাজদিগের ন্যায় বীর্য্য নাই এবং এমন ধৈর্য্য গুণও নাই, যে মদ্যের পরাক্রম নিবারণে সমর্থ হই, বিশেষত তাহারাই যখন এ প্রকার বলবান্ ও ধৃতিমান্ হইয়াও ইহার অনিষ্ট জনক ক্ষমতার বশীভূত হইতেছে, তখন বিচারতঃ সুরাপান এদেশীয় লোকের পক্ষে আত্ম বিনাশের কারণ রূপেই নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই সর্ব্ব সংহারক বস্তুর উপভোগ দ্বারা এদেশস্থ লোকের আর যে

সমস্ত অকল্যাণের সম্ভাবনা তাহা কাহার অবিদিত আছে? কত ব্যক্তি এই রোগে ক্রমশঃ ক্ষীণজীবি হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কত সবল দেহ বলহীন হইয়াছে, এবং কত ধনশালী ব্যক্তি আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষ অতি ইতরবৎ দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন মদিরার অন্য এক দুর্জ্জয় প্রভাব এই, যে তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধি নাশ হইয়া কুকর্ম্ম সাধনের দুই প্রধান প্রতিবন্ধক যে লজ্জা আর ভয় তাহা সম্যক্ রূপে অন্তর্হিত হয়, তাহাতে আমারদিগের মনোগত যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, এবং স্বস্ব ক্ষমতা প্রকাশে পূর্ণ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা কামের আতিশয্য হইয়া নানাবিধ ঘৃণিত ইন্দ্রিয় দোষাচারে মনুষ্য সকল প্রবৃত্ত হয়, ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইয়া অল্প কারণে প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত করে এবং লোভের প্রাদুর্ভাবে দস্যু বৃত্তিতে লোকের উৎসাহ জন্মে; ফলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, এই মর্ত্ত্য লোকে যত প্রকার অতি ঘৃজন্য অসৎ কর্ম্ম মনুষ্য হইতে সম্ভব হইতে পারে, এক অতিরিক্ত মদিরা পান দ্বারা সে সমুদয়ের কিছু মাত্র অকৃত থাকে না।

এইরূপে যে বস্তু হইতে আমারদিগের প্রাণ নাশ, শরীর জীর্ণ, ধনক্ষয়, শ্রী ভ্রষ্ট, মান হানি এবং নানা প্রকার অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া ঐহিক পারত্রিক উভয় কালের আশা ভরসা এককালীন নির্ব্বাণ হয়, অত্যল্প কর লাভের নিমিত্ত সাধারণের ব্যবহার জন্য সে বস্তু প্রস্তুত করিতে প্রজাদিগকে অনুজ্ঞা দেওয়া রাজপুরুষদিগের যে কত অন্যায় তাহা বলিবার স্থান নাই। ইঁহারদের ধন তৃষ্ণাই যে কত তাহাও বলা যায় না। প্রজারা অনাহারে ক্লেশই ভোগ করুক, আর মত্ততা জন্য নানা প্রকারে বিনষ্টই হউক, তাহাতে কোম্পানি বাহাদুরের কি? ইঁহারদের নিয়মিত কর আদায় হইলেই হয়। সে জন্যে প্রজাবর্গের হিতাহিত কিছু মাত্র বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু মদ্যপান দ্বারা বৎসরে বৎসরে যে পরিমাণে প্রজাদিগের ধন প্রাণ বিনষ্ট হইয়া এদেশে নিদারুণ দুঃস্থতার বৃদ্ধি হইতেছে, সে পরিমাণে কি তাঁহারদের আবকারি হইতে কর সংগ্রহ হইতেছে। এবিষয়ে পরীক্ষা করিলে তাঁহারদের লাভের অঙ্ক অবশ্যই অধিক ন্যূন হইবে; আর যদি তাহা তুল্য বা অধিকই হয়, তথাপি প্রজাদিগের পাপের দমন ও মহৎ অমঙ্গলের কারণ নিবারণ জন্য সে লাভের হানি স্বীকার করা কি সভ্য ও ধর্ম্মশীল রাজার অতি কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারদের নির্ম্মল মহিমা স্বরূপ শশাঙ্ক হইতে এতৎ কলঙ্ক উত্তোলন করা অবশ্য শ্লাঘার বিষয়ও বটে। এবিষয়ে রাজার দৃষ্টি এবং উপযুক্ত শাসন ব্যতিরেকে অন্য উপায়ও নাই; অতএব যদবধি রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়া ইহার নিবারণের বিহিত নিয়ম সংস্থাপন না করেন, তদবধি এদেশের হিত উপলক্ষে যতই উদ্যোগ হউক, তাহা সমুদায় বৃথা হইবেক।

ইংরাজ রাজার অধীনতায় এদেশস্থ ভদ্র প্রজা সমস্ত যে যে কারণে অসন্তুষ্ট আছেন, তন্মধ্যে প্রচুর মদ্যপান দ্বারা মত্ততার বৃদ্ধি এক প্রধান কারণরূপে অবধারিত আছে। অতএব যাহাতে এদেশে অপর্য্যাপ্ত মদ্য প্রস্তুত না হয় এবং পাপের প্রধান আকর মদ্যালয় সকল এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা অধন সধন সমুদায় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয়, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের সকলেরই সমান অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। এই পত্রিকায় আমরা বারম্বার ইহার আন্দোলন করিয়াছি, এবং এখনও ইহা উত্থাপন করিতেছি; ইহাতে রাজপুরুষদিগের আর উপেক্ষা করা উচিত নহে। দিন দিন এবিষয়ে যত অবহেলা করিবেন, ততই পান দোষ জন্য মত্ততা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভবিষ্যতে তাহার উচ্ছেদ করা অত্যন্ত কঠিণ সাধ্য হইবে। অতএব এখনও রাজপুরুষদিগের উচিত যে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই বিষম অপকারি বস্তুর অন্যায় ব্যবসায় প্রচার করিতে নিবৃত্ত হইয়া প্রজাদিগের যথার্থ মঙ্গ-

লের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক পানদোষ নিবারণের শীঘ্র বিহিত উপায় করেন; তাহা হইলে এদেশের প্রচুর উপকার হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহারদের এ সুখ্যাতি অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিতে অবনীতে প্রকাশমান থাকিবে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব

সপ্তবিংশতি অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠের পর

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এই রূপে জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইল এবং গরুড় পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্বরায় সেই মকরগণ-বাসভূমি বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত রামণীয়ক দ্বীপে উপনীত হইল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অতি প্রকাণ্ড লবণার্ণব অবলোকন করিল; এবং সেই দ্বীপবর্ত্তি সর্ব্বজন-মনোহর পরম-পবিত্র শুভপ্রদ কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন নিরন্তর সাগর সলিলে সিক্ত হইতেছে; বহুবিধ বিহঙ্গমগণ অনুক্ষণ তচ্চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতেছে; ফল-কুসুম-সুশোভিত তরু মণ্ডলী রম্য হর্ম্ম্য*, পরম সুন্দর সরোবর ও নির্ম্মল জল পূর্ণ দিব্যহ্রদ সমূহে উহার অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; তথায় অবিশ্রান্ত শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে; উহা অত্যুন্নত চন্দনতরু ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষ সমূহ দ্বারা সদা শোভিত হইয়া আছে। ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া অজস্র পুষ্প বৃষ্টি করিতেছে। মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুণ্ গুণ্ রবে গান করিতেছে; ঐ কানন অপ্সরঃ ও গন্ধর্ব্ব গণের অতিপ্রিয় স্থান, এবং দর্শন মাত্র অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহ্লাদ প্রদান করে।

কদ্রু-নন্দনেরা কিয়ৎক্ষণ বন বিহার করিয়া মহাবীর্য্য গরুড়কে কহিল "দেখ আমারদিগকে আর কোন নির্ম্মল জল সম্পন্ন রমণীয় দ্বীপে লইয়া চল; তুমি আকাশ পথে গমনকালে নানা রম্য দেশ দেখিতে পাও"। গরুড় সর্পগণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ মাত্র স্বীয় জননী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "জননি কি কারণে আমাকে সর্পগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক বল"। বিনতা কহিলেন "বৎস! আমি দুর্দ্দৈব বশতঃ সর্পগণের মায়াবলে পণে পরাজিতা হইয়া সপত্নীর দাসী হইয়াছি"। মাতৃমুখে এই কারণ শ্রবণ করিয়া গরুড় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকটে গিয়া কহিলেন "হে ভুজঙ্গমগণ! তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, আমি কোন বস্তু আহরণ অথবা কি পৌরুষের কর্ম্ম করিলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব"। সর্পেরা গরুড়ের প্রার্থনা শুনিয়া কহিল "হে বিহঙ্গম যদি তুমি আপন পরাক্রম প্রভাবে অমৃত আহরণ করিতে পার তবে তোমার দাসত্ব মোচন হইবেক"।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন গরুড় সর্পগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতৃ সমীপে আসিয়া কহিলেন "জননি আমি অমৃত আহরণে যাইতেছি; পথে কি আহার করিব বলিয়া দেও"। বিনতা কহিলেন "সমুদ্র মধ্যে বহুসহস্র নিষাদ† বাস করে, তাঁহারদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আহরণ কর। কিন্তু কোনক্রমেই তোমার যেন ব্রাহ্মণ বধে বুদ্ধি না জন্মে; ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের অবধ্য ও অনল তুল্য; ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে তিনি অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রস্বরূপ হয়েন! ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সর্ব্বভূতের গুরুস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণ সাধু দিগের আদরণীয়। অতএব বৎস! তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও কোন ক্রমে কদাপি ব্রাহ্মণের বধ বা বিদ্রোহাচরণ করিবে না।

---

* অট্টালিকা।

† ধীবর, যাহারা মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সংশিতব্রত * ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করিতে পারেন, কি অগ্নি কি সূর্য্য কেহই সেরূপ পারেন না। এবম্বিধ, বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ সকল জীবের অগ্রজ, সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, সকল লোকের পিতা ও গুরু"।

গরুড় মাতৃমুখে ব্রাহ্মণের এইরূপ মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "হে মাতঃ! ব্রাহ্মণের কিপ্রকার আকার কীদৃশ শীল ও কিরূপ পরাক্রম; তিনি কি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত অথবা অতি সৌম্যমূর্ত্তি, আমি যে সমস্ত শুভলক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিব তাহা তুমি হেতুনির্দেশ পূর্ব্বক বর্ণন কর"। বিনতা কহিলেন, বৎস! যিনি তোমার কণ্ঠ প্রবিষ্ট হইয়া † বড়িশ প্রায় ক্লেশকর হইবেন ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠ দাহ করিবেন তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও কদাপি ব্রাহ্মণ বধ করিবে না"। বিনতা পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনর্ব্বার কহিলেন "যিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন না তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে।" সর্পমায়া প্রতারিতা পরম দুঃখিতা পুত্রবৎসলা বিনতা পুত্রের অতুল বীর্য্য জানিয়াও প্রীতমনে এই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন; চন্দ্র ও সূর্য্য পৃষ্ঠদেশ, অগ্নি মস্তক, আর বসুগণ সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। আর আমিও শান্তি স্বস্তিপরায়ণা হইয়া এইস্থানে তোমার মঙ্গল চিন্তনে নিয়ত তৎপরা রহিলাম। এক্ষণে কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর"।

এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বিহগরাজ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বুভুক্ষিত হইয়া দ্বিতীয় কৃতান্ত প্রায় নিষাদগণের বাস স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবতরণ বেগদ্বারা এরূপ ধূলিপ্রবাহ উত্থিত হইল যে নিষাদেরা অন্ধ ও নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; সমুদ্রের জল শুষ্ক হইতে লাগিল; আর পক্ষ-পবন-বেগে সমীপবর্ত্তি বৃক্ষ সকল বিচলিত হইল। তৎপরে বিহগরাজ নিষাদদিগের পথ রুদ্ধ করিয়া অতি প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার করিলেন। বিষাদ মগ্ন নিষাদগণ পবনবেগ ও ধূলিবর্ষ দ্বারা অন্ধপ্রায় ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ত্বরিত গমনে সেই ভুজঙ্গ ভোজির ‡ মুখাভিমুখে ধাবন করিতে লাগিল; এবং যেমন সমস্ত অরণ্য বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত হইলে সহস্র সহস্র পক্ষিগণ কাতর হইয়া অন্তরিক্ষে আরোহণ করে, সেইরূপ তাহারা গরুড়ের অতি প্রকাণ্ড বিস্তৃত মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বুভুক্ষিত বিহঙ্গরাজ এইরূপে বহু সংখ্যক নিষাদগণের প্রাণ সংহার করিয়া মুখসঙ্কোচন করিলেন।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন। তখন বিহগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিয়াছি তুমি ত্বরায় নির্গত হও! ব্রাহ্মণ সদা পাপকর্ম্মে রত হইলেও আমার বধ্য নহেন" গরুড়-বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন "আমার ভার্য্যা নিষাদী আমার সমভিব্যাহারে নির্গতা হউক"। গরুড় কহিলেন "তুমি নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে বহির্গত হও। বিলম্ব করিলে আমার জঠরানলে ভস্ম হইয়া যাইবে"। তখন বিপ্র নিষাদী সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়ের সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বাভিমত দেশ প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সস্ত্রীক বিপ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে বিহগরাজ দুই পক্ষ বিস্তৃত করিয়া অন্তরিক্ষে আরোহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপ জিজ্ঞাসিলেন "বৎস! তোমার

---

* যে ব্যক্তি যথানিয়মে নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

† গিলিত।

‡ যে ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্প ভোজন করে, গরুড়।

সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কি না; আর নরলোকে তুমি পর্য্যাপ্ত ভোজন প্রাপ্ত হইতেছ কি না।” গরুড় কহিলেন “হে পিত! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন; আর আমিও শারীরিক ভাল আছি, কিন্তু পর্য্যাপ্ত ভোজন পাই না। সর্পেরা আমাকে অমৃত আহরণে প্রেরণ করিয়াছে, আমি জননীর দাসীভাব মোচনার্থে অমৃত আহরণ করিব। জননী নিষাদগণ ভক্ষণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে সহস্র সহস্র নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। অতএব যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণ করিতে পারি, আপনি এরূপ কোন ভক্ষ্য দ্রব্য নির্দ্দেশ করুন।” কশ্যপ কহিলেন “বৎস! সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিতেছ; এই পবিত্র সরোবর দেবলোকেও বিখ্যাত। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখে কূর্ম্মরূপী স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি তাহারদিগের পূর্ব্ব জন্মের বৈরকারণ ও আকারের পরিমাণ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।”

“বিভাবসু নামে অতি ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীকের এরূপ অভিলাষ নহে যে পৈতৃক ধন অবিভক্ত থাকে; অতএব তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট সর্ব্বদাই বিভাগের কথা উত্থাপন করেন। এক দিন বিভাবসু বিরক্ত হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন “দেখ অনেকেই মোহান্ধ হইয়া সর্ব্বদাই বিভাগ করিতে বাঞ্ছা করে; কিন্তু বিভক্ত হইয়াই অর্থমোহে মোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ভ্রাতারা ধনার্থে পৃথগ্‌ভূত হইলে শত্রুরা মিত্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারদের মনোভঙ্গ জন্মাইয়া দেয়; এবং ক্রমে ক্রমে ভগ্ন স্নেহ হইলে তাহারা পরস্পরের নিকট পরস্পরের দোষারোপ করিয়া বৈরবুদ্ধি করিয়া দিতে থাকে; এরূপ হইলে অবিলম্বেই তাহারদিগের সর্ব্ব নাশ ঘটে। এই নিমিত্ত ভ্রাতৃবিভাগ সাধুদিগের অনুমোদিত নহে। তুমি নিতান্ত মূঢ় হইয়া ধন বিভাগ প্রার্থনা করিতেছ, কোন ক্রমেই আমার বারণ শুনিতেছ না; অতএব হস্তি যোনি প্রাপ্ত হইবে”। সুপ্রতীক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিল “তুমিও কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হইবে”। ধনার্থে বুদ্ধিভ্রষ্ট সুপ্রতীক ও বিভাবসু এইরূপে পরস্পর দত্ত শাপ প্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা রোষ দোষে পশু যোনি প্রাপ্ত, পরস্পর দ্বেষরত এবং শরীর গুরুতা ও বলদর্পে দর্পিত হইয়া পূর্ব্ব বৈরানুসরণ পূর্ব্বক এই সরোবরে অবস্থিতি করিতেছে। তীরস্থিত গজের শব্দ শুনিতে পাইয়া জলমধ্যবাসী কচ্ছপ সমস্ত সরোবর আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এবং মহাবীর্য্য গজও কচ্ছপকে উত্থিত দেখিয়া শুণ্ডকে কুণ্ডলীকৃত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে (তদীয় দন্ত, শুণ্ড, লাঙ্গুল ও পদ চতুষ্টয়ের বেগে সরোবর বিচলিত হইতেছে)। অনন্তর কচ্ছপও মস্তক উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইল। গজের আকার ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত; কচ্ছপ তিন যোজন উন্নত, তাহার শরীরের মণ্ডল দশ যোজন প্রমাণ। তাহারা উভয়ে পরস্পর প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধোন্মত্ত হইয়াছে; তাহারদিগকে ভক্ষণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন কর। তুমি সেই মহামেঘ মহাগিরি সদৃশ ঘোররূপী গজকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আনয়ন কর”।

কশ্যপ গরুড়কে ইহা কহিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন “দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হউক; আর পূর্ণ কুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ ও আর যে কিছু মঙ্গলকর বস্তু আছে, সে সমস্ত তোমার শুভ দায়ক হউক। হে মহাবল পদ্মাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্ যজুঃ সাম এই ত্রিবিধ বেদ, পবিত্র যজ্ঞীয় হবিঃ, সমস্ত রহস্য ও সমস্ত বেদ তোমার বলাধান করিবেন”। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিদূরে সেই নির্ম্মল-সলিল-পূর্ণ পক্ষি-কুল-সমাকুল হ্রদ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পিতৃ বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া আকাশ মণ্ডলে অধিরোহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্ব নামক তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণগিরি স্থিত দেববৃক্ষ গণোপরি আরোহণের উপক্রম করিলে তাহারা তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া সাতিশয় কম্পিত হইল, এবং এই আশঙ্কা করিতে লাগিল "পাছে গরুড় ভরে ভগ্ন হই"। গরুড় সেই অভিলষিত ফল-প্রদ দেবদ্রুমদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া অন্যান্য অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষসমীপে উপনীত হইলেন। ঐ সমস্ত মহাদ্রুম কাঞ্চন ও রজতময় ফলে পরিপূর্ণ ও অতিশয় শোভমান; তাহারদের শাখা সকল প্রবাল কল্পিত; মূলদেশ অনবরত সাগর সলিলে ক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ অতি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ গরুড়কে প্রবলবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল "অহে বিহগরাজ তুমি আমার এই শত যোজন বিস্তৃত মহাশাখায় অবস্থিত হইয়া গজ কচ্ছপ ভক্ষণ কর"। পর্ব্বত-তুল্য-কলেবর বেগবান্ বিনতা তনয়ের স্পর্শমাত্র সেই বহুসহস্র বিহগ সেবিত বট বৃক্ষ বিচলিত ও সেই নির্দ্দিষ্ট শাখা ভগ্ন হইল।

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন মহাবল বিহগরাজ গরুড়ের পাদ স্পর্শ মাত্র সেই তরুশাখা ভগ্ন হইল; ভগ্ন হইবা মাত্র তিনি উহাকে ধারণ করিলেন। গরুড় শাখা ভঙ্গ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অধোমুখে লম্বমান তপঃ-পরায়ণ বালিখিল্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন "ঋষি গণ এই শাখায় লম্বমান হইয়া আছেন; শাখা ভূতলে পতিত হইবা মাত্র ইঁহারদিগের প্রাণ বিনাশ হইবেক।" অনন্তর গজ ও কচ্ছপকে নখ দ্বারা দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণ বিনাশ আশঙ্কাতে চঞ্চুপুট দ্বারা সেই শাখা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি গণ গরুড়ের এই রূপ অতিদৈব কর্ম্ম* দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে হেতু বিন্যাস পূর্ব্বক তাহার এই নাম রাখিলেন "যেহেতু এই বিহঙ্গম গুরু ভার গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়াছে, এজন্য অদ্যাবধি ইহার নাম "গরুড়† রহিল।" অনন্তর তিনি পক্ষপবন-বেগে পার্শ্ববর্ত্তি পর্ব্বত সকল বিচলিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে পতগরাজ বালিখিল্য ব্রহ্মর্ষি গণের প্রাণ রক্ষার্থে গজ কচ্ছপ লইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া তপঃপরায়ণ স্বীয় পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপও সেই বীর্য্য-বল-তেজঃ-সম্পন্ন, মন ও বায়ুসম বেগবান্, শৈল-শৃঙ্গ সমকায়, অচিন্তনীয়, অতর্কণীয়, সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর, মহাবীর্য্যধর, ভীষণ মূর্ত্তি, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, দেব দানব রাক্ষসের অধৃষ্য‡ ও অজেয়, গিরিশৃঙ্গ ভেদনক্ষম, সমুদ্র শোষণ সমর্থ, ত্রিলোক দলনক্ষম, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম, দিব্যরূপী বিহঙ্গমকে সমাগত দেখিয়া ও তদীয় মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "বৎস! এরূপ সাহসিক কর্ম্ম করিও না, তাহাতে সহসা ক্লেশ পাইবে, যেহেতু মরীচিপ** বালিখিল্য গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারেন।" অনন্তর তিনি পুত্র স্নেহ পরবশ হইয়া তপস্যা দ্বারা হতপাপ, মহাভাগ বালিখিল্যদিগকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিলেন "হে তপোধন গণ! গরুড় লোকহিতার্থে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা প্রদান কর।"

* দেবতাদিগেরও অসাধ্য কর্ম্ম।

† "গুরু" শব্দের অর্থ মহৎ ও "ড়ী" ধাতুর অর্থ উড়িয়া যাওয়া; এই উভয়ের যোগে গরুড় পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

‡ যাহাকে অভিভব করিতে পারাযায় না।

** মরীচি শব্দের অর্থ কিরণ; "পা" ধাতুর অর্থ পান। বালিখিল্যেরা সূর্য্যের কিরণ মাত্র পান করিয়া প্রাণ ধারণ করেন এজন্য তাঁহারদিগকে মরীচিপ কহে।

ব্যালিখিল্য গণ ভগবান্ কশ্যপের অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া সেই শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থে পরম পবিত্র হিমালয় প্রস্থান করিলেন।

বালিখিল্য গণ প্রয়াণ করিলে পর বিনতা তনয় স্বীয় পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসিলেন "ভগবান্ আমি কোন্ স্থানে এই তরুশাখা পরিত্যাগ করি; আপনি কোন মানুষ-শূন্য দেশ আদেশ করুন।" তখন কশ্যপ মানুষ-সমাগম শূন্য, হিমাচ্ছন্ন, অন্য লোকের মনের অগোচর, এক পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহাকায় বিহঙ্গম তরু শাখা, গজ ও কচ্ছপ সহিত অতিবেগে সেই পর্ব্বতোদ্দেশে গমন করিলেন। গরুড় যে তরু শাখা লইয়া গমন করিলেন, তাহা এমত প্রকাণ্ড, যে এক শত গরুর চর্ম্মে নির্ম্মিত অতি দীর্ঘ রজ্জু দ্বারাও তাহার বেষ্টন ও বন্ধন হইতে পারে না। পতগরাজ গরুড় অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যে সেই শত সহস্র যোজনান্তর স্থিত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া পিতৃ বাক্যানুসারে তদুপরি তরু শাখা পরিত্যাগ করিলেন। শৈলরাজ তদীয় পক্ষ পবনে আহত হইয়া কম্পিত হইল; তত্রত্য তরুগণ বিচলিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল; যে সকল মণি কাঞ্চন শোভিত শৃঙ্গ সেই মহাগিরির শোভা সম্পাদন করিত, সে সমস্ত বিশীর্ণ হইয়া সমন্ততঃ পতিত হইল; বহু সংখ্যক বৃক্ষ পরস্পরের শাখা দ্বারা অভিহত হইয়া সুবর্ণ কুসুম দ্বারা বিদ্যুৎ সমূহ সুশোভিত জলধর গণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; বৃক্ষগণ ভূতলে পতিত ও ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া সাতিশয় শোভমান হইল। তদনন্তর গরুড় সেই গিরির শিখর দেশে অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জর অভ্যবহার করিয়া পর্ব্বতের শিখরাগ্র ভাগ হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

তদনন্তর দেবতাদিগের ভয়সূচক উৎপাতারম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; দিবা ভাগে নভোমণ্ডল হইতে ধূম ও অগ্নি শিখা সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ, ও অন্যান্য দেবতা গণের অস্ত্র সকল পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিক কি কহিব দেবাসুর যুদ্ধ কালেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে নাই। ভয়ঙ্কর শব্দে বায়ু বহন, সহস্র সহস্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পাত ও বিনা মেঘে ঘোরতর আকাশ গর্জ্জন হইতে লাগিল; যিনি দেব গণের দেব, তিনিও রক্ত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেবতাদিগের মাল্য ম্লান ও তেজঃ নষ্ট হইয়া গেল; অতি ভীষণ প্রলয় কালীন জলধর সকল অজস্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং ধূলি প্রবাহ উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের মুকুট মলিন করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র এই সমস্ত দারুণ উৎপাত দর্শনে ত্রাস পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসিলেন "ভগবান্ কি নিমিত্ত সহসা এই সকল ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ হইল। আমারদিগকে যুদ্ধে অভিভব করিতে পারে এমত শত্রুও উপস্থিত দেখিতেছি না। তবে কি কারণে এসকল ঘটিতেছে বলুন।" বৃহস্পতি কহিলেন "হে দেবেন্দ্র! তোমার অপরাধ ও অনবধান দোষে মহাত্মা বালিখিল্য মহর্ষিদিগের তপঃ প্রভাবে বিনতা গর্ভে কশ্যপ মুনির গরুড় নামে পক্ষি রূপী পুত্র জন্মিয়াছে। সে মহাবল পরাক্রান্ত ও কামরূপী। সেই বিহঙ্গম অমৃত হরণ করিতে আসিয়াছে। তার তুল্য বলবান আর নাই; সে অমৃত হরণে সমর্থ বটে; তাহার নিকট কিছুই অসম্ভব নয়; সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।"

ইন্দ্র সুরাচার্য্যের বচন শ্রবণ করিয়া অমৃত রক্ষকদিগকে কহিলেন "মহাবল মহাবীর্য্য পক্ষী অমৃত হরণে উদ্যত হইয়াছে; অতএব তোমারদিগকে সাবধান করিতেছি, যেন সে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া না লয়; বৃহস্পতি কহিয়াছেন তাহার অতুল বল"। দেবগণ ইন্দ্র বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অমৃত বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন; এবং দেবরাজও বজ্রহস্তে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দিব্যাভরণ ভূষিত,

উজ্জ্বল কায়, পাপসম্পর্কশূন্য, অনুপমবলবীর্য্য সম্পন্ন, অসুর সংহারকারি সুরগণ কাঞ্চনময় বৈদূর্য্য* বিনির্ম্মিত ও চর্ম্মময়, মহামূল্য, মহোজ্জ্বল, সুদৃঢ় বিচিত্র কবচ†; বহুবিধ ভয়ঙ্কর অসংখ্য শাণিত, তীক্ষ্ণশস্ত্র; ধূম স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নি শিখাসহকৃত চক্র; পরিঘ‡ ত্রিশূল; পরশু, বহুবিধ তীক্ষ্ণ শক্তি; উজ্জ্বল করাল করবাল**, প্রচণ্ড গদা ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অমৃত রক্ষণে তৎপর হইলেন। দেবগণ এইরূপে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া সূর্য্যকিরণ প্রকাশিত বিগলিত আকাশ মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম খণ্ড তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা।

* নীলবর্ণ মণি বিশেষ।
† সাঁজোয়া।
‡ অস্ত্র বিশেষ।
** তরবারি।

বিজ্ঞাপন

বেদান্তসার পুস্তক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সহিত এবং বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত বেদান্তসার পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য দুই টাকা।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চদশী পুস্তক।

টীকা সহিত এবং বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত পুস্তকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক প্রতি মাসে এক এক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মাসিক মূল্য চারি আনা।

বিজ্ঞাপন

তুলার লোম বীজ হইতে স্বতন্ত্র করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেক তাহাকে গবর্ণমেণ্ট আফ ইণ্ডিয়া কৃষি ও উদ্যান সভার দ্বারা ৫০০০ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট মাসুল দিয়া লিপি লিখিলে উক্ত পারিতোষিকের তথ্য ও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে অথবা পূর্ব্বে উক্ত যন্ত্র কলিকাতায় সমর্পণ করিতে হইবেক।

জেম্‌স হিউম।
কৃষি ও উদ্যান সভার সম্পাদক।

কলিকাতা
মেটকাফ হাল
ইং ১৮৫০ সাল।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য একটাকা।
৬ শ্রাবণ সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দা ৪৯৫১।
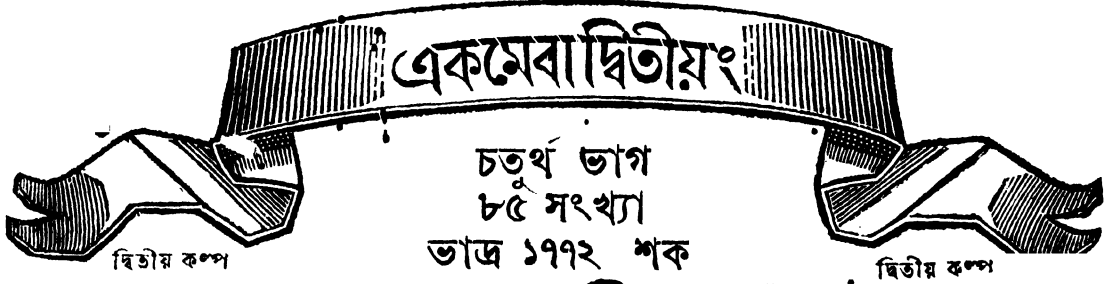
অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

সব্যঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬৩০

১ ন্যূ ষুবাচং প্রমহে ভরাম-
হে গিরইন্দ্রায সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধিরত্নং সসতামিবাবিদন্ন
দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে।

১ 'বিবস্বতঃ' পরিচরতোযজমানস্য 'সদনে' যজ্ঞগৃহে 'ইন্দ্রায' 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে। 'হি' যস্মাৎ স ইন্দ্রঃ 'নু' ক্ষিপ্রং 'চিৎ' এব অসুরাণাং 'রত্নং' রমণীযং ধনং 'অবিদন্' বিন্দতি 'ইব' যথা 'সসতাং' সুপ্তানাং পুরুষাণাং ধনং চৌরঃ ক্ষিপ্রং লভন্তে তদ্বৎ। অতঃ অস্মভ্যং ধনং দাতুং শক্তইতি ভাবঃ। 'দ্রবিণোদেষু' ধনস্য দাতৃষু পুরুষেষু 'দুষ্টুতিঃ' অসমীচীনা স্তুতিঃ 'ন' 'শস্যতে' অভিধীযতে অতঃ 'মহে' মহতে ইন্দ্রায 'ষুবাচং' সুবাচং 'নি-প্র-ভরামহে' নিতরাং প্রযুঞ্জ্মহে 'উ' পাদপূরণঃ।

১ ঋত্বিক্ সমূহেরা পরিচারক যজমানের যজ্ঞ গৃহে ইন্দ্রকে স্তুতি করেন। চৌর যেমন নিদ্রিত পুরুষের ধন লাভ করে, সেই রূপ ইন্দ্র অসুরদিগের রত্ন অতি সত্বর লাভ করেন; অতএব তিনি আমারদিগকে ধন দান করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। ধন দাতাকে অযথার্থ স্তুতি করা উচিত হয় না; অতএব আমরা মহৎ ইন্দ্রকে সাধু স্তব বাক্য প্রয়োগ করি।

৬৩১

২ দুরো অশ্বস্য দুরইন্দ্র গোর-
সি দুরোযবস্য বসুনইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ
সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি।

২ হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'অশ্বস্য' 'দুরঃ' দাতা 'অসি' তথা 'গোঃ' পশ্বাদেঃ 'দুরঃ' দাতাসি তথা 'যবস্য' যবাদের্ধান্যজাতস্য 'দুরঃ' দাতাসি। 'বসুনঃ' ধনস্য 'ইনঃ' স্বামী। 'পতিঃ' সর্ব্বেষাং পালযিতা। 'শিক্ষানরঃ' শিক্ষাযাঃ দানস্য নেতাসি। 'প্রদিবঃ' পুরাণঃ 'অকামকর্শনঃ' কামান্ কর্শযতি নাশযতি কামকর্শনঃ ন কামকর্শনঃ অকামকর্শনঃ হবির্দত্তবতাং যজমানানাং কামান্ অভিমতফলপ্রদানেন পূরযতীত্যর্থঃ। 'সখিভ্যঃ' ঋত্বিগ্ভ্যঃ 'সখা' সখিবদত্যন্তপ্রিযঃ। এবম্ভূতঃ যইন্দ্রঃ 'তং' প্রতি 'ইদং' স্তোত্রলক্ষণং বচঃ 'গৃণীমসি' ব্রূমহে।

২ হে ইন্দ্র! তুমি অশ্ব গবাদি পশু সকল দান কর, তুমি যবাদি ধান্য সমূহ দান কর; তুমি ধনপতি, তুমি সকলের পালক এবং

শিক্ষক হও; তুমি পুরাতন, তুমি যজমান, সকলের কামনা পূর্ণ কর, তুমি ঋত্বিক্‌দিগের সখা। সেই ইন্দ্রকে আমরা এই প্রকারে স্তব করি।

৬৩২

৩ শচীবইন্দ্র পুরুকৃদ্দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু। অতঃ সংগৃভ্যাভিভূতআভর মা ত্বায়তোর্জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ।

৩ হে 'শচীবঃ' প্রজ্ঞাবন্ 'পুরুকৃৎ' প্রভূতস্য বৃত্রবধাদেঃ কর্ত্তঃ 'দ্যুমত্তম' অতিশয়েন দীপ্তিমন্ 'ইন্দ্র' 'অভিতঃ' সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং 'বসু' ধনং যৎ অস্তি তৎ 'ইদং' 'তব' 'ইৎ' এব স্বভূতং ইতি অস্মাভিঃ 'চেকিতে' জ্ঞায়তে। 'অতঃ' কারণাৎ হে 'অভিভূতে' শত্রূণাং অভিভবিতঃ ইন্দ্র ত্বং ধনং 'সংগৃভ্য' সম্যক্ গৃহীত্বা অস্মভ্যং 'আভর' আহর দেহীত্যর্থঃ। 'ত্বায়তঃ' ত্বাং আত্মনঃ ইচ্ছতঃ 'জরিতুঃ' স্তোতুঃ 'কামং' অভিলাষং 'মা ঊনয়ীঃ' পরিহীনং মাকার্ষীঃ।

৩ হে প্রজ্ঞা বিশিষ্ট, বহুকর্ম্মকারী, অতিশয় প্রদীপ্ত ইন্দ্র! সর্ব্বত্র যত ধন স্থিত আছে সকলই তোমার, ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব হে শত্রু পরাভবকারি ইন্দ্র! ধন সংগ্রহ করিয়া আমারদিগকে তাহা প্রদান কর। তোমার আত্মীয়তা ইচ্ছা করে যে স্তোতা তাঁহার কামনা কখন তুমি নিষ্ফলা করিও না।

৬৩৩

৪ এভিদ্যুর্ভিঃ সুমনাএভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা। ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি।

৪ হে ইন্দ্র 'এভিঃ' অস্মাভির্দত্তৈঃ 'দ্যুভিঃ' দীপ্তৈঃ পুরোডাশাদিভিঃ 'এভিঃ' 'ইন্দুভিঃ' তুভ্যং দত্তৈঃ সোমৈশ্চ প্রীতস্ত্বং অস্মাকং 'অমতিং' দারিদ্র্যং 'গোভিঃ' ত্বয়া দত্তৈঃ পশুভিঃ 'অশ্বিনা' অশ্বযুক্তেন ধনেন চ 'নিরুন্ধানঃ' নিবর্ত্তয়ন্ 'সুমনাঃ' শোভনমনাঃ ভব। বয়ং 'ইন্দুভিঃ' অস্মাভির্দত্তৈঃ সোমৈ প্রীতেন 'ইন্দ্রেণ' 'দস্যুং' উপক্ষয়িতারং শত্রুং 'দরয়ন্তঃ' হিংসন্তঃ 'যুতদ্বেষসঃ' পৃথগ্ভূতশত্রুকাঃ ভূত্ব 'ইষা' ইন্দ্রদত্তেন অন্নেন 'সং-রভেমহি' সংরব্ধাভবেম সংগচ্ছেমহীত্যর্থঃ।

৪ হে ইন্দ্র! আমারদের এই দত্ত প্রদীপ্ত পুরোডাশাদি দ্বারা এবং এই দত্ত বহুল সোমরস দ্বারা প্রীত হইয়া তুমি আমারদিগকে গবাদি অশ্বযুক্ত ধন দান করিয়া দারিদ্র্য মোচন করত প্রসন্নমন হও। আমরা সোমতৃপ্ত ইন্দ্র দ্বারা শত্রু হিংসা করত নিরাকৃত শত্রু হইয়া ইন্দ্রদত্ত অন্ন প্রাপ্ত হই।

৬৩৪

৫ সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সংবাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ। সংদেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ।১।৪।১৫।

৫ হে 'ইন্দ্র' বয়ং 'রায়া' ধনেন 'সং-রভেমহি' সঙ্গচ্ছেমহি তথা 'ইষা' 'অন্নেন 'সং' রভেমহি। 'বাজেভিঃ' বলৈঃ 'সং' রভেমহি কীদৃশৈর্ব্বাজৈঃ 'পুরুশ্চন্দ্রৈঃ' পুরূণাং বহূনাং আহ্লাদকৈঃ 'অভিদ্যুভিঃ' অভিতোদীপ্যমানৈঃ। কিঞ্চ 'দেব্যা' দ্যোতমানয়া 'প্রমত্যা' প্রকৃষ্টয়া বুদ্ধ্যা 'সং-রভেমহি' কীদৃশ্যা 'বীরশুষ্ময়া' বীরং শত্রূণাং বিশেষেণ ক্ষেপণসমর্থং শুষ্মং বলং যস্যাঃ 'গোঅগ্রয়া' স্তোতৃভ্যো দানার্থং অগ্রে প্রমুখতএব গাবোযস্যাঃ 'অশ্বাবত্যা' অশ্বৈরুপেতয়া।১।৪।১৫।

৫ হে ইন্দ্র! আমরা ধন প্রাপ্ত হই, ও অন্ন প্রাপ্ত হই, এবং সকলের আহ্লাদ জনক সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত বল প্রাপ্ত হই। যে বুদ্ধি দ্বারা বীরশত্রুদিগকে জয়করিতে সমর্থ হই এবং যে বুদ্ধি দ্বারা স্তোতাদিগকে অশ্বের সহিত গোদান করিবার নিমিত্তে ইচ্ছা বিশিষ্ট হই, সেই জাজ্বল্য উৎকৃষ্ট বুদ্ধি আমরা প্রাপ্ত হই।১।৪।১৫।

৬৩৫

৬ তে ত্বা মদাঅমদন্তানি বৃ-

ষ্ণ্যা তে সোমাসোবৃত্রহত্যেষু স-
ত্য তে। যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্য-
প্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ।

৬ হে 'সত্য' সত্যাৎ পালয়িতরিন্দ্র 'বৃত্রহত্যেষু' বৃত্রহননেষু নিমিত্তভূতেষু সৎসু 'তে' পূর্ব্বোক্তাঃ 'মদাঃ' মাদকাঃ মরুতঃ 'ত্বা' ত্বাং 'অমদন্' অমদয়ন্ হর্ষং প্রাপয়ন্। 'বৃষ্ণ্যা' বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য 'তে' তব 'তানি' পূর্ব্বোক্তানি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি ত্বাং অমদন্ 'তে' প্রসিদ্ধাঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ চ ত্বামমদন্। 'যৎ' যদা 'কারবে' স্তুতিকর্ত্রে 'বর্হিষ্মতে' যজ্ঞবতে যজমানায় 'দশ' 'সহস্রাণি' অপরিমিতানি 'বৃত্রাণি' আবরকাণি উপদ্রবজাতানি 'অপ্রতি' শত্রুভিরপ্রতিগতস্ত্বং 'নি-বর্হয়ঃ' ন্যবধীঃ। তদানীমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

৬ হে সাধুদিগেরালক ইন্দ্র! শত্রু-কর্ত্তৃক অপরাভূত তুমি যে কালে তোমার স্তবকারি যজমানের নিমিত্তে দশ সহস্র উপদ্রব সমূহ বিনাশ করিয়াছিলে, তখন পূর্ব্বোক্ত আহ্লাদকারি মরুদ্গণ বৃত্রবধের নিমিত্ত তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল, বৃষ্টি করিতে সমর্থ যে তুমি তোমার হবি সকল এবং সেই সোম সকল তোমাকে হর্ষ দিয়াছিল।

৬৩৬

৭ যুধা যুধমুপঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া
পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিব-
র্হযোনমুচিং নাম মায়িনং।

৭ হে ইন্দ্র 'ধৃষ্ণুয়া' শত্রূণাং ধর্ষকস্ত্বং 'যুধা' যুদ্ধেন 'যুধং' যুদ্ধং 'উপ' 'ইৎ' 'এষি' উপৈব গচ্ছসি। সর্ব্বদা যুদ্ধশালোভবসীত্যর্থঃ। 'ঘ' ইতি পাদপূরণঃ। শত্রূণাং 'পুরা' পুরেণ নগরেণ সহ 'ইদং' 'পুরং' শত্রুনগরং 'ওজসা' বলেন 'সং-হংসি' সম্যগ্বিনাশয়সি। হে 'ইন্দ্র' 'নম্যা' শত্রুনমনশীলেন 'সখ্যা' সহায়ভূতেন বজ্রেণ 'পরাবতি' দূরদেশে 'নমুচিং নাম' অনয়া-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধং 'মায়িনং' মায়াবিনং অসুরং 'যৎ' যস্মাৎ 'নিবর্হয়ঃ' নিতরামহিংসীঃ অতস্ত্বমেবং স্তূয়স-ইত্যর্থঃ।

৭ হে শত্রু ধর্ষণকারি ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধকর, তুমি বল দ্বারা শত্রু দিগের নগর সকল সম্যক্‌রূপে বিনাশ কর। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি তোমার সখা স্বরূপ শত্রু দমনশীল বজ্র দ্বারা দূরদেশে মায়াবি নমুচি নামা অসুরকে নিপাত করিয়াছিলে, সেই হেতু তুমি স্তুত হও।

৬৩৭

৮ ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধী-
স্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্ত্তনী। ত্বং
শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ পুরোঽনা-
নুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা।

৮ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'করঞ্জং' এতৎসংজ্ঞকং অসুরং 'উত' অপি চ 'পর্ণয়ং' এতন্নামানং অসুরং 'অতিথিগ্বস্য' এতৎসংজ্ঞস্য রাজ্ঞঃ প্রয়োজনায় 'তেজিষ্ঠয়া' অতিশয়েন তেজস্বিন্যা 'বর্ত্তনী' বর্ত্তন্যা শত্রু-প্রেরণকুশলয়া শক্ত্যা 'বধীঃ' অবধীঃ হতবান্। তথা 'অনানুদঃ' অননুদঃ অনু পশ্চাৎ দ্যতি খণ্ডয়তীত্যনুদঃ অনুচরঃ তাদৃশানুচররহিতএকএব 'ত্বং' 'ঋজিশ্বনা' এতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা 'পরিষূতাঃ' পরিতোঽবষ্টব্ধাঃ 'শতা' শতানি শতসংখ্যকাঃ 'বঙ্গৃদস্য' এতৎসংজ্ঞকস্য অসুরস্য 'পুরঃ' পুরাণি 'অভিনৎ' বিভিদিষে।

৮ হে ইন্দ্র! তুমি অতিথিগ্ব রাজার নিমিত্ত করঞ্জ অসুরকে এবং পর্ণয় অসুরকে অতি তেজস্বি শত্রু নিবারণক্ষম শক্তি দ্বারা বধ করিয়াছিলে। আর ঋজিশ্ব রাজা-কর্ত্তৃক সম্যক্ বেষ্টিত বঙ্গৃদ অসুরের যে শত সংখ্যক পুরী সকল, তাহা তুমি সহায় বিহীন হইয়াও একাকী ভগ্ন করিয়াছিলে।

৬৩৮

৯ ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞোদ্বির্দশা-
বন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ। ষ-
ষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতোনি
চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্।

৯ হে ইন্দ্র 'শ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ বিখ্যাতঃ 'ত্বং' 'অবন্ধুনা' সহায়রহিতেন 'সুশ্রবসা' এতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা যুদ্ধার্থং 'উপজগ্মুষঃ' উপগতবতঃ 'দ্বির্দশ' বিংশতিসংখ্যকান্ 'এতান্' 'জনরা[illegible]' জনপদা-

নামধিপতীন্ 'ষষ্টিং সহস্রা' সহস্রাণাং ষষ্টিং 'নবতিং নব' নবসংখ্যোত্তরাং নবতিং ঈদৃক্ সংখ্যাকান্ অনুচরাংশ্চ 'রথ্যা' রথসম্বন্ধিনা 'দুষ্পদা' দুষ্প্রাপদেন শত্রুভিঃ প্রাপ্তুমশক্যেন ঈদৃশেন 'চক্রেণ' 'নি-অবৃণক্' ন্যবৃণক্ অবাং স্তুতবতঃ সুশ্রবসোজয়ার্থং অমাগত্য তদীযান্ শত্রূন্ অন্বেষীরিত্যর্থঃ।

৯ হে ইন্দ্র! অতিবিখ্যাত তুমি সহায় বিহীন সুশ্রবাঃ রাজার সহিত যুদ্ধে আসিয়াছিলে এবং বিংশতি সংখ্যক জন সমূহের অধিপতি ও ষষ্টি সহস্র নিরানব্বই সংখ্যক অনুচর সকল, ইহারদিগের সকলকেই শত্রুদিগের দুষ্প্রাপ্য রথচক্র দ্বারা তুমি জয় করিয়াছিলে।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ

৬৩৯

১০ ত্বমাবিথ সুশ্রবসন্তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্ব্বযাণং। ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমাযুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনাযঃ।

১০ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'তব' 'উতিভিঃ' পালনৈঃ 'সুশ্রবসং' রাজানং 'আবিথ' ররক্ষিথ তথা 'তূর্ব্বযাণং' রাজানং 'তব' 'ত্রামভিঃ' ত্রাযকৈঃ পালকৈর্ব্বলৈরাবিথ। কিঞ্চ 'ত্বং' 'মহে' মহতে 'যূনে' তরুণায 'অস্মৈ' সুশ্রবসে 'রাজ্ঞে' 'কুৎসং অতিথিগ্বং আযুং' এতান্ ত্রীন্ রাজ্ঞঃ 'অরন্ধনাযঃ' বশমনযঃ।

১০ হে ইন্দ্র! তুমি তোমার পালন দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে, এবং তোমার বল দ্বারা তূর্ব্বয়াণ রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি এই যুবা সুশ্রবা মহারাজার নিমিত্ত কুৎস, অতিথিগ্ব, এবং আয়ু, এই তিন রাজাকে বশীভূত করিয়াছিলে।

৬৪০

১১ যউদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখাযস্তে শিবতমা অসাম। ত্বাং স্তোষাম ত্বযা সুবীরাদ্রাঘীযআযুঃ প্রতরং দধানাঃ।১।৪।১৬।

১১ হে 'ইন্দ্র' 'যে' বযং 'উদৃচি' উদর্কে যজ্ঞসমাপ্তৌ বর্ত্তমানাঃ 'দেবগোপাঃ' দেবৈঃ পালিতাঃ 'তে' তব 'সখাযঃ' সখিবদত্যন্তপ্রিযাঃ অতএব 'শিবতমাঃ' অতিশযেন কল্যাণাঃ 'অসাম' অভূম। যজ্ঞসমাপ্ত্যুত্তরকালমপি 'ত্বাং' 'স্তোষাম' স্তবাম। অস্মাভিঃ স্তুতেন 'ত্বযা' 'সুবীরাঃ' শোভনপুত্রবন্তঃ সন্তঃ বযং 'দ্রাঘীযঃ' অতিশযেন দীর্ঘং 'আযুঃ' জীবনং 'প্রতরং' প্রকৃষ্টতরং যথা ভবতি তথা 'দধানাঃ' ধারযন্তোভূযাস্ম।১।৪।১৬।

১১ হে ইন্দ্র! আমরা দেবগণ কর্ত্তৃক পালিত এবং তোমার সখা। আমরা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া মঙ্গলের আধার হইয়াছি। আমরা যে কেবল যজ্ঞ সময়ে তোমার স্তব করি এমত নহে, যজ্ঞের পরেও তোমাকে স্তব করিয়া থাকি। তোমার প্রসাদে আমরা অতি সুন্দর পুত্র সকল লাভ করিয়া উৎকৃষ্টতর অতি দীর্ঘ আয়ু ধারণ করিব।১।৪।১৬।

ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিবরণ

৭৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠের পর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতি পূর্ব্ব কালে মিসর ও ফিনিশিয়া দেশের সহিত যে ভারতবর্ষের বাহুল্যরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তি অনেকানেক দেশ আছে, এবং তাহাতেও কালে কালে ধন-পূর্ণ সুখ-সম্পন্ন প্রধান প্রধান সাম্রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব বহু কালাবধি তত্রত্য বণিক্‌দিগের সহিত ভারতবর্ষীয় লোকের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য হিন্দুদিগের বাণিজ্য-ঘটিত-সংস্রব থাকা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হয়। অনেকের বিদিত থাকিবে, গ্রীক ও পারসীক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকে সেমিরামি নাম্নী আসীরিয়ার রাজ্ঞী, এবং ফরেদুন্, মনোচহর্, রুস্তম্, অফ্রাসিয়াব্, ফরামুর্জ্জ্ প্রভৃতি পারসীক দেশীয় নরপতি ও বীরগণের ভারতবর্ষ

প্রাচীন মহাদ্বীপ

উত্তর

আসিয়া

আরব সাগর

ফিলিপাইন দ্বীপসমূহ

বোর্ণিও

সেলিবিস

নব গিনি

ভারত মহাসাগর

উত্তমাশা অন্তরীপ

দক্ষিণ মহাসাগর

দক্ষিণ

আক্রমণ ও তাহারদিগের সহিত হিন্দু রাজদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ ও জয় পরাজয় ইত্যাদি বহুতর ব্যাপারের বর্ণনা আছে*। এই সমস্ত উপাখ্যান যে কতদূর প্রামাণিক এবং তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থই বা কি, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর; কিন্তু এই সমস্ত পুরা প্রচলিত আখ্যান দ্বারা অন্ততঃ ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয়, যে অতি পূর্ব্বে আসীরিয় ও পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রকারে যোগাযোগ ছিল। বিশেষতঃ ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উপদ্রব ঘটনা তদ্দেশীয় জনক রাজার পারসীক রাজ্য জয় করণার্থে নিজ পুত্র প্রেরণের আখ্যান †, ও ভারতবর্ষীয় ভূপতি বিশেষের মাদ‡ ও আসীরিয়ার রাজাদিগের মাধ্যস্থ স্বীকার করিয়া তৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ, এবং কয়কায়ুস্ নামক পারসীক মহীপতির ভারতবর্ষীয় রাজার নিকট কিছু মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া লোক প্রেরণ করা** এই সমস্ত পুরাবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের সম্যক্ পোষক বলিতে হইবেক।

রাজাদিগের ন্যায় বণিক্‌দিগেরও লোভ অত্যন্ত প্রবল। তাহারা সমধিক লাভ লোভে অতি পূর্ব্বেই বন, পর্ব্বত, মরুভূমি ও সমুদ্র-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা জাতীয় নৃপতিদিগের মহারাজ-যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, ঐ বর্ণনার সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল।

* Rájatarangini traduite et commentée par M. A. Troyer. Tome II. p. 438—443.

† A. Researches. Vol. 15th, p. 19.

‡ মীডিয়া।

** Xenophon's works. Philadelphia. 1836. p. 33 & 46.

প্রাচীন আসীরিক, বাবিলনীক ও পারসীক রাজাদিগের রাজত্ব কালে তত্তৎ-রাজ্যে ও তদ্দ্বারা অন্যান্য দেশে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য প্রবল থাকিবার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়*। বাবিলন দেশীয় বাণিজ্য উপলক্ষ্য করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বাবিলন দেশীয় বণিকেরা যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তত্রত্য লোক অত্যন্ত শোভাপ্রিয়, ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিল; তাহারদের যে প্রকার বাহুল্য রূপ বিষয় ভোগের বর্ণনা আছে, তাহা বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। টিসিয়স্ নামক গ্রীক পণ্ডিতের লিখিত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয়, তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত, বিশেষতঃ তন্মধ্যে কাশ্মীর ও তাহার উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তি অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত, পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় লোকের প্রবল বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। তৎকালে ভুবন-বিখ্যাত পরম সুন্দর কাশ্মীরি শাল ও বৈদূর্য্যাদি বিচিত্র বহু-মূল্য রত্ন সকল পারসীক ও বাবিলন বাসিদিগের অন্তঃপুরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুচারু শোভা সম্পাদন করিত। বোধ হয়, ঐ সকল রত্ন দাক্ষিণাত্যের ঘাট পর্ব্বতে ও কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত সমুদায়ে উৎপন্ন হইত, এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা দেশে প্রেরিত হইত†।

ঐ প্রাচীন পুস্তকে লাক্ষা, কুক্কুর, স্বর্ণাদি অন্যান্য বহুবিধ বস্তু বিষয়ক বাণিজ্যেরও প্রসঙ্গ আছে। ভারতবর্ষীয় কুক্কুরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম প্রদেশীয় লোকদিগের যাদৃশ আদর ও অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকেরই বিদিত থাকিতে পারে। তত্রত্য মৃগয়ানুরাগি ধনাঢ্য লোক সকল তাহারদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে পালন করিতেন. এবং বিদেশ যাত্রা কালে সঙ্গে লইয়া

* Journal Asiatique, IVe Serie. Tome VIII. p. 131.

† Heeren. Babylonians. Chap. II.

গমন করিতেন। ইস্ফন্দিয়ার * নামক পারসীক সম্রাট্ তাঁহার সুবিখ্যাত যুদ্ধযাত্রা কালে বিস্তর ভারতবর্ষীয় কুক্কুর, সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন, এবং বাবিলন নগরের কোন ক্ষত্রপা † ভারতবর্ষীয় কুক্কুরের ভরণ পোষণার্থে নগর চতুষ্টয়ের সমুদায় উপস্বত্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন ‡। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয়, কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর অংশে ঐ সকল কুক্কুর উৎপন্ন হইত, এবং বাল্মীকি রামায়ণ ও ন্যূনাধিক ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বকার এক পর্য্যাটকের** লিপি এই উভয় দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বোধ হয়। দশরথ-তনয় ভরত যৎকালে কেকয় দেশ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কেকয় রাজা তাঁহাকে কম্বল, অজিন, কুথ, বহু মূল্য বস্ত্র, রুক্ম নিষ্কাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কতক গুলি হৃষ্ট পুষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত কুক্কুরও প্রদান করেন। টিসিয়স্ লিখিয়াছেন, তৎ প্রদেশীয় হিন্দুরা পশু পালন করে, তথায় অত্যুৎকৃষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট মেষ জন্মে, ও সুরাগ-রঞ্জিত পরম সুন্দর পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বাক্যের সহিত কেকয় রাজার কম্বল অজিনাদি উপহার প্রদানের সুচারু রূপ সংগতি হইতেছে। কেকয় দেশ অবশ্যই কাশ্মীরের অনতিদূরবর্ত্তি তাহার সন্দেহ নাই†† অতএব বাল্মীকি রামায়ণে ও টিসিয়সের গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে, ইহা পরম কৌতূহলের বিষয়, এবং তদনুসারে কাশ্মীর ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি অন্যান্য স্থানের শিল্পজ ও স্বভাবজ বহুতর বস্তু যে বিক্রয়ার্থে পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত, এবং তথা হইতে ভূমধ্য সাগর তটে পোতারূঢ় হইয়া আফ্রিকা ও ইওরোপ বাসিদিগের ভোগ-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এ প্রকার লিপি আছে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গঙ্গাতীরস্থ পাটলিপুত্র* অবধি লাহোর নগর দিয়া পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তর ভাগে তক্ষশিলা নগরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ প্রশস্ত পথ ছিল, এবং আলেগ্জাণ্ডর যেরূপ অবলীলা ক্রমে ভারতবর্ষ প্রবেশ ও পঞ্জাব দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ও রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুদিগের রথারোহণ পুরঃসর দেশ বিদেশ গমনাগমনের যেরূপ বাহুল্য বর্ণনা আছে, তাহাতে ঐ প্রসিদ্ধ পথ বহু পূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকা, এবং তদ্দ্বারা হিন্দুস্থান ও তৎ পূর্ব্ববর্ত্তি অন্যান্য দেশীয় পণ্য সামগ্রী সকলও কাশ্মীর প্রদেশীয় দ্রব্য জাত সহকারে ভারতবর্ষের বহির্ভূত পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন রাজ্য সমুদায়ে প্রেরিত হওয়া সম্ভাবিত বোধ হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে কাবুলস্থানের অভ্যন্তর ও পারসীক মরু ভূমির উত্তরাংশ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ পথ ও তাহার যত শাখা ছিল, তদ্দ্বারাই ঐ সমুদায় দ্রব্য প্রেরিত হইত।

মনুষ্যের স্বভাব ও চেষ্টা ভূমি ও অবস্থার উপর বিস্তর নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত পথে একাকী ভ্রমণ করা কোন ক্রমেই সুসাধ্য নহে। তাহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য ও বিস্তৃত প্রান্তর পর্য্যটন করিতে হয়, এবং তৎসমীপবর্ত্তি যাযাবর অসভ্য লোকেরা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভ্রমণ করে ও সুযোগ পাইলেই পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়ন করে। এই হেতু বণিক্‌দিগের আত্মপ্রাণ ও পণ্য বস্তু রক্ষার্থে দলবদ্ধ হইয়া গমন করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। এ প্রকার সুদীর্ঘ দুর্গম পথ দিয়া সমস্ত পণ্য সামগ্রী বহন করা অল্প ক্লেশ ও সামান্য সঙ্কটের বিষয় নহে,

* Xerxes.

† পূর্ব্বকালে পারসীক রাজারা স্বীয় রাজ্যের অন্তঃপাতি কোন প্রদেশের শাসন কার্য্যে যাহাকে নিযুক্ত করিতেন তাহার নাম, ক্ষত্রপা।

‡ Herodotus. 1. 192, and VII. 187.

** Marco Polo.

†† কেকয় দেশ কোন্ স্থানে তাহা ৫৬সংখ্যক পত্রিকার ১৭৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে।

রামায়ণেও তথায় গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ থাকিবার প্রমাণ আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে ৭১ অধ্যায়ে।

* পাটনা।

† Heeren. Indians. Chap. 11.

কিন্তু মনুষ্যের ধন-লালসা ও ভোগ-তৃষ্ণা সকল প্রতিবন্ধকই নিরাকরণ ও সকল বিপদই অতিক্রম করিতে পারে। বিশেষতঃ জগদীশ্বর তত্তৎপ্রদেশে এক বহূপকারি ভার-বাহক জন্তু সৃষ্টি করিয়া বাণিজ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণে আরবীয় মরুভূমি রূপ অগ্নিক্ষেত্র অবধি উত্তরে কাস্পীয় সাগর পারবর্ত্তি অতি বিস্তৃত পতিত দেশ পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থানেই এই উষ্ট্র নামক অমূল্য পশু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা উত্তপ্ত মরুভূমি ও দারুণ দুর্গম প্রান্তরে অবলীলাক্রমে গমন করিতে পারে, এবং পৃষ্ঠোপরি ষোড়শ মন ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনশন বা কণ্টক ভোজন করিয়া ও কিঞ্চিন্মাত্রও জলপান না করিয়া দ্রুতবেগে ভ্রমণ করে * । তাহারদিগকে সর্ব্বদাই বালু ভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, অতএব শ্লথ বালু মধ্যে বারম্বার পদ প্রবিষ্ট হইয়া গমনের ব্যাঘাত না জন্মে এই নিমিত্ত জগদীশ্বর তাহারদিগকে প্রশস্ত খুর প্রদান করিয়াছেন, এবং তাহারদের উদরে জল রাখিবার এক স্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহারা তথায় বারি সঞ্চয় করিয়া ক্রমাগত বহু দিবস নির্জ্জল দেশ ভ্রমণ করে, ও প্রয়োজন মতে সেই জল উদ্গীর্ণ করিয়া পিপাসা শান্তি করে ও শুষ্ক অন্ন সিক্ত করে। মরুভূমি মধ্যে সর্ব্ব স্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, অতএব তাহারদিগকে এরূপ অসামান্য ঘ্রাণ শক্তি দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তাহারা ১৷৷ ক্রোশ থাকিতে জলাশয়ের সত্তা উপলব্ধি করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হয়। উষ্ট্র না থাকিলে আসিয়া খণ্ডের এরূপ বলবৎ বাণিজ্য নির্ব্বাহ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। ইওরোপীয় লোকে তাহারদিগকে এই প্রকার মহোপকারি জানিয়া শীতল দেশে আহরণ ও রক্ষা করণার্থে যত যত্ন করিয়াছেন, সমুদায়ই বিফল হইয়াছে। অতএব তাহারদের প্রকৃতি উষ্ণ ভূমিরই উপযুক্ত, সুতরাং তাহারা তত্রত্য লোকের ক্লেশ হরণ পূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায় সুলভ করণার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে।

বণিক্‌দিগের যুগপৎ যাত্রা ও পশু যান দ্বারা পণ্য বাহন ব্যতিরেকে তাহারদের শ্রম লাঘবের আরও এক উপায় অবধারিত হয়। অতি পূর্ব্বাবধি আসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বাবিলনীক পারসীক প্রভৃতি অতি প্রশস্ত সাম্রাজ্য সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদীয় ভূপাল সকল রাজ্যের সর্ব্বাংশে গতায়াত ও যোগাযোগ সাধনার্থে বহু-ধন-সাধিত উত্তমোত্তম রাজমার্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিতে হইলে স্থানে স্থানে বিশ্রাম স্থানের প্রয়োজন হয়, অতএব ঐ সকল পথে বহু কালাবধি ভূরি ভূরি পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। যদিও মোসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পর পান্থশালার বিশিষ্টরূপ বাহুল্য হইয়াছে*, কিন্তু বাইবেল পুস্তক ও হিরোডোটসের গ্রন্থপ্রমাণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতেছে, যে অতি পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে পথিকদিগের নিবাসোপযোগি এই প্রকার অনেকানেক স্থান ছিল †। অতএব দেশ ব্যবস্থা, ভূমির গুণ, ও মনুষ্যের স্বভাব এই তিনের যোগে আসিয়া খণ্ডের স্থলপথীন বাণিজ্য যেরূপ হওয়া সম্ভব, বাস্তবিক সেই রূপই হইয়াছে।

যেরূপ স্থল-পথ দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগের সহিত পারসীক ও বাবিলন দেশ প্রভৃতির বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল, সেইরূপ সমুদ্র-পথ দ্বারা দাক্ষিণাত্যেরও সহিত তত্তৎ দেশের যোগাযোগ ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ফিনিশিয়া দেশীয় বাণিজ্যোৎসাহি বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাহুল্য রূপ বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ‡। তদ্ভিন্ন হিব্রু ও গ্রীক গ্রন্থ-

* বণিক্‌দিগের উষ্ট্র সকল সচরাচর প্রতিদিন ১৬ বা ১৮ ক্রোশ চলিয়া থাকে; কিন্তু এপ্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে কোন কোন উষ্ট্র প্রতিদিবস শত ক্রোশের অধিক গমন করিয়াছিল।

* কারণ কোরাণে পান্থশালা প্রতিষ্ঠার বিধান আছে।

† Macpherson's annals of commerce. Vol. Ist. p. 9, &ca.

‡ ৭৮ সংখ্যক পত্রিকা।

কায়দিগের * লিপি প্রমাণে নিশ্চয় অবগত হওয়া যাইতেছে, যে বাবিলনীক লোকদিগের সমুদ্র যাত্রা ছিল, তাহারা পারসীক সমুদ্রের বেলাভূমিতে গেরা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিল, ঐ গেরা ও তৎসন্নিহিত কতিপয় দ্বীপ তাহারদের গঞ্জ স্বরূপ ছিল, এবং বণিকেরা তথা হইতে দ্রব্য সমুদায় ক্রয় করিয়া বাবিলন নগরে এবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। আলেগজাণ্ডরের পোতাধ্যক্ষ নিয়ার্কসের লিপি প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তৎকালে সিংহলোৎপন্ন মুক্তার বিষয় পারসীকাদি দেশে বিশিষ্ট রূপে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পারসীক সাগরের মোহনায় দারুচিনি ও তদনুরূপ অন্যান্য পণ্য বস্তুর এক গঞ্জ ছিল। পূর্ব্বেও প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে ফিনিশিয়ার বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে দারুচিনি প্রভৃতি প্রেরণ করিত। অতএব এই সমস্ত বিবিধ বৃত্তান্তের পরস্পর সমন্বয় করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে বাবিলনীক রাজ্যের প্রাদুর্ভাব কালে এবং তৎপরেও প্রথমকার পারসীক সম্রাট্দিগের সময়ে সমুদ্র পথে তত্তৎ দেশীয় লোকদিগের সহিত দাক্ষিণাত্য ও সিংহলবাসি বণিক্দিগের বিস্তৃত রূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, এবং এই বাণিজ্য যোগে ভারতবর্ষ হইতে মুক্তা, গজদন্ত, আবলুষকাষ্ঠ, দারুচিনি ও অন্যান্য তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য পূর্ব্বোক্ত দেশ সমুদায়ে প্রেরিত হইত †। কোন্ কোন্ জাতীয় লোক এই বাণিজ্যের পণ্য বাহক ছিল, এই প্রস্তাবের প্রথম অধ্যায়ে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে।

তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় পণ্য সামগ্রী সমুদায় কাবুল ও বাখতর্ নগর দিয়া আসিয়া খণ্ডের মধ্য ভাগে প্রেরিত হইত। এক্ষণে বোখারা যেরূপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান, পূর্ব্বে বাখতর্ নগর সেই রূপ ছিল। যখন হিরোডোটস্ কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্ববর্ত্তি দেশ সমুদায় অবগত ছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে কাস্পীয় সাগরে সমুদ্রপোতের গমনাগমন ছিল, ও তাঁহার পরে আলেগজাণ্ডরের পারসীক ও ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ভারতবর্ষীয় বস্তু সমুদায় চক্ষুস্ নদী দিয়া কাস্পীয় সাগরে এবং তথা হইতে কৃষ্ণসাগরের তটে প্রেরিত হইত, তখন ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত বলিতে হয়, যে হিরোডোটসেরও বহু পূর্ব্বে এই প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় দ্রব্য জাত প্রথমে বাখতর্ ও সমরকন্দে প্রেরিত হইত, এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তরে তাতার দেশ ও পশ্চিমে কাস্পীয় সাগর দিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ অনেকানেক নগরে এবং পূর্ব্বদিকে কবি নামক মরু-ভূমির সমীপ দেশ দিয়া চীন রাজ্যে প্রেরিত হইত *। এক্ষণে যেরূপ হিন্দু বণিকেরা বোখারা দেশে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ অতি পূর্ব্বেও তাহারদের তৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া নানা দিগ্দেশে স্বকীয় পণ্য সামগ্রী প্রেরণ করা, এবং যাবতীয় ভারতবর্ষীয় লোকে আসিয়া খণ্ডের মধ্য ভাগে স্থানে স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল তাহারদেরও তথায় বাণিজ্যার্থে যাত্রা করা সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়।

এ পর্য্যন্ত অতি পূর্ব্ব-কালীন বাণিজ্যের বিষয় বিবরণ করা গেল, পরন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে এক অসাধারণ ব্যাপারের ঘটনা হইয়া বাণিজ্য বিষয়ের নব উৎসাহ ও নূতন পদ্ধতি হইল। যখন গ্রীক সম্রাট্ আলেগজাণ্ডর নানা দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইওরোপীয় লোক সকল তাঁহার সমভিব্যাহারি বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার বিদ্যাদি নানা বিষয় অবগত হয়েন, এবং তৎ সহকারে ভারতবর্ষের ধান্য, কার্পাস, শকর, তিল-তৈল, লাক্ষা, শাল, আগ্নেয় গন্ধ-দ্রব্য, ভক্ষ্য গন্ধ-দ্রব্য, পৈষ্টী সুরা, তাল মদ্য, ইত্যাদি

* Isaiah, Æschylus, Agatharchides, &ca.

† Heeren. Babylonians.

* Heeren Scythians &ca

শিল্পজ ও স্বভাবজ বিবিধ সামগ্রীর সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বে ব্রীহি,শর্কর,কার্পাস,জটামাংসী প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃত নাম অবিকল বা ঈষৎ অপভ্রষ্ট হইয়া গ্রীক ও পারসীকাদি ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে। গ্রীক সম্রাটের অমাত্যেরা ভারতবর্ষের উদ্ভিদ-শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং পরম আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সুচারু বর্ণনা ও সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইওরোপীয় লোকে সেই সকল বস্তুর সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া বাণিজ্য যোগে তৎ সমুদায় আহরণার্থে যত্নবান্ হইল*।

আলেগ্জাণ্ডর অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইয়া সুপ্রণালী ক্রমে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সংস্থাপনের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হওয়াতে স্বয়ং তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাহার কিছু কিছু সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্য বিশেষের বংশোদ্ভব টলেমি নামক বহু-গুণ-সম্পন্ন ভূপতি গণ মিসর রাজ্যের অধিকারি হইয়া সাতিশয় যত্ন ও উৎসাহ সহকারে এই বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহারদের রাজত্ব কালে ফিনিসিয়া দেশীয় টায়র্ নগরের পরিবর্ত্তে মিসর রাজ্যের রাজধানী আলেগ্জাণ্ড্রিয়া নগরী ভারতবর্ষীয় বস্তুর কোষাগার স্বরূপ হইয়াছিল, এবং সেই সকল দ্রব্য তথা হইতে ইওরোপখণ্ডের অন্তঃপাতি বিবিধ স্থানে প্রেরিত হইত। পরে যখন রোমীয় রাজারা তাঁহারদিগকে রণে পরাজয় করিয়া মিসর দেশ অধিকার করিলেন, তখনও এ বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভোগাভিলাষি সুখাসক্ত রোমীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় উত্তমোত্তম সুভোগ্য সামগ্রীর লোভে সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক এই বাণিজ্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা এরূপ ভোগাসক্ত ছিলেন,যে এক এক মোহর দিয়া এক এক তোলা রেশম ক্রয় করিতেন। এই সময়েই লোক গতায়াতে মিশর দেশের সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ হইল, এবং এখানকার উত্তমোত্তম সুখদ সামগ্রী সম্ভোগ এবং দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনুশীলন দ্বারা মিশর দেশস্থিত লোকদিগের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামতের বিস্তর পরিবর্ত্তন *হইতে লাগিল*। তাহারদিগকে ভারতবর্ষীয় পণ্য-বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কেবল আরবীয়দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত না। গ্রীক ও রোমীয়দিগের অধিকার সময়ে লোহিত সাগর হইতে ভূরি ভূরি সমুদ্রযান ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত ; এপ্রকার প্রামাণিক ইতিহাস আছে, যে রোমীয় লোকেরা জল পথে চীন দেশেও উপস্থিত হইয়াছিল†। বিশেষতঃ পূর্ব্বে নাবিকেরা আরব ও পারসীক বেলাভূমির নিকট দিয়া নৌকা চালনা করিতেন,হিপালস্ নামক এক রোমীয় নাবিক ভারত মহাসাগরের বায়ু প্রবাহের নিয়ম নিরূপণ করাতে, নাবিকেরা তট পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যস্থান দিয়া নৌকা চালনা আরম্ভ করিল‡, এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের পথ পূর্ব্বাপেক্ষায় বিস্তর সুলভ করিয়া দিল।

এরিয়ান্ নামক এক বণিক্ বা নাবিকের গ্রন্থে § এই বাণিজ্যের অতি সুন্দর বর্ণনা

* Humboldt's Cosmos, by Sabine,page, 108. & 155.

* তৎকালে মিশর দেশে ভারতবর্ষীয় পণ্য বস্তুর সহিত জ্ঞান শাস্ত্র সমুদায়ও নীত হইয়াছিল।—Wilson's Vishnu Puran. Preface, p. VIII. বোধ হয় এই সুযোগে গ্রীশ দেশীয় জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের কোন কোন বিষয়ও ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিবেক।

† Humboldt's Cosmos, by Sabine, p. 188. Journal Asiatique IVe. Serie. Tome. VIII. p. 139.

‡ Vincent's commerce of the Ancients in the Indian ocean. Vol. II. p. 47, 467, 469.

বিন্সেন্ট সাহেব অনুমান করেন, যে হিপালস্ ভারতবর্ষীয় বা আরবীয় নাবিকদিগের নিকট এই বায়ু প্রবাহের নিয়ম শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এঅনুমান সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয়।

§ Periplus of the Erythrean Sea.

আছে। তৎপ্রমাণে নিঃসংশয়ে অবগত হওয়া গিয়াছে, যে তৎকালে এবং অবশ্যই তাহার পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত পশ্চিম উপকূল ধন ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল। তাহা পাঠ করিলে বোধহয়, যেন উত্তরে সিন্ধুনদের মোহানা অবধি দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ আপণ-শ্রেণী সুসজ্জীভূত ছিল। আরবীয়, মিশরীয় ও রোমীয় বণিকেরা সেই সমস্ত আপণে সমাগম পূর্ব্বক নানাবিধ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিত*।

যৎ কিঞ্চিৎ যাহা লেখা গেল, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে আরবীয় ও মিশরীয় লোকেরাই সচরাচর গমনাগমন করিয়া এই বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে হিন্দুদিগের কত দূর হস্তক্ষেপ ছিল তাহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য। এইক্ষণে যে সময়ের বাণিজ্য বিষয়ক বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করা যাইতেছে, তখন ভারতবর্ষীয় পোতবণিক্‌দিগের যে আরব রাজ্যে ও তৎপ্রদেশীয় অন্যান্য দেশে গমনাগমন ছিল, তাহা পূর্ব্বে এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে†। তখন এই প্রকার অনুমান করা গিয়াছিল, যে আগাথর্চ্চাইডিস্ নামক গ্রন্থকর্ত্তার কথা প্রমাণে তৎকালে হিন্দুনাবিকদিগেরও আরব রাজ্যে গতায়াত করা অসম্ভাবিত বোধ হয় না; সম্প্রতি দৃষ্ট হইল এক ফরাশীশ গ্রন্থকার তদনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, হিন্দুরা যে পূর্ব্বে পারসীক সমুদ্রে ও আরবীয় বেলা ভূমিতে সমুদ্র পথে গতায়াত করিত, আগাথর্চ্চাইডিসের গ্রন্থে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়‡। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে বোগ্‌দাদের খলিফা নামক ভূপালদিগের অধিকার সময়ে কতকগুলি হিন্দুসন্তান দলাক্রান্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে টাইগ্রিস্ নদীর তীরে যুদ্ধাভিপ্রায়ে উপনীত হইয়াছিল; অতএব তৎপূর্ব্বে তাহারদের পূর্ব্বোক্ত পথে অবশ্যই গতায়াত ছিল সন্দেহ নাই*। হম্‌জা ও মসূদি প্রভৃতি পারসীক ও আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তারা একবাক্য হইয়া অঙ্গীকার করেন, যে ভারতবর্ষীয় পোতবণিকেরা খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে এবং তাহার পরেও স্বকীয় সমুদ্রযান আরোহন পূর্ব্বক পারসীক সমুদ্রে ও টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী তটে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন†। অতএব আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বাংশে সুখতর দ্বীপে হিন্দুদিগের বাস ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য প্রমাণের সহিত এই সমস্ত বৃত্তান্তের ঐক্য করিলে ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে গ্রীক ও রোমীয় রাজাদিগের অধিকার কালীন মিসর দেশীয় বাণিজ্যের সময়েও হিন্দুদিগের এই প্রকার ব্যবহার ছিল। তবে অনুমান করি, আরবীয় ও মিসর দেশীয় নাবিকেরা এবিষয়ে তদপেক্ষায় বাহুল্যরূপে ব্যাপৃত ছিল; আরবীয় লোকে বাণিজ্যার্থে আসিয়া সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে বহুকালাবধি বাস করিয়া ছিল§।

আর হিন্দু নাবিকেরা অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক স্বদেশের উপকূলে বাণিজ্য-ঘটিত বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত। নদীমুখ হইতে সমুদ্রযানের পণ্য দ্রব্য উদ্ধার, সমুদ্র তটস্থ এক আপণ হইতে আপণান্তরে দ্রব্য গ্রহণ, বিদেশীয় সমুদ্রযানের সুপথ প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া মহোৎসাহ সহকারে কার্য্য সাধন করিত।

তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলের সহিত আফ্রিকার পূর্ব্ব

---

* ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বারোচ, সুপার, নীলেশ্বর প্রভৃতি বিস্তর নগর অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য-স্থান ছিল, এবং তন্মধ্যে বারোচ নগর সর্ব্বাপেক্ষায় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে পূর্ণ ছিল। বিন্‌সেন্ট সাহেব এই সকল স্থানের সবিশেষ বিবরণ করিয়াছেন।—Vincent's commerce of the Ancients in the Indian ocean. Vol. II.

† ৭৮ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।

‡ Journal Asiatique. IVe.Serie. Tome VIII, p. 140

* Journal Asiatique, IVe Série, Tome VIII. p. 140.

† ঐ গ্রন্থের ১৪১ ও ৩০৬ পৃষ্ঠায়।

§ আগাথার্চ্চাইডিস্ ও প্লিনির পূর্ব্বাবধি, অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের শত বর্ষাপেক্ষায়ও অধিক কাল পূর্ব্বাবধি।

উপকূলের পরস্পর বাণিজ্য বিষয়ক যোগাযোগ থাকিবার বিষয় লিখিত আছে। গ্রীক ও রোমীয় বণিক্‌দিগের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না, অতএব বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকালাবধি এই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। অতি পূর্ব্বাবধিই ঘৃত, তৈল, শর্করা, তণ্ডুল, কার্পাস-বস্ত্রাদি পণ্যবস্তু-পরিপূরিত সমুদ্রপোত সমুদায় দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্ত হইতে মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়া অপর পারে উপনীত হইত *।

এইরূপে যখন মিসর দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাহুল্য রূপ সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তখন স্থল পথেও ভারতবর্ষীয় পণ্য বস্তু সকল পশ্চিম দিকে সীরিয়া দেশ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগর তটে প্রেরিত হইত। সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতি সুপ্রসিদ্ধ তাদ্‌মোর নগর অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান ছিল, এবং ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য দ্বারাই তাহার সাতিশয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরে যখন রোমীয় লোকেরা উক্ত দেশ জয় করিয়া স্বাধিকার-ভুক্ত করিলেন, তখন তাদ্‌মোর নগরের স্বাধীনত্ব ও সৌভাগ্য বিনাশ সহকারে তাহার বাণিজ্যও নষ্ট হইল †।

সংসারের কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে; ভুবন-বিখ্যাত রোমীয় রাজারাও ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে বহুকাল একচেটে করিয়া রাখিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে কস্মস্ নামক এক মিশরীয় বণিক্ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, যে তৎকালে ভারত মহাসাগরে রোমীয়দিগের খ্যাতি প্রতিপত্তির লাঘব হইয়া পারসীক লোকের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছিল। ফলতঃ কেবল ভারত সমুদ্রে কেন, তৎকালে রোমরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে ছিল, রোমীয়দিগের কীর্ত্তি ও গৌরব লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহারদের সৌভাগ্য রূপ দিবাকর অস্ত হইতেছিল। তৎকালে যৎপরিমাণে তাঁহারদের সাম্রাজ্য নির্দ্দয় অসভ্য লোকের কঠোর হস্তে পতিত হইতে লাগিল, তৎপরিমাণে তাঁহারদিগকে ভারতবর্ষীয় সুভোগ্য সামগ্রী ভোগে বিরত ও তদীয় বাণিজ্যে নিবৃত্ত হইতে হইল, এবং যেমন নদীর এক তীর ভগ্ন হইয়া অন্য তীরের বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ রোমীয় বণিক্‌দিগের প্রভাব নষ্ট হইয়া পারসীক বণিক্‌দিগের সৌভাগ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। তাহারা দাক্ষিণাত্যের উপকূলে ও সিংহল দ্বীপে নিয়ত গতায়াত করিত এবং তথায় বসতি করিয়াও থাকিত ও ভারতবর্ষের বহুমূল্য পণ্য সকল স্বদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী দিয়া উত্তরে ও পশ্চিমে বিবিধ দেশে প্রেরণ করিত। কিছুকাল পরে উৎসাহোন্মত্ত আরবীয় লোকে পারসীক ও মিসর দেশ অধিকার পূর্ব্বক এই সমৃদ্ধি-সাধক বাণিজ্যে বাহুল্যরূপে ব্যাপৃত হইয়া তদর্থে চীন দেশে গিয়াও বাস করিয়াছিল, এবং ভুবন-বিখ্যাত ওমর নামক খলিফা পারসীক সমুদ্রের কিছু উত্তরে বস্‌রা নগর স্থাপন করিয়া তাহাকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থান করিয়াছিলেন। এই পারসীক ও আরবীয় বণিক্‌দিগের প্রাদুর্ভাব কালে ভারতবর্ষীয় ও চীন দেশীয় পণ্য-বাহক পোত সমস্ত পারসীক সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইয়া টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী প্রবেশ করিত, এবং হিন্দু

* Vincents commerce &ca. Vol. II. p. 282.

ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে হিন্দুরা সুখতর দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল, এবং ইহাও সর্ব্ব সাধারণের বিদিত আছে, যে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সোফাল বা সোফার নামে এক স্থান আছে। অতএব যেমন তাহারা সুখতর দ্বীপে গিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম রাখিয়াছিল, সেইরূপ তাহারা আফ্রিকায় বসতি করিয়া গুজরাটের সন্নিহিত সুপার স্থানের নামানুরূপ নাম রাখিয়া থাকিবেক। সোফাল বা সোফার তাহারই অপভ্রংশ। এই সকল বিবেচনায় হিন্দুদিগের স্বকীয় পোত দ্বারা এই বাণিজ্য নির্ব্বাহ করাই সম্ভাবিত বোধ হয়। বিন্‌সেণ্ট সাহেব কহেন, যদি কোন কালে হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা স্বীকারের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে আমরা এই স্থলেই তাহা অঙ্গীকার করিতাম। কিন্তু তাঁহার এপ্রকার হৃদয়ঙ্গম ছিল, যে হিন্দুরা কখনই সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার করে নাই; এই হেতু তিনি তৎপক্ষে অনেক সম্ভাবনা দেখিয়াও আরবীয় বণিক্‌দিগকে এই বাণিজ্যের পণ্য-বাহক বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রার বিষয় এক্ষণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে।

† Heeren. Vol II. Appendix IX.
Robertson's India. section II.

ও চীন বণিকেরা তথায় উপনীত হইয়া স্বদেশীয় বিবিধ প্রকার সুভগ সামগ্রী দ্বারা তৎপ্রদেশীয় লোকের ভোগ-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিত* ।

মোসলমানদিগের ভারতবর্ষ অধিকারের পূর্ব্বে অন্য অন্য দেশের সহিত হিন্দুদিগের যেৰূপ বাণিজ্য-বিষয়ক সংস্রব ছিল, তাহাই বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। অতএব ভূমণ্ডলের পশ্চিম খণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ের বৃত্তান্ত এই স্থানেই সমাপ্ত করা গেল।

* Journal Asiatique. IVe. Serie, Tome, VIII, p. 306. Robertson's India, sections II. &III.

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার।

৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠের পর

এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রধান প্রধান নীতি-দর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত ভেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিৰূপণার্থে কত তর্ক বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দেশ ভেদে ও কাল ভেদে কত শত ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রকৃতির ইতর বিশেষই ইহার প্রধান কারণ। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া এই সংসারকে কতকগুলি অসম্বদ্ধ বস্তুরাশি মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও বিশেষ উপকারিতা গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি মহা মহা নদী; মেঘ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পদার্থ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বি বস্তু, ইত্যাদি যাহাতে বিশিষ্ট ৰূপ শক্তি, প্রভাব ও তেজোবাহুল্য ও হিতকারিতা গুণ স্পষ্টৰূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বিতীয় আকর স্বৰূপ পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভে অসমর্থ প্রযুক্ত তাহাতেই ভক্তি এবং তাহারই অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অদ্যাপি তাহার দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তি ও আশ্চর্য্য প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ধর্ম্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল ব্যক্তিতেই থাকে, যথোচিত বুদ্ধি পরিপাক না হইলে সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে তাহা নিয়োজিত হয় না।

এইৰূপে ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষও পরস্পর মত ভেদের আর এক কারণ। যাঁহার জিঘাংসা, আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতাবৃত্তি অতি ক্ষীণ, তিনি উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বৰূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সভয় চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্য ও উপাসক উভয়েরই দয়া ও ন্যায়পরতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইষ্ট দেবতার তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে দেবতার অর্চ্চনা করিলেই তিনি সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন ও সকল অভীষ্টই সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা ও বুভুক্ষা বৃত্তি যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু যাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এ তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, ও ইতর বৃত্তি সমুদায় তাহা-

রদের বশবর্ত্তি হয়,তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অবশ্যই অন্য প্রকার হইবেক।

বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেৰূপ শৃঙ্খলা ও আমারদের মনের যেৰূপ প্রকৃতি; তাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির, প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিলেই সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ হয়,আর তাহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ ঘটনা হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং নানা প্রকার সাংসারিক সুখ উৎপন্ন হয়; আর তাহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে সেই অতুল আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, এবং আন্তরিক যন্ত্রণা ও সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ৰূপ প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিবার পরক্ষণেই মনে মনে পরম পরিতোষ জন্মে। যখন আমারদের কোন মনোবৃত্তি অন্যান্য বৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিষয় ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ সুখের উৎস স্বৰূপ হইয়া অনর্গল আনন্দ নীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্য স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, অর্জনস্পৃহা, নির্ম্মিমিৎসা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, আত্মাদর প্রভৃতি সামান্য বৃত্তি সমুদায় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি থাকিয়া চরিতার্থ হইলে সুখসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে তৃপ্ত করিয়া—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান এবং ভ্রাতৃ স্বৰূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখ মোচন ও সুখ সাধন করিয়া দয়াবান্ দাতার উদার-চিত্ত আনন্দামৃত-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে! অশেষ গুণালঙ্কৃত অত্যাশ্চর্য্য-স্বৰূপ পরাৎপর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য আলোচনা করিলে ভক্তি, আশা, ও আশ্চর্য্য বৃত্তি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া অন্তঃকরণে যেৰূপ অপর্য্যাপ্ত সুখামৃত বর্ষণ করে, তাহা বাক্য-পথের অতীত! বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই বা কতসুখের উৎপত্তি হয়! জগতের স্বাভাবিক শোভা দর্শন,সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও কাব্যামৃত রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন প্রফুল্ল হয়! আর মেধাবি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া—জ্ঞানরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া যেৰূপ বিমল আনন্দ লাভ করেন, তাহা অন্যের অনুধাবন করিবার সামর্থ্য নাই। এইৰূপে সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর আমারদিগের মনোবৃত্তি-চালনার পুরস্কার স্বৰূপ প্রচুর সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আমরা আপনারদিগের অপকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়কে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই তাহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। এপ্রকার প্রগাঢ় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া সামান্য ক্ষতির বিষয় নহে; ইহাকে আমারদের যথোচিত চিত্ত চালনার ত্রুটি নিমিত্তক দণ্ড স্বৰূপ জ্ঞান করা উচিত। যদি ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্ম্ম-জন্য সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাহার সমুচিত শাস্তি স্বৰূপ বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইত। কিন্তু এপ্রকার সুখ ভোগে বঞ্চিত হওয়া যে দারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। যেৰূপ চিররোগি ব্যক্তি শারীরিক-স্বাস্থ্য-জনিত অপূর্ব্ব সুখের স্বাদগ্রহে সমর্থ নহে, সেই প্রকার ধর্ম্ম ৰূপ নির্ম্মল নীরে চিত্তকে ধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যেৰূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি তাহা কখনই পারেনা; কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্ম্ম ৰূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অসুস্থ হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি মনুষ্যেরা আপনারদিগের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্য্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে

পারে ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাও জ্ঞাত নহেন। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিতই বা আমারদের কিরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, তাহাও শিক্ষা করা আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ফূর্ত্তি সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনারদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বশতঃ কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে তত্রত্য অজ্ঞানি মনুষ্যেরা তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া তাঁহার অনির্দ্দেশ্য বিড়ম্বনার ফল মনে করে। ইহাতে তাহারদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় সম্যক্ চরিতার্থ হয় না। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎ প্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুব্ধ থাকে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানা প্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ন্যায়-পরতা বৃত্তি অতি অতৃপ্ত থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃপুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার প্রতিফল রূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনার দিগের উপাস্য দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে তাহারদিগের প্রত্যয় হওয়া কি-প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত সুখ-ধারা উৎসারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহারদিগের এবোধ নাই বলিয়া কদাপি ঐশিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না,—জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-সুখ সম্ভোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

ইহা বলা বাহুল্য, যে জগদীশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় না জানিলে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করা সম্ভাবিত নহে। এই অখিল সংসার রূপ ভ্রম-শূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বিতীয় উপায়, অতএব তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আবৃত থাকিয়া অহরহ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভোদ্দেশ্য নিয়ম সমুদায় লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহারদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে স্ফূর্ত্তি পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম পালন পূর্ব্বক দুঃখ বর্জ্জন ও সুখ সম্ভোগ করেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্ম্মল মঙ্গল স্বরূপে তাঁহারদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই। যৎ পরিমাণে বস্তু বিচার দ্বারা বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবেক, তৎ পরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হইতে থাকিবেক। এদেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরকে অতি ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ জ্ঞান করিয়া এই প্রকার বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্, ভূলোকের ভার মোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ও অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অবিহিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত থাকেন, আর জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহাকে পূজা দিলে এবং তাঁহাকে স্তুতি প্রণতি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করেন, ও

তাঁহার অর্চনা না করিলে তিনি কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহারদের বিবেচনারই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে নানা প্রকার বিদ্যা প্রচার দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা হইতেছে,—শীঘ্র বা কাল বিলম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশা প্রভাতা হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বর-প্রসাদে যৎ পরিমাণে বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবেক, তৎ পরিমাণে তাঁহার পরাৎপর পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবেক, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি হইতে থাকিবেক।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি হয়েন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পাতা পরমেশ্বরের বহুতর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আমারদিগের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে আমারদিগের যত মনোবৃত্তি আছে তাহার অধিকাংশই কেবল পৃথিবীর কার্য্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম, অপত্যস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিমিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, জুগোপিষা, সাবধানতা প্রভৃতি প্রাণিনিষ্ঠ বৃত্তি এবং পরিমিতি, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অখণ্ড্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর রক্ষার্থে বুভুক্ষা, জীবপ্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদুদ্ধার ও প্রতিবন্ধক নিরাকরণার্থে প্রতিবিধিৎসা, গৃহ নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়নাদির নিমিত্ত নির্ম্মিমিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবৎসা, ভাবি দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনোবৃত্তিই ভূলোকের এক এক কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহারদের সম্যক্ উপযোগিতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এই পৃথিবীতে তাহারদিগকে যথোচিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ সঙ্কল্প করিলে জগদীশ্বরের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমারদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় নরমাত্রিক বৃত্তি পরলোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবি অবস্থাতেও তাহারদের উপযোগিতা থাকিতে পারে; কিন্তু পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকে লোকের দুঃখ নিবারণার্থে ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আলয় করিবার নিমিত্তেও যে তাহারদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহারদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে,তাহার কোন সংশয় নাই। যৎ পরিমাণে আমারদের মানব প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবেক, তৎ পরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য বিষয়ক জ্ঞানেরও আধিক্য হইতে থাকিবেক, এবং তৎপরিমাণে আমরা তাঁহার পরাৎপর পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে বিলক্ষণ রূপে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতি র্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ুবিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই এই স্বভাব, যে সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহ সহকারে চালিত হইলেই প্রচুর সুখপ্রদান করে,আর নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। অতএব শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও

তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই উভয়ই আমারদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা শক্তির স্বভাবিক অল্পতা বশতঃ যাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী বোধ নাই, তাহার সুখ প্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। সেইরূপ যে সৌভাগ্যশালি ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রখরা হয়, ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সুমার্জ্জিত হয়, তিনি তাহা প্রবলরূপে চালনা করিয়া যে রূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, চেষ্টারহিত-মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা কখনই তাদৃশ সুখের অধিকারি হইতে পারে না। তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে না পারিয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি চালনায় অভ্যাস না থাকাতে বিস্তর সুখে বঞ্চিত হয়। বিশেষতঃ সৃষ্টিক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও এই মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যাহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া আপনারদের বুদ্ধিকে অমার্জ্জিত রাখে, এবং সুতরাং পরম সুন্দর বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাধিপের অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহারদিগকে বিস্তর বিস্তর নির্ম্মল আনন্দ লাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ঈশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসারি রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর নিয়ম অবগত হইয়া যে প্রকার সুখ প্রাপ্ত হয়েন, কুসংস্কারাবিষ্ট মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটেনা। তাহারা শাস্ত্র বিশেষের প্রমাণানুসারে কাল্পনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র শ্রবণেই আপনারদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ অখণ্ড্য অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারি হয় না, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। অতএব পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহারদিগকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফলে যায়।

এই রূপ যে পাপিষ্ঠ নরাধমেরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্যথাচরণ করে, তাহারদের শত শত প্রকার প্রসিদ্ধ শাস্তির বিষয় দূরে থাকুক, তাহারদিগের যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনার ফল রূপ পরম পবিত্র সুধাস্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহারদের সামান্য শাস্তি নহে। নির্দ্দোষ সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া যে রূপ আত্ম প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন, জগদীশ্বরের কার্য্য আলোচনা ও বিচিত্র শক্তি চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া ও তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, এবং পরহিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি দুঃখিকে অন্ন দান, রোগিকে ঔষধ প্রদান এবং অজ্ঞানিকে জ্ঞান দান করিয়া যেপ্রকার প্রগাঢ় হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার আস্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া যখন হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা অতি দীন পিতৃ-হীন বালক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া আপনার মলিন মুখের হাস্য দ্বারা মনের পরিতোষ প্রকাশ করে, এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া নয়ন যুগল সজল ও উজ্জ্বল করে, তখন তাঁহার কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয়! যিনি চিরজীবন মধ্যে এরূপ একটি পুণ্য কর্ম্মও করিয়াছেন, তাঁহার সুখ সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয় না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার অন্তঃকরণ সুখামৃত রসে সিক্ত হয়। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ সদৃশ নিতান্ত প্রতিপালিত আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিলে কত আহ্লাদই হয়! যিনি স্বয়ং জল তরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তাহার মুখাবলোকন করিলে কেমন পুলকিত হয়েন! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, এবং অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়!

যে পাপাসক্ত দুরাচারেরা এমন সুখ-ভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারদের কর্ম্মানুযায়ি শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট থাকে?

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম পালন করিলেই সাংসারিক সুখ হয় এবং লঙ্ঘন করিলেই বিবিধ প্রকার অমঙ্গল ঘটনা হয়। ধর্ম্মাচরণে যে সাংসারিক সুখোৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহার করিলে কেমন প্রীতির পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া, ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমাদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফুল্ল চিত্তে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমারদের আজ্ঞা পালন করে। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনও অন্যায় ও অসাধ্য কর্ম্মের অনুমতি করেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধনে তাহারদের বিরক্তি হয় না। ধর্ম্মশীল মিত্রের আদরের সীমা কি! তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হয়, তাঁহাকে যথা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার মুখাবলোকন ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক ও রাজকীয় কর্ম্মচারিদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহারে অভ্যাস পাওয়া অশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হয়েন, এবং তাঁহারদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক প্রকার বুদ্ধি-শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, এবং তাহারও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সকলে এক এক প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই সংসারের সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে;—এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধ প্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। "আমি মনুষ্যবর্গের অভাব দূরীকরণার্থে পরিশ্রম করিতেছি" এই মনে করিয়া যে কৃষক ও শিল্পকার কার্য্য করে, এবং "ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি সাধন হয়" এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পরহিতৈষী ব্যক্তি স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহারদেরই প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির বিধানানুযায়ি কার্য্য করা হয়, এবং তাঁহারাই বিশিষ্ট রূপে কৃত কার্য্য হয়। ইহাতে তাহারদের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তিও বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্যপ্রভৃতি সকলেরই প্রতি এই ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগির স্বাস্থ্য লাভ মাত্রের উদ্দেশে তদ্গতান্তঃকরণে চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি আপন মওয়াক্কেলের মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-জনিত পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, এবং যথেষ্ট সমাদর, নির্ম্মল যশ, ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ সমধিক ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন।

আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির আদেশানুগত পশ্চাল্লিখিত নিয়ম দ্বয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবেক, তাহা যেন লোকের হিতকারী হয়;—দ্বিতীয়তঃ যাহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তিনি যেন সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা করেন। এই সকল যথার্থ তত্ত্বে সবিশেষ মনোযোগ রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিবেক।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই একথা বলিতে পারা যায়, যে জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট

অরুণ ও গরুড় এই দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে অরুণ বিকলাঙ্গ ও সূর্য্য দেবের পুরোবর্ত্তী হইয়াছেন; আর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গরুড়কে পক্ষি জাতির ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন এক্ষণে সেই বিনতা হৃদয় নন্দন পতগেন্দ্রের সুমহৎ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক! দেবতাগণ নানা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সতর্ক হইয়া অমৃত রক্ষা করিতেছেন। এমত কালে পক্ষিরাজ গরুড় অতিবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া সুরগণ কম্পান্বিত কলেবর হইলেন; এবং আপনারাই পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অপ্রমেয় বলবীর্য্য সম্পন্ন, বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় মহাপ্রভ বিশ্বকর্ম্মাও অমৃত রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল বিহগ রাজ গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চু প্রহারে ক্ষত বিক্ষত ও মৃতকল্প হইয়া রণ ক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তদনন্তর গরুড় পক্ষ পবন দ্বারা ধূলি প্রবাহ উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই ধূলি বর্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া দেবগণ মোহ প্রাপ্ত ও অমৃত রক্ষক গণ অন্ধ প্রায় হইলেন। গরুড় এই রূপে দেবলোক আকুল করিয়া পক্ষ ও চঞ্চু প্রহার দ্বারা দেবতাদিগের শরীর বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সহস্রাক্ষ, পবনকে এই আজ্ঞা দিলেন "তুমি ত্বরায় এই ধূলি বর্ষ অপসারিত কর; ইহা তোমার কর্ম্ম"। মহাবল পবন দেব তৎক্ষণাৎ ধূলি রাশি অপসারিত করিলে অন্ধকার নিরাস হইল, তখন দেবগণ গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। দেবতারা প্রহারারম্ভ করিলে মহাবল মহাবীর্য্য বিনতা নন্দন নভোমণ্ডলে মহামেঘের ন্যায় সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে অন্তরিক্ষে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়কে নভস্থল স্থিত অবলোকন করিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল গদা প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যরূপী চক্র ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপবান্ গরুড় এইরূপে সুরগণ কর্ত্তৃক নানা অস্ত্র দ্বারা সমন্ততঃ আহত হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না; বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষস্থল দ্বারা দেবগণকে ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতারা গরুড় কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত, তাড়িত ও আহত হইয়া শোনিত বমন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্বদিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্বিনী কুমারেরা উত্তরদিকে পলাইলেন।

তদনন্তর গগণচর পক্ষিরাজ মহাবীর পরাক্রান্ত অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ, পুলিন, এই নব যক্ষের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, প্রলয়কালে রুদ্রদেব যেরূপ ভয়ানক হইয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ হইয়া পক্ষ নখ ও চঞ্চু পুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবল মহোৎসাহ যক্ষগণ গরুড় প্রহারে সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া রুধির ধারাবর্ষি জলধর সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

পরিশেষে পতগরাজ সেই সমস্ত যক্ষের প্রাণ সংহার করিয়া অমৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন অগ্নি অমৃতের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ অগ্নির জ্বালা অতি ভয়ানক; আর উহা শিখা সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে; বোধ হয় যেন প্রচণ্ড বায়ুবেগে চালিত হইয়া সূর্য্য দেবকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন অমিত্র ঘাতী বেগবান্ গরুড় নবতি গুণিত নবতি অর্থাৎ শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ ধারণ করিলেন এবং সেই সমস্ত মুখ দ্বারা বহুসংখ্যক নদী পান করিয়া মহাবেগে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পীতনদী জল দ্বারা ঐ জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। এইরূপে অগ্নি শান্তি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ

করিবার নিমিত্ত অন্য এক অতিক্ষুদ্র কলেবর অবলম্বন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং অমৃত সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক লৌহময় চক্র অবিশ্রামে তচ্চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবতারা ঐ অগ্নিতুল্য ও সূর্য্যসমপ্রভ ঘোররূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অমৃত হরণকারিদিগের ছেদনার্থে নিযোজিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। গরুড় তৎক্ষণাৎ অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া অর মধ্যবর্ত্তি স্থান দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং দেখিতে পাইলেন, মহাবীর্য্য মহাঘোর সদা ক্রুদ্ধ অতিবেগবান্ অনিমিষ নয়ন দুই প্রকাণ্ড সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে; উহারদের উভয়েরই শরীর অতি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল; বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা; চক্ষু অনবরত বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহারদের মধ্যে এক সর্পও যাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বিনতানন্দন তাহারদের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া উভয়কেই অন্ধ করিলেন এবং অলক্ষত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে তাড়ন ও প্রহারদ্বারা তাহারদের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া অমৃত কুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বেগে উড্ডীন হইলেন; আর স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভা আচ্ছন্ন করিয়া অপরিশ্রান্ত মনে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন বিহগরাজ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে গমন করিতে করিতে অবিনাশী দেবদেব নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন "হে বিহগ প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব" গরুড় কহিলেন "আমি তোমার উপরে থাকিবার বাসনা করি" ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন "ইহাও বর দাও, যেন আমি অমৃত পান না করিয়াও অজর ও অমর হই।" নারায়ণ "তথাস্তু" বলিলেন। গরুড় এইরূপে নারায়ণ সন্নিধান হইতে বরদ্বয় প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন "ভগবন্ তুমিও প্রার্থনা কর আমি তোমাকে বর দিব" বিষ্ণু মহাবল বিহগরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন "তুমি আমার বাহন হও" এবং উপরে থাকিবার বর সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধ্বজ করিয়া রাখিলেন। গরুড় নারায়ণকে "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুসমবেগে প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে গরুড়কে অমৃত হরণ পূর্ব্বক বিমান পথে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে বজ্রপ্রহার করিলেন। তিনি বজ্রদ্বারা তাড়িত হইয়া হাস্যমুখে মধুর বচনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেখ এই বজ্রের আঘাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথা বোধ হয় নাই; কিন্তু যে মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার এবং বজ্রের ও তোমার মান রক্ষার্থে একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি; তুমি ইহার অন্ত পাইবে না। ইহা কহিয়া একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকল প্রাণী ঐ পরিত্যক্ত পক্ষটী অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া তাঁহার নাম সুপর্ণ * রাখিলেন। দেবরাজ এই মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই পক্ষী অবশ্যই মহাপ্রাণী হইবেক;" এবং তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "হে বিহগরাজ আমি তোমার অদ্ভুত বল বিক্রম জানিতে ও চিরকালের নিমিত্ত তোমার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাসনা করি"।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

গরুড় কহিলেন "হে দেবরাজ তোমার ইচ্ছানুসারে অদ্যাবধি আমার তোমার সহিত সখ্য হউক; আমার বল অতি প্রভুত

---

* সু—সুন্দর; পর্ণ—পক্ষ; যাহার পক্ষ দেখিতে সুন্দর।

ও অত্যন্ত অসহ্য; সাধুরা কদাপি স্বীয় বল প্রশংসা ও গুণ কীর্ত্তন করেন না; তুমি সখা, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত বর্ণন করিব; অকারণে আত্ম প্রশংসা করা উচিত নহে। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, এই পৃথিবীকে সমুদায় পর্ব্বত সমুদায় বন ও সমুদায় সাগর সহিত এক পক্ষে বহন করিতে পারি; আর তুমিও যদি ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, ঐ সমভিব্যাহারে তোমাকেও বহিতে পারি; আর যদি আমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া বহন করি, তথাপি আমি পরিশ্রান্ত হইব না; আমার এত বল"।

গরুড়ের এই রূপ উক্তি শুনিয়া সর্ব্ব লোকহিতকারী কিরীটি ধারী শ্রীমান্ দেব-রাজ কহিলেন "হে বিহগ রাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমাতে সকলি সম্ভব; এক্ষণে তুমি আমার সহিত পরমোৎকৃষ্ট বন্ধুতা স্থাপন কর। আর যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে, আমাকে প্রদান কর; তুমি যাহারদিগকে দিবে, তাহারা কেবল আমার-দিগের উপরে অত্যাচার করিবে"। গরুড় কহিলেন "হে সহস্রাক্ষ! আমি কোন কারণ বশত অমৃত লইয়া যাইতেছি; কাহাকেও পান করিতে দিব না। আমি যে স্থানে ইহা স্থাপন করিব, যদি পার, তথা হইতে হরণ করিয়া আনিও"। ইন্দ্র কহিলেন "হে পক্ষীন্দ্র তুমি যাহা কহিলে ইহাতে আমি তুষ্ট হইলাম, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর"। তখন গরুড় কদ্রু পুত্র-গণের দৌরাত্ম্য ও ছলকৃত মাতৃ দাস্য স্মরণ করিয়া কহিলেন "আমি সকলের প্রভু হইয়াও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে মহাবল ভুজগগণ আমার ভক্ষ্য হউক" দেবরাজ গরুড়কে "তথাস্তু" বলিয়া মহাত্মা দেবদেব যোগীশ্বর হরির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিয়া গরুড়োক্ত বিষয়ে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ত্রিদশনায়ক* পুনর্ব্বার গরুড়কে কহিলেন "তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি হরণ করিয়া আনিব"।

এই রূপ সম্ভাষণ করিয়া দেবরাজ বিদায় হইলে গরুড় মাতৃ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং হৃষ্ট মনে সমস্ত সর্পদিগকে কহিলেন "আমি অমৃত আনিয়াছি; কুশের উপর রাখিয়া দিব; তোমরা ত্বরায় স্নান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া আসিয়া পান কর। দেখ তোমরা যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পাদন করিলাম; অতএব অদ্য প্রভৃতি আমার জননী দাসীভাব হইতে মুক্ত হউন"। সর্পেরা তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া স্নান করিতে গেল। এবং ইন্দ্রও অবসর বুঝিয়া আগমন পূর্ব্বক অমৃত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গারোহণ করিলেন। সর্পেরা স্নানক্রিয়া, জপবিধি ও মঙ্গলাচরণ সমাধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে অমৃত পানাভিলাষে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু গরুড় যে কুশাসনে রাখিবেন বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত না দেখিয়া বিবেচনা করিল "আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছল করিয়া অমৃত হরণ করিয়াছে"। পরে এই স্থানে অমৃত রাখিয়া ছিল বলিয়া তাহারা কুশাসন চাটিতে লাগিল এবং তাহাতেই তাহারদের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল।

এই অমৃত স্পর্শ দ্বারা কুশের নাম পবিত্রী হইল। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাযশা খগ-কুল-চূড়ামণি পরম হৃষ্ট চিত্তে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গগণ ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। যে নর ব্রাহ্মণ সভাতে এই উপাখ্যান শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে মহাত্মা বিহগ রাজ গরুড়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গারোহণ করে, সন্দেহ নাই।

---

* ইন্দ্র

১৭৭১ শকের ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়ের বিবরণ

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রাপ্ত	৬০২৸০
দান প্রাপ্ত	৬৪৮৶১৫
পুরাতন দ্রব্য বিক্রয়	৮৸০
	৬৭৫৮৶১৫
গত শকের স্থিত	৪৭৸৶১০
	৭২৩৸৶৫

ব্যয়ের বিবরণ

কর্ম্মচারি গণের সাম্বৎসরিক বেতন	২৪৯৮৶১৫
১৭৬৮ শকে কাষ্ঠাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়	২০০
সাম্বৎসরিক সমাজ দিবসে গায়ক ও বাদ্যকরদিগকে পুরস্কার দেওয়া যায়।	১৫
সমাজের আলোক জন্য সম্বৎসরে তৈল ইত্যাদির ব্যয়	১৩৪৮৶৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত জন্য কাগজ ক্রয়	১০৸১৫
সমাজ সন্নিষ্ট এক খণ্ড ভূমির টেক্স	১৷১৫
নানা বিধ অনিরূপিত ব্যয়	৯৷৶১৫
	৬২১৷৫

স্থিত টাকার বিবরণ।

নগদ	১০২৷০
কম্পানির কাগজ	৫০০

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

অগামী ৭ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

তুলার লোম বীজ হইতে স্বতন্ত্র করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেক তাহাকে গবর্ণমেণ্ট আফ ইণ্ডিয়া কৃষি ও উদ্যান সভার দ্বারা ৫০০০ সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব সকলকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট মাসুল দিয়া লিপি লিখিলে উক্ত পারিতোষিকের তথ্য ও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ইংরাজি ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে অথবা পূর্ব্বে উক্ত যন্ত্র কলিকাতায় সমর্পণ করিতে হইবেক।

জেম্স হিউম।
কৃষি ও উদ্যান সভার সম্পাদক।

কলিকাতা
মেটকাফ হাল
ইং ১৮৫০ সাল।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪০
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ	৫
দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ	৫
দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগ ঐ	৫
ঋগ্বেদসংহিতা পুস্তক	১
বস্তু বিচার	।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	।০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	৸০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৷৶০
ভূগোল	৸০
পদার্থ বিদ্যা	৸০
বর্ণমালা	৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	৸০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	৸০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা।
১ ভাদ্র শনিবার সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দাঃ ৪৯৫১।

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে চতুর্থং সূক্তং

সব্যঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬৪১

১ মা নো অস্মিন্মঘবন্ পৃৎস্বং-হসি ন হি তে অন্তঃ শবসঃ পরী-ণশে। অক্রন্দযোনদ্যোরোরুব-দ্বনা কথা ন ক্ষোণীর্ভিযসা সমা-রত।

১ হে ‘মঘবন্’ ধনবন্ ইন্দ্র ‘অস্মিন্’ পরিদৃশ্যমানে ‘অংহসি’ পাপে ‘পৃৎসু’ পৃতনাসু পাপফলভূতেষু সংগ্রামেষু চ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘মা’ প্রক্ষেপ্সীরিতিশেষঃ। ‘তে’ তব ‘শবসঃ’ বলস্য ‘অন্তঃ’ অবসানং ‘পরীণশে’ পরিতোব্যাপ্তুং ‘ন হি’ [illegible] সর্ব্বোপি জনস্ত্বদীযং বলং অতিক্র[illegible] ত্যর্থঃ ত্বং অন্তরিক্ষে বর্ত[illegible] শব্দং কুর্ব্বন্ ‘নদ্য[illegible] কানি চ ‘অক্র[illegible] তদুপলক্ষিতাঃ ত্রযো[illegible] যেন ‘কথা’ কথং ‘ন’ ‘সমারত’ [illegible] ত্বদীযবলমবলোক্য ত্রযোঽপি লোকাঃ [illegible]তীতি ভাবঃ।

১ হে ধনশালি ইন্দ্র!, তুমি এই পরিদৃশ্যমান পাপে ও পাপ ফলভূত সংগ্রামে আমারদিগকে পতিত করিও না। তোমার বল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। অন্তরিক্ষস্থিত তুমি অতিশয় শব্দ করত নদী এবং নদীর জল সকলকে প্রতিধ্বনিত কর। পৃথিব্যাদি তিন লোক তোমার ভয়ে কেন না ভীত হইবে ?

৬৪২

২ অর্চ্চা শক্রায শাকিনে শচী-বতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহযন্নভিষ্টুহি। যোধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভোন্যৃঞ্জতে।

২ হে অধ্বর্য্যো ত্বং ‘শাকিনে’ শক্তিযুক্তায ‘শচীবতে’ প্রজ্ঞাবতে ‘শক্রায’ ইন্দ্রায ‘অর্চ্চা’ অর্চ্চয। কিঞ্চ স্তুতীঃ ‘শৃণ্বন্তং’ সমীচীনেযং স্তুতিরিতি জানন্তং ‘ইন্দ্রং’ ‘মহযন্’ পূজযন্ ‘অভিষ্টুহি’ আভিমুখ্যেন স্তোত্রং কুরু। ‘যঃ’ ইন্দ্রঃ ‘ধৃষ্ণুনা’ শত্রূণাং ধর্ষকেণ ‘শবসা’ বলেন ‘উভে’ ‘রোদসী’ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ‘ন্যৃঞ্জতে’ নিতরাং প্রসাধযতি। সইন্দ্রঃ ‘বৃষা’ সেচনসমর্থঃ ‘বৃষত্বা’ বৃষত্বেন অনেনৈব সেচনসমর্থেন ‘বৃষভঃ’ কামানাং বর্ষিতা।

২ হে অধ্বর্য্যু ! তুমি শক্তিবিশিষ্ট, প্রজ্ঞাবান ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর, এবং স্তুতি-

শ্রবণকারি ইন্দ্রকে পূজাকরত তাঁহার স্তব কর। যে ইন্দ্র শক্রধর্ষণকারি বলদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়কে বশীভূত করেন, সেই জলসেচন সমর্থ ইন্দ্র জলসেচনের শক্তি-হেতু কামনা বর্ষণ করেন।

৬৪৩

৩ অর্চ্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং
বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতোধৃষন্মনঃ।
বৃহচ্ছ্রবাঅসুরোবর্হণা কৃতঃ পুরো-
হরিভ্যাং বৃষভোরথোহি ষঃ।

৩ হে স্তোতঃ ত্বং 'দিবে' দীপ্তায় 'বৃহতে' মহতে ইন্দ্রায় 'শূষ্যং' সাধুস্তুতিলক্ষণং 'বচঃ' 'অর্চ্চা' অর্চ্চয উচ্চারয। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'ধৃষতঃ' শত্রূন্ ধর্ষযতঃ 'স্বক্ষত্রং' স্বভূতবলবৎ 'মনঃ' 'ধৃষৎ' ধৃষ্টং ভবতি 'হি' খলু 'ষঃ' সঃ ইন্দ্রঃ 'বৃহচ্ছ্রবাঃ' প্রভূতযশাঃ 'অসুরঃ' শত্রূণাং নিরসিতা 'বর্হণা' শত্রূণাং নিবর্হযিতা 'হরিভ্যাং' অশ্বাভ্যাং 'পুরঃ-কৃতঃ' পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ 'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষিতা 'রথঃ' রংহণশীলঃ।

৩ হে স্তোতা! তুমি প্রদীপ্ত, মহান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত সাধু স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর, যে ইন্দ্রের শক্রধর্ষণকারি, স্বভূতবল বিশিষ্ট মন অতি প্রতিভান্বিত হয়। তিনি অতি যশস্বী, শক্র নিরাসকারী, রিপুসংহারক, অশ্বযুগল দ্বারা উপকৃত, অভিলাষ দাতা, গমনশীল হযেন।

৬৪৪

৪ ত্বং দিবোবৃহতঃ সানু কো-
পযোঽব ত্মনা ধৃষতা শম্বরং ভি-
নৎ। যন্মাযিনোব্রন্দিনোমন্দিনা
ধৃষচ্ছিতাং গভস্তিমশনিং পৃত-
ন্যসি।

৪ হে ইন্দ্র ত্বং 'ধৃষতা' শত্রূণাং ধর্ষযিতা 'ত্মনা' আত্মনা, স্বযমেব 'শম্বরং' এতৎসজ্ঞকং অসুরং 'অব-ভিনৎ' অবধীঃ। 'যৎ' যদা 'ব্রন্দিনঃ' অসুরসমূহ বতঃ 'মাযিনঃ' মাযাবিনোঽসুরান্ 'মন্দিনা' হৃষ্টেন 'ধৃষৎ' ধৃষতা প্রাগল্ভ্যং প্রাপ্নুবতা মনসা যুক্তস্ত্বং 'শিতাং' তীক্ষ্ণীকৃতাং 'গভস্তিং' হস্তেন গৃহীতাং 'অশনি[illegible]' 'পৃতন্যসি' তান্ অসুরান্ জেতুং প[illegible] তান্ প্রতি প্রেরযসীত্যর্থঃ। [illegible] মহতঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য '[illegible] প্রদেশং 'কোপযঃ' অকম্পয[illegible]

৪ হে ইন্দ্র! শক্রধর্ষণ[illegible] অসুরকে বধ করিযাছিলে। [illegible]ন্বিত মনোবিশিষ্ট তুমি যখন [illegible]হোপেত মাযাবি অসুরদিগের প্রতি তোমার হস্ত দ্বারা গৃহীত অতি তীক্ষ্ন বজ্রকে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তুমি মহৎ স্বর্গলোকের উপরিভাগ কম্পমান করিয়াছিলে।

৬৪৫

৫ নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি
শুষ্ণস্য চিদ্ব্রন্দিনোরোরুবদ্বনা।
প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদ-
দ্যা চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি।১।৪।১৭।

৫ হে ইন্দ্র ত্বং 'রোরুবৎ' মেঘৈরত্যর্থং শব্দযন্ 'শ্বসনস্য' বাযোঃ 'ব্রন্দিনঃ' স্বকিরণৈরাম্রফলাদীন্ মৃদুভাবং প্রাপযতঃ 'শুষ্ণস্য' রসানাং শোষযিতুরাদিত্যস্য 'চিৎ' অপি 'মূর্দ্ধনি' উপরি প্রদেশে 'বনা' বনানি উদকানি 'যৎ' যস্মাৎ 'নি-বৃণক্ষি' আবর্জযসি প্রাপযসীত্যর্থঃ। বাযুনা সূর্য্যকিরণৈশ্চ বৃষ্টাঃ আপঃ সূর্য্যস্যোপরি পুনরবস্থাপ্যন্তে তদেবাবস্থাপনং ইন্দ্রঃ করোতি ইত্যুপচর্য্যতে। 'প্রাচীনেন' প্রকর্ষেণ গন্ত্রা অপরাঙ্মুখেন 'বর্হণাবতা' বর্হণা শত্রূণাং হিংসা তদ্বতা এবম্ভূতেন 'মনসা' যুক্তস্ত্বং 'যৎ' যস্মাৎ 'অদ্যা' অদ্য ঘর্ম্মকালে 'চিৎ' অপি 'কৃণবঃ' সূর্য্যস্যোপরি ভৌমান্ রসানবস্থাপযসি বর্ষাসু চ বর্ষযসীতি। যস্মাৎ এতৎ কুরুষে তস্মাৎ কারণাৎ 'ত্বা' ত্বাং 'পরি' উপরি 'কঃ' বর্ত্ততে ন কোপীত্যর্থঃ।১।৪॥১৭।

৫ হে ইন্দ্র! তুমি মেঘদ্বারা অতিশয় শব্দকরত বায়ুর ও ফলাদি পাচক রসশোষয়িতা সূর্য্য রশ্মির উপর জল স্থাপন কর, এবং অপরাঙ্মুখ গতির এবং শক্রহিং[illegible]শিষ্ট মনোযুক্ত তুমি গ্রীষ্ম কা[illegible] উপরে স্থাপন ক[illegible] হইতে বর্ষণ কর। অতএব [illegible] শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? ১।৪।১৭।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ

৬৪৬

ত্বমাবিথ নর্য্যং তুর্ব্বশং যদুং ত্বং তুর্ব্বীতিং বয্যং শতক্রতো। ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরোনবতিং দম্ভযোনব।

৬ হে ইন্দ্র 'ত্বং' 'নর্য্যং' 'তুর্ব্বশং' 'যদুং' এতান্ ত্রীন্ রাজ্ঞঃ 'আবিথ' ররক্ষিথ। হে 'শতক্রতো' বহুবিধকর্ম্মন্ 'ত্বং' 'বয্যং' বয্যকুলজং 'তুর্ব্বীতিং' তুর্ব্বীতিনামানং রাজানং আবিথ ররক্ষিথ অপি চ 'ত্বং' পূর্ব্বোক্তানাং রাজ্ঞাং 'রথং' 'এতশং' অশ্বঞ্চ 'ধনে' ধননিমিত্তে সংগ্রামে 'কৃত্ব্যে' কর্ত্তব্যে সতি আবিথ। তথা 'ত্বং' শম্বরস্য 'নবতিং-নব' নবোত্তরনবতি-সংখ্যকাঃ 'পুরঃ' পুরাণি 'দম্ভয়ঃ' ব্যনীনশঃ।

৬ হে বহুকর্ম্মা ইন্দ্র! তুমি নর্য্য, তুর্ব্বশ, যদু এই তিন রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি বয্যকুলোদ্ভব তুর্ব্বীতি রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে এবং ধনের নিমিত্তে যুদ্ধ হইলে তাহারদিগের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি শম্বর অসুরের নিরানব্বই সঙ্খ্যক নগর সকল নষ্ট করিয়াছিলে।

জগতীচ্ছন্দঃ

৬৪৭

৭ সঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনোরাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি। উকথা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মাউপরা পিন্বতে দিবঃ

৭ 'সঃ' যজমানঃ 'জনঃ' জাতঃ 'রাজা' রাজমানঃ 'সৎপতিঃ' সতাং পালয়িতা আত্মানং 'শূশুবৎ' বর্দ্ধয়তি 'ঘা' ঘ খলু 'যঃ' [illegible] দত্তবহিষ্কঃ সন্ তস্য 'শা[illegible] তি। 'উকথা' উকথানি [illegible] স্তোতা 'রাধসা' হবির্লক্ষ[illegible] তস্যাভিমুখীকরণায় [illegible] স্তোত্রে 'দানুঃ' অভিমতফলপ্রদাতা 'ইন্দ্রঃ' 'উপরা' উপরান্ মেঘান্ 'দিবঃ' সকাশাৎ 'পিন্বতে' সেচয়তি দোগ্ধীতি যাবৎ।

৭ যে যজমান ইন্দ্রকে হবি দান করত তাঁহার স্তুতি বিস্তার করেন, তিনিই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই দীপ্তিমান, তিনিই সাধুদিগের পালক, তিনিই আত্মাকে বৃদ্ধি করেন। যে স্তোতা সেই ইন্দ্রকে অনুকূল করিবার নিমিত্ত হবিরূপ অন্নের সহিত উক্থ ও শস্ত্র সকল উচ্চারণ করেন, বাঞ্ছিত ফল প্রদাতা ইন্দ্র তাঁহার নিমিত্ত আকাশ হইতে উপরিস্থিত মেঘ সকল বর্ষণ করেন।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ

৬৪৮

৮ অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপাঅপসা সন্তু নেমে। যে তইন্দ্র দদুষোবর্দ্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যঞ্চ।

৮ ইন্দ্রস্য 'ক্ষত্রং' বলং 'অসমং' ন কেনচিৎ সমং সর্ব্বাধিকমিত্যর্থঃ তথা 'মনীষা' বুদ্ধিশ্চ 'অসমা' ন কস্যাপি বুদ্ধ্যা সমানা সর্ব্ববস্তু বিষয়ীকরোতি ইত্যর্থঃ। 'ন' 'ইমে' এতে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতারঃ যজমানাঃ 'অপসা' কর্ম্মণা 'প্র-সন্তু' প্রবৃদ্ধাভবন্তু। হে 'ইন্দ্র' 'তে' তব 'দদুষঃ' হবির্দ্দত্তবন্তঃ 'যে' যজমানাঃ ত্বদীয়ং 'মহি' মহৎ 'ক্ষত্রং' বলং 'স্থবিরং' স্থূলং 'চ' অপি চ 'বৃষ্ণ্যং' বৃষত্বং পুংস্ত্বং 'বর্দ্ধয়ন্তি' প্রবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তি।

৮ ইন্দ্রের বলের সমান আর বল নাই ইন্দ্রের বুদ্ধির সমান আর বুদ্ধি নাই। এই সোমপায়ি যজমান সকল কর্ম্ম দ্বারা তোমা অপেক্ষা অধিক প্রবৃদ্ধ না হউন; যে হবির্দ্দাতা যজমানেরা তোমার মহত্ত্ব, বল, স্থূলত্ব, এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি করে।

৬৪৯

৯ তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা ইন্দ্রপানাঃ। ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনোবসুদেয়ায় কৃষ্ব।

৯ হে ইন্দ্র 'তুভ্য' তুভ্যং অদর্থং 'ইৎ' এব 'এতে' 'চমসাঃ' চম্যন্তে ভক্ষ্যন্তে ইতি চমসাঃ সোমাঃ সম্পাদিতাঃ কীদৃশাঃ 'বহুলাঃ' প্রভূতাঃ 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' অদ্রিভিগ্রাবভির্ভিষুতাঃ 'চমূষদঃ' চমূষু চমসেষু অবস্থিতাঃ 'ইন্দ্রপানাঃ' ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ অতস্ত্বং তান্ 'ব্যশ্নুহি' ব্যাপ্নুহি ব্যাপ্য চ 'এষাং' ত্বদীয়ানাং ইন্দ্রিয়াণাং 'কামং' অভিলাষং তৈঃ 'তর্পয়া' তর্পয় পূরয়েতি যাবৎ। 'অথা' অথ অনন্তরং 'বসুদেয়ায়' অস্মভ্যং অভিমতধনপ্রদানায় ত্বদীয়ং 'মনঃ' 'কৃষ্ব' কুরুষ্ব।

৯ হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্তই প্রস্তরদ্বারা অভিষুত, চমসস্থিত, তোমার সুখ পানীয় এই প্রচুর সোম প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি সেই সোম সকল প্রাপ্ত হও এবং তদ্দ্বারা তোমার সকল ইন্দ্রিয়ের কামনা পূর্ণ কর। তাহার পর আমারদিগকে ধন দান করিবার নিমিত্ত তোমার মতি হউক।

জগতীচ্ছন্দঃ

৬৫০

১০ অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরন্তমো-হন্তর্বৃত্রস্য জঠরেষু পর্ব্বতঃ। অভীমিন্দ্রোনদ্যোবব্রিণা হিতাবিশ্বাঅনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে।

১০ 'অপাং' বৃষ্ট্যুদকানাং 'ধরুণহ্বরং' ধারানিরোধকং 'তমঃ' অন্ধকারং 'অতিষ্ঠৎ'। 'বৃত্রস্য' লোকত্রয়াবরিতুরসুরস্য 'জঠরেষু' উদরপ্রদেশেষু 'অন্তঃ' মধ্যে 'পর্ব্বতঃ' পর্ব্ববান্ মেঘোহভূৎ। অতস্তমোরূপেণ বৃত্রেণ মেঘস্যাবৃতত্বাৎ বৃষ্ট্যুদকমপ্যাবৃতমিত্যুচ্যতে। 'ঈং' ইমাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ 'নদ্যঃ' নদীঃ অপঃ 'বব্রিণা' আবরকেণ বৃত্রেণ 'হিতাঃ' পিহিতাঃ 'বিশ্বাঃ' ব্যাপনীঃ 'অনুষ্ঠাঃ' অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তীঃ এবংবিধাঃ অপঃ 'ইন্দ্রঃ' 'প্রবণেষু' নিম্নেষু ভূপ্রদেশেষু 'অভি-জিঘ্নতে' অভিগময়তি।

১০ বৃষ্টিরূপ জলধারার নিরোধক বৃত্রাসুর অন্ধকার রূপে স্থিতি করিয়াছিল; ত্রিলোকের আচ্ছাদক বৃত্রাসুরের উদরের মধ্যে মেঘ উৎপন্ন হইয়াছিল। বৃত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, ব্যাপক, ক্রমস্থিত এই জল সমূহকে ইন্দ্র এই নিম্ন পৃথিবীতে বর্ষণ করেন।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ

৬৫১

১১ সশেবৃধমধিধা[illegible] হি ক্ষত্রঞ্জনাষাডিন্দ্র তব্যং চ নোমঘোনঃ পাহি সূরী[illegible]ে চ নঃ স্বপত্যাইষে ধাঃ ।১।৪।১৮।

১১ হে 'ইন্দ্র' 'সঃ' ত্বং 'অস্মে' অস্মাসু 'দ্যুম্নং' যশঃ 'অধিধাঃ' অধিনিধেহি। কীদৃশং 'শেবৃধং' সংশমনং রোগাণাং শমনে সতি যদ্বর্দ্ধতে তাদৃশং তথা 'মহি' মহৎ 'জনাষাট্' শত্রুজনানামভিভবিতৃ। 'তব্যং' প্রবৃদ্ধং 'ক্ষত্রং' বলঞ্চ অধিধাঃ। 'চ' কিঞ্চ হে ইন্দ্র 'নঃ' অস্মান্ 'মঘোনঃ' ধনবতঃ কৃত্বা 'রক্ষা' রক্ষ পালয়। 'সূরীন্' বিদুষঃ অন্যানপি 'পাহি' পালয় তথা 'রায়ে' ধনায় 'স্বপত্যৈ' শোভনপুত্রযুক্তায় 'ইষে' অন্নায় 'চ' 'নঃ' অস্মান্ 'ধাঃ' ধেহি স্থাপয়।১।৪।১৮

১১ হে ইন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত তুমি শত্রুজনের অভিভবিতৃ বর্দ্ধমান যে মহৎযশ তাহা অস্মদাদিতে স্থাপন কর এবং অতি প্রবৃদ্ধ যে বল তাহাও অস্মদাদিতে স্থাপন কর। তুমি আমারদিগকে ধনবান্ করিয়া রক্ষা কর, এবং অন্য অন্য বিদ্বান্ সমূহকেও পালন কর। ধনের নিমিত্তে পুত্রের নিমিত্তে এবং অন্নের নিমিত্তে আমারদিগকে স্থাপন কর।১।৪।১৮।

হিন্দুকালেজের শিক্ষা প্রণালী

হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগের শিক্ষা প্রণালী লইয়া এক্ষণে মহা আন্দোলন হইতেছে। তথায় গণিত বিদ্যা শিক্ষার বাহুল্য ও সাহিত্য ইতিহাস নীতি বিদ্যাদি অধ্যয়নের অল্পতা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, এবং রাজপুরুষেরা কি নিগূঢ় [illegible] পূর্ব্বরীতি পরিবর্ত্তন করিয়া [illegible] করিলেন, অনেকে [illegible]ছেন। স্থানে [illegible] নিতে পাওয়া যায়, যে বালকের [illegible] পাত ও অঙ্কগণনা করিয়া ক্লিষ্ট ও বিপন্ন হইতেছে

[illegible]নোবৃত্তিকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া [illegible]বল অঙ্কের প্রতিরূপ অঙ্কিত [illegible] ইহাও অবগত হওয়া যায়, [illegible] পিতা মাতা ও অভিভা- [illegible]দিগকে সর্ব্বদাই অঙ্ক গণ- নাতে ব্যাপৃত দেখিয়া ক্ষোভ ও বিরক্তি প্র- কাশ করিতেছেন, ও পুত্রাদির বিদ্যাশি- ক্ষার্থে যত যত্ন ও অর্থব্যয় করেন,তাহারদের অন্যান্য নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষার অল্পতা বিবেচনা করিয়া তাহা বহু অংশে বিফল বোধ করিতেছেন, এবং হিন্দুদিগের শুভা- নুরাগি অনেকানেক মহাশয় কালেজের এই রূপ রীতি পরিবর্ত্তন দেখিয়া খেদোক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, ও সংবাদ পত্র-সম্পাদকেরাও এই প্রস্তাব লইয়া বিস্তর বিচার করিতেছেন। এ কথা যথার্থ বটে, যে লোকে তিল-প্রমাণ দোষ পাইলে তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করে, কিন্তু যখন এ বিষয় লইয়া এত আন্দোলন ও বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহা নিতান্ত অমূ- লক বোধ হয় না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে যদবধি কেম্ব্রিজ নগরস্থ বিশ্ববিদ্যা- লয়ের কতকগুলি গণিতজ্ঞ ছাত্র হিন্দুকালে- জের শিক্ষকতা পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তদবধিই তথায় গণিতশাস্ত্র শিক্ষার বাহুল্য হইয়া অন্যান্য বিষয়ে অযত্ন ও অবহেলন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারদিগের সাহিত্য ইতিহাসাদি বিদ্যায় তাদৃশ অনুরাগ ও পারদর্শিতা নাই, অতএব তাঁহারা তাহাতে আদর প্রকাশ ও মনোযোগ প্রদান করেন না। যদিও এ বিষয় এক্ষণে সকলেরই গোচর হইয়াছে,এবং অনেকে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, তথাপি কেহ কেহ তাহা অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা কহেন, অদ্যাপি কালেজের ছাত্রেরা গণিত ও সাহিত্য ইতিহাসাদি সকল শা[illegible] সমান উপদেশ [illegible] শিক্ষা করে। [illegible] ও অধ্যয়নের [illegible]র- দের এ অভিপ্রায় [illegible]রূপে নিরাকৃত হয়। এই স্থলে প্রথম শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্য- গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর তিন ভাগ আছে। এই শ্রেণিতে সাহিত্য ও ইতিহাসাদি বিষয়ক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধীত হয় তাহা তিন ভাগেই সমান। যথা

শেক্‌সপিয়ারের কোরায়োলেনস্ নামক নাটক, বেকনের এসে,এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, আর্নাল্‌ডের রোমীয় ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, কেম্বেলের অলঙ্কার শাস্ত্র *।

আর গণিত বিষয়ক গ্রন্থ এক এক ভাগে এক এক প্রকার। যথা

প্রথম ভাগে

মিলরের ডিফরেন্‌শেল ক্যাল্‌কিউলস্, হাইমরের ইণ্টেগ্রাল্ ক্যালকিউলস্, পটরের দৃষ্টিবিজ্ঞান, ব্রিঙ্কলির জ্যোতিষ †।

দ্বিতীয় ভাগে

মিলরের ডিফরেনেশল্ ক্যালকিউলস্, হাইমরের ইণ্টেগ্রাল্ ক্যালকিউলস, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া,হাইমরের এনালিটিকেল কোনিক্‌সেক্‌শন, ওয়েব্‌ষ্টরের হাইড্রষ্টেটিক্‌স্ ‡।

তৃতীয় ভাগে

হাইমরের থিয়রি আব্ ইকোয়েশন্, গুড্‌উইনের জিওমেট্রিকেল কোনিক্‌সেক্‌শন, পটরের মিকানিক্‌স **।

এই বিবরণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে গণিত অপেক্ষায় সাহিত্য ও ইতিহাসাদির অতিশয় অল্পতা বোধ হয়। দৃষ্ট হইতেছে,

* Shakespeare's Coriolanus, Bacon's essays, Campbell's Rhetoric, Elphinstone's India vol. 1, Aarnol[illegible] Rome, vol, 1.

† Miller's Differential Calculus, Hymer's Integral calculus, Potter's optics, Brinkley's Astronomy.

‡ Miller's Differential Calculus, Hymer's Integral Calculus, Newton's Principia, Hymer's Analytical Conic section, Webster's Hydrostatics.

** Hymer's Theorey of Equations, Goodwin's Geometrical Conic sections, Potter's Mechanics.

যে সাহিত্যাদি বিষয়ক যে কয়েক খানি গ্রন্থ অধীত হয়, তাহার মধ্যে এই বর্ষে কোন গ্রন্থের এক খণ্ড ও কোন পুস্তকের বা একটি বিষয় মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। এলফিন্‌ষ্টন্‌ সাহেব কৃত ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দুই খণ্ডে বিভক্ত; এবৎসর প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে তাহার এক খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র অভ্যাস করিয়া আর শেক্স- পিয়রের নাটক গ্রন্থের একটি মাত্র নাটক অধ্যয়ন করিয়া যে কেন নিরস্ত থাকিতে হইবে,তাহার কারণ নিরূপণ করা সুকঠিন। ভারতবর্ষের প্রধান বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ছাত্রদিগের সম্বৎসর কালে কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট খণ্ডমাত্র অভ্যাস করিয়া ক্ষান্ত থাকা কি শোভা পায়? অন্ততঃ তাহারদিগের প্রাচীন ও আধুনিক সমুদায় প্রধান প্রধান রাজ্যের ইতিহাসে এক প্রকার দর্শন থাকা উচিত। পূর্ব্বে হিন্দু- কালেজের এই প্রকার নিয়মই নিরূপিত ছিল। তাহাতে কোন কোন ছাত্র ইতিহাস বিদ্যায় এরূপ পরীক্ষা প্রদান ও এপ্রকার পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, যে অনে- কানেক খ্যাতবিদ্য ইংরাজে তাহা দৃষ্টি করিয়া উল্লেখ করেন, যে আ[illegible]রা এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এপ্রকার ত্বরিত উত্তর প্রদানে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ স্থল। কিন্তু সম্প্রতি তথাকার শিক্ষা কা- র্য্যের যে রূপ পদ্ধতি হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে আর কোন ছাত্রের ইতিহাসাদি শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আর পাঠকবর্গ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-বিব- রণ বিশেষ রূপে নিরীক্ষ[illegible] দেখিতে পাইবেন, এবং [illegible] বিস্ময়াপন্ন হইবেন, যে ছা[illegible] দ্যাদি অত্যাবশ্যক সর্ব্বলোক[illegible] কৃষ্ট শাস্ত্র সমুদায়ের যথোচি[illegible] প্রাপ্ত হয় না। শিক্ষা সমাজের [illegible]করা বুঝি সে সকল শাস্ত্র বালকদিগের অধ্যয়- নের উপযুক্তই জ্ঞান করেন না। বালক- দিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় সর্ব্বতোভাবে উন্নত হউক বা না হউক, তাহারদের ঐহিক পারত্রিক সুখ সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক বা না হউক, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করেন না। শ্রুত হইয়াছে, ছাত্রদিগকে দুই তিন বৎস- রের পরে একবার করিয়া নীতিবিদ্যা বিষ- য়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম- প্রবৃত্তি উভয়ই সমান মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা যে আবশ্যক, তাহা হিন্দুকালেজের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই। এরূপ শিক্ষার যেরূপ ফল উৎপন্ন হইতে পারে,তাহা প্র- ত্যহ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে; অনেকানেক ছাত্রেরই পাষাণময় চিত্তকে ধর্ম্মরসে অভি- ষিক্ত হইতে দৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু এস- কল বিষয়ে আমারদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে কালেজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক, অতএব এইস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠের নিয়ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক পাঠের নিয়ম।

প্রথম শ্রেণী।

	১০॥ ঘন্টা অবধি ১২ ঘন্টা পর্য্যন্ত	১২ ঘন্টা অবধি ১ ঘন্টা পর্য্যন্ত	১ ঘন্টা অবধি [illegible]	২ ঘন্টা অবধি ৩ ঘন্টা পর্য্যন্ত	৩ ঘন্টা অবধি ৪॥ ঘন্টা পর্য্যন্ত
সোমবার	গণিত	ইতিহাস	[illegible]	[illegible]াদি	অলঙ্কার
মঙ্গলবার	,,	,,	[illegible]	[illegible]	চিত্রকর্ম্ম
বুধবার	,,	,,	[illegible]	[illegible]	বাঙ্গলা
বৃহস্পতিবার	,,	,,	,,	[illegible]	বাঙ্গলা
শুক্রবার	,,	,,	,,	,,	অলঙ্কার
শনিবার	,,	,,	,,	রচনা	রচনা

দ্বিতীয় শ্রেণী।

	[illegible]া অবধি পর্য্যন্ত	১½ ঘন্টা অবধি ১ ঐ পর্য্যন্ত	১ ঘন্টা অবধি ২ ঐ পর্য্যন্ত	২ ঘন্টা অবধি ৩ ঐ পর্য্যন্ত	৩ ঘন্টা অবধি ৪॥ ঐ পর্য্যন্ত
	গণিত	সাহিত্যাদি	অবকাশ	ইতিহাস	বাঙ্গলা
	,,	গণিত	,,	,,	গণিত
বুধবার	,,	সাহিত্যাদি	,,	রচনা	রচনা
বৃহস্পতিবার	,,	,,	,,	ইতিহাস	গণিত
শুক্রবার	,,	,,	,,	,,	চিত্রকর্ম্ম
শনিবার	,,	,,	,,	বাঙ্গলা	গণিত

এই বিবরণ দ্বারা হিন্দুকালেজের শিক্ষা কার্য্যের বর্ত্তমান নিয়ম স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এবং শ্রীভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য হিন্দু-দিগের সুখ সভ্যতা লাভের যে কত প্রতিবন্ধক আছে, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্র দিগকে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা ইতিহাস, ৫ ঘণ্টা সাহিত্যাদি, ৩ ঘণ্টা অলঙ্কার এবং ৯ ঘণ্টা গণিত অধ্যয়ন ও ২॥ ঘণ্টা রচনা করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালকদিগকে সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা মাত্র ইতিহাস ও ৫ ঘণ্টা মাত্র সাহিত্যাদি পাঠ করিতে হয়, আর ১৪৷৷০ ঘণ্টা গণিত শাস্ত্র শিক্ষা ও ২॥ ঘণ্টা রচনা করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগের গণিতাধ্যয়নার্থে যত সময় নিরূপিত আছে তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু তাহারদের রচনা* শিক্ষার্থে যে কাল নির্দ্ধারিত আছে তাহা অবশ্যই অল্প বলিতে হইবেক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালকদিগের ইতিহাসাদি অধ্যয়নের সময় যে অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার সন্দেহ নাই। সাহিত্য, ইতিহাস, রচনা, চিত্রকর্ম্ম এই সমুদায় বিষয় শিক্ষার্থে যত সময় নিরূপিত আছে, এক গণিত শাস্ত্রাধ্যয়নার্থে তদপেক্ষা অধিক সময় নির্দ্ধারিত আছে। যদি পাঠকবর্গ এই পর্য্যন্ত অবগত হই- শুনিতে পায়েন, যে আর[illegible] ইহাতে তৃপ্ত না হই[illegible] ক্ষার সময়েও [illegible]-দেশ প্রদান করেন, তবে তাহারা কিপর্য্যন্ত না বিস্ময়াপন্ন হইবেন! বাস্তবিক এইরূপ কথা শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এবং তাহা যে প্রামাণিক তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম শ্রেণীর নিয়মানুসারে যে ছয় ঘণ্টায় ইতিহাস এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে যে পাঁচ ঘণ্টায় সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেও সম্বৎসরের অধিকাংশেই তত্তৎ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে গণিত বিদ্যারই চর্চ্চা করিতে হয়। ইহাতেও কি শিক্ষকদিগের পরিতোষ আছে? তাঁহারা বালকদিগকে কতক গুলি গণিত বিষয়ক প্রশ্ন লিখিয়া দেন; তাহারদিগকে গৃহ-হইতে সেই সমুদায় গণনা করিয়া আনিতে হয়। অতএব তাহারা যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণও প্রায় গণিত ভিন্ন অন্য কিছু শিখিতে পায় না। বিশেষতঃ অধ্যাপকদিগের শাসনানুসারে তাহারদিগকে গণিত শিক্ষার কালে যেমন একান্ত যত্ন ও সবিশেষ মনোযোগ করিতেই হয়, অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষার সময়ে সেরূপ করিতে হয় না। তাহারা সে সকল বিদ্যা অধ্য[illegible] করুক বা না করুক, তাহাতে [illegible] তাদৃশ ক্ষতি বৃদ্ধি [illegible] বিষয়ে অহরহ ত্রুটি [illegible]ন না।

[illegible]ক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ও কালে-[illegible]র অধ্যাপকদিগের এরূপ অভিসন্ধি থাকে, যে কেবল গণিত শাস্ত্র উপদেশ দ্বারাই হিন্দুদিগের চিত্তস্ফূর্ত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, তবে তাঁহারদের সারল্য স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঘোরতর ভ্রান্তি অঙ্গীকার করিতে হয়। এক বিদ্যায়, বিশে-

---

* [illegible] হইল, বাল[illegible]রা বাটী হইতে রচনা লিখিয়া আনিবে বলিয়া অধ্যাপকেরা তাহারদিগকে রচনা করিবার সময়ে বাটী যাইতে অবকাশ দিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ গণিত শাস্ত্রে সকলের যথোচিত ব্যুৎপত্তি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এমন এমন লোকও আছে, যে অবাধে শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও তাঁহারদের এ বিদ্যায় অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারদের এ প্রকার স্বাভাবিকী শক্তি থাকিতে পারে, যে তাঁহারা তত্তৎ বিষয়ে শিক্ষিত হইলে এক এক দিক্‌পাল স্বরূপ হইতে পারেন। গণিত বিদ্যা অতি গুরুতর বিদ্যা তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু মনুষ্য কেবল রাশি গণনা ও রেখা কম্পনা করিতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই; যাহাতে সমুদায় বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত হয়, ধর্ম্মেতে অনুরাগ হয়, সাংসারিক কার্য্যে পটুতা হয়, সমস্ত মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চরিতার্থ হয়, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল অঙ্ক গণনা করিয়া আয়ুঃশেষ করিলে আর আর বিষয়ে সামান্য লোকের ন্যায় অজ্ঞ থাকিতে হয়। হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের এই প্রকার অপবাদ আছে, যে তাঁহারদের মধ্যে অধিকাংশেরই কঠোর চিত্তে ধর্ম্ম রসের সঞ্চার হয় না। যদিও তাঁহারদের স্বাভাবিক দোষই ইহার মুল কারণ হইতে পারে, কিন্তু লোকের সদসৎ চরিত্র হওয়া যে তাহারদের শিক্ষা প্রণালীর উপর ধিস্তর নির্ভর করে, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মানুশীলন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আলোচনা না করিলে—সে বিষয়ে সুশিক্ষিত না হইলে আমারদের ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি সমুদায় কি প্রকারে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে? কালেজের শিক্ষা প্রণালীর এদোষ পূর্ব্বাবধিই আছে, এক্ষণে গণিত বিদ্যা আর আর সমুদয় বিদ্যাকে গ্রাস করাতে তাহা দশ গুণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তথায় গণিত বিদ্যার উপদেশ না দেওয়া হয়, বা পূর্ব্বে যেরূপ সাহিত্যাদির শিক্ষকেরা তথা হইতে [illegible] সারিত হইয়াছেন, সেই রূপ গণিতাধ্যাপকেরা কালেজ মন্দির হইতে এককালে অবসৃত হয়েন, ইহা আমারদিগের অভিমত নহে। কি জানি যদি কেহ আমারদিগের যথার্থ অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় পুনঃ পুনঃ [illegible] যাইতেছে, যে এই গুরুতর [illegible] করা বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে [illegible] তাহাকে জ্যোতিষাদি প্রাকৃ[illegible] অতুল ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ [illegible] মারদিগের এই নিশ্চয় আছে, সকল বিদ্যায় সমান রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহাতে যে ব্যক্তির যে যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি ও বিশিষ্ট রূপ অনুরাগ থাকে, তিনি সেই সেই বিষয়ে সমধিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের স্থূল জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইতে পারেন, এবং স্বস্ব ক্ষমতানুসারে স্বদেশের শুভসাধনে সমর্থ হইতে পারেন। এই সুবিবেচনাসিদ্ধ নিয়মে সর্ব্বদেশীয় শিক্ষকদিগেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের বিষয়ে আরও কিছু বিবেচনা করিবার অপেক্ষা আছে। আমারদের রাজা ভিন্ন জাতীয়, রাজপুরুষেরা ভিন্ন জাতীয়, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরাও ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য। পদে পদে তাহারদের নিকট মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার এবং তাঁহারদের সহিত নানা বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অতএব এ দেশীয় বিদ্যার্থিদিগের ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কতক গুলি লোকের এ প্রকার পারদর্শি হওয়া উচিত যে তাঁহারা স্বজাতীয় বর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ-বিচারাগারে বা সভা বিশেষে আপনারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন, গ্রন্থে বা প্রকাশ্য পত্রে লিখিয়া স্বদেশের শুভাশুভ ঘটিত সমুদায় বিষয়ে বিচার করিতে পারেন, উত্তমোত্তম ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে পারেন, টৌনহালের কোন কোন [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজদি[illegible] [illegible] যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া [illegible] প্রয়োজন [illegible] ইংলণ্ড ভুমিতে উপ[illegible] দিগের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে [illegible]। ইহা আমারদিগের অবিদিত নাই, যে কদাচিৎ

...ব্যক্তি আপনারদিগের এইরূপ গুণ ... চেষ্টা পায়েন, কিন্তু তাঁ- ... পুরাতন ছাত্র। এই ... গেরও যে যৎকিঞ্চিৎ ... নূতন কোন ছাত্রে তা- ... যাহাতে ভবিষ্যতের ছা... বিষয়ে নিপুণ না হয়, কালেজের শিক্ষা কার্য্যের তদুপযোগি নিয়ম সমুদায়ই সংস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুকালেজের শৈশব কালে বহু বীর্য্য ও অধিক উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মধ্য-কালে জরা কাল উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অধ্যক্ষদিগের বিবেচনার ত্রুটি ও অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনার দোষই ইহার মুল, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যক্তি কালেজের অধ্যক্ষতা ও শিক্ষকতা কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অতি বিচক্ষণ ছিলেন—তাঁহারা আমারদিগের ভাবভক্তি, সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন। কেহ কেহ এই বিদ্যালয়ের সহিত স্বীয় সম্পত্তির ও বালকদিগের সহিত আপন সন্তানদিগের বিশেষ বোধ করিতেন না। আমরা বিদ্যোৎসাহি বীটন সাহেবের অসাধারণ ঔদার্য্য স্বভাব অস্বীকার করি না, এবং তাঁহার অভিসন্ধি যে উত্তম তাহারও সংশয় নাই, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিতে হইবে, যে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় যে রূপ, সেরূপ উপায় ধার্য্য হয় নাই।

গতানুশোচনা বৃথা। এক্ষণে বিদ্যালয়ের বালকেরা উত্ত্যক্ত হইয়াছে, তাহারদের পিতা মাতারা বিরক্ত হইয়াছে, এবং হিন্দুহিতৈষি নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষেরা ... যয়ে যথোচিত মনোভিনিবেশ ... চনা করুন, এবং ... সবিবেচক ... উত্থাপিত ... বিচার করিয়া অব- ... যে ছাত্রদিগকে যেরূপ গণিতবিদ্যায় শিক্ষিত করা উচিত, সেইরূপ তাহারদিগকে অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেও বিহিত বিধানে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, এবং যাহাতে তাহারা ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিশিষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে,—তাহাতে অবলীলা ক্রমে শুদ্ধরূপে রচনা ও কথোপকথন করিতে পারে, তাহাও অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষায় যথোচিত মনোযোগ দেওয়াই এই শেষোক্ত অভীষ্ট সাধনের অমোঘ উপায়।

এক্ষণে হিন্দুকালেজের শিক্ষা প্রণালীর আরও দুই এক বিষয়ের প্রসঙ্গ না করিয়া এ প্রস্তাব শেষ করা উচিত হয় না। হিন্দু কালেজ সংস্থাপকেরা স্বদেশের ইষ্টানিষ্ট প্রয়োজনাপ্রয়োজন সবিশেষ বিবেচনা করিয়া হিন্দুকালেজের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারদের বৈচক্ষণ্য ও দূরদৃষ্টির এক উদাহরণ স্মরণ হইতেছে; কালেজের ছাত্রদিগকে লোকোপকারি শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদান করাও তাঁহারদের উদ্দেশ্য ছিল *। কি সাধু বাসনা! কি শুভদায়ক অভিপ্রায়! রাজপুরুষেরা এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিলে এদেশের বিস্তর উপকার দর্শিত। এত দিনে অনেকানেক বিদ্যাবান ব্যক্তির দারিদ্র্য দশা অবশ্যই বিনষ্ট হইত। যখন ছাত্রেরা পাঠ সাঙ্গ করিয়া কালেজ-গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, এবং সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক ধনোপায়ের চেষ্টা করেন, তখন তাঁহারদিগকে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে হয়। দুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন রাজ-সংক্রান্ত কর্ম্ম মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু অনেক ... বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তি শ্রেণীস্থ যু- ... ক লাভের উপায় প্রাপ্ত ... য় আকুল হইতে হয়। ... প্রমাণে অন্যান্য অশিক্ষিত ...ত্তের ন্যায় লিপিকর ব্যবসায় অবলম্বন করাই ধার্য্য করেন, এবং তদর্থে ব্যগ্র

* ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ জুনে হিন্দুকালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা গবর্ণমেন্টে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে এবিষয়ের উল্লেখ আছে।

সমস্ত হইয়া পথ পর্য্যটন আরম্ভ করেন, ও স্বার্থ লাভার্থে ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি-সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন। কিন্তু এক মাত্র লিপিকর ব্যবসায়ে কত লোকের অন্ন হইতে পারে? কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহারও যোগাযোগ হওয়া অতি দুর্ঘট হইয়া উঠে। যেমন একটি শব দৃষ্টি করিলে শত শত শকুনি তদুপরি আক্রমণ করে, সেইরূপ কোন স্থানে একটি পদশূন্য হইলে ভূরি ভূরি ব্যক্তি তদর্থে লালায়িত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে। ইহাতে অনেকানেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও পূর্ব্বকার সমুদায় জ্ঞানোৎসাহ ভগ্ন হয়, ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনে অনভ্যাস পায়, এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া যায়। যদি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা তথায় লোকোপকারি শিল্প বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত করিতেন, তবে তাহারদিগের ক্লেশের বিস্তর লাঘব হইতে পারিত, এবং তাহারা স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া ধন মান উপার্জ্জন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কাল যাপন করিতে সমর্থ হইত। বস্তুতঃ কালেজের ছাত্রদিগকে লোকযাত্রাবিধান ও শিল্প শাস্ত্রাদি জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগি নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক। লোকযাত্রা বিধান ও শিল্পশাস্ত্রাদিতে অনধিকার প্রযুক্ত তাহারা মনোমত জীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়, ও দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সদাই অস্থির ও ব্যাকুল থাকে। আর পদার্থ বিদ্যা ও শারীরবিধান* বিদ্যাতে সুশিক্ষিত না হওয়াতে নানা প্রকার দে[illegible] ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া [illegible] শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া [illegible] সকল অশুভ ঘটনা হিন্দুক[illegible] শিক্ষা প্রণালীর প্রত্যক্ষ ফল! [illegible] গুরুতর ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের যথোচিত মনোযোগ না হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়! এ বিষয়ে উপেক্ষা করাতে তাঁহারদের কর্ত্তব্যতার অন্যথা হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা[illegible] দিগের সুখ স্বচ্ছন্দের উপায়[illegible] য়াও কি প্রকারে তা[illegible] ইহাতে কি প্রকারেই [illegible] মনস্তুষ্টি লাভ করেন? [illegible] গের পরোপকারের সা[illegible] রা যদি নির্দ্ধন নিরুপায় প[illegible] দিগের ন্যায় লোকের শুভা[illegible]ক্ষ হইত, তবে এতদিনে আমারদিগের সুখ সৌভাগ্য ধন বিদ্যার অবশ্যই অবশ্য উন্নতি হইত, এবং এক্ষণে এদেশে দারিদ্র্য রূপ দাবানল যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহারও শমতা হইতে পারিত।

আর হিন্দুকালেজের, বিশেষতঃ তাহার অধস্তন শ্রেণী সমুদায়ের পাঠ্য গ্রন্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও অধ্যক্ষদিগের অযত্ন ও অমনোযোগ অতি স্পষ্ট রূপে প্রতীত হয়। যখন সুশিক্ষোপযোগি উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রস্তুত হয় নাই, তখনও ঐ সমুদায় শ্রেণীর ছাত্রেরা যে প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত, এক্ষণেও সেই প্রকারই করিতেছে। এক্ষণে যেমন ভূমণ্ডলে দিন দিন বিদ্যাজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে ও বিবিধ শাস্ত্র সঙ্ঘটিত নানা প্রকার তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, সেইরূপ যাহাতে লোকে অবলীলাক্রমে অল্প সময়ে অধিক শিক্ষা করিতে পারে, তদুপযোগি ভূরি ভূরি গ্রন্থও প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে বর্ষ চতুষ্টয়ে বালকদিগের যাদৃশ শিক্ষা না হইত, এক্ষণে গ্রন্থের গুণে সম্বৎসর মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। চেম্বর্স এডুকেশনল-কোর্স* নামক গ্রন্থ-পরম্পরার মধ্যে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তৎপাঠদ্বারা অতিসুলভে অনেক বিষয়ে অধিকার হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন শ্রেণী অবধি [illegible]রিয়া বালকেরা যদি সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্য[illegible] তবে অল্পকালে অল্প বয়সের [illegible] স্বাদগ্রহ করিতে

[illegible] গ্রন্থ পাঠ কারয়।

* Physiology

* Chamber's Educational Course.

বিষয়ে হেতুয়া সরোবরের তী- ...দয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষ- ...রিতে হয়। তাঁহারা ...তন ও অধস্তন সমু- ... সমান যত্ন করেন, এবং ...রা যাহাতে সুলভে শিক্ষা করিতে ... প্রকার উপায় করিয়া দেন। তাঁহারদের লেসন ও চাইল্ড্স্ গ্রামার প্রভৃতি গ্রন্থ সমুদায় কালেজের অধস্তন শ্রেণী সমুদায়ের অকার্য্যকর গ্রন্থ সকল অপেক্ষায় অনেক ভাল।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে কালেজস্থ ছাত্রদিগের বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তথায় বাঙ্গলা শিক্ষার সুরীতি নাই, সে বিষয়ে তত্ত্বাবধাণেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বাঙ্গলা শিক্ষা করা আর না করা বালকদিগের একপ্রকার স্বেচ্ছাধীন। তাহারা পণ্ডিতদিগকে গ্রাহ্য করে না, যথোচিত মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করে না, এবং তাহারা পাঠে অবহেলা করিলে তাহার শাসনও হয়না। গত বর্ষে শ্রীযুক্ত মেডাক্ ও বীটন সাহেব এদেশীয় বালকদিগের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুকূলে যেরূপ সম্বক্ত্তা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই আমরা তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু তৎপরেও যে হিন্দুকালেজে বাঙ্গলা শিক্ষা বিষয়ে এরূপ বিশৃঙ্খলা থাকে, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। তৎপরে দুই এক খানি নূতন বাঙ্গলা গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে বটে,কিন্তু কোন প্রধান অধ্যাপক বা তত্ত্বাবধারকও নিযুক্ত হয় নাই, এবং সুশৃঙ্খলা সম্পাদনেরও উপায় ধার্য্য হয় নাই।

কলিকাতার প্রধান বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সে বিষয়ে শিক্ষাসমা... ধ্যক্ষদিগের অত্যন্ত অযত্ন প্রকা... ছে। সর্ব্বসুখের আ... নুশীলন, যাহা... সুখ সৌ... ...রাছে, তাহাতে ... ...বশ্যই তাঁহার- ... অন্যথা হইতেছে। এবি- ...রূপ যত্ন প্রকাশ অপেক্ষায় আমারদের উপকার করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই, এবং ইহাতে অবহেলা করা অপেক্ষায় আর কিছুতেই আমারদের অধিক অনিষ্ট হইতে পারে না। অতএব শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দোষ খণ্ডনার্থে আশু মনোযোগি হউন।

ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাস; ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম উপদেশার্থে গণিত, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিধান ও নীতি বিদ্যা; অল্পকালে সুলভে অধিক শিক্ষা দানার্থে চেম্বর্স এড়ুকেশনল কোর্স নামক গ্রন্থাবলি বা তাদৃশ সুপ্রণালী সিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক; ও সসম্ভ্রমে ধনোপার্জ্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান, রাজনিয়ম, ও নানা প্রকার শিল্প বিদ্যা,এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া, এবং বাঙ্গলা ভাষা অধ্যয়ন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হিন্দুকালেজের এবং গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্যান্য বিদ্যালয়েরও শিক্ষা কার্য্য এই প্রকার নিয়মে সম্পাদিত হইলে ছাত্রদিগের যথার্থ উপকার কৃত হইবে, এবং এদেশীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের দৃঢ় সোপান প্রস্তুত হইবে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

ধর্ম্ম ... ...ন করিলে মনুষ্যের যে ... তাহার বিচার।

পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠের পর।

...শে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এইপ্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, যে কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া প্রকারান্তর উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু বস্তুতঃ ধনাদি-

লাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু ধন,প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভা এসমুদায়ই আমারদের ইতর প্রবৃত্তির বিষয়, অতএব তদ্দ্বারা কখনও সম্যক্ রূপ সুখপ্রাপ্তি হইতে পারেনা; কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহার না করিলে সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেই ধন ও প্রভুত্ব মাত্রের উদ্দেশে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইঁহাতে তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়, লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও হতমান হয়, ক্রমাগত পাপাচরণ দ্বারা চৌর্য্য ও প্রতারণায় অভ্যাস পাওয়াতে রাজদণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অবিবেচনা ও দুষ্প্রবৃত্তি দোষে গত-সর্ব্বস্ব হইয়া দারিদ্র্য দশা প্রাপ্ত হয়। এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকেরই যেমন আয় বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সেইরূপ তাঁহারদের ব্যয় বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায্য বিচার থাকেনা। তাঁহারা চৌর্য্য, উৎকোচ, প্রতারণাদি নানাবিধ বিগর্হিত উপায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যয় ব্যসন করেন, ও উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে অবশেষ ঋণগ্রস্তও হয়েন। ঋণগ্রস্ত হইলে অনতিবিলম্বেই লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে মূর্খতা ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যাতনা, এই চারি শব্দেই তাঁহারদের চরিত্র বর্ণনা অবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রা[illegible]

সংসারের সমুদায় [illegible] নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, অতএব য[illegible] ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল ল[illegible] করিতে না পারেন, পশ্চাল্লিখিত দুই বিষয় তাঁহারদের কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ,তাহার সন্দেহ নাই। [illegible]য়,তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারদের তদুপযোগি ক্ষমতা না থাকিবেক ; [illegible] কোন অতিপ্রবল ইতর [illegible] দের স্বীয় বৃত্তি বিষয়[illegible] যোজক হইয়া থাকিবে[illegible] দিগের প্রবলতর ভাষা ও [illegible] তবে তাঁহারা কখনই স্বী[illegible] কার্য্য হইতে পারেন না, [illegible] উত্তমরূপ কালানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ম্মিমিৎসা ও অনুচিকীর্ষা*বৃত্তি অতিক্ষীণ, তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। আর যাহারদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান,তাহারদিগের মনোবৃত্তি সকল কোন বিষয়ে তৎপরতা ও উৎসাহ সহকারে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; ইহাতে তাহারদিগের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ হানি সম্ভব। আর এইরূপ, স্বার্থসাধন মাত্র আমারদের ব্যবসায় নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রাসংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, সুতরাং যে স্থানে যত গুলি মুদ্রা হস্তগত হয় সেস্থানে তদনুযায়ি ব্যবহার করে ; আর যে চিকিৎসক ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া রোগির প্রতীকার উদ্দেশে চিকিৎসা করেন, রোগিব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই জানিতে পারেন। তিনি দেখিতে পায়েন,যে চিকিৎসকের বুদ্ধিবৃত্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হইলে রোগির শরীরের ভাব ও প্রয়োজনাপ্রয়োজন যেমন স্পষ্টরূপে বোধ হয়, কেবল অজনস্পৃহাদি ইতর প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে সেরূপ কখনই হয় না। অতএব তিনি ন্যায়বান্ [illegible] চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে [illegible] কুটিল-স্বভাব বৈদ্যকে [illegible] অনেকানেক স্বার্থ[illegible] ব্যতিক্রম ঘটে।

[illegible] সদৃশ করণের ইচ্ছা Imitation

সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হ-
ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রা-
নর ফল; কিন্তু সংসারের
পদে পদে একের
কার হইয়া থাকে।
পনার অনৈপুণ্য এবং
কর্ম্মচারির অপটুতা ও
বিশ্ব। উভয় কারণেই ক্ষতি ও অ-
সম্ভ্রম হইতে পারে। জন-সমাজে পরস্পর সমবেত চেষ্টা করিয়া বিস্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ নির্ম্মাণ, শস্য উৎপাদন, নৌকাগঠন, বস্ত্র বয়ন, যন্ত্র রচনা ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তৎসমুদায় এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমারদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করে। কাম, অপত্যস্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা, লোকানুরাগপ্রিয়তা প্রভৃতি অতি শুভকরী বৃত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্য্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া কতই আনন্দ প্রদান করে! বিশেষতঃ মনুষ্যবর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজ-বদ্ধ করাই আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি
স্বভাবতই অন্য সংসর্গ করি
শিশুগণ মাতৃবা
কত ব্যগ্র
ন উৎসুক
ঙ্ক ব্যক্তিরা স্বকীয় মিত্র মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কাল যাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন! আমরা অন্যের সহিত মৈত্রী করিয়া, অন্যের প্রিয় পাত্র হইয়া, ও অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোক-সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজনে বাস করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী নির্জ্জনে বসতি করি, তবে আমারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ি সুখোৎপাদনে অসমর্থ হয়। এ প্রকার অবস্থায় থাকিলে পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছু মাত্র বিভিন্নতা থাকিত না, বরঞ্চ তদপেক্ষায়ও তাহারদিগের দুরবস্থা হইত। পশুদিগের আত্ম রক্ষার্থে যেরূপ নখ শৃঙ্গ লোমাদি নানা উপায় আছে, আমারদিগের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে অতি সামান্য হেতুতেই প্রাণ বিয়োগ হইত। অতএব পরস্পর সাপেক্ষতা আমারদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভদায়ক সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তিনি পরম করুণাবান্। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সামাজিক নিয়ম সমুদায় শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহারদিগের নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহারদিগের তদ্বিষ নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সম গুপ্তচর, বায়ুর প্রভাবা-
ন, পথের গুণাগুণ,
ব্যাপার সম্যক্‌রূপে শিক্ষা
। যে নাবিক এই সমুদায় বি-
ষয়ে সুনিপুণ, সদা সতর্ক, ও স্বকর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হয়, আর ব্যসনাসক্ত ও মাদক সেবনে অনুরক্ত না হয়, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপ-

নীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের অপ-কৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল, এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় ক্ষীণ. সুতরাং নৌকা-চালন কার্য্যে অনিপুণ,এবং যে সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে জল-মগ্ন হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোতবাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের গুণ দোষ পরীক্ষা না করিয়া তাহার নিকট নিযুক্ত হয়, তাহারদের বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি ও মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সহকারি কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিলে শ্রম লাঘব হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ দুর্ব্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্য্য ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তির প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশি স্বরূপে বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও সমধিক লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎপালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী লণ্ডন নগরে থাকেন, তবে লণ্ডন নগরস্থ অংশির ভ্রম, অনবধানতা, অথবা প্রতারণায় কলিকাতাস্থ অংশির সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়মসিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে তৎপালনার্থে যে যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়। যাহারদের সহিত বিষয়-ঘটিত সংস্রব রাখিতে [illegible] তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি [illegible] কার্য্য করিবার চেষ্টা [illegible] না, তাহা বিশিষ্টরূপে অনু[illegible] চিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষ[illegible] গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দ্দেশ করা গেল, এক্ষণে তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়,তাহার আর দুই চারি উদাহরণ [illegible]র্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমু[illegible] সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ [illegible] পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, [illegible] প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহ[illegible] থাকে, তবে কোন জন-সম্প্র[illegible] রূঢ় হইয়া কেবল নীচ প্রবৃত্তি স[illegible]য়কেই ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে, ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনে চেষ্টা না করিলে অবশ্যই দুঃখ-ভাজন হয়, তাহার সংশয় নাই। এদেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই ইহার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক হয়, সে দেশীয় লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অতএব আপন আপন অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত। যাবৎ পরিবার প্রতিপালন ও সন্তান সন্ততিকে শিক্ষা দানের উপযোগি অর্থ সংগ্রহ বা তাহার উপায় ধার্য্য না করিতে পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীগ্রহণ করে, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকাল মৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক সংখ্যা হ্রাস হয়। এদেশীয় লোকে এই নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যেরূপ দুঃখ-ভাজন হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। কত শত ব্যক্তি কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত [illegible]ন, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। [illegible] ভরণ পোষণের ভার যাঁহার [illegible], তিনি তদুপযোগি [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] হইয়া অন্ন চিন্তায় [illegible] হইয়া কোন ক্রমে প্রাণ[illegible]

কাল যাপন করেন; ইহাতে তাঁহার ঋণ [illegible] সহকারে দিন দিন সন্তাপ ও বিকল- [illegible] হইতে থাকে। কত কত সদ্বংশ- [illegible] অভাবে মৃত্যু-প্রায় হইয়া [illegible] করিতেছে। [illegible] অর্দ্ধ আয়ুঃ- [illegible] নিরাশ হইয়া [illegible] ত্যাগ করি- তেছে [illegible] পূর্ত্তি হওয়া দুঃসাধ্য, তাং [illegible] চর্চা কোথায়? ধর্ম্ম চিন্তাই বা কোথা [illegible] এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ উদ্বাহ অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য কার্য্য বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

এই প্রস্তাবে মানব প্রকৃতির যে বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আমারদের সকল বৃত্তিকেই যথোচিত সংযত করা উচিত। অর্জ্জন স্পৃহা বৃত্তি অতি প্রবল হইলে অত্যন্ত লোভ বৃদ্ধি হইয়া প্রতারণা ও চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হয়, ও তাহার প্রতিফল স্বরূপ নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারদের অপত্যস্নেহ বুদ্ধি বৃত্তির বশবর্ত্তী না থাকে, তাঁহারা পুত্র কন্যার কুপ্রবৃত্তিতে উৎসাহ দিয়া তাহারদিগকে অবিনীত করেন ও অশিক্ষিত রাখেন; ইহাতে তাহারদের ও আপনারদিগেরও অশেষ প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। অতএব যখন সমুদায় মনোবৃত্তিকেই যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। পরমেশ্বর আমারদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগি শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমারদিগের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়ম অবগত [illegible] কাতে ক্রমাগতই তদ্বিরুদ্ধ [illegible] তেছেন, ও তাহা [illegible] নাহি [illegible] লোকের অন্তঃকরণে কখনও উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখস্রোত ও পাপ প্রবাহ বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হয়েন। এই অধিবেদনের প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারক, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অতএব এ দেশীয় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎ প্রয়োজক কৌলীন্য মর্য্যাদা, এই উভয় প্রথা প্রচলিত রাখাতে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা আপনারদিগের দারিদ্র্য দশা বৃদ্ধি ও পাপানল প্রবল করিতেছেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় এই সভাতে মিশ্‌লেট্ রচিত এক খণ্ড পুস্তক দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় নিম্ন লিখিত পাঁচ খণ্ড পুস্তক দান করিয়াছেন।

কুমারসম্ভব .... ১ খণ্ড
কাদম্বরী প্রথম ভাগ .... ১ ঐ
ঐ দ্বিতীয় ভাগ .... ১ ঐ
দশকুমারচরিত .... ১ ঐ
কবিকল্পদ্রুম ধাতুপাঠ .... ১ ঐ

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্ন লিখিত কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

কামুস্ (আরবীয় অভিধান) ..... ৪ খণ্ড
হপ্ত কল্‌জম্ (পারস্যাভিধান) ..... ৭ ঐ
সুরাহ্ (ঐ) .... [illegible] ঐ
জমাল উদ্দীন কৃত (ঐ) .... ২ ঐ
সয়রুল মতাখরীন্ (পারস্য পুরাবৃত্ত) ১ ঐ
হদুদ্ (আরবীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব) ..... ১ ঐ
[illegible] লোগাৎ .... ১ ঐ
[illegible] অক্লেদস্ (উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত ক্ষেত্রতত্ত্ব) ১ ঐ
অসুল (উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত লোকযাত্রাবিধান) .... ১ ঐ
উর্দ্দু ভাষায় গে সাহেবের গল্প ১ ঐ

উর্দ্দু ভাষায় রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত কবিতা .... ১ ঐ
উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত ইংলণ্ড দেশীয় ইতিহাস .... ১ ঐ
অমুল (ক্ষেত্রতত্ত্ব) .... ১ ঐ
ঐ (উর্দ্দু ভাষায় ঐ)............... ১ ঐ
পয় মানেজদীদ্ (পারস্য ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক)........... ১ ঐ
গুলজার এবরাহীম .... ১ ঐ
গোলদস্তয়েনশাৎ (মন্নুলাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত পারস্য ভাষায় কবিতা) ১ঐ

অতএব ইঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা আগামী দুর্গোৎসবোপলক্ষে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম স্থান প্রবাস হইতে স্বীয় স্বীয় বাটীতে অথবা স্থানান্তরে গমন করিবেন, তাঁহারদিগের আগামী কার্ত্তিক মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন্ স্থানে প্রেরণ করা যাইবেক, তাহা তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা[illegible] বাঙ্গলা অক্ষরে [illegible] ল্যয় করেন, তি[illegible] করিলে উপযুক্ত বে[illegible] যাইবেক।

শ্রীনৃ[illegible]কুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম খণ্ড তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত আছে; ইহার মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা[illegible] এই গ্রন্থের প্রয়োজন হয়, [illegible]হার এই মূল্য পাঠাইয়া [illegible]ইতে পারিবেন।

[illegible]তত্ত্ববাগীশ।

১৭ আশ্বি[illegible]

সভ্য প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি সভ্য প্রতি মাসে [illegible]

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং

সব্যঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬৫২

১ দিবশ্চিদস্য বরিমা বিপপ্রথ-
ইন্দ্রন্ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি।
ভীমস্তু বিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ শি-
শীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ।

১ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বরিমা' উরুত্বং 'দিবঃ' দ্যু-লোকাৎ 'চিৎ' অপি 'বিপপ্রথে' বিস্তীর্ণং বভূব 'পৃথিবী' 'চন' অপি 'মহ্না' মহিম্না মহত্ত্বেন 'ইন্দ্রং' 'ন' 'প্রতি' প্রতিনিধির্ভবতি ততোপি গরীয়ানিত্য-র্থঃ। 'ভীমঃ' শত্রূণাম্ভয়ঙ্করঃ 'তু' 'বিষ্মান্' প্রজ্ঞাবান্ শত্রূণাং 'আতপঃ' সমন্তাৎ তাপকারী ইন্দ্রঃ 'চর্ষ-ভ্যঃ' মনুষ্যেভ্যঃ স্তোতৃভ্যস্তেষাং অর্থা...
...জসে' তৈক্ষ্ণ্যায় 'শিশীতে' ...
রোতি 'ন' যথা '...
স্বশৃঙ্গে যুদ্ধা...

...৩ও বি-
...ও মহিমা বিষয়ে
ন...হে। শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর
...কারী, প্রজ্ঞাবান্ ইন্দ্র স্তোতা
মনুষ্যদিগের নিমিত্ত বজ্র তীক্ষ্ণ করেন, যেমন সেবনীয় গতি বিশিষ্ট বৃষভ যুদ্ধের নিমিত্ত স্বীয় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করে।

৬৫৩

২ সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ
প্রতিগৃভ্ণাতি বিশ্রিতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে
সনাৎ স যুধ্ম ওজসা পনস্যতে।

২ 'সঃ' ইন্দ্রঃ "সমুদ্রিয়ঃ' সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপ ইতি সমুদ্রমন্তরিক্ষং তত্র ভবঃ সমুদ্রিয়ঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'বরীমভিঃ' স্বকীয়ৈঃ উরুত্বৈঃ 'বিশ্রিতাঃ' ব্যাপ্তাঃ 'নদ্যঃ' নদীঃ শব্দকারিণীর্বৃত্রেণাবৃতাঃ অপঃ ববর্ষ 'অর্ণবঃ' সমুদ্রঃ 'ন' ইব 'প্রতিগৃভ্ণাতি' স্বীকৃত্য ববর্ষেতি ভাবঃ। সচ 'ইন্দ্রঃ' 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানায় 'বৃষায়তে' বৃষইব আচরতি ... ...াবত্তত ইত্যর্থঃ। তথা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'যুধ্ম' ...ৎ' চিরাদেব 'ওজসা' বল-... কর্ম্মণা 'পনস্যতে' পনঃ

...রক্ষ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্র
...স্ব দ্বারা ব্যাপ্ত, বৃত্রাচ্ছাদিত, শব্দিত জল সমূহকে সমুদ্র তুল্য স্বীকার করিয়া বর্ষণ করিয়াছেন। সেই ইন্দ্র সোম পান নিমিত্ত বৃষের ন্যায় হৃষ্ট হয়েন এবং যোদ্ধা তিনি বল-কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিরকাল স্তুতি ইচ্ছা করেন।

৬৫৪

৩ ত্বন্তমিন্দ্র পর্ব্বতন্ন ভোজসে মহোনৃম্নস্য ধর্ম্মণামিরজ্যসি। প্রাবীর্য্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মাউগ্রঃ কর্ম্মণে পুরোহিতঃ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'ভোজসে' ভোজনায় 'ত্বং' 'পর্ব্বতং' পর্ব্ববন্তং মেঘং 'ন' অকার্ষীঃ। ইন্দ্রোহি বর্ষণার্থং মেঘং বজ্রেণ হন্তি। তথা 'মহঃ' মহতঃ 'নৃম্নস্য' ধনস্য 'ধর্ম্মণাং' ধারয়িতৃণাং কুবেরাদীনাং 'ইরজ্যসি' ঈশিষে। সইন্দ্রঃ 'দেবতা' 'বীর্য্যেণ' 'অতি' অতিশয়েন 'প্র-চেকিতে' প্রকর্ষেণাস্মাভির্জ্ঞাতো-ভবৎ। সঃ 'উগ্রঃ' ইন্দ্রঃ 'বিশ্বস্মৈ' সর্ব্বস্মৈ বৃত্রবধা-দিরূপায় 'কর্ম্মণে' 'পুরোহিতঃ' সর্ব্বৈর্দেবৈঃ পুরস্তাদ-বস্থাপিতঃ।

৩ হে ইন্দ্র! তুমি ভোজনের নিমিত্ত পর্ব্ববিশিষ্ট মেঘ হনন করহ না কিন্তু বর্ষণের নিমিত্তে তাহা হনন কর। তুমি মহাধনের আধারভূত কুবেরাদির নিয়ন্তা হও। সেই ইন্দ্র দেবতা অতিশয় বীর্য্য দ্বারা আমার-দিগের কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন; সেই উগ্র ইন্দ্র বৃত্রবধাদিরূপ সমুদায় কর্ম্মের নিমিত্ত সকল দেবতা কর্ত্তৃক অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন।

৬৫৫

৪ সইদ্বনে নমস্যুভির্ব্বচস্যতে চারু জনেষু প্রব্রুবাণইন্দ্রিয়ং। বৃষা চ্ছন্দুর্ভবতি হর্য্যতোবৃষা ক্ষে-মেণ ধেনাং মঘবা যদিন্বতি।

৪ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'ইৎ' এব 'বনে' নমসা স্তোত্রেণ পূজয়িতৃভিঃ বচইচ্ছন্ ক্রিয়তে স্তূয়তইত্যর্থঃ। 'জনেষু' 'ইন্দ্রিয়ং' স্ববীর্য্যং 'প্র-' 'চারু' বর্ত্ততে। কিঞ্চ সঃ 'বৃষা' কামানাং 'হর্য্যতঃ' প্রেপ্সাবতঃ যিযক্ষতঃ 'ছন্দুঃ' উপচ্ছন্দয়িতা 'ভবতি' যিযক্ষতাং পুরুষাণাং যাগে রুচিমুৎপাদয়-তীতি ভাবঃ 'বৃষা' হবিষাং বর্ষয়িতা হবিঃপ্রদাতা ইত্যর্থঃ 'মঘবা' ধনবান্ এবম্ভূতোযজমানঃ 'ক্ষেমেণ' রক্ষণেন ইন্দ্রকৃতেন যুক্তঃ সন্ 'যৎ' যদা 'ধেনাং' স্তুতিলক্ষণাং বাচং 'ইন্বতি' প্রেরয়তি তিদানীং ছন্দু-র্ভবতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

৪ সেই ইন্দ্র বনেতে ঋষিগণ ... স্তোত্র দ্বারা স্তুত হয়েন। স্বজনেতে আপনা... সুন্দররূপে স্থিতি ক... শালি যজমান ইন্দ্র... যে কালে স্তুতি বাক্য... সেই অভিলাষ ...ক ই... পুরুষের যজ্ঞ কর্ম্মে স্বয়ং ...

৬৫৬

৫ সইন্মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি যুধ্মওজসা জনেভ্যঃ। অধাচন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমতইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধং ॥১।৪।১৯॥

৫ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'যুধ্মঃ' যোদ্ধা 'ইৎ' এব 'মহানি' মহতঃ 'সমিথানি' সমিথান্ সংগ্রামান্ 'মজ্মনা' সর্ব্বস্য শোধকেন 'ওজসা' বলেন 'কৃণোতি' করোতি কিমর্থং 'জনেভ্যঃ' স্তোতৃজনার্থং। যদা ইন্দ্রঃ 'বধং' হনন-সাধনং 'বজ্রং' আসুরং মেঘেষু 'নিঘনিঘ্নতে' নিহন্তি 'অধাচন' অনন্তরমেব 'ত্বিষীমতে' দীপ্তিমতে 'ইন্দ্রায়' সর্ব্বে জনাঃ 'শ্রদ্দধতি' ইন্দ্রোবলবান্ ইতি সত্যং প্রতিপদ্যন্তে ১।৪।১৯।

৫ সেই যোদ্ধা ইন্দ্র স্তবকারির নিমিত্ত পবিত্রকারক বল দ্বারা তুমুল সংগ্রাম করেন। যখন ইন্দ্র বধ সাধক বজ্র মেঘেতে নিঃক্ষেপ করেন, তাহার পরেই সকলে দীপ্তিমান্ ইন্দ্রকে যথার্থ বলবান্ রূপে প্রতিপন্ন করে। ১।৪।১৯।

৬৫৭

৬ সহি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রি-মা ক্ষ্ময়া বৃধানওজসা বিনাশ-... । জ্যোতীংষি কৃণ্বন্নবৃকাণি যজ্যবে... সুক্রতুঃ সর্ত্তবাঅপঃ ...

৬ 'শ্রবস্যুঃ' ... 'সদনানি' অসুরপু... 'ক্ষ্ময়া' ভূম্যা সমানং ... তীংষি' সূর্য্যাদীনি বৃত্রেণাবৃতানি

তেন রহিতানি 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্ 'সুক্রতুঃ' '...সঃ' ইন্দ্রঃ 'সজ্যবে' যষ্ট্রে যজমা-...নায় 'অপঃ' বৃষ্টিলক্ষণান্যু-...ক্তং অবাসৃজৎ বৃষ্টিং

...ইন্দ্র আপনার যশ ...র কৃত্রিম নগর সকল বং... ...বৃত এবং বৃত্রাচ্ছাদিত সূর্য্যাদি ... ...দার্থ সকলকে সেই আ-চ্ছাদন হইতে ব...র্গত করিয়া প্রকাশ করত শোভনকর্ম্মা সেই ইন্দ্র যাগশালি যজমানের নিমিত্ত বৃষ্টি করিয়াছিলেন।

৬৫৮

৭ দানায মনঃ সোমপাবন্নস্তু তের্ব্বাঞ্চা হরী বন্দনশ্রুদা কৃধি। যমিষ্ঠাসঃ সারথযোযইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আদভ্নুবন্তি ভূর্ণযঃ।

৭ হে 'সোমপাবন্' সোমস্য পাতরিন্দ্র 'তে' ত্বদীয়ং 'মনঃ' 'দানায়' অস্মদভিমতফলপ্রদানায় 'অস্তু' ভবতু। 'বন্দনশ্রুৎ' বন্দনানাং স্তুতীনাং শ্রোতঃ 'হরী' ত্বদীয়ৌ অশ্বৌ 'অর্ব্বাঞ্চা' অর্ব্বাঞ্চৌ অস্মদন্-ভ্রাভিমুখৌ 'আকৃধি' আভিমুখ্যেন কুরু। হে 'ইন্দ্র' 'তে' তব স্বভূতাঃ 'যে' 'সারথয়ঃ' সন্তি তে 'যমিষ্ঠাসঃ' অতিশয়েন যন্তারঃ অশ্বনিয়মনকুশলাইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'কেতাঃ' প্রাতিকূল্যজ্ঞাতারঃ 'ভূর্ণযঃ' ভীতাঃ শত্রবঃ 'ত্বা' ত্বাং 'ন' 'আদভ্নুবন্তি' হিংসন্তি।

৭ হে সোমপায়ি ইন্দ্র! তোমার মন দানে রত হউক, স্তুতি শ্রবণকারি তোমার অশ্বদ্বয়কে আমারদিগের যজ্ঞাভিমুখী কর। হে ইন্দ্র তোমার যে সকল সারথি তাহারা অশ্ব নিয়মনে অত্যন্ত পটু; এই হেতু প্রতিকূলজ্ঞাতা ভীত শত্রুসকল তোমাকে হিংসা করে না।

৬৫৯

৮ অপ্রক্ষিতং ... যোব... । ...ন কর্ত্তৃভিস্ত-... ক্রতব ইন্দ্র ভূরযঃ।১।৪।২০।

৮ হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'অপ্রক্ষিতং' প্রক্ষয়রহিতং 'বসু' ধনং 'ভস্তয়োঃ' 'বিভর্ষি' স্তোতৃভ্যোদাতুং ধারয়সি। তথা 'শ্রুতঃ' প্রখ্যাতোভবান্ 'তস্মি' আত্মীয়ে শরীরে 'অষাঢং' শত্রুভিরনভিভূতং 'সহঃ' বলং 'দধে' ধারয়তি। অর্ব্বাগমনঃ 'কর্ত্তৃভিঃ' বৃত্রাদেরসুরস্য বধং কুর্ব্বদ্ভির্ব্বলকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ 'আবৃতাসঃ' আবৃতাঃ বলকৃতানি কর্ম্মাণি এতস্য শরীরং আবৃত্য অবতিষ্ঠন্তে 'ন' যথা 'অবতাসঃ' কূপাঃ জলো-দ্ধারণায় প্রবৃত্তৈঃ প্রাণিভিঃ আব্রিয়ন্তে তদ্বৎ যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র 'তে' তব 'তনূষু' শরীরেষু 'ক্রতবঃ' কর্ম্মাণি 'ভূরয়ঃ' বহূনি বিদ্যন্তে। ১।৪।২০।

৮ হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত অক্ষয়ধন দুই হস্তে ধারণ করিতেছ, অতি বিখ্যাত তুমি স্বীয় শরীরে অপ্রতিহত বল ধারণ করিতেছ। বলকৃত কর্ম্ম সকল তোমার শরীরকে আবরণ করিয়া স্থিতি করিতেছে, যেমন কূপ হইতে জলোত্তোলন কর্ত্তা দ্বারা সেই কূপ আবৃত হয়। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার শরীরেতে অনেক কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। ১।৪।২০।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

৮৬ সংখ্যক পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠের পর।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সকলকে তাহারদের বশবর্ত্তি রাখিয়া কার্য্য করিলে ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সাধন হইয়া দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমার দিগকে অতি-বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন. আমরা যদি ... কৃষ্ট ইওরোপায় হলযন্ত্র ... ...করি এবং উত্তমোত্তম ...ৎপন্ন দ্রব্যে পরিধেয় ...বহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি. ...তিদিবস অল্পক্ষণ পরিশ্রম করিলেই প্রয়োজনোপযোগি সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত কর্ম্ম করিয়া কায়িক পরিশ্রমে নিরস্ত হয়, এবং অবশিষ্টকাল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চালনায় ক্ষেপণ

করে, তবে তাহারদের সর্ব্বপ্রকারেই সুখোৎপত্তি হয় সন্দেহ নাই। প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহার উচিত মূল্য অববারিত থাকে, অতএব পরিশ্রমের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা করিলে সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে; তাহাতে যাদৃশ অপর্য্যাপ্ত আনন্দ অনুভূত হইতে পারে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, এবং সন্তানে পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করাতে পুরুষে পুরুষে জাত্যুৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহাতে সন্তানেরা কেবল পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে এমত নহে তদপেক্ষায় তেজস্বি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় প্রাপ্ত হইতে, এবং তাহা লোকহিতার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক সুখ সাধন করিতে সমর্থ হয়।

আমার দিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিবেচনা করিলে এসমুদায় অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অসম্ভাবিত বোধ হয়। এদেশে কৃষিকার্য্য যাহারদের উপজীবিকা, তাহারা সকলেই বিদ্যা বিহীন ইতর লোক। তাহারা কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় না; সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে কৃষিকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহে। ভদ্রলোকে এ বৃত্তি অবলম্বন করা অসম্ভ্রম জনক বোধ করেন। এ দেশীয় কৃষাণেরা যে প্রকার রীতিক্রমে স্বীয় ব্যবসায় সম্পন্ন করে, তা [illegible]ত যদিও তাহারদের অধিক সময় ক্ষে [illegible] ক্ষনিমিত্ত তাহারদের বিদ্যা [illegible] পাওয়া দুষ্কর, তথা [illegible] দ্বারা স্ব স্ব পরিবারের ভরণ [illegible] স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে পারে। [illegible] এদেশের কতক গুলি ভূস্বামী, এবং তাঁহার অনুচরেরা যে রূপ প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করে, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। তাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায় তথোচিত চালনা না করাতে ইহার প্রতীকার সমর্থ নহে। জ্ঞান-[illegible] বল; যাহা [illegible] করিয়া তাহাতে [illegible] দিগকে অবশ্য [illegible] রেক। আর [illegible] মিরাও অবিহি[illegible] [illegible]নার দিগের অপকৃষ্ট [illegible]মুদায়কে সাতিশয় করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহারদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহারা তাঁহারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থে বিশিষ্টরূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও ভূস্বামিতে ঘোর তর বিবাদ বিসম্বাদ ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামিকে রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। ইহাও এক প্রকার কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিতে হয় যে তাঁহারা প্রজানিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই তাহার অনেক ভাগ ব্যয় করিতে হয়, বরঞ্চ কখন কখন ঋণজালে বদ্ধ হইয়া পড়েন, এইরূপে তাঁহারা প্রজানিষ্পীড়ন করাতে তাহারদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, তদ্বিষয়ে ও অন্যান্যবিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি কার্য্য না করাতে সর্ব্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান, ও ধনক্ষয়রূপ অশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধহয় ভবিষ্যতে তাঁহারদিগকে এতদপেক্ষায়ও গুরুতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি কোন দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকের সহিত তদ[illegible] ব্যবহার করিতে পারেন, এবং [illegible]বস্থ প্রজাসকল জ্ঞানাপন্ন [illegible]তদনুযায়ি আচরণ [illegible] কেবল সুখ-ব্যাপ[illegible] মনোবৃত্তি সকলকে [illegible] অধিকারস্থ জনপদ সকল স্বর্গে[illegible] দৃষ্টি করিয়া জ্ঞানবান্ পুণ্যাত্মা প্রজাদি[illegible]

হইয়া-বিবাদ বিসম্বাদ এবং
...ৎপাদ্য দুঃখ সমুদায়
আপনাকে পরম
...তি পালনে
...র অনুপমসুখ
...নির্ব্বাহ করিবেন,
এদে... ...মিরা তাহার স্বাদ-
গ্রহেও সম... ...হন। ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা এতদনুরূপ সুখ-ব্যাপার ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন জগদীশ্বর আমারদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক্ উপযোগিতা রাখিয়াছেন, তখন শীঘ্র না হউক, কাল বিলম্বে তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডল অপর্য্যাপ্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমারদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহারদের তন্নিরাকরণার্থে, লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম পালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এদেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনার দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহার বশবর্ত্তি রাখিয়া তদনুযায়ি সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যেরূপ শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যদিগের পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তাঁহারদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা যায়। যখন পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক প্রকার বৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল...
তখন সকলেরই এক ...
কখনই তাঁহা...
স্বা...
... গ্রহণ ক...
...র্য্য সাধন হয়, এবং
... অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ ও সুখপ্রাপ্তি হয়। আমারদিগের এই বিবেচনা না থাকাতে এ দেশ দারুণ দারিদ্র্য রূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে।' এদেশীয় ভদ্রলোকে কেবল রাজকীয় কর্ম্ম ও লিপিকর ব্যবসায় ভিন্ন আর আর সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন অল্প বাণিজ্যকে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্য কেবল ইতর লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। তাঁহারদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুমত নহে; যাহাতে লোকের সুখহানি ও দুঃখ বৃদ্ধি হয়, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। অতএব এই কুসংস্কারানুযায়ি কার্য্য করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই দুঃখ ঘটনা হয়। এ দেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল দৃষ্টিগোচর হয়। রাজপুরুষেরা প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে হিন্দুদিগকে অনধিকারি করিয়া রাখিয়াছেন, যে কয়েক টা বিচার-বিষয়ক কার্য্যে তাঁহারদের অধিকার আছে, তাহারও সংখ্যা অধিক নহে, অতএব ভদ্রলোকের মধ্যে অধিকাংশেই কেবল লিপিকর ব্যবসায় অবলম্বনেরই চেষ্টা করেন। বহুলোকে এক প্রকার বৃত্তিলাভার্থে সচেষ্ট হইলেই কর্ম্ম অপেক্ষায় কর্ম্মার্থির সংখ্যা অধিক হয়, এবং তাহা হইলে সুতরাং কতক লোককে কর্ম্মাভাবে অবশ্যই নিরবলম্ব থাকিতে হয়, ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এ দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অবিকল ... ...র অবস্থা ঘটিয়াছে।
তাঁ... ...র্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান
...বে, বা ভূস্বামিদি-
...ন কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমি-
... অনন্য মনে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ ক্রমাগত ১০।১২ বৎসর বিষয় কর্ম্মের
... পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করি-
...র্য্য হইতে পারেন না, তথাপি
...ন্তর অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন না।
...দের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত

হইবে? তাঁহারদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা দাসত্বকে পরম সুখকর জ্ঞান করেন, আর কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে আপনার স্বতন্ত্রতা ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ সহকারে অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহাকে অপকর্ম্ম ও উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহারদের ভ্রম জন্মিয়াছে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অন্যথাভাব ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারেনা; অতএব তাঁহারা বিশ্বাধিপের অনভিপ্রেত কার্য্য করাতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি ছিল,—ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য্য,বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি ছিল, তখনও এপ্রকার দুঃসহ ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি ভদ্রলোকে ও বণিক তন্তুবায়াদি ইতর লোকে সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বে যাহা কেবল কায়স্থের বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অন্নে একজন মাত্রের উদরপূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ ভদ্রলোকের পরি[illegible] [illegible]ন ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করা দু[illegible] আর ভদ্রলোকেরা শি[illegible] হেন না, অথচ ইতর লোকে ভ[illegible] বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এপ্রযুক্ত শিল্প কর্ম্ম অপেক্ষায় শিল্পিলোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে অক্লেশে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এইরূপে দিন দিন এ দেশীয় লোকের দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। কিরূপে কত কালে [illegible] নির্ব্বাণ হইবে, তাহা কে [illegible] তবে পরমেশ্বর প্রস[illegible] হইলে সুখের প্রারম্ভ [illegible]র করিয়া উল্লেখ কর[illegible] কখন না কখন আমার[illegible] চন হইবেক। দুঃখ তে[illegible] [illegible]র প্রবর্ত্তক হইবে, ও বিদ্যা ও [illegible]রা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া এক্ষণকার অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশীয় লোকে যে কতকালে এই সকল যথার্থ তত্ত্বে আদর করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইবেন,তাহা এক্ষণে অনুমানেও আইসে না।

ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কি প্রকার সাংসারিক অমঙ্গল ঘটনা হয়,১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিপত্তি তাহার সম্যক্ দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের অসম্ভ্রম ঘটনাই তাহার প্রধান কারণ, আর ইহাও অনেকের বিদিত থাকিতে পারে যে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদিগের সাতিশয় স্বার্থপরতাই তাহার তাদৃশ অসম্ভ্রমের অদ্বিতীয় হেতু। প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগারের যে সকল অংশি ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতাপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহারাই তাহার সর্ব্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক মঙ্গল চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন আপনাপন লোভানলে আহুতি দানার্থেই তাহা নিয়োজন করেন।

কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা যে প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েন ও যেরূপে ব্যয় ব্যসনাদি করিয়া থাকেন, অতি প্রবল ইতর প্রবৃত্তি সমুদায়ই তাহার প্রবর্ত্তক [illegible]হাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অত্যল্প [illegible] কার্য্যারম্ভ করেন, এখানকার [illegible]র নিকট হইতে বিনা [illegible] পণ্য গ্রহণ ক[illegible]রেন, [illegible] নিজ বাণিজ্য কার্য [illegible] ও আপনারা ইন্দ্রিয় [illegible] বিধ ব্যসন ও ইন্দ্রিয়োপভো[illegible]

...ক্তি ব্যয়শীল হয়েন। উত্তম অট্টা-
...দেশ যান, শোভমান
...আহার বিহার
...দর সমুদয় অর্থ
...লেই ব্যবসায়ে
...। উঠে। এই সকল
...ল ধনই পরম পুরু-
ষার্থ জ্ঞান ক... সুতরাং তাঁহারদের ধর্ম্ম বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ নাই ও আপনার কুখ্যাতিতেও লজ্জা বোধ নাই। অসম্ভ্রম হইলে তাঁহারা ইন্সালবেণ্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অম্লান বদনে পূর্ব্ববৎ অধর্ম্ম-বিয়োজিত বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হয়েন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই শ্রেণিস্থ লোক। অতএব তাঁহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে লোভরূপ জলধিজলে বিসর্জ্জন দিলেন; আপনারদিগের অর্থ সামর্থ্য অনুসারে যেরূপ ব্যবসায় সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্য রূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং স্বীয় ধনে সেরূপ ব্যবসায় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ঋণাদানব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারদের নীল ব্যবসায়ই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীল ব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা সহজেই হস্তগত করিতে পারিবাতে অতি স্বচ্ছল রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন—আপনার লোভ রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য, অতএব যিনি যখন উত্তান হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অন্যান্য সকলে এক মত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা... থাকাতে নীল প্রস্তুত ক... হইতে লাগিল, অ... প্রবৃত্ত হওয়াতে ত...
...বিপত্তির
...ণিকদিগের অত্যন্ত
এইরূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাঁহারা কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন, ইহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন তাহার প্রায় সমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল!

১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যে প্রকার বাণিজ্য বিষয়ক বিপত্তি ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল ইতর প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থ লোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পূর্ব্বক অতি প্রবল ইতর প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করাতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল এবং এ নিমিত্তে তাঁহারদিগকেও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারদিগের অসম্ভ্রম ও মান-ভ্রংশ হইল, স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্ম্ম বন্ধ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং তাঁহারা জন-সমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরণীয় ও অবিশ্বস্ত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও ইতর প্রবৃত্তিদিগকে তাহারদের বশবর্ত্তী রাখিয়া স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক আপন আপন বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক হিতার্থি হইয়া যথা নিয়মে ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, তবে এপ্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, সুতরাং তাঁহারদিগকেও এরূপ লজ্জা ও ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হইত না।

দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ ৫
দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগ ঐ ৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক ১
বস্তু বিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।০
বাঙ্গলা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ . ॥০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৵
ভূগোল .... ॥০
পদার্থ বিদ্যা .... ॥০
বর্ণমালা ৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি ...... ॥০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতিপয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়..... ।০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্ ..... ।৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০
পৌত্তলিক প্রবোধ .... ।৶০
কঠোপনিষৎ ৶০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ[illegible] [illegible]যরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি [illegible] [illegible]হারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প[illegible]

শ্রীনৃ[illegible]

বিজ্ঞাপ[illegible]

তত্ত্ববোধিনী সভার বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত [illegible]

লাষ করেন, তিনি প[illegible] করিলে উ[illegible] যাইবেক

তত্ত্ববোধি[illegible] সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম খণ্ড তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত আছে; ইহার মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহার এই গ্রন্থের প্রয়োজন হয়, তিনি ইহার এই মূল্য পাঠাইয়া দিলেই পাইতে পারিবেন।

[illegible]আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

[illegible] এই [illegible]
[illegible]জোড়াসাঁকোস্থিত [illegible]
তে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। [illegible]
৮ কার্ত্তিক বুধবার সম্বৎ ১৯০[illegible]

কারি যজমানেরা হবি হস্তে করিয়া ইন্দ্রকে স্তব করেন: অতএব হে স্তুতিকারক! তুমিও সেইরূপ প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের পালক বলবান্ ইন্দ্রকে দৈবত প্রকাশক স্তব দ্বারা শীঘ্র অধিরোহণ কর, যেমন স্বাভিমত পুষ্পোপচয়নের নিমিত্তে স্ত্রীগণ পর্ব্বতেতে আরোহণ করে।

৬৬২

৩ সতুর্ব্বর্ণির্ম্মহাং অরেণু পৌংস্যে গিরেভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তু জা শবঃ। যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সোমদে দুধ্র আভূষু রামযন্নি দামনি।

৩ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'তুর্ব্বণিঃ' হিংসিতা 'মহাং' মহান্ প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। তস্য ইন্দ্রস্য 'শবঃ' বলং 'পৌংস্যে' বীরৈঃ পুরুষৈঃ কর্ত্তব্যে সংগ্রামে 'অরেণু' অনন্দ্যং 'তুজা' শত্রূণাং হিংসকং সৎ 'ভ্রাজতে' দীপ্যতে 'ন' যথা 'গিরেঃ' পর্ব্বতস্য 'ভৃষ্টিঃ' শৃঙ্গং উন্নতং সৎ দীপ্যতে তদ্বৎ। 'আয়সঃ' অয়োময়কবচযুক্তদেহঃ 'দুধ্রঃ' দুষ্টানাং শত্রূণাং ধর্ত্তা এবম্ভূতঃ ইন্দ্রঃ 'মদে' সোমপানেন হর্ষে সতি 'যেন' বলেন 'শুষ্ণং' অসুরং 'মায়িনং' মায়াবিনং 'আভূষু' কারাগৃহেষু 'দামনি' বন্ধকে নিগড়ে 'রামযন্নি' নিরমযৎ তদ্বলমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

৩ সেই হিংসক ইন্দ্র অতি মহৎ হয়েন। অত্যুন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার অনিন্দনীয় বল বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য সংগ্রামেতে শত্রুদিগের হিংসক হইয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, যে বল দ্বারা শত্রুদিগের গৃহীতা লৌহময় কবচ বিশিষ্ট শরীরী ইন্দ্র সোমপানে অতি হৃষ্ট হইয়া মায়াবি শুষ্ণ অসুরকে কারাবন্ধকেতে বদ্ধ করিয়াছিলেন।

৬৬৩

৪ দেবী যদি তবিষী
ত্বয়ইন্দ্রং সিষক্ত্যু
যোধত্ত্বনা শবসা
র্ত্তি রেণং বৃহদর্হরিষর্ণিঃ।

৪ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ধৃষ্ণুনা' ধর্ষকে
'তমঃ' তমোরূপং
নস্তি। 'উতয়ে'
তৎ তৎ 'ইন্দ্রং' ...
'যদি' যদা 'সিষক্তি'
'উষসং' উষোদেবতা...
বতীত্যর্থঃ। তদানীং
প্রদনেন শব্দয়িতা ইং
'বৃহৎ' প্রভূতং 'ইয়র্ত্তি'

৪ ইন্দ্র শত্রুধর্ষণকারি বল দ্বারা অন্ধকার রূপ বৃত্রাদি অসুরকে হিংসা করেন। উষা যেমন সূর্য্য দেবকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রদীপ্ত বল যখন রক্ষাকাঙ্ক্ষি স্তোতা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, তখন শত্রুদিগের দুঃখ উৎপাদক শব্দকারী সেই ইন্দ্র তাহারদিগকে অত্যন্ত হিংসা প্রাপ্ত করান।

৬৬৪

৫ বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা। স্বর্মীঢে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্ বৃত্রং নিরপামৌব্জো অর্ণবং।

৫ 'যৎ' যদা 'তিরঃ' বৃত্রেণ তিরোহিতং 'ধরুণং' সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য ধারকং 'অচ্যুতং' বিনাশরহিতং 'রজঃ' উদকং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'আতাসু' দিক্ষু তাসু দিক্ষু হে 'ইন্দ্র' 'বর্হণা' হন্তা ত্বং 'বি-অতিষ্ঠিপঃ' ব্যতিষ্ঠিপঃ বিবিধং স্থাপযাঞ্চকৃষে তথা 'যৎ' যদা 'স্বর্মীঢে' মীঢং ইতি ধননাম স্বঃ সুষ্ঠু গন্তব্যং মীঢং যস্মিন্ তস্মিন্ সংগ্রামে 'মদসা' মদে তব সোমপানেন হর্ষে সতি 'হর্ষ্যা' হৃষ্টযা শক্ত্যা 'বৃত্রং' আবরকং অসুরং ত্বং 'অহন্' অবধীঃ তদানীং 'অপাং' পূর্ণং 'অর্ণবং' 'নিঃ-ঔব্জঃ' নিরৌব্জঃ বর্ষণাভিমুখং অধোমুখং অকার্ষীঃ বৃষ্টেরাবরকং বৃত্রং হত্বা বৃষ্টি-...লেন ভূমিং ন্যষেক্ষীরিতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

হে ইন্দ্র! হননকারী তুমি যখন ... সকলের আধার স্বরূপ, ...স্থিত সকল

দণ্ডায়মান হইয়া দুই ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র দৃষ্টি করিলে সহসা তাহারদের পরিমাণ নিরূপণ ও পরস্পর তারতম্য নিশ্চয় করা যায় না, কারণ তাহারদের উভয়কেই অসীম প্রায় বোধ হয়,সেইরূপ ভূস্বামিও নীলকরদিগের অশেষ প্রকার উপদ্রবের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পরস্পর তারতম্য করা দুষ্কর, কারণ উভয়েরই অত্যাচার-জনিত-দুঃসহ দুঃখ রাশির সীমা দৃষ্টি পথের বহির্ভূত ও বাক্য পথের অতীত। নীলকর দিগের কার্য্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে কেবল প্রজাপীড়ন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করাই তাঁহারদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপনার অধিকারস্থ না হইলে তাহারদের উপর সম্পূর্ণ রূপ বল প্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না, অতএব তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কুঠীর সন্নিহিত গ্রাম সকল ইজারা লইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগকে স্বকীয় লোভ খর্পরে পাতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। বিবেচনা করিলে, তাঁহারা এই কৌশল দ্বারা ভূস্বামিদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত পরাক্রম প্রাপ্ত হয়েন, এবং বাস্তবিকও আপনারদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট্ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাপীড়নে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করেন। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় দুঃশীল ভূস্বামিদিগের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়ার বিষয় বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহার সমুদায়ই ইঁহারদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এক্ষণে তাহার প্রসঙ্গ না করিয়া নীলকরেরা স্বীয় ব্যবসায় মাত্র সম্পাদনার্থে যে সকল উপদ্রব করেন ... প্রকাশ করা যাই-

... র্য্যের বিবরণ করিতে ... পীড়নেরই বৃত্তান্ত ... রা দুই প্রকারে নীল ... কে অগ্রিম মূল্য দিয়া ... করেন, এবং আপ- ... কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে

... গাং ধিষওজসা ... দনেষু মাহিনঃ। ... অরিণা অপোবি ... বৃত্রস্য সন ... পাষ্যারুজঃ ।১।৪।২১

৬ হে 'ইন্দ্র' 'মাহিনঃ' প্রবৃদ্ধঃ 'ত্বং' 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পৃথিব্যাঃ' 'সদনেষু' প্রদেশেষু 'ওজসা' বলেন 'ধরুণং' সর্ব্বস্য জগতো ধারকং বৃষ্টিজলং 'ধিষে' দধিষে স্থাপয়সি। 'ত্বং' 'সুতস্য' সোমস্য পানেন 'মদে' হর্ষে সতি 'অপঃ' জলানি 'অরিণাঃ' মেঘান্নিরগময়ঃ। 'বৃত্রস্য' আবরকং বৃত্রঞ্চ 'সমনা' ধৃষ্টয়া 'পাষ্যা' শক্ত্যা 'বি অরুজঃ' ব্যরুজঃ বিশেষেণাভাঙ্ক্ষীঃ। ১। ৪। ২১।

৬ হে ইন্দ্র! প্রবৃদ্ধ তুমি বলদ্বারা পৃথিবীতে সকলের আধার স্বরূপ বৃষ্টিজল স্থাপন কর। তুমি সোম পানে হৃষ্ট হইয়া জলজাল মেঘ হইতে নিঃসারণ করিয়াছিলে, এবং বৃত্রাসুরকে স্ফূর্ত্তিমতী শক্তি দ্বারা ভগ্ন করিয়াছিলে।১।৪।২১।

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা

পূর্ব্বে আমরা এই পত্রিকার দুই সংখ্যায় ভূস্বামিদিগের অত্যাচারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অবশেষ এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যতে কতকগুলি বিদেশীয় মনুষ্যের উপদ্রবের বিষয় বিবরণ করিব। তদনুসারে এক্ষণে দুর্ব্বৃত্ত নীলকরদিগের ব্যবহারের বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। ভূস্বামিদিগেরই বিষম অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ম- ... ব্যাকুলিত-চিত্ত হইতে ... চতুর্দ্দিক্ ... যাই ...

পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশা ভঙ্গ, কত দিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তভূত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা নাশের দুই অমোঘ উপায়! নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহারদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন স্বরূপ যৎ কিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমাস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষে তাহারও কোন্ না অর্দ্ধাংশ কর্ত্তন যায়? একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ ভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগকে দুঃশ্ছেদ্য ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোন ক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষি কার্য্যই তাহারদের উপজীব্য, ভূমিই তাহারদের এক মাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহারদের সমুদায় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত সঞ্চিত [illegible] জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চ[illegible] [illegible]হারদের কি উপায়ান্তর অ[illegible] [illegible]ন্বিত মহাবল-পরাক্র[illegible] অনিবার্য্য অনুমতির অন্যথা[illegible] দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য[illegible] রা অশ্রু-পূর্ণ নয়নে সক্কুরে[illegible] নিবেদন করুক, বা অতীব [illegible] আর্ত্তনাদ নিঃসারণ পুরঃসর [illegible] পদানত হউক, কিছুতেই তাঁহারদের চিত্ত ভূমি কারুণ্য রসে আর্দ্র [illegible] তেই তাঁহারদের অ[illegible] হয় না। তাঁ[illegible] আপনারদিগকে[illegible] বরঞ্চ কোন প্র[illegible] বিগলিত হইতে [illegible] র্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিয়া [illegible] তোর ১০ বিঘা ভূমি আছে, [illegible]র ৫ বিঘা ভূমি কি নিমিত্তে না দিবি? ৫ টা গরু আছে, নীলের কর্ম্মে তাহারই বা দুই টা কেন না নিযুক্ত করিবি?" দীন দুঃখি প্রজারা এপ্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? তাহারদিগকে স্বীয় ভূমিতে অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়,—প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আপনার জ্ঞাতসারে স্বহস্তে গরল পান করিতেই হয়! এই ভূমির নাম খাতাই জমি,—খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোক সাগর উচ্ছসিত হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে নীলকরেরা স্বেচ্ছানুসারে প্রজাদিগের উত্তমোত্তম উর্ব্বরা ভূমি দেখিয়া তাহাতে চিহ্ন দিয়া যান; ইহাতে কখন কখন এপ্রকারও ঘটে যে কোন কৃষক শস্য বপনার্থে কোন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র সুচারু রূপে কর্ষণ পূর্ব্বক অতি পরিপাটী রূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, ইতোমধ্যে নির্দ্দয় নীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা তাহার অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া নীলের বীজ বপন করিয়া যায়,—তাহার আশা বৃক্ষ সমূলে নির্ম্মূল করিয়া প্রস্থান করে। যদি নীলকর সাহেব কোন কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চিহ্নিত করিয়া যান, আর সেই দীন-দশাপন্ন কৃষাণ তদীয় মায়া পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া আমিন তাগাদাগির প্রভৃতি [illegible] আমলাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎ[illegible] দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া সেই [illegible] শস্য বপন করে [illegible]গোচর হয়, তবে [illegible] [illegible]য়া সেই শস্য-পূর্ণ ভূ[illegible] করিয়া নীলের বীজ

বোধ হয়, যেন ঐ হলযন্ত্র তা-
চালিত হইল!

এইরূপে পুনঃ
হইয়া সর্ব্ব
সাহেবের নীল
। যৎকালে তা-
হারা ... কুঠিতে উপস্থিত
করে, সে ... হারদের বিষম বিপ-
ত্তির কাল। হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংস-স্বভাব আমলারা দাদন প্রদান কালে কৃষাণ-দিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তৎপরেও মধ্যে মধ্যে নানা উপলক্ষ্য করিয়া তাহার-দের অর্থাপহরণ করে, এবং অবশেষ নীল পরিমাণের সময়েও তাহারদিগকে যৎপ-রোনাস্তি নিষ্পীড়ন করে। পরিমাণে ন্যূন করিব বলিয়া তাহারদিগকে ভয় প্রদর্শন করে,—২৫ মণ পরিমাণোপযোগি নীল দেখিয়া পাঁচ মণ মাত্র লিখিতে চাহে। তখন প্রজারা সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল ও ভয়ে কম্পমান হয়, এবং নিতান্ত অপার্য্যমাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রণামি লইয়া তাঁহারদের পদে সমর্পণ করে। তাঁহারা প্রণামি প্রাপ্ত হইলে নীল পরিমাণে প্রবৃত্ত হয়েন; তাহাতেও সাহে-বের পক্ষাবলম্বন ও আত্ম লাভ সঙ্কল্প ক-রিয়া তাহারদের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। একে নীল-কর সাহেব তাহারদিগকে উচিত মুল্যের অর্দ্ধ মাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হন না, তাহা-তে আবার আমলারা তাহারদের উপর ছলে বলে কৌশলে নানা প্রকার অত্যাচার করে। ইহাতে শত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের সন্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এ প্রকার ঋণগ্রস্ত হইতে থাকে, যে তাহারদের পুত্র পৌত্র ...
প্রভৃতিও ...

... করা নীল-
কয়ের দ্বিতীয় কার্য্য। তিনি যেমন প্রথম কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে যথার্থ মুল্য দানে অস্বীকার পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য সাধনার্থে তাহারদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত করেন। তিনি এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহাকেও উচিত বেতন প্রদান করিবেন না, সুতরাং তাহারা পার্য্যমাণে কোন ক্রমেই তাঁহার কর্ম্ম স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা কি করিবে? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ, ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও করাল মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া কম্পান্বিত কলে-বরে তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়। যখন কোন কোন স্থলে ভূস্বামিরাও তাঁহার নিকট পরাভব মানেন, তখন অধীন দীন কৃষকেরা কোথায় আছে? তাঁহার সুশি-ক্ষিত দুরন্ত দুতেরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক তা-হারদিগকে গৃহীত করিয়া নীলের কার্য্যে নিযুক্ত করে। কেবল কৃষাণেরাই যে নীল-কর ও তাঁহার অনুচরদিগের বল ও ক্রোধ প্রকাশের স্থল এমত নহে; যাহারা গাড়ি নৌকা বা মস্তকে করিয়া নীল-পত্র বহন করে, ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য করে, তাহারদিগের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার। কৃষকদিগের ন্যায় তাহারাও সমুচিত বেতন প্রাপ্ত হয় না, এবং তন্নিমিত্তে নীলকরের কার্য্যে কোন মতেই আসিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা মনে মনে অসম্মত হইলে কি হইবে? সাহেবের অনিবার্য্য অনুমতি অ-বশ্যই অবশ্য পালন করিতে হয়—স্বাভি-মত সমুদায় কর্ম্ম ক্ষতি করিয়াও তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। হায়! যাহারা কেবল দণ্ডভয়ে আপনার অনভিমত কার্য্যে এইরূপ ... —গ্রীষ্মকালের
অজস্র বারি
গর কি বি-
দণ্ডায়মান
হস্ত দ্বারা
, নীল পত্র
নৌকাই বা বাহন
. তাহারদের অন্তঃকরণ কদাপি সে স্থানেও সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে না। যখন

কৃষকেরা নীলকরের নীল-ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তখন তাহারা আপনার ভূমি ও আপনার শস্য স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়! —স্বসন্তানবৎ স্নেহাস্পদ শস্য বৃক্ষ গুলি স্বচক্ষে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়! যে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য্য সমাধা করিতেই স্বাবকাশ পায় না, সেই সময়ে তাহারদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিতে হয়।

নীলকরের নীল-ঘটিত কার্য্য করিয়া প্রজাদিগকে যেরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। কিন্তু তিনি ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচার করিতে থাকেন। নীলক্ষেত্রে লোকের গো সকল চরণ করে বলিয়া তাহারদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; গৃহস্থের নিকট স্বেচ্ছানুযায়ি ধন প্রাপ্ত না হইলে মোচন করিয়া দেন না। কিন্তু কেবল নীলকর সাহেবের নিকট দণ্ড দিয়া লোকের নিস্তার নাই। তাঁহার কর্ম্মচারিরা স্বকীয় লোভের চরিতার্থতা সাধনের এমন উপায় প্রাপ্ত হইলে কেন পরিত্যাগ করিবেন? তাঁহারা তদুপলক্ষে তাহারদের নিকট নানা প্রকারে ধনগ্রহণ করেন। না দিলে, তাঁহারা ছলে বলে কৌশলে তাহারদের গোগুলি আনয়ন করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন; সুতরাং দীন দুঃখি প্রজাদিগকে তাঁহারদের লোভানলে অবশ্যই আহুতি প্রদান করিতে হয়। কোন কোন স্থানের এই প্রকার বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, যে যাহারদিগের যতগুলি [illegible] তাহার সংখ্যানুসা[illegible] দান করিয়া থাকে [illegible] দিগের চরিত্রের [illegible] সাধারণের অবি[illegible] লোক বলিয়া [illegible] হারানুসারে ভদ্রাভদ্র [illegible] হইলে তাঁহারদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। যৎকিঞ্চিৎ

অঙ্ক শিক্ষা মাত্র তাঁহারদের বিদ্যার [illegible] তাঁহারা বিদ্যা রসের স্বাদ[illegible] নীতিশাস্ত্রেও শি[illegible] ও ধর্ম্ম বিহীন লোকে[illegible] হওয়া সম্ভব, তাহা কাহা[illegible] তাঁহারদের মুখশ্রীতে কে[illegible] য়তার নিদর্শনই [illegible] পায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি করা যায় না। তাঁহারদের সন্তানেরাও প্রায় তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহারদিগেরই ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং তাঁহারদের নিকট শিক্ষা লিখিয়া ক্রমে ক্রমে নীলকুঠীর কোন একটা সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পিতা পিতৃব্যাদির ন্যায় অহিতাচার আরম্ভ করে। এইরূপে পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের এক এক সম্প্রদায় প্রস্তুত হইয়া লোকোপদ্রবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। নীলকুঠী সম্পর্কীয় অনেক লোকেরই এই প্রকার স্বভাব।

নীলকর ও তাঁহার কর্ম্মচারিরা পদে পদে প্রজাদিগের উপর যে প্রকার অত্যাচার করেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। তাঁহার দুর্জ্জয় লোভ রিপুর উপভোগ যদি এতাবন্মাত্রেও পর্য্যাপ্ত হইত, তথাপি অনেক লোকের ধন প্রাণ রক্ষা পাইত। কিন্তু তাঁহার ধন লালসা অজস্র উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া এপ্রকার প্রবল হইয়া উঠে, যে তিনি অন্যের ধন হরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। সচ্চরিত্র ভদ্র ইংরেজেরা নীল কর ব্যবসায় অবলম্বন করেন না। প্রায় যত নির্দ্দয় অভদ্র লোকেই এ বৃত্তি গ্রহণ করে। কোন কোন নিষ্ঠুর নীলকরের এপ্রকার কুচরিত্র শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে তাঁহারা এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তির ভূমিতে সতেজ [illegible] নীলবৃক্ষ দৃষ্টি করিলে ক্ষণমাত্র আর [illegible] পারেন না; অবিলম্বে [illegible]দন করিয়া [illegible] দিগকে [illegible]

মদায় বিক্রয় করিয়াছেন। ফলতঃ
ও তাহাই মনস্কামনা; তাহা
দ্বারা চরিতার্থ হয়েন।
গকে স্বীয় অধিকারের
রেন, এবং কোন ব্যক্তির
যে অনুমতি করিলে সে
... কিছুমাত্র ক্রুটি করে,
তবে দৃঢ় ... হইয়া ছলে বলে কৌশলে
তাহার নিগ্রহ করিবার চেষ্টা পায়েন; শুনিতে পাই, কোন কোন নীলকর আপনার গণাক্রান্ত দস্যুদল দ্বারা তাহার গৃহ পর্য্যন্ত আক্রমণ করান *।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, অন্যের কথা থাকুক, মহাপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত ভূস্বামিরাও তাহারদিগের নিকট পরাভব মানেন। মধ্যে মধ্যে ভূস্বামিদিগের সহিত নীলকরদিগের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে হত আহত হইয়া অনেকানেক লোক নষ্ট হয় ও ক্লেশ পায় †। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কোন কোন নীলকর সাহেব গৃহ দাহ করিয়া ভূস্বামি বিশেষের প্রজাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদিও বহুতর বিবাদ বিসম্বাদের সংবাদ বিচারপতিদিগের কর্ণগোচর হয় না, তথাপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত কলহ ও দণ্ডাদণ্ডি সমাধানার্থে দুঃশীল ভূস্বামিদিগের ন্যায় নিদারুণ নীলকরেরাও যাষ্টীক লোক নিযুক্ত করিয়া রাখেন। দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজারা তাহারদিগকে কালান্তক যম স্বরূপ জ্ঞান করে! তাহারা স্বেচ্ছাচারিবৎ ব্যবহার করিয়া লোকের উপর কি অত্যাচারই করে! তাহারা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি করে, ও সুযোগ পাইলেই পথিকদিগকেও আক্রমণ করিয়া তাহারদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। তাহারা সম্রাট্ স্বরূপ নীলকরের লোক, সুতরাং তাহারদিগকে নিবারিত করে কাহার সাধ্য?

এইরূপে প্রজারা নীলকর ও তদীয় অনুচরদিগের দ্বারা নিষ্পীড়িত ও অত্যাচরিত হইয়া দুঃখ রূপ দুঃসহ দাবদাহে চিরকাল দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে তাহারদের এ দুঃখ প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কাহাকে এ মর্ম্মবেদনা জ্ঞাত করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক? কে বা তাহারদের দীন দশা ও অশ্রু-পূর্ণ নেত্র দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবেক? এদেশীয় প্রধান রাজপুরুষেরা মফঃস্বলের শান্তি-রক্ষক কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে স্বজাতীয় লোকের নামে অভিযোগ শ্রবণ করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন? তাঁহারদের এই আজ্ঞা বলবৎ আছে, যে যদি কেহ ইংরাজের নামে অভিযোগ করিতে চাহে, সুপ্রীমকোর্টে আসিয়া করুক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এমত অযৌক্তিক নিন্দনীয় নিয়ম আর কোথাও নাই। যে দীন দরি... প্রজারা আপনারদের উদরান্ন
সর্ব্বদা ব্যাকুল, তাহা-
...ক্ষতি করিয়া—পরিবা-
স্বীকার করিয়া—সমস্ত
...র্জন পূর্ব্বক অভিযো-
আগমন করা কি কথ-
...র? এনিমিত্ত তাহা-
...ভাবিয়া নিরাশ হইয়া
...আছে। সম্প্রতি পূর্ব্বকার নিয়ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মফঃসলে ফৌজদারি বিচারালয় সমুদায়ে ইংরাজদিগেরও দোষাদোষ

---

*কৃষ্ণনগর জেলার কোন কোন অতি বিখ্যাত দুর্দ্দান্ত নীলকরের এইরূপ কুব্যবহারের বিষয় শ্রুত হওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ খড়ে নদীর তীরস্থ কোন গ্রামে এই প্রকার ঘটনা হইবার সবিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, অত্যাচরিত ব্যক্তির এই মাত্র দোষ যে নীলকর সাহেব তাঁহার নিকট ঋণ চাহিলে তিনি তাহা প্রদান করেন নাই।

† শুনা গিয়াছে, ৫। ৬ বৎসর ...
...নার কোন নীলকর সা...
ভূস্বামির ...

৪ হেতু

বিচার হইবার কল্পনা হইতেছিল; কিন্তু তাহা এক্ষণে স্থগিত হইল;—স্থগিত কি, রহিত বলিলেও বলা যায়। ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা কতিপয় অবশ্যপোষ্য স্বজাতীয় ব্যক্তির অভিমান রক্ষার অনুরোধ বশতঃ অত্রত্য কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইলেন না।

এ দেশীয় লোকের মফঃসলস্থ মাজিস্ট্রেটদিগের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহারদের এ দেশীয় লোকের নামে অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচারস্থলেও নীলকরদিগেরই প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ পায়। তাহারা আপনারা নির্ভয়ে থাকিয়া এ দেশীয় লোককে অনায়াসে অভিভব করিতে পারে। জজ মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি ইওরোপীয় বিচারক ও নীলকরদিগের সর্ব্বদা পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটনা, একত্র ভ্রমণ ও মৃগয়ায় গমন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি দ্বারা পরস্পর আনুগত্য ও প্রণয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাতে লোকে বোধ করে, যে নীলকর সাহেব ভোজন কালে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেবের কর্ণ সন্নিধানে মৃদু স্বরে দুটি কথা জল্পনা করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, এদেশীয় ভূস্বামিরাও আপনার যথার্থ পক্ষ রক্ষার্থে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াও তদ্রূপ পারেন না। অতএব ভীরু স্বভাব প্রজারা নীলকরদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিয়া তাহারদিগকে অত্যন্ত ভয় করে, তাহারদের সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয়, ও তাহারদের অত্যাচার জনিত দুঃসহ দুঃখানলে অবিরত দগ্ধ হইয়া ... প্রতীকার চেষ্টায় পরা...

ক্রমে ক্রমে এই প... প্রজাদিগের দুরবস্থা ... গেল। এই বিষম ... করিয়া শেষ করিবা... বীর মধ্যে যত দূর ... প্রগাঢ়তর অগ্নি-প্রভাব অনুভূত... রূপ এ দেশীয় প্রজাদিগের দুর্দ্দশার বিষয় যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাহারদের ভূরি ভূরি যন্ত্রণার কারণ প্রকাশ থাকে। কি প্রকারে যে ... অতিপ্রভূত দুঃসং... তাহা এক্ষণে অনু... অত্যাচার, নীলক... কর্ম্মচারির অত্যাচার ... ও অবিচার। যাহার ... ভবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত ... করিতেছে, তাহারদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান বিষয়ে দরিদ্র, ধর্ম্ম বিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য্য বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহারদের এই দারুণ দুরবস্থা নিরাকরণেরই বা উপায় কি? আমারদিগের দেশীয় লোকের পরস্পর ঐক্য নাই, এবং জনসমাজের অধস্তন শ্রেণীর সহিত উপরিতন শ্রেণীর মিলন নাই। যাহারদের স্বদেশের দুরবস্থা মোচনের ইচ্ছা আছে, তাহারদের তদুপযোগি সামর্থ্য নাই; যাহারদের সামর্থ্য আছে, তাহারদের ইচ্ছা নাই। কোন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে গেলে যত দূর উত্থিত হওয়া যায়, ততই গ্রীষ্ম হ্রাস ও শীতাধিক্য বোধ হয়, সেইরূপ এ দেশীয় জন-সমাজ রূপ গিরি-শিখরের যত উর্দ্ধভাগ প্রত্যক্ষ করা যায়, ততই অনুৎসাহ, অননুরাগ, অযত্ন ও ঔদাস্যেরই নিদর্শন সকল দৃষ্ট হইতে থাকে। কি প্রকারে যে এই সকল দুর্নিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়া এ দেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। রাজপুরুষেরা মনোযোগ করিলে প্রজাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেক প্রতীকার করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে তদ্বিষয়ের কারণ সমুদায় অনুসন্ধান ... কায়মনোবাক্যে তন্নিরাকরণের ... দুঃখি প্রজাদিগের ... তাহারা

অপরাধী হইতেছেন তাহার

দায়

সী

দ্বিত... গির বাদশাহের সময়ে দিল্লী নগরে চ...দাস নামে এক ধুসর জাতীয় বণিক্ ছিল; সেই এই চরণদাসি সম্প্রদায় সংস্থাপন করে। চরণদাসিরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাঁহারদের মতে শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ পরমেশ্বর; তিনিই স্বয়ং বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারাও গুরু ও ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। তাঁহারদিগের মধ্যে সকল বর্ণের ও স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই উপদেশ প্রদান ও গুরুত্ব পদ ধারণে অধিকার আছে। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, প্রথমে আমরা কোন ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থকে ঈশ্বর স্বরূপে উপাসনা করিতাম না, এবং তুলসী ও শালগ্রাম শিলাতেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম না; পরে রামানন্দিদিগের সহিত ঐক্য ও প্রণয় রাখিবার নিমিত্তে তৎ সমুদায় অঙ্গীকার করিয়াছি। অন্যান্য রাধাকৃষ্ণ-উপাসকদিগের সহিত চরণদাসিদিগের এই এক বিষয়ে বিশেষ আছে, যে তাঁহারা কেবল ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান করেন না; কর্ম্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কতকগুলি কর্ম্মকে বিশিষ্ট রূপ বিধেয় ও আর কতক গুলি ক নিষিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সাধুসঙ্গ, ক... আরাধনা, দীক্ষাগুরুতে অবি... নিজ নিজ বৃত্তি সম্প... কে বিধেয়...

এই সম্প্রদায়ে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার লোকই আছে, তন্মধ্যে গৃহস্থেরা অনেকেই বাণিজ্য-ব্যবসায়ি। উদাসীনেরা পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, ললাটে চন্দন বা গোপী চন্দনের একটি দীর্ঘরেখা করেন, এবং তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত জপমালা ও গলমালা ধারণ করেন। তাঁহারা মস্তকে এক একটা পদ্মকলিকাকার ক্ষুদ্র টুপি ধারণ করেন, এবং তাহার নিম্নদেশ দিয়া পীতবর্ণ উষ্ণীষ বন্ধন করেন। ভৈক্ষ্যাচরণ তাঁহারদিগের বৃত্তি বটে, কিন্তু তাহারদের অনেকানেক ধনাঢ্য শিষ্য থাকাতে অক্লেশে ভরণপোষণ হইয়া যায়।

শ্রীভাগবত ও ভগবদ্গীতা চরণদাসিদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। এতৎ সম্প্রদায়ি পণ্ডিতেরা এই উভয় গ্রন্থই দেশ ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ভাগবতের ভাষা বিবরণ চরণদাসের স্বকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আর তিনি সন্দেহসাগর ধর্ম্মজহাজ প্রভৃতি কতিপয় মূলগ্রন্থও রচনা করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে স্বীয় ভগিনী সহজি বাইকে উপদেশ প্রদান করেন। সহজিবাই স্ত্রী হইয়াও জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, এবং সহজপ্রকাশ ও ষোলহতৎনির্ণয় নামে দুই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা উভয়েই অনেকানেক শব্দ ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তদ্ব্যতীত এতৎ সাম্প্রদায়ি অন্যান্য লোকেও দেশভাষায় অন্যান্য গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।

দিল্লীনগর চরণদাসিদিগের প্রধান স্থান। তথায় সম্প্রদা...প্রবর্ত্তকের যে সমাধ আছে ... য় বিংশতিজন উদাসীন ... তদ্ভিন্ন দিল্লীতে আরও ... ছে, ও গঙ্গা যমুনার ... স্থানে এসম্প্রদায়ের ... আছে।

...বুপন্থি ও মাধবি।

সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সবি... অবগত হওয়া দুষ্কর, এবং অন্য... দায়ের সহিত তাহার-

দের বিভিন্নতাই বা কি তাহাও বিস্তারিত রূপে জ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। হরিশ্চন্দি ও সধুপন্থি এই দুই সম্প্রদায় অন্ত্যজ জাতীয় লোক দ্বারা স্থাপিত হয়, এবং এই উভয় সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবেরাই অন্ত্যজ জাতীয়। পশ্চিমাঞ্চলের ডোমজাতীয় লোকেরা হরিশ্চন্দি সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কহে, হরিশ্চন্দ্র রাজা এক ডোমের ক্রীতদাস ছিলেন, এবং তাহাকে এতৎ সম্প্রদায়-নিষ্ঠ সমুদায় ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন; এই হেতু হরিশ্চন্দ্র রাজার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হরিশ্চন্দি হইয়াছে।

সধু নামে এক মাংসবিক্রয়ী দ্বিতীয় সম্প্রদায় সংস্থাপন করে, এপ্রযুক্ত তাহার নাম সধু পন্থি হইয়াছে। এই প্রকার প্রবাদ আছে, যে সধু পশু হনন করিতেন না; অন্যের নিকট মাংস ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। এক উদাসীন তাঁহার সাতিশয় দয়া স্বভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে একটি শালগ্রাম শিলা প্রদান করিলেন। সধু তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং অবিচলিত ভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুদয় কামনা সিদ্ধ করিলেন। একদা তিনি তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, পথমধ্যে এক ব্রাহ্মণ-বনিতা তাঁহার উপর আসক্ত হইয়া তাঁহাকে মনের মানস অবগত করিলেক। তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার মতে আমার সম্মত হইবার পূর্ব্বে এক জনের কণ্ঠচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক।" ব্রাহ্মণী এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ না ব[illegible] [illegible]সিয়া স্বীয় স্বামির কণ্ঠচ্ছেদন ক[illegible] তাহার প্রতি সধুর [illegible] সেই ব্রাহ্মণী কো[illegible] মিথ্যা অপবাদ দি[illegible] করিয়া ঐ অমূলক [illegible] না করাতে তাঁহার [illegible] হিত হইল। সধুপন্থিরা কহে, যা[illegible] বিশিষ্ট রূপ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া তাঁহার শাস্তি করিলেক, কিন্তু জগৎ পিতা জগন্নাথ

পুনর্ব্বার তাঁহাকে হস্ত [illegible] ব্রাহ্মণ-বনিতা স্বী[illegible] পূর্ব্বক সহমৃতা হই[illegible] কহিলেন "স্ত্রীর চরি[illegible] স্ত্রীলোক স্বামিকে ন[illegible] হয়।"

মাধো নামে এক [illegible]ন মাধবি নামে এক উদাসীন-সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাহারা বলিয়ান্ নামক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করে এবং উপাসনা কালে গীত বাদ্য করিয়া থাকে। ভক্তমালায় যে মাধোজি নামক ভক্তের বৃত্তান্ত আছে, তিনিই এই মাধবি-সম্প্রদায় সংস্থাপক মাধো হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন অনেকানেক ভক্তের এই নাম শ্রুত হওয়া যায়। বিশেষতঃ কাণ্যকুব্জ দেশীয় মাধো দাস নামক নানা-শাস্ত্র-বিশারদ এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান প্রচলিত আছে; তিনি কিছু কাল উৎকলে ও কতক দিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় চৈতন্য দেবের মতানুবর্ত্তি ছিলেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ১১১ পৃষ্ঠের পর।

যখন জগদীশ্বর আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা না করিলেই অনিষ্ট ঘটনা হয়, তখন লোকযাত্রা নির্ব্বা[illegible] [illegible]দ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য [illegible]সংস্থাপন করা সর্ব্ব[illegible] [illegible]র সর্ব্ব [illegible] গের সমাজে

...নাপন্ন ব্যক্তিও তাহারদের নিকট পরা-
...প্ত হইয়া স্বাভিমত কার্য্য সাধনে
...ন; বরঞ্চ কত কত পরম ধা-
...দেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট
...শেষ ক্লেশ প্রাপ্ত
... প্রসঙ্গ করা গিয়া-
এক উদাহরণ প্রদ-
...ছে, তাহা পাঠ করিলেই
এ বিষয়ে ...ঠকবর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি
জন্মিবেক।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি তথায় আপনার প্রয়োজনোপযোগি পুস্তক প্রাপ্ত না হইয়া সাতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইবেন,— তাঁহার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য হইবেক। যদি তত্রত্য লোকে সুচারু রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, এবং তদ্দ্বারা বিদ্যার মর্য্যাদা জানিয়া তদীয় অনুশীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যার্থিরা তথায় বাস করিলে জ্ঞান-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে ও সমুদায় সামান্য নগরে যে উৎকৃষ্ট রূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমুদায়েও যে প্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে, তাহাতেও বিস্তর দোষ আছে। সেখানেও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চালিত, বর্দ্ধিত ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব্বলোক-শিক্ষণীয় পরম শুভদায়ক অত্যাবশ্যক বিজ্ঞান শাস্ত্রও উপদিষ্ট হয় না। যদি এক...
মার্জ্জিত-বুদ্ধি ...
উৎ...

...ত দিন তিনি

কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তিকেও এদেশীয় বালকদিগের সুশিক্ষা প্রাপ্তির অনুপায় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারদের সংখ্যা অধিক নহে। বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিষয় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এদেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ও অত্রত্য লোকদিগের অশেষ প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া যেরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা এদেশীয় ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ি অনেকানেক ব্যক্তি সবিশেষ অবগত আছেন। কৌলীন্য মর্য্যাদা, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যে প্রকার প্রভূত দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে ও যাদৃশ পাপানল প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোক ভয়ে এই সকল কুরীতির উৎসেদ সাধনে সমর্থ নহেন। অতএব সর্ব্বসাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে কোন ক্রমেই কো... দেশের কল্যাণ নাই।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বদেশীয় লোকের যে প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব্বদেশেই যেরূপ রীতি বর্ত্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম শুভদায়ক অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন মাত্র শরীর ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদনু... ...র। জনস-
...-লালসাকে
...গ্র, মানব
...ধান বৃত্তি-
আবশ্যক,
... যাহারা
...তে জ্ঞান চর্চ্চা
...লন না করে, তাহারদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু শ্রমোপজীবি সামান্য লোক প্রভৃতি, যাহারদি-

গকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহারদের যথানিয়মে বিদ্যালোচনার সম্ভাবনাই নাই। যাঁহারদিগকে সমস্ত দিবস কায়ক্লেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহারদের বিদ্যাশিক্ষার্থে অবসর থাকে না, এবং ১০। ১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি চালনার সামর্থ্যও থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ি লোক প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল বা রাত্রি ৯। ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহারদের জ্ঞানানুশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? ফলতঃ বর্ত্তমান সাংসারিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের হ্রাস না করিলে আপামর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন, যে কিছু মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর চালনা করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের লঘুতা বোধ, চিত্তস্ফূর্ত্তি ও পরম সুখানুভব হয়। বিশেষতঃ কেবল শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিশ্রম করিলে শরীরের অধিক সুস্থতা ও মনের অধিক সুখ সম্পন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল পরিমিত পরিশ্রম করা অতি উপাদেয় ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মূর্খতার কর্ম্ম; কেবল ত [illegible] তিশয্যই অপকারক ও নিন্দনীয় [illegible] পিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ় [illegible] বীর্য্যক্ষয় ও ক্লেশানুভ [illegible] ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চালনায় [illegible]

পরমেশ্বর মনু [illegible] প্রধান বিষয়ে অধিকারি [illegible] সম্পাদনার্থে সচেষ্টিত থাকাই তাঁ [illegible] পুরুষার্থ। তবে শরীর রক্ষ [illegible] লেই অন্ন, বস্ত্র, ও বাসস্থ [illegible] যুক্ত তিনি তদুপযো [illegible] জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তঁ [illegible] এই সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদ [illegible] শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবস [illegible] য়া কখনই নিন্দনীয় নহে। [illegible] বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বি [illegible] করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে [illegible] ধনিদিগেরই এই বাসনা, [illegible] রা ঐশ্বর্য্য ভোগে মগ্ন থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল তাঁহারদের ইন্দ্রিয়-সেবা সাধনার্থেই নিযুক্ত থাকে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর অজ্ঞান ও সাতিশয় স্বার্থ-পরতার কার্য্য। যাঁহারা পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে মানব প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই এ মতে সম্মত হইতে পারেন না। কোন দেশীয় কোন শ্রেণিস্থ লোকে কেবল কায়িক ক্লেশ করিয়া আয়ুঃশেষ করিবার নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করে নাই। পরমেশ্বর ধনি মধ্যবর্ত্তি নির্দ্ধন সকল শ্রেণিস্থ লোককেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎ সমুদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। ধনহীন ইতর লোকদিগের এই সকল বৃত্তি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব্ব-লোক-পালক পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি তাহারা ভারবাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল গলদঘর্ম্ম কলেবরে কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইত, তবে তিনি তাহারদিগকে ঐ সমুদায় মহীয়সী মনোবৃত্তি কখনই প্রদান করিতেন না। অতএব সর্ব্বসাধারণেরই স্বস্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন কিছু [illegible] জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করা [illegible] অন্য লোকদিগের এরূপ [illegible] ও সুসাধ্য

হয় বলিয়া এ প্রকার অবধারণ যে চিরকালই মনুষ্যদি- ...শে বদ্ধ থাকিতে সৃষ্টি কালেই এ আ- ...রণ করিয়া রাখিয়া- ...গের জ্ঞানানুশীলনে অনু রাগ ... হু, তাঁহারা এক্ষণেও ত- দর্থে উপায় ... অবকাশ করিয়া লয়েন। এক্ষণে যাহারদিগকে পরিশ্রান্তকর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে অবকাশ পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের, বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তা- হাতে ভবিষ্যতে মনুষ্যের কায়িক শ্রমের লাঘব হইয়া অত্যল্প কালে সংসার নির্ব্বা- হের উপযোগি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে যদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তদর্থে তাহা নিয়োজন না করাতেই দুঃখ-ভাজন হইতেছেন। ইংলণ্ডাদি যাবতীয় দেশে শিল্প বিদ্যার বিশিষ্ট রূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ শিল্প যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তথা- কার ধনলোভি লোকেরা তদ্দ্বারা স্বাবকাশ লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল অর্থ উপা- র্জ্জনেরই পন্থা দেখেন। তাঁহারদের বুদ্ধি- বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অতিপ্রবল অর্জ্জন-স্পৃহাবৃত্তি যে পরাভূত করিয়া রাখি- য়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমারদিগকে বাষ্পের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ ও বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে আ- মরা তৎ সহকারে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্র- স্তুত করণার্থেই যাবৎ কাল নি... তিনি কি এই নি...

এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাষ্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে গমন করিতে পারা যায়। অতএব জগ- দীশ্বর আমারদিগকে কি নিমিত্তে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সাধনে সমর্থ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিলে বোধ হয়, যে আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনার্থে যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই নিমিত্তেই পরম কারুণিক পর- মেশ্বর আমারদিগকে যন্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষমতা দিয়াছেন, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ও তাহার উপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অত- এব যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীস্থ লোকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে অল্পক্ষণ বিষয় কার্য্য ক- রিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিতে পারে, ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব শ্রে- ণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ স্বচ্ছন্দ লাভে অধিকারি হয়, এইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত হওয়াই আবশ্যক। লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব প্রকৃতির বিষয়ে বি...ষ্ট রূপে শিক্ষিত ও বিশ্বকা- র্য্যের আলোচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতি- ষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে অবশ্যই মর্ত্ত্যলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা দুই পুরুষেই যে এই মনো- রম মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ইহা আমারদের অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যে প্রকার প্র- কৃতি ও যাদৃশ অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তি... হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে যে কত শতাব্দী গত হইবেক তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন এই সমুদায় শুভদা- য়ক অভিপ্রায় আমারদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড্য নিয়- মের অনুযায়ি, তখন কোন না কোন কালে যে তাহা সম্পন্ন হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

এই সংসারে জীবাত্মা শরীর রূপ পঞ্জরে আজন্ম বদ্ধ রহিয়াছেন। স্বরূপতঃ জীবাত্মা কি এ অনুসন্ধান বৃথা। কারণ জীবাত্মার স্বরূপ কোন প্রকারে বুদ্ধির গোচর হইতে পারে না। জীবাত্মার কেন? জড়পদার্থের কি স্বরূপ জানা যাইতে পারে? এই জগতের কোন বস্তুরই স্বরূপ জানিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল গুণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গুণের আধার যে, সে যে কি পদার্থ, তাহা আমারদিগের জানিবার কোন উপায় নাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ বা স্পর্শ গুণ দ্বারা জড় পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে; কিন্তু যাহার সেই রূপ রস গন্ধ শব্দ বা স্পর্শ গুণ, তাহাকে আর আমরা কোন প্রকারে জানিতে পারিতেছি না এবং শরীর ইন্দ্রিয় যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারিব না। ইহা নিশ্চয় বাক্য, যে যত দিন জীবাত্মা শরীরের মধ্যে বসতি করেন এবং জ্ঞান লাভের নিমিত্তে যত দিন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের প্রতি নির্ভর থাকে, তত দিন আর তাঁহার কোন বস্তুর গুণগত-লক্ষণ ব্যতীত স্বরূপ-লক্ষণ জানিবার সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বরের যে আত্মা তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়; আর সৃষ্ট জন্তুদিগের যে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা তাহাকে জীবাত্মা বলা যায়। অসংখ্যক জীবাত্মার অ[illegible] ভিন্ন ভিন্ন শরীর দেখা যা[illegible] তদ্রূপ কোন আধার [illegible] তিনি অশরীরী। জ[illegible] দিগের যেমন ইন্দ্রি[illegible] তদ্রূপ পরমাত্মা[illegible] তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের স[illegible] লাভ করেন না। তাঁহার জ্ঞান ক্রি[illegible] বিকই এবং তিনি সমুদায় বস্তু[illegible] লক্ষণ এবং গুণগত লক্ষণ এককা[illegible] তেছেন।

এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র, শরীর রহিত, ইন্দ্রিয় রহিত, জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য পরমাত্মা বর্ত্তমান [illegible] তিনি যেমন ইচ্ছা করিলেন [illegible] এই জগৎ উৎপন্ন হইল; [illegible] চেতন উভয়েরই সৃষ্টি করি[illegible] দা-র্থের মধ্যে সূর্য্য কি শ্রেষ্ঠ ব[illegible] তদভাবে তিমিরাচ্ছন্ন এই জগৎকে কে প্রকাশ করিত?

যদি পরমাত্মা চৈতন্যের সৃষ্টি না করিতেন, যদি কোন একটিও জীবাত্মার সৃষ্টি না হইত, তবে কে এই মনোহর জগৎ উপভোগ করিত! সূর্য্যের উদয়াস্ত হইত, ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত, বৃক্ষ ফলবান হইত; কিন্তু কোন চক্ষু নাই যে সূর্য্যকে দর্শন করে, কোন রসনা নাই যে ফল আস্বাদন করে। সুতরাং জীবাত্মার অভাবে সৃষ্টি বিচিত্র হইয়াও নিরর্থক হইত।

লোক সকল বাহিরের বস্তুকে দেখে, আপনাকে দেখে না। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিশিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা দেখিতেছে, কিন্তু যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ দেখিতেছে, তাহাকে তাহারা ভাবিয়া দেখে না। সর্ব্বদা কেবল বাহ্য বস্তুকে দেখিয়া শুনিয়া স্পর্শ করিয়া লোকদিগের এমত সংস্কার জন্মিয়াছে, যে তাহারা এমত কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তারই অনুভব করিতে পারে না, যাহাতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিশিষ্ট যে বস্তু সেই বস্তু, তাহা ভিন্ন অ[illegible] নাই, এই তাহারদিগের নিশ্চয় ব[illegible] প্রথম ইহা বুঝা যায় যে, যে [illegible] যে রসকে আস্বাদন [illegible] আঘ্রাণ করিতেছে, [illegible]তেছে, তাহার রূপ [illegible]ই, শব্দ নাই, স্পর্শ [illegible] হইতে হয়। বাহ্য বস্তু[illegible] করে, যে আঘ্রাণ [illegible]

দেখা যায় না, শুনা যায় না,
আঘ্রাণ করা যায় না,
সেই আমি—সেই
কে বাহ্য বস্তু দ্বারা
ই বাহ্য বস্তুকে প্র-
সকল কি মগ্ন হইয়া
গিয়াছে। ছুই হইলাম না, কেবল
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্যবস্তু সকলই বস্তু হইল। এ বিবেচনা নাই, যে আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা সূর্য্য, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহ নক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ।
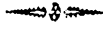
বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছে অতএব তৎপদে অন্য এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ৯ পৌষ শোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞা

গত ১১ অগ্রহায়ণ
শেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রী
রায় মহাশয়কে তত্ত্ববোধি
ক্ষতা পদে নিযুক্ত করিয়াছে
শ্রীনৃপে

এই সভাতে সঙ্গীতানন্দলহরী নামক এক খণ্ড সঙ্গীত পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি কোন গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম খণ্ড পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

উক্ত আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তকের তীয় খণ্ড পুস্তকও তত্ত্ববোধিনী সভার ালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্ত ছে। তাহার

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ পৌষ রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

১৭ ...
তাম্বঃ ৪৯৫১।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে সপ্তমং সূক্তং

সব্যঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
ইন্দ্রোদেবতা

৬৬৬

১ প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে
সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্দ্ধরং
রাধোবিশ্বায় শবসে অপাবৃতং।

১ 'মংহিষ্ঠায়' দাতৃতমায় 'বৃহতে' গুণৈর্ম্মহতে 'বৃহদ্রয়ে' মহাধনায় 'সত্যশুষ্মায়' অবিতথবলায় 'তবসে' আকারতঃ প্রবৃদ্ধায় এবঙ্গুণবিশিষ্টায় ইন্দ্রায় 'মতিং' মননীয়াং স্তুতিং 'প্র-ভরে' প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামি। 'যস্য' ইন্দ্রস্য বলং 'দুর্দ্ধরং' অন্যৈর্দ্ধর্তুমশক্যং 'ইব' যথা 'প্রবণে' নিম্নপ্রদেশে
জলানাং বেগাঃ কেনাপ্যবস্থাপয়ি[illegible]
তথা 'রাধঃ' ধনং '[illegible]
স্তোতৄ[illegible]

কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ধন স্তোতাদিগের বলের নিমিত্তে অনাবৃত হয়।

৬৬৭

২ অধ তে বিশ্বমনুহাসদিষ্টয়ে
আপোনিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎপর্ব্বতে ন সমশীত হর্য্যতইন্দ্র-
স্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ।

১ 'অধ' অনন্তরং 'হ' এব হে ইন্দ্র 'বিশ্বং' সকলং ইদঞ্জগৎ 'তে' তব 'ইষ্টয়ে' যাগায় 'অনু অসৎ' অনুসৃতং অভবৎ। 'হবিষ্মতঃ' যজমানস্য 'সবনা' সবনানি যজ্ঞজাতানি 'নিম্না' নিম্নানি ভূস্থলানি 'আপঃ' 'ইব' আং সমুদ্রমন্বিতি শেষঃ। 'হর্য্যতঃ' শত্রুবধং প্রেপ্সতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'হিরণ্যয়ঃ' হিরণ্ময়ঃ 'শ্নথিতা' শত্রূণাং হিংসনশীলঃ 'বজ্রঃ' 'পর্ব্বতে' বৃত্রে বা 'যৎ' যদা 'ন সমশীত' ন সংসুপ্তোঽভবৎ কিন্তু জাগরিতঃ স[illegible] যদা ইন্দ্রেণ প্রেরিতো[illegible] অবধীৎ তদা প্রভৃত্যের [illegible] স্থিষত ইতিভাবঃ।

[illegible]ধাভিলাষি ইন্দ্রের সুব[illegible] বৃত্রাসুরকে বধ করি[illegible] অবধি হে ইন্দ্র! এই [illegible]গের নিমিত্তেই স্থিত [illegible] নিম্ন দেশগামী জলের ন্যায় [illegible] সম্ভার সকল তোমাকে শীঘ্র ভজনা করে।

পরোপকার ব্রতপালনে কি প্রকারে পরাঙ্মুখ হয়েন? তাঁহারদের এই প্রকার কুব্যবহারে এদেশের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে,তাহা বলিবার নহে। ইহাতে এ দেশীয় বিচারালয় সমুদায়ে সুবিচার সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে প্রধান রাজপুরুষদিগের কিছু মাত্র দোষ নাই, অত্রত্য লোকে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিতে চাহে না বলিয়া তাঁহারা মফঃসলের বিচারালয় সমুদায়ে সে নিয়ম রহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমারদিগের দেশীয় লোকের কেমন প্রগাঢ়তর কুসংস্কার জন্মিয়াছে,তাঁহারা অদ্যাপি পূর্ব্বোক্ত পরম্পরাগত কুপ্রথার অনুবর্ত্তি হইয়া চলিতেছেন। একবার যাহা অভ্যাস পায়,তাহা অতি কদভ্যাস হইলেও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। পূর্ব্বে তাঁহারা গঙ্গাজল স্পর্শ ভয়ে কম্পমান হইতেন,এক্ষণে সুকৃতি নামাকেও তৎস্থানীয় ভাবিয়া সেই প্রকার ভীত হয়েন। কিন্তু তাঁহারদের এ ভয় নিতান্ত অমূলক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে যাঁহারদের ধর্ম্মে মতি আছে ও সত্য কথনে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারদের সুকৃতিনামা পাঠে কুণ্ঠিত হওয়া কখনই উচিত নহে। এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত * যাইতেছে, পাঠকবর্গ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এক্ষণে যাহা কহিব তাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ভিন্ন হইবেক না*।" এপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাতে কি হানি আছে তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। যাঁহারা মিথ্যা কথন সঙ্কল্প করিয়া বিচার স্থলে উপস্থিত হইতে মানস করেন, তাঁহারাই প্রতিজ্ঞা পাঠে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন। কিন্তু ... রহিত যথার্থবাদি ব্যক্তিদিগের এ কুণ্ঠিত হইবার বিষয় কি? তাঁহার দেখিলে আপনা হইতেই আগ্রহ পূর্ব্বক তন্নিবারণে সচেষ্টিত হয়েন

যথার্থ বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমি স... কহিব এ কথা কহিবাতে কিছু মাত্র ... বায় নাই। যে স্থলে দে... হইয়া নির্দ্দোষি ব্যক্তির ... হইবার উপক্রম ... বাদি বা প্রতি... উভয়ের বিবা... যথাশ্রুত জ্ঞাপন ... ব্যস্ত হইয়া নির্দ্দে... হয়, সে স্থলে তাঁহার সাক্ষ্য প্র... স্বীকার যাওয়া অত্যন্ত গর্হিত,তাহার সন্দেহ নাই। যথার্থ সাক্ষ্য দানে পরের উপকার ভিন্ন অপকার নাই, সুতরাং তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পরের অনিষ্ট ও আপনারও অধর্ম্ম হয়।

কিন্তু আমারদের দেশীয় লোকে সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবস্থা ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্ত্তি হইয়া চলেন না এবং যাহা ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাহাতেও বিশেষ আস্থা রাখেন না; সাম্প্রতিক অথবা পরম্পরাগত দেশাচার সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ করিয়া মান্য করেন। ভদ্র সন্তানেরা সাক্ষ্য কার্য্য অস্বীকার করেন, এবং ক্বচিৎ কেহ স্বীকার করিলে তাহাকে ঘৃণা ও অনাদর করেন; অতএব নিরপেক্ষ সত্যবাদি যথার্থ সাক্ষি প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ প্রযুক্ত বাদি প্রতিবাদিরা দুর্নীতি ইতর লোকদিগকে কৃত্রিম সাক্ষি করিয়া বিচারস্থলে উপস্থিত করে। তাহারা অর্থের বশীভূত,বাদি প্রতিবাদিরা তাহারদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেয়, তাহারা সেই রূপই বলে। ইতর-লোক মাত্রেই যে মিথ্যাবাদি তাহা নহে, তাহারদের মধ্যেও অনেকানেক ধর্ম্মভীত ব্যক্তি পার্য্যমাণে মিথ্যা সাক্ষ্য দানে অঙ্গীকার করে না। কিন্তু ধনাঢ্য লোকে, বিশেষতঃ ভূস্বামিরা তাহারদের উপর নানা প্র... তাহারদের গৃহ পর্য্যন্ত ... করি-

---

* ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ১ ধারা।

অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দাস, বিচারালয়ের কর্ম্মচা- শীভূত, এবং মফঃস- কর্ত্তাও তদ্বিষয়ে তথায় যেরূপ কাহার অবিদিত , দোষ সর্ব্বাপেক্ষায় প্রবল দে রকেরাও সাক্ষিদিগের প্রবঞ্চনায় প্র .রত হইয়া সত্য মিথ্যার বিশেষ করিতে না পারিয়া অনেক বিষয়ের যথার্থ নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হয়েন। এ বিষয়ে পল্লীগ্রাম অপেক্ষায় কলিকাতা অনেক ভাল; এখানকার অনেকানেক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র-সন্তান সুপ্রীমকোর্টে গিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের কোন মোকদ্দমায় সাক্ষি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইহাতেই তথায় সাক্ষি ক্রয় করিবার প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়াছে। যাহার প্রচুর ধন আছে, সুতরাং যে ব্যক্তি সাক্ষিদিগকে অধিক পরিতোষ করিতে পারে, তাহারই জয় সম্ভাবনা। এ নিমিত্ত দুঃখি লোকে যৎপরোনাস্তি নিষ্পীড়িত ও অত্যাচরিত হইলেও ধনাঢ্যদিগের নামে অভিযোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

আর এই কূট সাক্ষ্য দোষে ধর্ম্মপালন পূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করা অসাধ্য হইয়াছে। পল্লীগ্রামে বিষয় লইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তির বাস করাই দুঃস । যদি তত্রস্থ দুষ্ট লোকে তাঁহার উপ তারণা করে, এবং অনেক ষড়্‌যন্ত্র করি হাকে নানামতে ক্লেশ দেয়, তথাপি তঁ দ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সমুদা ত হইবেক। তিনি কাহারও দ্বা হইলেও তৎ প্রতীকারের পারিবেন না, কারণ ভদ্র সন্তান

কৃত্রিম করিতে হয়। সকলের মুখেই এই কথা শ্রুত হওয়া যায়, যে এক্ষণে মিথ্যা কথন ভিন্ন বিষয় রক্ষা করা অসাধ্য ব্যাপার। কি আক্ষেপের বিষয়! সাংসারিক নিয়মের কি বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে! ধর্ম্ম পালনার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেও তাহাতে সম্যক্ রূপে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই!

অতএব আমারদিগের দেশীয় লোকেরা সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা কুসংস্কার বশে কুপ্রথা পরিপালনার্থে যথার্থ ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হওয়াতে স্বদেশে অধর্ম্ম স্রোত অত্যন্ত প্রবল হইতেছে, এবং তৎ প্রতিফল রূপ নিরবধি ক্লেশ ঘটনা হইতেছে। তাঁহারা আলোচনা করুন, বিচার করুন, ও সিদ্ধান্ত করুন, তবে অবশ্য জানিতে পারিবেন, যে লোক-কল্পিত কুপ্রথানুরোধে হিতকর কার্য্যে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। রাজ-পুরুষেরা গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিবার রীতি রহিত করিয়া সাক্ষ্য ক্রিয়া বিস্তর সুলভ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে এদেশস্থ ভদ্র সন্তানেরা কুৎসিত সংস্কার ও অমূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সুবিচার সম্পাদনের উপায় করুন, ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করুন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়

বৈরাগী

যদিও যে সমুদায় ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন আপন ইষ্টদে বৃত্ত হয়, তাহারদের ও বৈরাগী বলিয়া উ যায়, কিন্তু লোকে কোন উভয় শব্দের অর্থ সঙ্কোচ শৈব উদাসীনেরা সন্ন্যাসী উদাসীনেরা বৈরাগী বলিয়া হ। যদিও এই প্রকার অর্থ-ভেদ লোক-সিদ্ধ বটে, কিন্তু স্থল বিশেষে তাহার অব্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া

...বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক ... মনুষ্য যুদ্ধক্ষেত্রে ...দাবিস্তানে এই প্রকার ... ১০৫০ হিজরা শাকে ...গের সহিত সন্ন্যাসিদিগের ... স্থিত হয়, তাহাতে সন্ন্যাসিরা ... ভূরি ভূরি মুণ্ডির প্রাণ নষ্ট করে। ১৬৮১ শকে তথায় সন্ন্যাসিদিগের সহিত বৈরাগিদিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, নাগারাই তাহার প্রধান অধ্যক্ষ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহাতেও বৈরাগিরা পরাস্ত হইয়া তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল, এবং তদবধি যে পর্য্যন্ত সেস্থান ইংরাজ রাজার অধিকার-ভুক্ত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহারা হরিদ্বারে স্নান করিতে পায় নাই।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ১২৫ পৃষ্ঠের পর।

যেমন জন-সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মূর্খতা সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, সেইরূপ অর্থ ও বংশ-মর্য্... মাত্র গৌরবও, তাঁহারদের স... দর লাভ ও লোকের শ্রীবৃদ্ধি ... অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়াছে। ... সম্ভ্রম উপার্জ্জনের উপায় ক... থাকাতে তাহাই সংসারের ... চনা করিয়া ... পর্য্য...

...বয়ক, কুল-কর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই এদেশে সম্যক্ রূপে সুখ্যাতি ও সমাদর লাভ করা যায়। যাহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও লোকে তাহাকে অসামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন, তিনি সকলের পূজনীয় হয়েন,—তাঁহার যশোগান চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে থাকে। ধন সংগ্রহার্থে চৌর্য্য, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা প্রকার বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও জন সমাজে তাঁহার মানের ত্রুটি ও প্রকাশ্য রূপে অপযশঃ ঘোষণা হয় না। নির্দ্ধন লোকে অত্যন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক হইলেও তাদৃশ ধনি লোকের অসামান্য মানের দশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হয় না। তিনি বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা মনের মালিন্য গোপন করিয়া রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টি ... রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা ... ঢ্যদিগের চরিত্র অত্যন্ত ... ও লোকে তাহাতে বিরাগ ... দৃষ্টে আপনারাও ত... আরম্ভ করে। ইহাতে এ... সিত রীতি নীতি প্রচলিত ... সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের ... নির্ব্বাহ করা অসাধ্য ব্যাপার ... উঠিয়াছে। প্রায় সকল দে... নে সম্পত্তির সমান আদর আ... অবধারণ কর... বিশ্বাধি... ...লায় করিয়া ...াকের যখন যে প্র... ক, তখন তদনুযায়ি আ... ...র্ত্তি হয়। অত্যন্ত অস... ...দি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদা... ..., সুতরাং তখন নিষ্ঠুর-স্ব... ...ম বলিষ্ঠ ব্যক্তিই প্রধান পদ ... বাধ করি, তৎকাল-প্রাপ্য ...ভাগে সমর্থ হয়। ভার-

তীয় মহাসাগরস্থিত দ্বীপ বিশেষের লোক-দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মনুষ্য বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্দেশীয় লোকের নিকট তত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বোর্নিও, সেলিবিস, মলুক প্রভৃতি নানা দ্বীপ-নিবাসি হোরফোর নামক লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে, যে নর হত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পারিলে বিবাহ হয় না। এক্ষণে যাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া খ্যাত আছেন, তাঁহারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারদের ঐ সকল প্রধান বৃত্তি অদ্যাপি নিকৃষ্ট বৃত্তি-দিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহা-রদের অর্জ্জনস্পৃহাদি কতকগুলি ইতর প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল থাকাতে ধনই সর্ব্বা-পেক্ষায় স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য ও ন্যায়-বিরুদ্ধ যুদ্ধবিগ্রহ এবিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান রত্নই প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম্ম রূপ পরম পদা-র্থই সকল অপেক্ষায় পূজনীয়। অতএব যৎ পরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হইয়া ইতর প্রবৃত্তিদিগকে বশবর্ত্তি করিবেক, তৎ পরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি হইয়া পরমে-শ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবেক।

পরমেশ্বর আ[illegible] বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় [illegible] প্রধান করিয়াছেন, ও [illegible]
সহিত সমঞ্জসীভ[illegible]
অতএব ভূমণ্ড[illegible]
বৃত্তি সর্ব্বাপে[illegible]
ধিক সমাদর [illegible]
র্ত্তব্য, এবং লোকের [illegible]
নুসারে মান, মর্য্যাদা, ও পদে[illegible]
ভস্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। [illegible]
তদ্বিষয়ে প্রধান, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং তিনিই যথার্থ কুলীন। এই প্রকার গুণা-গুণ অনুসারে লোক শ্রেণীর ইতর বিশেষ করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত [illegible]
প্রকারে উৎকর্ষা[illegible]
তাঁহার নিয়মানু[illegible]
ফলতঃ লৌকিক প্র[illegible]
সমাজের এইরূপ [illegible]
তে পারে, কেবল [illegible]
প্রাবল্য এই পরম [illegible]
নের সম্যক্ প্রতিকূল হইয়াছে।

ধন-মর্য্যাদার ন্যায় বংশ-মর্য্যাদাও ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্ট কারক। যদি মান্য কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অতি অযোগ্য পাত্র হয়,—ব্রাহ্মণ সন্তান যদি ঘোরতর মূর্খ ও অতিশয় অধার্ম্মিক হয়েন, কুলীন পুত্র যদি সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হয়েন, এবং রাজকুমার যদি পিশাচবৎ পাষণ্ড নরাধম হয়েন, তথাপি লোক-সমাজে তাঁহারদের আদরের ত্রুটি হয় না;—হীন বর্ণ, অকুলীন ও ধনহীনদিগকে অবশ্যই অবশ্য তাঁহার-দিগের পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমারদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অ-ন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্র-কে সমাদর করা তাঁহার অনভিপ্রেত নহে, কিন্তু সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রেই ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অভিপ্রেত তা-হার সন্দেহ নাই। লোক-কল্পিত কুলম-র্য্যাদানুসারে অশেষ দোষাকর গুণ-শূন্য ব্য-ক্তিরা যে শান্ত-স্বভাব গুণ সম্পন্ন মনুষ্যদি-গের দ্বারা আদৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহা-রদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া তাঁহারদের উপর [illegible]ত্ব ও কর্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম [illegible]শ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে। পর-[illegible]ন, প্রধান প্রকৃত গুণ [illegible] লোক-কল্পিত
[illegible]
কালাধা[illegible]
পাবি এই সমুদা[illegible]

...ব, যাহাতে যথার্থ কৌলীন্য ও ... হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারদের ... ইহাতে সর্ব্বদাই ... অনেকে কুলীন ... সম্পর্ক করিবার ...ন্ধ-হীন রিপু-প্রধান। ... ও আপনার অতি উৎকৃষ্টতর ... ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ভূষিতা কন্যার বিবাহ দিয়া স্বীয় দৌহিত্র বংশের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন, কারণ এরূপ অপকৃষ্ট পুত্রের ঔরসে সেই কন্যার যত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা অবশ্যই ধর্ম্ম ও বুদ্ধি-শক্তি বিষয়ে হীন হয়, তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহা স্বীয় পরিবারের ও জনসমাজের উন্নতি সমাধানার্থে ব্যয় না করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে, এবং একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে তাহারদের অভিমান বর্দ্ধিত ও যশোভিলাষ প্রবল হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, ও তদ্দারা কুল মর্য্যাদা রূপ অন্ধ কূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এদেশের ন্যায় ইওরোপেও বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ আদর আছে, তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনারদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করেন, এবং অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি সাধনার্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাপিত কৌলীন্য প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকলে বংশ-মর্য্যাদা রূপ বিষময় বৃক্ষে ... ফলিত হয়, এদেশী... ধনি...

আছে, তত্রত্য তত্ত্বদর্শি সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া যথাবৎ সত্যানুষ্ঠান করা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এককালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমারদিগের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে যথোচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্যক্ রূপে অবগত হইবে, এবং তৎ সহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন আপনা হইতেই এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমারদিগের বক্তব্য বটে, যে ধনবান্ সম্ভ্রান্ত লোকে জন-সমাজে বিশিষ্টরূপ গণ্য মান্য হইয়াও যে তদুপযুক্ত গুণ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহারদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উচ্চ পদের উপযুক্ত না হইয়া তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাস্তবিকও এদেশীয় বহু-দোষাকর বিদ্যা-শূন্য ধনি ও কুলীন সন্তানেরা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপহাস-স্থল হইয়াছেন। বেশ, ভূষা, বাহ্য শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নয়, বরঞ্চ যাহারা এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ আদরণীয় বোধ করে, উভয়েরই ঘোরতর অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যদিও এক্ষণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবকেরা যানের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এরূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া জ্ঞান ও ... পরম রত্ন স্বরূপ মনে করিতেন, আপনারদের মধ্যে যাঁহারা তদ্বিষয়ে ... তাহারদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজন করিতেন।

কিন্তু আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তিকে যথা নিয়মে নিয়োজন না করাতে এই বিষম দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাহারদের উৎসেদ চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই উভয়ই মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতএব তাহারা কোন কালে স্বকীয় প্রভাব প্রকাশে বিরত হইবেক না। তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার তারতম্যানুসারে তাহারদের উপভোগ্য বিষয় পরিবর্ত্ত হইতে পারে। কোন দেশীয় লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন জাতীয় লোকে যুদ্ধ-বিগ্রহ সামর্থ্য, কোন জাতীয় লোকে বা লোকাচার-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষতা বিষয়ে আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিলেই জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহারদের আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। যৎ পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয়, তৎ পরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে স[illegible] হয়। কালে কালে লোকে এই দ[illegible] ত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে [illegible] সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইয়া [illegible] র্য্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্ব[illegible] পুরঃসর যে সমুদায় বিষম সঙ্কট-জনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং ঐ উভয় বৃত্তির প্রভূত প্রভাবের পরিমাণ সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। তাহারদিগকে সাদ্বিবেচনানুসারে নিয়োজন করিতে পারিলে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি [illegible] প্রকার নিয়ম থাকে, যে লোকে কেবল স্বকীয় গুণ[illegible] সারে মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, ধনাঢ্য কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তান হই[illegible] যোগ্য পাত্র না হইলে কোন ক্রমেই সৈ[illegible] মর্য্যাদার অধিকারী হইবেক না, তবে ঐ সকল মান্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে স্বকীয় সম্ভ্রম রক্ষণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ততঃ যত্ন পাইতে হয়, এবং [illegible] লোকদিগেরও আপন আপন [illegible] অনুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ হয়। প্রত্যুত, বংশ-পরম্পরা-গত মান, মর্য্যাদা, ও উপাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকিলে মানি ব্যক্তিদিগের মান সম্ভ্রম লাভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাহারদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ চেষ্টা থাকে না। কাল্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-মর্য্যাদা বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তি সকল বিদ্যা শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতাচরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন, যাঁহারা প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহারদিগকে বিহিত বিধানে চালিত, মার্জ্জিত ও উন্নত করেন, তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি এবং সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অসাধারণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব যদি ভূমণ্ডলে অশেষ দোষাকর কাল্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক কৌলীন্যই স্থাপিত হয়, তবে [illegible] যিক্ত বহু-গুণাকর মহাত্মারা [illegible] র্থে উভয় কারণেই আপামর সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও মহো[illegible] দনে উদ্যত হইবেন, কেন না [illegible] দখিতে পাইবেন যে স্বদেশস্থ [illegible] য়ে সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্ম[illegible] হইলে তাঁহারদের সুখ, সম্মান [illegible] রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভা[illegible] [illegible] এই পৃথিবী [illegible]

অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ-ধাম হইবে!—
মণ্ডল জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ও ধর্ম্মঃ
ত হইয়া পরম রমণীয় রূপ

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৭ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সূর্য্যাস্ত পরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

সকল ব্রাহ্মদিগকে নিবেদন করা যাইতেছে যে তাঁহারা আপন আপন সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

পদ কল্পলতিকা, ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বসু মহাশয় এক খণ্ড লেম্প্রিয়র সাহেবের কৃত ক্ল্যাসিকেল্ ডিক্‌শনারি, এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এক খণ্ড ওয়াট্‌কিন্ সাহেব কৃত বাইওগ্রেফিকেল্ ডিক্‌শনারি এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয়ে সভ্যেরা যদি কোন গ্রন্থ প্রদান করেন, তবে তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়ান্ নাইট্ পুস্তক।

আরেবিয়ান্ নাইট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাখ কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার প্রথম খণ্ড পুস্তক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

...২৮ পুস্তকের
...পুস্তকও তত্ত্ববোধিনী সভার
...বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার
...এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয়
...প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৪০
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ ৫
দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ ৫
দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয় ভাগ ঐ ৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক ১
বস্তু বিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।৬
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ .... ।।০
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ।৵০
ভূগোল .... ।।০
পদার্থ বিদ্যা .... ।।০
বর্ণমালা ৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি ... ।।০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতি-
পয় অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয় .... ।।০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্সবিণ্ডিকেটেড্ ..... ।৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক .... ।০
পৌত্তলিক প্রবোধ .... ।৵০
কঠোপনিষৎ ৵০

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যাহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নি[illegible]
রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন

শ্রীনৃপেন্দ্র—

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মু[illegible] বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত কর[illegible] অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত আছে; ইহার মূল্য এক টাকা। ইহার মধ্যে কতক পুস্তক উত্তম রূপে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল্য ১।।০ দেড় টাকা নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে। যাহার যে প্রকার পুস্তক লইবার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই প্রকার মূল্য পাঠাইয়া দিলেই তাহা পাইতে পারিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

সভ্য প্রবেশ মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি [illegible] প্রতি [illegible]

[illegible]ধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে
[illegible] সভার কার্য্যালয় হই[illegible]

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে প্রথমং সূক্তং

নোধাগৌতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ
অগ্নির্দ্দেবতা

৬৭২

১ নূ চিৎ সহোজাঅমৃতোনি তুন্দতে হোতা যদ্দূতোঅভবদ্বিবস্বতঃ। বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভীর জোমম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি।

১ 'সহোজাঃ' সহসা বলেন জাতঃ অগ্নিঃ অমৃ... 'নূ' নু ক্ষিপ্রং 'চিৎ' এব 'নি তুন্দতে' নি... ধনতি উৎপন্নমাত্রস্যাগ্নেরপ্যক্রমশক্যত্বাৎ। 'যৎ' যদা 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা অয়মগ্নিঃ 'বিবস্বতঃ' পরিচরতো যজমানস্য দেবান্ প্রতি হবির্বহনায় 'দূতঃ' 'অভবৎ' তদানীং 'সাধিষ্ঠেভিঃ' সমীচীনৈঃ 'পথিভিঃ' মার্গৈর্গচ্ছন্ 'রজঃ' অন্তরিক্ষলোকং 'বি মমে' নির্ম্মমে পূর্ব্বং বিদ্যমানমপি অন্তরিক্ষং অসৎকল্পমভূৎ ইদানীং তস্য তেজসা প্রকাশমানং সৎ উৎপন্নমিব দৃশ্যতে। কিঞ্চ 'দেবতাতা' দেবতাতৌ যজ্ঞে 'হবিষা' চরুপুরোডাশাদিলক্ষণেন দেবান্ 'আ বিবাসতি' পরিচরতি॥

১ বলদ্বারা উৎপন্ন মরণ বিহীন অগ্নি শীঘ্রই অত্যন্ত ব্যথা দেন, যখন অগ্নি দেবতাদিগের নিকট হবি বহন করিবার নিমিত্তে পরিচারক যজমানের দূত হইয়াছিলেন, তখন তিনি উত্তম পথে গমন করত স্বীয় তেজদ্বারা অন্তরিক্ষ * প্রকাশ করত নির্ম্মাণের ন...

* দেবনাগরে ওষ্ঠ্য ও দ... এবং তাহার উচ্চারণ ... আছে। বাঙ্গলা অক্ষ... কিন্তু তাহারদের আকৃতি... শেষ নাই। ইহাতে বাঙ্গ... হইলে কোন্ স্থানে বকারের দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ হইবে ত... অতএব দুই বকারের বিশেষ ব... ওষ্ঠ্য বকারের [ব] এই রূপ মুর্ত্তি ধার্য্য ...গেল। বকা- ...গরীয় ব ও ইংরাজি B বর্ণের ...কলেরই বিদিত আছে। ওষ্ঠ ও দন্ত ... অভিঘাতে দেবনাগরীয ব ও ইংরাজি v বর্ণের ...য় বকারের উচ্চারণ হইবেক। কেবল সংস্কৃত ও বি...দেশীয় ভাষা লিখিবার সময়ে এই নিয়ম পালন করা যাইবেক, বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ বিশেষ করিবার আবশ্যকতা নাই।

ত্যোন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবোন সানুস্তনয়ন্নচিক্রদৎ ।

২ 'অজরঃ' জরারহিতঃ অয়মগ্নিঃ 'স্বং' স্বকীয়ং 'অন্ন' অদনীয়ং তৃণগুল্মাদিকং 'যুবমানঃ' স্বকীয়জ্বালয়া সং মিশ্রয়ন্ ভক্ষয়ন্ 'তৃষু' ক্ষিপ্রমেব 'অতসেষু' প্রভূতেষু কাষ্ঠেষু 'আতিষ্ঠতি' আরোহতি। 'প্রুষিতস্য' দগ্ধুমিতস্ততঃ প্রবৃত্তস্য অগ্নেঃ 'পৃষ্ঠং' উপর্য্যবস্থিতং জ্বালাজালং 'ন' যথা 'অত্যঃ' অশ্বঃ ইতস্ততো গচ্ছন্ 'রোচতে' শোভতে এবং অগ্নেজ্বালাপি সর্ব্বত্র গচ্ছন্তী শোভত ইতি ভাবঃ তদানীং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'সানু' সমুচ্ছ্রিতমভ্রং 'স্তনয়ন্' শব্দয়ন্ 'ন' ইব 'অচিক্রদৎ' গম্ভীরং শব্দমাহ্বানং অচীকরৎ॥

২ জরারহিত এই অগ্নি আপনার অদনীয় তৃণগুল্মাদিকে স্বীয় জ্বালাদ্বারা যুক্ত করিয়া ভোজন করত অতি শিঘ্রই অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠেতে অবস্থান করেন; ইতস্ততঃ দাহন প্রবৃত্ত অগ্নির উপরিস্থিত কিরণ জাল ইতস্ততঃ গমনকারী অশ্বের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় অগ্নি আকাশোপরি স্থিত মেঘ নিনাদের ন্যায় গম্ভীর রূপে শব্দ করিতে থাকেন।

৬৭৪

৩ ক্রাণা রুদ্রেভির্বসুভিঃ পুরোহিতোহোতা নিষত্তোরয়িষাক্*মর্ত্ত্যঃ। রথোন বিক্ষৃঞ্জসানআয়ুষু ব্যানুষগ্বার্য্যা দেবঋণ্বতি ।

৩ 'ক্রাণা' হবির্বহনং কুর্ব্বাণঃ 'রুদ্রেভিঃ' রুদ্রৈঃ 'বসুভিঃ' চ 'পুরোহিতঃ' পুরস্কৃতঃ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা 'নিষত্তঃ' হবিঃ স্বীকরণায় দেবযজনে নিষণ্ণঃ 'রয়িষাট্' রয়ীণাং শত্রুধনানাং অভিভবিতা 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণরহিতঃ এবম্ভূতো 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ অগ্নিঃ 'বিক্ষু' প্রজাসু 'রথঃ' 'ন' ইব 'আয়ুষু' যজমানলক্ষণেষু মনুষ্যেষু 'ঋঞ্জসানঃ' স্তূয়মানঃ 'বার্য্যা' বার্য্যাণি সম্ভজনীয়ানি ধনানি 'আনুষক্' আনুষক্তং যথা ভবতি তথা 'বিঋণ্বতি' ব্যৃণ্বতি বিশেষেণ প্রাপয়তি।

৩ স্তূয়মান রথ যে[illegible]মানকে সম্ভজনীয় ধন লা[illegible]কার হবির্বাহক, রুদ্রগণ ও ব[illegible]জিত, দেবতাদিগের আবাহক, [illegible] দেবতাদিগের যজ্ঞে উপবিষ্ট, [illegible]র ধনের অভিভবিতা, এবং অমর ও দ্যোতনবান্ অগ্নি যজমানদিগকে সম্ভজনীয় ধন সমূহ বিশিষ্ট রূপে লাভ করান।

৬৭৫

৪ বি বাতজূতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ। তৃষু যদগ্নে বনিনোবৃষায়সে কৃষ্ণং তএম রুশদূর্ম্মে অজর ।

৪ 'বাতজূতঃ' বায়ুনা প্রেরিতঃ 'তুবিষ্বণিঃ' মহাস্বনঃ এবম্ভূতঃ অগ্নিঃ 'জুহূভিঃ' স্বকীয়াভির্জিহ্বাভিঃ 'সৃণ্যা' সরণশীলেন তেজঃসমূহেন চ যুক্তঃ সন্ 'বৃথা' অনায়াসেন 'অতসেষু' উন্নতেষু বৃক্ষেষু 'বিতিষ্ঠতে' বিশেষেণ তিষ্ঠতি। হে 'অগ্নে' ত্বং 'যৎ' যদা 'বনিনঃ' বনসম্বন্ধীন্ বৃক্ষান্ দগ্ধুং 'তৃষু' ক্ষিপ্রমেব 'বৃষায়সে' বৃষবদাচরসি দগ্ধমীহসে, তদা হে 'রুশদূর্ম্মে' দীপ্তজ্বাল 'অজর' জরারহিত অগ্নে 'তে' তব 'এম' গমনমার্গঃ 'কৃষ্ণং' কৃষ্ণবর্ণো ভবতি।

৪ বায়ু প্রেরিত, মহাশব্দ বিশিষ্ট অগ্নি স্বীয় জিহ্বা সকল দ্বারা লেলায়মান তেজযুক্ত হইয়া অনায়াসে অত্যুচ্চ বৃক্ষ সমূহে স্থিতি করেন। হে অগ্নি! যখন তুমি বনের বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিবার জন্য বৃষবৎ আচরণ [illegible]মার গমন-পথ হে প্রদীপ্ত [illegible]া রহিত অগ্নি! কৃষ্ণবর্ণ হয়।

৬৭৬

[illegible]ভোবনআ বাৎচোন সাহ্বাঁ অর্ববাতি [illegible]ক্ষিতং পা-

*বেদে ঞ্চ এই বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গ[illegible]নুরূপ কোন বর্ণ না থাকাতে এপর্য্যন্ত [illegible]দের প্রথানুসারে ঞ্চ বর্ণের স্থানে ড কিম্বা [illegible] করিয়া আসা যাইতেছিল। এক্ষণ অবধি ঞ্চ [illegible]গর অক্ষরই ব্যবহার করা যাইবেক।

পতত্রিংশঃ ১।১।৪।২

ঃ' তপূংসি জ্বালাএব জয়াঃ আয়ুধানি চোদিতঃ' বায়ুনা প্রেরিতঃ অগ্নিঃ সতি, 'অক্ষিতং' অক্ষীণং 'রজঃ' ং 'পাজসা' তেজোবলেন 'অভি-ন গচ্ছন 'বনে' অরণ্যে 'সাস্মা' ভবন্ 'আ' আভিমুখ্যেন 'অবরা-ত 'ন' যথা 'বংসগঃ' বৃষঃ গোযূথে বর্ত্ততে তদ্বৎ। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'পত-ত্রিণঃ' পক্ষিণঃ অস্মাদগ্নেঃ সকাশাৎ 'স্থাতুঃ' স্থাবরং 'চরথং' জঙ্গমঞ্চ 'ভয়তে' বিভেতি। ১।৪।১৩।

৫ কিরণ রূপ অস্ত্রবিশিষ্ট অগ্নি দেব বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ হইলে সেই তেজোবলদ্বারা বৃক্ষান্তর্গত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বনেতে সমুদায়কে অভিভব করত চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়েন, বৃষ যেমন গোযূথ মধ্যে সকল গোকে অভিভব করত স্থিতি করে। অতএব পক্ষিরা এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় ইহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। ১।১৪।১২।৩।

ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ

৬৭৭

৬ দধৃষ্টা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ। হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে।

৬ হে 'অগ্নে' 'ত্বা' ত্বাং 'মানুষেষু' মনুষ্যেষু মধ্যে 'ভৃগবঃ' এতৎসজ্ঞামহর্ষয়ঃ 'দিব্যায় জন্মনে' দেবত্বপ্রাপ্তয়ে 'চারুং' শোভনং 'রয়িং' ধনং 'ন' ইব 'আ-দধুঃ' আধানসংস্কারেষু ম[illegible] স্কর্বন্। কীদৃশং ত্বাং 'জনেভ্যঃ' য[illegible] হবং' আহ্বাতুং সুশক্যং 'হোতারং' দে[illegible] 'অতিথিং' অতিথিবৎ পূজ্যং 'বরে[illegible] 'ন' যথা 'মিত্রং' সখা 'শেবং' [illegible] তদ্বৎ।

৬ হে অগ্নি! তুমি যে[illegible] নিমিত্তে আবাহন ক্ষম, দেবতা[illegible] বাহক, অতিথির ন্যায় পূজনীয় শ্রেষ্ঠ এবং মিত্রের সদৃশ [illegible], মনুষ্যের মধ্যে ভৃগু মহর্ষিরা দেবত্ব নিমিত্তে শোভন ধনের ন্যায় আধ[illegible] রেতে মন্ত্রদ্বারা সম্যক্ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬৭৮

৭ হোতারং সপ্ত জুহ্বো যজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু। অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নং।

৭ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'জুহ্বঃ' হোতারঃ 'বাঘতঃ' ঋত্বিজঃ 'অধ্বরেষু' যাগেষু 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'হোতারং' আহ্বাতারং 'যং' অগ্নিং 'বৃণতে' সম্ভজন্তে 'বিশ্বেষাং' সর্ব্বেষাং 'বসূনাং' 'অরতিং' প্রাপয়িতারং তং 'অগ্নিং' 'প্রয়সা' হবির্লক্ষণেন অন্নেন 'সপর্যামি' পরিচরামি। 'রত্নং' রমণীয়ং কর্ম্মফলঞ্চ 'যামি' যাচামি।

৭ সপ্ত সংখ্যক হোতা ঋত্বিকেরা যে অগ্নিকে ভজনা করেন, যিনি যাগেতে পূজনীয় এবং আহ্বাতা, সমস্ত ধনের প্রাপয়িতা, সেই অগ্নিকে আমরা হবির্রূপ অন্নদ্বারা পরিচারণ করি, এবং তাহার নিকট হইতে মনোরম কর্ম্মফলরূপ রত্ন প্রার্থনা করি।

৬৭৯

৮ অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম্ম যচ্ছ। অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জোনপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ।

৮ হে 'সহসঃ' বলস্য 'সূনো' [illegible] 'মিত্রমহঃ' অনুকূলদীপ্তিমন্ অগ্নে [illegible] 'স্তোতৃভ্যঃ' 'অদ্য' অস্মি[illegible] অচ্ছেদ্যানি 'শ[illegible] কিঞ্চ হে 'উ[illegible] ত্বাং স্তুবন্তং 'আয়[illegible] 'পূর্ভিঃ' পালনৈঃ 'অংহ[illegible] 'উরুষ্য' রক্ষ।

৮ হে বলদ্বারা উৎপন্ন* অনুকূল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি স্তবকারি আমারদিগকে এই [illegible] খণ্ড্য সুখ প্রদান কর। হে অন্ন-

* [illegible] র্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় অত[illegible] পুত্র, ইনি বলদ্বারা উৎপন্ন, ই[illegible]

দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি! তোমার স্তবকারিকে দৃঢ়তর পালনদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর।

৬৮০

৯ ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো-ভবা মঘবন্মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম্ম। উরুষ্যাগ্নে অংহসোগৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ।১।৪।২৪।

৯ হে 'বিভাবঃ' বিশিষ্টপ্রকাশাগ্নে 'গৃণতে' আং স্তুবতে যজমানায় 'বরূথং' অনিষ্টনিবারকং গৃহং 'ভবা' ভব। হে মঘবন্ ধনবন্ অগ্নে 'মঘবদ্ভ্যঃ' হবির্লক্ষণধনবদ্ভ্যো যজমানেভ্যঃ 'শর্ম্ম' সুখং যথা ভবতি তথা 'ভবা' ভব। হে 'অগ্নে' 'গৃণন্তং' স্তুবন্তং 'অংহসঃ' পাপকারিণঃ শত্রোঃ 'উরুষ্য' রক্ষ। 'ধিয়া বসুঃ' কর্ম্মণা প্রাপ্তধনঃ অগ্নিঃ 'প্রাতঃ' ইদানীমিব পরেদ্যুরপি 'মক্ষু' শীঘ্রং 'জগম্যাৎ' আগচ্ছতু।১।৪।২৪।

৯ হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি তোমার স্তবকারি যজমানের নিমিত্ত অনিষ্ট নিবারক গৃহ স্বরূপ হও; হে ধনবান্ অগ্নি! তুমি হবি ধনবিশিষ্ট যজমানদিগের নিমিত্তে সুখজনক হও; হে অগ্নি! তুমি স্তবকারি যজমানকে পাপি শত্রু হইতে রক্ষা কর। কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত ধনরূপ অগ্নি প্রতি প্রাতে যজ্ঞেতে অতি সত্বর আগমন করিতে থাকুন।১।৪।২৪

স্বপ্ন দর্শন

মনোম[illegible] আন্দোলন করা যায়, [illegible] সংসারি ব্যাপার [illegible] যথার্থ [illegible] ক্লেশে [illegible] শ্রান্ত ও [illegible] রজনীযোগে সং[illegible] ত্রের বিষয় বিবেচনা করিতে, [illegible] লেই কোন না কোন প্রধান রিপুর [illegible] ভূত হইয়া চলিতেছে। কাম, লোভ, ও মান-লিপ্সা এই তিন প্রবল বাসনা মনুষ্যের সকল কার্য্যের প্রধান প্রযোজক। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে তাহারা সৎ পাত্র প্রাপ্ত হইলে স্বকীয় প্রকৃতি মার্জ্জি[illegible] নিষ্কলঙ্ক রূপ ধারণ করে। [illegible] চিন্তা স্রোতে অবগাহন [illegible] আমার অলস বোধ হইল, [illegible] অলশ হইয়া আসিল, এবং [illegible] ক্রমে ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত [illegible] অল্পে নিদ্রাকর্ষণ হইল।

বোধ হইল, আমি সহসা এক অতি বিস্তৃত ঘোরতর গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্রবেশ কালে ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখি, এক উচ্চ কাষ্ঠ-ফলকে "ভবারণ্য" এই শব্দ বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ঐ অরণ্যের কত স্থানে যে কত প্রকার কুটিল ও কণ্টকাবৃত পথ দৃষ্টি করিলাম, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সেই বিষম স্থানে সমাগত হইয়া যাবতীয় মনুষ্যেরই দিগ্‌ভ্রম ও বুদ্ধি নাশ উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় সমুদায় ব্যক্তিই উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুলিত চিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। আমি নানা প্রকার অপূর্ব্ব কৌতুক দর্শন করিতে করিতে অরণ্যের অন্তর্গত বহুলোক-সমাকীর্ণ এক প্রশস্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে তিন দিকে তিন পথ আরব্ধ হইয়া অরণ্যের এক এক প্রান্তে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত স্থান-স্থিত সমুদায় লোক সহসা ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ তিন মহামার্গে চলিতে লাগিল! ঐ সকল পথ কত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং ঐ পথিকেরাই বা কোথায় গমন করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করণার্থে আমার পরম কৌতূহল [illegible] হইল। অতএব প্রথমে যে [illegible] সম্পন্ন মহোল্লাস-বিশিষ্ট [illegible] গণ গমন করি- [illegible] সমভি- [illegible]

বর্ণ লিখি[illegible]

পরিচয় জিজ্ঞা[illegible]

...র পথিক। তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ ... করিতেছিলেন; এক এক শ্রেণীস্থ ...ক এক প্রকার বেশ ভূষা, ভাব- ...শ্রী অবলোকন করিয়া আমার ...তীতি হইল, যে ইঁহারা সকলে ... জাতীয় নহেন। উদ্দিষ্ট উৎ- ...নার্থে সর্ব্ব জাতীয় প্রণয়ার্থি মনু- যেঃ... সমাগত হইয়াছেন। আমি তাঁহারদের সংসর্গি হইয়া চলিতে চলিতে এক অপূর্ব্ব কৌতুক দর্শন করিলাম। কতক গুলি শুক্ল-কেশ, লোল-চর্ম্ম, চলিত-দন্ত বৃদ্ধ, এই সকল পরম প্রীতিকর প্রণয়-পথাবলম্বি যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাতে তাহারা কি হাস্যাস্পদই হই- য়াছে! তাহারদের কি যথার্থ রূপে মিলিত হইবার সম্ভাবনা আছে? সকলেই তাহার- দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল, এবং অবগত হইলাম, তা- হারা যে সমুদায় বয়স্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং যাহারদের মধ্যে গিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, উভয়েই তাহারদি- গের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

আমরা যে প্রকার প্রকৃষ্ট পথে পদ চারণা করিতেছিলাম, তাহার শোভার কথা কি কহিব! নিবিড় বৃক্ষ-শ্রেণী, পুষ্পিত তরু-শাখা, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নবীন পত্র, বায়ু- বিচলিত সলিল-হিল্লোল, শাখারূঢ় স্ফূর্ত্তি- বিশিষ্ট বিহঙ্গ গণের সুমধুর কলরব ইত্যা- কার বিবিধ প্রকার সুরম্য ব্যাপার দ্বারা সে স্থান যে প্রকার মনোহর বোধ ...ইল, তাহা বলিবার নহে। দেখি... ...ন বৃক্ষ উজ্জ্বল প্রবাল-বর্ণ... পর্য্যন্ত পরিবৃত হই... ...চনীয় শোভা সম্পাদ... কোন সুকোমল ললিত... বৃক্ষ আরোহণ ও পরি... শুভ্র প্রফুল্ল কুসুম-গুচ্ছ ও... লম্ব সমস্ত জনের অন্তঃ... তেছে। চুত চম্পক বকুল... মুকুল-পূর্ণ পুষ্প-ভারাবনত সুমন্দ মারুত হিল্লোলে অজস্র পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক তদীয় রমণীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। ইহাতেই স্বভাবতঃ মন উদাস হয়, তাহাতে আবার মৃদুগামি সমীরণ সমীপবর্ত্তি নদী ও নির্ঝরের নির্ম্মল সলিল স্পর্শে সুস্নিগ্ধ হইয়া ও তদীয় বারি বিন্দু সমুদায় বহন করিয়া আমারদের শরীর শীতল ও চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। আমরা সুধামৃত রসে অভিষিক্ত ও আমোদ মদে উন্মত্ত হইতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবি- লাম, এই প্রিয়তর পথের যেমন নাম, ইহার বাহ্য শোভাও তদনুযায়ি বটে, এই পথাবলম্বি পুরুষেরা প্রণয়-প্রফুল্ল বদনে এক এক স্ত্রীর হস্ত গ্রহণ করিয়া পরস্পর মিষ্টালাপ ও প্রণয় প্রকাশ করিতে করিতে চলিলেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! এমন যে পরম সুন্দর প্রশস্ত পথ, তাহা ক্রমে ক্রমে এপ্রকার সঙ্কীর্ণ কুটিল ও অপরিষ্কৃত হইয়া আসিল, যে স্থানে স্থানে কণ্টকি বনের মধ্য দিয়া অতি প্রয়াসে ভ্রমণ করিতে হইল। স্থানে স্থানে সুরম্য সৌন্দর্য্যের সহিত কুৎসিত বস্তুর, রমণীয় কুসুম তরুর সহিত কঠোর কণ্টকি বৃক্ষের, স্নিগ্ধচ্ছায়াবৃত নি- বিড় নিকুঞ্জের সহিত প্রস্তরময় অতি বন্ধুর কঙ্কর-পূর্ণ ... এবং পরম শোভাকর মনোহর পত্র ...নের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবাল রাশির প্রকার সংযোগ ছিল, যে পথিকেরা তৎপথে সুখ কি দুঃ- খের ভাগ অধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

নানা প্রকার কৌতুক ও চাতুর্য্য দেখিতে দেখিতে বহুতর ঝোড় ঝঙ্কার উত্তীর্ণ হইয়া এক পরম শোভাকর দেব-মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। তথায় কিঞ্চিৎকাল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলাম, পথিক- দিগের মধ্যে অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ মন্দিরের সমীপবর্ত্তি হইল, অ- ...ষ্ট সকলে অন্য পথ আশ্রয় করিয়া অন্য ...ক গমন করিতে লাগিল। এই মন্দিরের ...ভাগে "দম্পতি-প্রীতি" এই দুই শব্দ ...ছিল। ফলতঃ সে মন্দির ঐপ্রীতি দেবী... ; উদ্বাহ নামক এক পুণ্যবান

যশস্বী পুরুষ তথায় তাঁহাকে স্থাপিত করিয়া তদীয় দ্বার সন্নিধানে বিবিধ লতাবৃত জলোৎস-সেবিত সুশীতল নিকুঞ্জ ছায়াতে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহাস্য বদন, প্রীতি প্রস্ফুল্ল নয়ন ও নিষ্কলঙ্ক রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণে অপার আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার পট্ট-বস্ত্র পরিধান, গলদেশে মনোহর পুষ্পমালা লম্বমান ও সর্ব্বাঙ্গে সুরম্য গন্ধদ্রব্য বিলেপিত ছিল, এবং তাঁহার পরম পবিত্র পুষ্প-মুকুটের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছিল। তিনি যাহাকে পুষ্পমালা, অঙ্গুরীয়ক, বা অন্য কোন সুদৃশ্য নিদর্শন প্রদান দ্বারা মন্দির প্রবেশের আদেশ করিতেছেন, সেই ব্যক্তিই তথায় প্রবিষ্ট হইতে পাইতেছে, তদ্ভিন্ন আর কাহারও তাহার অভ্যন্তর গমনের বিধি নাই। আমি একাকী ছিলাম, এপ্রযুক্ত ঐ দেবালয় প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং তথাকার রহস্য ব্যাপার সমুদয় অবগত হইতে পারি নাই। কিন্তু যে সমুদায় দম্পতী ঐ প্রীতিদেবীর অর্চ্চনা করণার্থে তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারদের কিরূপ শুভাশুভ গতি প্রাপ্তি হয় তদ্দর্শনার্থে আমি সাতিশয় উৎসুক হইলাম। কিঞ্চিৎ কাল ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া দেখি, মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দুই দ্বার আছে, তদ্দ্বারা সকলে বহির্গত হইতেছে। এক দ্বারে দুটি পরম রূপবতী রমণী উপবিষ্ট ছিলেন, তন্মধ্যে এক জনকে অতি স্থির ও ধীরমূর্ত্তি এবং অপর অবলাকে স্মিতমুখী ও প্রফুল্লবদনা দৃষ্টি করিলাম। একের মুখশ্রীতে বুদ্ধি ও বিবেচনা এবং অন্যের আহ্লাদকর আননে স্থিরানন্দের নিদর্শন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারদের নাম প্রজ্ঞা ও শান্তি। যাঁহারা এই দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া এই দুই দেবকন্যার আশ্রয় করিতেছেন, তাঁহারদিগকে অন[illegible] সম্ভোগ করিতে দেখিলাম। প্র[illegible] তাঁহারদিগকে সর্ব্বভিব্যাহ[illegible] সমুদায় সুগন্ধ-পুষ্পান্বিত ও [illegible] পূর্ণ বন ও উপবন মধ্যে গমন কর[illegible]

গিলেন, তাহার অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়। তথায় ঐহিক সুখ-সঞ্চয়োপযোগী সর্ব্ব সামগ্রী সঞ্চিত আছে। দ্বিতীয় দ্বারের ব[illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত। অবগত হ[illegible] গেল, যাহারদের উদ্বাহ-ক্রিয়া বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয় নাই, তাহারাই তদ্দ্বারা আগমন করিতেছে। দেখিলাম, স্ত্রী পুরুষে লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে, এবং উভয়েই তাহা ভগ্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছে না। তাহারদের কি অসম্ভব ক্লেশ! কি অপরিসীম যন্ত্রণা! তাহারদিগের মুহুর্মুহু ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। পূর্ব্ব ক্ষণে যাহারদিগের সহাস্য বদন ও আনন্দোৎফুল্ল নয়ন দৃষ্টি করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম, পরক্ষণে তাহারদিগেরই ক্রোধাক্রান্ত রক্তিমাভ মুখমণ্ডল এবং ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আরক্ত নেত্র ও ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ দর্শন করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম। নিমেষ মাত্র পূর্ব্বে যাহারা পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণ পুরঃসর মধুরালাপে পরম সুখে কাল যাপন করিলেক, পরে তাহারদিগেরই অত্যুচ্চ কলহ-নাদে সে স্থান নিনাদিত হইল, এবং পার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ বিকলিত ও উত্ত্যক্ত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই সকল অসুখি মনুষ্যের মধ্যে ভূরি ভূরি এদেশীয় লোক দৃষ্টি করিয়া যে পর্য্যন্ত বিষাদ ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলাম তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, এই দ্বার অধিকার করিয়া যে [illegible] ভগিনী দ্বার পালনার্থে দণ্ডায়মান [illegible] তারাই উঁহারদিগের সঙ্গিনী [illegible] দুঃখের উৎপত্তি করিতেছে; [illegible]ন্যা। কনিষ্ঠার নাম [illegible] সদৃশ নিষ্কলঙ্ক থাকি[illegible] [illegible]বেশধারণ করিয়াছিলেন। [illegible] নাম অসম্প্রীতি; ইনি সক[illegible] [illegible]র্ম্ম পরিধান ও মস্তকে কতক[illegible] [illegible] সর্প ধারণ পূর্ব্বক [illegible] নৃশংস-স্ব[illegible] এক কুক্কুর শাবক সঙ্গে করিয়া ইত-

স্ততঃ গমন করিতেছিলেন। যে কেহ সমীপ-বর্ত্তী হয়,ঐ কুক্কুর ও সর্প সমুদায় মহা আ-স্ফালন পূর্ব্বক স্বস্ব স্বভাবানুযায়ি স্বর নিঃসা-রণ করিয়া তাহাকেই দংশন করিতে যায়। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মুখশ্রী ও অঙ্গভঙ্গী দৃষ্টি করিয়া তাহাকে অত্যন্ত গর্ব্বিত ও ক্রোধা-ন্বিত বোধ হইল। তিনি অতি সূক্ষ্ম-দর্শিনী ও অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-স্বভাবা। যে চক্ষুরোগ হইলে সমুদায় বস্তু দ্বিগুণ দেখায়,তিনি সেই বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা জ্বালা-তন হয়েন এবং তাঁহার অবিকৃত ব্যক্তিকেও অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করেন। শুনিলাম, তাঁহার নাম ঈর্ষা। ইহারা যে সকল দম্প-তীর হৃদয়ালয় অধিকার করিয়াছে,তাহার-দের সম্প্রীতি ও সুখ সঞ্চারের বিষয় কি! প্রতিক্ষণ তাহারদের পরস্পর অপ্রণয়ের ভূরি ভূরি কারণ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের চিত্ত বিযুক্ত করিতেছে। তাহারদের কলহ কালের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রতীতি হইল,যে স্বভাব, বিদ্যা, ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে অনৈক্যই তাহারদের অপ্রণয়ের মূলীভূত কারণ। কত শত পরস্ত্রী-পরায়ণ পতির সহিত সুশীলা সাধ্বী স্ত্রীর,সন্তোষবান্ শান্ত-স্বভাব স্বামির সহিত অসন্তোষ-পরায়ণা ভোগাভিলাষিণী উগ্র-প্রকৃতি পত্নীর, সুশি-ক্ষিত সদ্বিদ্যাশালি পুরুষের সহিত ঘোরতর অজ্ঞানান্ধ ভার্য্যার, এবং পরাৎপর পর-মাত্ম-জ্ঞান-পরায়ণ ব্রহ্মোপাসকের সহিত কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বিনী পত্নীর সংঘটনাই এত অনর্থের মূল। কতক গুলি নব্য-বয়স্ক ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিলাম, এবং তাঁহারদের বেশ ভূষা,ভাব ভক্তি,ও কথোপকথন কালে স্বদেশীয় ভাষার সহিত ইংলণ্ডীয় শব্দ প্র-য়োগ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা তাঁ[illegible]ক এ দেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষভুক্ত [illegible] তাঁহারা এই ভাবে কথা ক[illegible] "যাহার সহিত আমার [illegible] হইবে,এবং যাহার সদ[illegible] চির জীবন আমার শুভা[illegible] বিবাহ ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ [illegible] আমি তাঁহার মুখাবলোকন কর[illegible] সুতরাং তাহার স্বাভাবিক ও উপার্জ্জিত গুণাগুণের কিছুমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইনাই, তখন তাহার সহিত এরূপ অসম্প্রীতি ঘট-নার অসম্ভাবনা কি? যদিও এই সমুদয় স্বপ্ন কালের ব্যাপার বটে, তথাপি বোধ হইল যেন এই সুযুক্তি-সিদ্ধ কথা গুলি শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, ইহারা স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। এদে-শীয় অতি বিগর্হিত কুপ্রথা সমুদায় অশেষ দোষের আকর হইয়াছে।

আমি এই সমুদায় পরম কৌতুক-জনক ব্যাপার দর্শন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে দেখি, পূর্ব্বোক্ত যক্ষিণী ত্রয়ের অবিকৃত কতক গুলি লোক মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তি নিবিড় অরণ্যের অন্তর্গত এক অতি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গুপ্ত পথ দ্বারা স্থানা-ন্তর গমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে আমি অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহারদের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলাম, এবং পথ-মধ্যে অশেষ প্রকার রহস্য ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। যে সমুদায় কৌতুক দৃষ্ট হইল, তাহার স্ব-রূপ ভাব কোন কাব্য নাটকে বর্ণিত, এবং কোন চিত্রকর দ্বারাও চিত্রিত হইবার নহে। ঐ পথের [illegible] শাখা কত দিকে,কত বন উপ-বন গিরি গহ্বর নিকুঞ্জ দিয়া গিয়াছে,তাহা সবিশেষ বর্ণনা কর[illegible]ঠিন। কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বোক্ত প্রীতি মন্দিরের দ্বিতীয় দ্বারে যে সমুদায় দম্পতীকে পরস্পর সংযুক্ত দেখি-য়াছিলাম, তাহারাই পরস্পর পৃথগ্‌ভূত হইয়া অপরাপরের সংসর্গি হইতেছে। যদিও তাহারা স্বস্ব পদ-নিবদ্ধ লৌহ শৃঙ্খল এককালে মোচন করিতে পারে নাই, কিন্তু ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার এক এক খণ্ড সকলেরই পদে বদ্ধ আছে,এবং কুশ্রা-ব্য শব্দ দ্বারা তাহারদের অন্তঃকরণেরও [illegible] ভাব প্রকাশ করিতেছে। যদিও ঐ [illegible] গোপনীয় বটে,কিন্তু শান্তি রসের [illegible] নাই। কখন কোন্ ব্যক্তি কোন্ [illegible] কাহার সঙ্গে কোন্ ভাবে গমন ক-[illegible] লাগিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। দেখিলাম, এক পুরুষ স্ত্রী বিশেষের অনু-বর্ত্তি হইয়া চলিতেছে, সেই স্ত্রী তৎপ্রতি

সূক্ষ্ম অংশও এক নহে, জীবাত্মা একই এবং পরমাত্মা একই এবং অদ্বিতীয়। জড় হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ।

জড় এবং জীবাত্মা এত ভিন্ন, যেমন অন্ধকার আর আলোক। এই দুই বস্তুতে কোন সমান গুণ নাই—এমত কোন গুণ নাই, যাহা এই দুই বস্তুতেই আছে—যাহা এই দুই বস্তুতে সমান। জড়েতে যে সকল গুণ আছে, তাহা জীবাত্মাতে নাই; জীবাত্মাতে যে সকল গুণ আছে, তাহা জড়েতে নাই। জড়ের প্রধান গুণ যে বিস্তৃতি, তাহা জীবাত্মাতে নাই; জীবাত্মার প্রধান গুণ যে জ্ঞান, তাহা জড়েতে নাই; জড় হইতে জীবাত্মা এত ভিন্ন। আবার জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।

তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়। এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র তিনি ছিলেন, দ্বিতীয় আর কোন বস্তু ছিল না। তাঁহার কেহ সমান ছিল না, তাঁহা হইতে কেহ অধিক ছিল না, তাঁহা হইতে কেহ অল্প ও [illegible] না। পরে এখন যখন তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনও তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই; কিন্তু তাঁহা হইতে অল্প যে এই জগৎ, তা [illegible] আছে। পূর্ব্বে যখন এই জগৎ কিছুই ছিল না, তখন কেবল তিনি মাত্র ছিলেন, অন্য কোন বস্তু ছিল না। তিনি কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম! তাঁহার আনন্দ আমরা কি প্রকারে অনুভব করিব! সে আনন্দ কোন আনন্দের সহিত তুলনা [illegible] পারে? তিনি আনন্দের সাগর; সে আনন্দের ক্ষয় নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার আনন্দ আপনি নিত্য উপভোগ করিতেছেন, আপনার আনন্দে আপনি নিত্য পূর্ণ রহিয়াছেন। সেই পূর্ণানন্দ পরম পুরুষ সংকল্প করিলেন, যে আমি আমার প্রীতি পাত্র জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগকে আনন্দ বিতরণ করিব! যেমন কোন প্রিয়দর্শন দর্শন করিলে, কোন স্বাদু অন্ন আস্বাদ করিলে, বা কোন সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিলে আপনার প্রিয় ব্যক্তিকে সেই সুখে সুখী করিতে ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ স্বীয় আনন্দেতে পরিপূর্ণ তিনি আপনার প্রিয় সকলকে আপনার আনন্দ পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করিলেন। যে সুখ আপনি উপভোগ করিতেছেন, সেই সুখ বিস্তার করিবেন, এই উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টি সৃজন করিলেন। সেই সুখের অধিকারী করিয়া তিনি জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিলেন, তাহারদিগের বাসস্থান নিমিত্তে এই ভূরাদি লোক সকল নির্ম্মিত হইল, এবং তাহারদিগের কর্ম্মের নিমিত্তে তদুপযোগী দেহ সকলের বিধান হইল।

দেখ উপরে কি অসীম আকাশ! এই আকাশে কত অগণনীয় জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল প্রকাশ পাইতেছে। এই দিব্যলোক সকল, এই গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র সকল, কি রমণীয় কি আশ্চর্য্য ধাম! ইহার মধ্যে কোন্ লোক কত পবিত্র, কোন্ লোকে কত সুখ, তাহা এই পৃথিবী লোক হইতে কি প্রকারে জানা যাইবে? কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সেই পরম সুখ ইহার কোন লোকে নাই, যাহা সেই পরমাবস্থাতে, সেই মোক্ষাবস্থাতে, যে অবস্থাতে জীবাত্মা সেই পূর্ণানন্দে [illegible] সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিবে। এই [illegible] শেষ গতি, এই অবস্থা জী[illegible] [illegible]হা ইহার পরম [illegible] আনন্দ; যে আ[illegible] [illegible]বাত্মাদিগকে সুখী [illegible]র্ত্তার সৃষ্টি ক্রিয়ার [illegible]।

—

[illegible]র ট্রস্টডীড

[illegible]দর জানুয়ারি মাসের [illegible] দ্বারিকানাথ ঠাকুর, [illegible]সন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামমোহন রায় এই

কয় জনে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায়ও রমানাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের ট্রষ্টি করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারক করেন। ঐ ট্রষ্টি সম্বন্ধীয় লেখ্য পত্র অর্থাৎ ট্রস্টডীড ইংরাজি ভাষাতে লিখিত হয়, তাহা সর্ব্ব সাধারণের গোচর করণার্থে পশ্চাৎ অবিকল প্রকাশ করা যাইতেছে। তাহা দৃষ্টি করিলে প্রতীত হইবে, যে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রকার লোকেই সমাজ গৃহে একত্র সমাগত হইয়া নিত্য, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। আর ইহাও দৃষ্ট হইবে, যে তথায় সম্প্রদায়-বিশেষ সম্মত কোন সোপাধি সাবয়ব পদার্থের উপাসনা করিবার বিধি নাই, এবং প্রতিমা, খোদিত প্রতিমূর্ত্তি, পাষাণময়মূর্ত্তি, চিত্রময় প্রতিরূপ বা অন্য কোন বস্তুর কোন প্রকার অনুরূপ স্থাপন করিবার বিধান নাই, এবং উপাসনা বিষয়ক বক্তৃতা, স্তোত্র, বা সঙ্গীত মধ্যে কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের উপাস্য বস্তুর প্রতি দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিবার ও নিয়ম নাই। এতাবন্মাত্র ঐ লেখ্য পত্রের স্থূল তাৎপর্য্য; যাঁহারা তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ঐ পত্র সমগ্র পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

This Indenture made the eighth day of January in the year of Christ one thousand eight hundred and thirty between Dwark[illegible]h Tagore of Jorasaukoe in the Town of [illegible] mindar, Kaleenauth Roy of [illegible] Zillah of Havelly in the Sub[illegible] aforesaid Zemindar, Prussu[illegible] of Pattoriaghatta in Calcutt[illegible] dar, Ramchunder Bidyabagish [illegible] cutta aforesaid Pundit and [illegible] Manicktullah in Calcutta [illegible] of the one part; and Boyk[illegible] Burranugur in the Zillah of [illegible] urbs of the Town of Calcut[illegible] dar, Radapersaud Roy of [illegible] cutta aforesaid Zemindar [illegible] Tagore of Jorasaukoe in [illegible] nian (Trustees named an[illegible] purposes herein-after men[illegible] part witnesseth that for [illegible] the sum of sicca Rupees [illegible] of Bengal by the said Boykont[illegible] persaud Roy and Ramanauth Tagore to the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussonnoocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy in hand paid at and before the sealing and delivery of these presents (the receipt whereof they the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussunnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy do and each and every of them doth hereby acknowledge) and for settling and assuring the message land tenements hereditements and premises here in after mentioned to be hereby granted and released to for and upon such uses trusts intents and purposes as are hereafter expressed and declared of and concerning the same and for divers other good causes and considerations them hereunto especially moving they the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussunnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy have and each and every of them hath granted bargained sold aliened released and confirmed and by these presents do and each and every of them doth grant bargain sell alien release and confirm unto the said Boykontonauth Roy R[illegible]dapersaud Roy and Ramanauth Tagore their heirs and assigns all that brick built messuage (hereafter to be used as a place for religious worship as is hereinafter more fully expressed and declared) building or tenement with the piece or parcel of land or ground thereunto belonging and on part whereof the same is erected and built containing by estimation four cottahs and two chittacks be the sam[illegible] a little more or less situate lying [illegible] being in the Chitpore Road in Sootanooty [illegible] Town of Calcutta aforesaid and butted [illegible]d as follows (that is to say) on the [illegible]e and ground now or fore[illegible] Fooloorey Rutton; on th[illegible]round formerly be[illegible]ace deceased; on [illegible] now or for[illegible]y Bhamon[illegible] Road or ney [illegible] Street [illegible]r how-soever o[illegible] and tenements [illegible] now are or i[illegible] tenanted called [illegible] ed and all other th[illegible] [illegible]itaments (if any[illegible] [illegible] intended to be des[illegible] [illegible]in[illegible] [illegible]tain Indenture of b[illegible] [illegible] referred to together wit[illegible] [illegible]ngular [illegible] out houses offices edifices [illegible] erections [illegible] pounds yards walls ditches hedges fences en[illegible]sures ways paths passages woods under-woods [illegible]bs timber and other trees entrances casements [illegible]ts priviléges profits benefits emoluments ad[illegible]ntages rights titles members appendages and [illegible]pertenances whatsoever to the said messuage [illegible]ilding land tenements hereditaments and pre[illegible]ises or any part or parcel thereof belonging [illegible] in any wise appertaining or with the same or [illegible]ny part or parcel thereof now or at any time or [illegible]imes heretofore held used occupied possessed or [illegible]njoyed or accepted reputed deemed taken or known as part parcel or member thereof or any part thereof (all which said messuage building land tenements hereditaments and premises are now in the actual possession of or legally vested

in the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore by virtue of a bargain and sale to them thereof made by the said Dwarkanauth Tagore Kalleenauth Roy Prossunnocoomer Tagore Ramchunder Bidybagigh and Rammohun Roy for Sicca Rupees Five consideration by an Indenture bearing date the day next before the day of the date and executed previous to the sealing and delivery of these Presents for the Term of one whole year commencing from the day next preceding the day of the date of the same Indenture and by force of the statute made for transferring uses into possesion) and the remainder and remainders reversion and reversions yearly and other rents issues and profits thereof and all the estate right title interest trust use possession inheritance property profit benefit claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of them the said Dwarkanauth Tagore Kalleenauth Roy Prussonnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy respectively of into upon or out of the same or any part thereof together with all Deeds Pottahs evidences muniments and writings whatsoever which relate to the said premises or any part thereof and which now are or hereafter shall or may be in the hands possession or custody of the said Dwarkanauth Tagore Kalleenauth Roy Prussunnocoomar Togore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy their heirs executors administrators or reprsentatives or of any person or persons from whom he or they can or may procure the same without action or suit at Law or in Equity : To have and to hold the said messuage building land tenements hereditaments and all and singular other the premises hereinbefore and in the said Indenture of bargain and sale described and mentioned and hereby granted and released or intended [illegible] be and every part and parcel thereof with their and every of their rights members and appertenances unto the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore [illegible] heirs and assigns; but to the uses nevertheless upon the trusts and to and for the ends intents and purposes hereinafter declared and expressed of and concerning the same and to and for no other ends intents and purposes whatsoever (that is to say: To the use of the said Boykntonath Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns upon Trust and in confidence that they the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the [illegible] of such survirvor or their or his assigns [illegible] and do from time to time and at all time[illegible] hereafter permit and suffer the said mess[illegible] building land tenements hereditaments and [illegible]mises with their appertenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for [illegible] place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the eternal unsearchable and immutable Being who is the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name designation or title [illegible] used for and applied to any particular [illegible] beings by any man or set of men [illegible] and that no graven image statue or scu[illegible]ving painting picture portrait or the [illegible] any thing shall be admitted within the [illegible]suage building land tenements here[illegible] and premises and that no sacrifice o[illegible] oblation of any kind or thing shall ev[illegible]mitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said messuage building land tenements hereditaments and premises be deprived of life either for religious purposes or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein or thereon and that in conducting the said worship and adoration no object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building and that no sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds and also that a person of good repute and well known for his knowledge piety and morality be employed by the said trustees or the survivors or survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns as a resident Superintendent and for the purpose of superintending the worship so to be performed as is hereinbefore stated and expressed and that such worship be performed daily or at least as often as once in seven days. Provided always and it is hereby declared and agreed by and between the parties to these presents that in case the several Trustees in and by these presents named and appointed or any of them or any other succeeding Trustees or trustee of the said trust estate and premises for th[illegible] time being to be nominated or appointed as [illegible] is mentioned shall depart this life or [illegible] to be discharged of or from the [illegible]ts or shall refuse or neglect or be[illegible] by or in any manner to act in [illegible] and in such case and from [illegible] and as soon as any such [illegible] ll be lawful for the said [illegible]nauth Roy Prussu[illegible] Bidyabagish and [illegible]int lives or the [illegible] the death of a[illegible] in concurrence with [illegible] for the time being and in c[illegible] death of the survivor of the[illegible] Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Ro[illegible]coomar Tagore Ramchunder Bidyaba[illegible] Rammohun Roy then for the said Truste[illegible] r Trustee by any deed or

under their or his hands and seals or seal to be attested by two or more witnesses to nominate substitute and some other fit person or persons to supplace of the Trustees or Trustee respec dying desiring to be discharged or r neglecting or becoming incapable by manner to act as aforesaid and that y after any such appointment shall be ait and every the message or building and tenements hereditaments and premises which under and by virtue of these presents shall be then vested in the Trustees or Trustee so dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid shall be conveyed transferred assigned and assured so and in such manner that the same shall and may be legally fully and absolutely vested in the Trustees or Trustee so to be appointed in their or his room or stead either solely and alone or jointly with the surviving continuing or acting Trustees or Trustee as the case may require and in his or their heirs or assigns to the uses upon the Trusts and to and for the several ends intents and purposes hereinbefore declared or expressed concerning the same and that every such new Trustees or Trustee shall and may act and assist in the management carrying on and execution of the Trusts to which they or he shall be so appointed (although they or he shall not have been invested with the seizin of the Trustees or Trustee to whose places or place they or he shall have succeeded) either jointly with the surviving continuing or other acting Trustees or Trustee or solely as the case may require in such and the like manner and in all respects as if such new Trustees or Trustee had been originally appointed by these presents. Provided lastly and it is hereby further declared and agreed by and between the said parties to these presents that no one or more of the said Trustees shall be answerable or accountable for the other or others of them nor for the acts defaults or ommissions of the other or others of them any consent permission or privity by any or either of them to any act deed or thing to or by the other or others of them done with an intent and for the purpose only of facilitating the execution of the Trusts of these presents notwithstanding nor shall any new appointed Trustees or Trustee or their or his heirs or assigns be answerable or accountable for the acts deeds neglects defaults or omissions of any Trustees or Trustee in or to whose place or places they or [illegible] may succeed but such of them [illegible] shall be answerable accountable for his own respective acts [illegible] faults or ommissions only [illegible] nauth Tagore Kaleenauth Roy Tagore Ramchunder Bidyaba[illegible]

hun Roy do hereby for themselves severally and respectively and for their several and respective heirs executors administrators and representatives covenant grant declare and agree with and to the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Rammanauth Tagore their heirs and assigns in manner following (that is to say) that for and notwithstanding any act deed matter or thing whatsoever heretofore by the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussonnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them had made done committed or wittingly or willingly omitted or sufferred to the contrary they the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussonocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy at the time of the sealing and delivery of these presents are or one of them is lawfully rightfully and absolutely seized in their or his demesne as of fee in their or his own right and to their or his own use of the said message building land tenements hereditaments and premises mentioned and intended to be hereby granted and released with the appertenances both at Law and in Equity as of in and for a good sure perfect and indefeasible estate of inheritance in fee simple in possession and in severalty without any condition contingent trust proviso power of limitation or revocation of any use or uses or any other restraint matter or thing whatsoever which can or may alter change charge determine lessen incumber defeat prejudicially affect or make void the same or defeat determine abridge or vary the uses or trusts hereby declared and expressed and also that they the said D[illegible]nauth Tagore Kaleenauth Roy Prussu[illegible] Tagore Ramchunder Bidyabagish an[illegible] Roy (for and notwithstanding a[illegible]tter or thing as aforesaid [illegible] have in themselves [illegible] full power and [illegible] by these presents to g[illegible] and assure the said message [illegible] hereditaments and premises [illegible] intended to be hereby granted and [illegible] with the appartenances and the posses[illegible] reversion and inheritance thereof unto and to the use of the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Rammanauth Tagore and their heirs to the uses upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore expressed or declared of and concerning the same according to the true intent and meaning of these presents and further that the said message or building land tenements hereditaments and premises with their rights members and appertenances shall from time to time and at all times hereafter remain continue and be to the use upon the Trusts and for the ends intents and purposes hereinbefore declared or expressed concerning the same

and shall and lawfully may be peaceably and quietly holden and enjoyed and applied and appropriated accordingly without the let suit hinderance or denial claim demand interruption or denial of the said Dwarkanauth Tagore Kalleenauth Roy Prussonnocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them or any or either of their heirs representatives or of any other person or persons now or hereafter claiming or to claim or possessing any estate right title trust or interest of in to or out of the same or any part or parcel thereof by from under or in trust for them or any or either of them and that free and clear and clearly and absolutely acquitted exonerated and discharged or otherwise by the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussunocoomar Tagore Ramchunder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them their or any or either of their heirs executors administrators and representatives well and sufficiently saved harmless and kept indemnified of from and against all and all manner of former and other gifts grants bargains sales Leases Mortgages uses wills devises rents arrears of rents estates titles charges and other incumbrances whatsoever had made done committed created suffered or executed by the said Dwarkanauth Tagore Kaleenauth Roy Prussunocoomar Tagore Ramchuhder Bidyabagish and Rammohun Roy or any or either of them or any or either of their heirs or representatives or any person or persons now or here ... ightfully claiming or possessing any est ... title or interest at Law or in Equity ... or in trust for them or any ... with their or any or e ... privity or procurement ... and moreover that t ... Tagore Kaleenauth ... Ramchundr Bidy ... or their heirs a ... d every other p ... now or hereafter ... tfully claiming ... tle use trust or ... Equity of into u ... land ten mer ... mentione or ... ed and released ... part thereof by ... em or any or either of the ... time to time and at all times he ... reasonable request of the said Boykonto ... Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or the survivors or survivor of them or the heirs of the survivor of their or his assigns make do acknowledge suffer execute and perfect all and every such further and other lawful and reasonable acts things deeds conveyances and assurances in the Law whatsoever for the further better more perfectly absolutely and satisfactorily granting conveying releasing confirming and assuring the said message or building land tenements hereditaments and premises mentioned to de hereby granted and released and every part and parcel thereof and the possession reversion and inheritance of the same with their and every of their appertenances unto the said Boykontonauth Roy Radapersaud Roy and Ramanauth Tagore or other the Trustees or Trustee for the time being and their heirs for the uses upon the Trusts and to and for the end intents and purposes hereinbefore declared and expressed as by the said Trustees and Trustee or his or their counsel learned in the Law shall be reasonably devised or advised and required so as such further assurance or assurances contain or imply in them no further or other Warranty or covenants on the part of the person or persons who shall be required to make or execute the same than for or against the acts deeds omissions or defaults of him her or them or his her or their heirs executors administrators and so that he she or they be not compelled or compellable to go or travel from the usual place of his her or their respective abode for making or executing the same. In witness wherof the said parties to these presents have hereunto subscribed and set their hands and seals the day and year first within written.

(Signed) Dwarkanauth Tagore. (Seal)
,, Callynauth Roy ,,
,, Prussonocoomar Tagore. ,,
,, শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ,,
,, Rammohun Roy. ,,
,, Boyconthonauth Roy. ,,
,, Radapersaud Roy. ,,
,, Rammanauth Tagore. ,,

Sealed and Delivered at Calcutta aforesaid in the presence of }
(Signed) I. Fountain.
Atty, at Law
Ramgopaul Day.

১৭৭২ শকের বৈশাখ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমা- ব্যয় বিবরণ

বিবরণ

চ প্রাপ্ত....২৭০
.... ৪৮ ১০
দান প্রাপ্ত৩০৵০
.... ৫৮॥০

৪০৬॥৵১০

আগত ৪৩৬৸৵১০
পুরাতন দ্রব্য বিক্রয় ৩৵০
কম্পানির কাগজের বৃদ্ধি ৪০
সমাজ সংশ্লিষ্ট এক খণ্ড ভূমির
টেক্‌সের বিল না হওয়া জন্য
ফেরোত পাওয়া যায় ৷৵৫

৪৫০৶১৫
গত শকের স্থিত ১০২৷৵০

৫৫২৸১৫

ব্যয়ের বিবরণ

কর্ম্ম চারিদিগের বেতন ১৯৫৷৵০
সমাজের আলোক জন্য তৈল
ইত্যাদির ব্যয় ৮৬৸৵১০
সমাজ সংশ্লিষ্ট এক খণ্ড ভূমির টেক্‌স ৬৵১০
গায়ক ও বাদ্যকরের পুরস্কার.... ২০
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রাঙ্কিতের বেতন ৪
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বন্ধনের বেতন ২৬৷৵১৫
দেবনাগর অক্ষরে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক
মুদ্রাঙ্কিত জন্য কাগজ ক্রয় .. ..১৫(১৫
নানাবিধ অনিরূপিত ব্যয় ৬৬১৫

৩৯১৫

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ ১৬১১০
কম্পানির কাগজ ৫০০

ব্রাহ্মদিগের দান

শ্রীমধুসূদন ঘোষ...................১৬৵
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ....
শ্রীগোপালচন্দ্র শীল ....
শ্রীরাজনারায়ণ বসু...... ১০০
শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ... ১০০

শ্রীআনন্দচন্দ্র [illegible]

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.....৪০
দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ ঐ ৫
দ্বিতীয় কল্পের দ্বিতীয় ভাগ ঐ ... ৫
দ্বিতীয় কল্পের তৃতীয়ভাগ ঐ ৫
ঋগ্বেদ সংহিতা পুস্তক ১
বস্তু বিচার .... ।০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ।০
বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ৷০
সংস্কৃত পাঠোপকারক ৷৵০
ভূগোল ৷০
পদার্থ বিদ্যা ৷০
বর্ণমালা ৵০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি ... ৷০
ইংরাজি ভাষায় [illegible] পর্যন্ত কতি-
পয় অ[illegible] ন্য বিষয় ৷০
বেদান্তিক [illegible] ড ৷৵০
ব্রহ্মসঙ্গী[illegible] ...... ।০
পৌত[illegible] ৷৵০
ক[illegible] ৵০

[illegible]ন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আরেবিয়া[illegible] [illegible]

রাজী
কর্তৃক বঙ্গ[illegible]
প্রথম খণ্ড
[illegible]ালয়ে বিক্র[illegible]
মূল্য এক টা[illegible]। যাঁহার প্রয়োজন
[illegible]র মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

উক্ত আরেবিয়ান্ নাইট পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকও তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য এক টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয় মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বার জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

যে সকল সভ্য মহাশয়েরা নিয়মিত রূপে পত্রিকাদি প্রাপ্ত না হয়েন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রে যিনি বাঙ্গলা অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত করাইবার অভিলাষ করেন, তিনি পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিলে উপযুক্ত বেতনে তাহা মুদ্রিত করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী [illegible] প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকা[illegible] রা যদি কোন গ্রন্থ প্রদান [illegible] তাহা উত্তম রূপে রক্ষিত হ[illegible] তদ্দ্বারা সভার বহু উপকার কৃত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

সকল ব্রাহ্মদিগকে নিবেদন করা যাইতেছে যে তাঁহারা আপন আপন সাম্বৎসরিক দান ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রস্তুত আছে; ইহার মূল্য এক টাকা। ইহার মধ্যে কতক পুস্তক উত্তম রূপে বদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা নির্দ্ধারিত করা গিয়াছে। যাহার যে প্রকার পুস্তক লইবার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই প্রকার মূল্য পাঠাইয়া দিলেই তাহা পাইতে পারিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে [illegible] জোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। শক [illegible] সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দঃ [illegible]

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং

নোধা গৌতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা

৬৮১

১ বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে
ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
শ্বানর নাভিরসি ক্ষিতী...
ণেব জনাঁ উপ...স্থ।

১ হে 'অগ্নে' যে 'অন্যে
ঽপি 'তে' তব 'বয়াঃ' শাখা
অগ্নি সন্তি 'বিশ্বে' সর্ব্বে '...
মাদয়ন্তি ন হি ত্বদ্ব্যতিরেকেণ ...
'বৈশ্বানর' অগ্নে '...
মনুষ্যা অবস্থাপকঃ 'অসি' ...
'যযন্থ' অধারয়ঃ ' ... ...
মিৎ' উপনিখাতা '...' ...
ধারয়তি তদ্বৎ।

১ হে অগ্নি! অন্য ... তাহারা সকলেই তোমার শাখা, এবং তুমি বর্ত্তমান থাকিলে সকল দেবতারা হৃষ্ট হয়েন। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি মনুষ্যদিগের অবস্থাপক হও। যেমন নিখাত স্তম্ভ গৃহের উপরিস্থিত বংশকে ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি মনুষ্য সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

৬৮২

২ মূর্দ্ধা দিবোনাভিরগ্নিঃ পৃ-
থিব্যা অথা ভবদরতীরোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং
বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্য্যায়।

২ অয়ং 'অগ্নিঃ' 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'মূর্দ্ধা' শিরোবৎপ্রধানভূতোভবতি 'পৃথিব্যাঃ' ভূমেশ্চ 'নাভিঃ' সন্নাহকঃ রক্ষকইত্যর্থঃ। 'অথ' অনন্তরং 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিব্যোঃ অয়ং অগ্নিঃ 'অরতিঃ' অধিপতিঃ 'অভবৎ'। হে 'বৈশ্বানর' 'তং' তাদৃশং 'দেবং' দানাদিগুণযুক্তং 'ত্বা' ত্বাং সর্ব্বে 'দেবাসঃ' দেবাঃ 'আর্য্যায়' বিদুষে যজমানায় 'জ্যোতিঃ' জ্যোতীরূপং 'ইৎ' এব 'অজনয়ন্ত' উদপাদয়ন্।

২ এই অগ্নি দ্যুলোকের মস্তক এবং পৃথিবীর রক্ষক হয়েন, এই অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিপতি। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি যে সেই জ্যোতীরূপ দেবতা, তোমাকে সকল দেবতারা পণ্ডিত যজমানের নিমিত্তে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

৬৮৩

৩ আ সূর্য্যে ন রশ্ময়োধ্রুবা-
সোবৈশ্বানরে দধিরেঽগ্নাবসূনি।
যা পর্ব্বতেম্বোষধীম্বপ্সু যা মানুষে-
ম্বসি তস্য রাজা।

৩ 'অগ্না' অগ্নৌ 'বৈশ্বানরে' 'বসূনি' ধনানি 'আদধিরে' আহিতানি স্থাপিতানি বভূবুঃ 'ন' যথা 'ধ্রুবাসঃ' ধ্রুবাঃ নিশ্চলাঃ 'রশ্ময়ঃ' 'সূর্য্যে' আধীয়ন্তে তদ্বৎ। অতস্ত্বং 'পর্ব্বতেষু' 'ওষধীষু' 'অপ্সু' 'যা' যানি ধনানি 'মানুষেষু' 'যা' যানি ধনানি বিদ্যন্তে 'তস্য' ধনজাতস্য 'রাজা' অধিপতিঃ 'অসি' ভবসি।

৩ সূর্য্যে যেমন অচল রশ্মি সকল স্থিতি করে তদ্রূপ বৈশ্বানর অগ্নিতে সকল ধন স্থাপিত রহিয়াছে। কি পর্ব্বতে, কি ওষধিতে, কি জলে, কি মানুষে যেখানে যে ধন বিদ্যমান আছে, তুমি সেই সমুদয় ধনের রাজা।

৬৮৪

৪ বৃহতী ইব সূনবে রোদসী
গিরোহোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ।
স্বর্ব্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বান-
রায় নৃতমায় যহ্বীঃ।

৪ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'সূনবে' স্বপুত্রায় বৈশ্বানরায় 'বৃহতী' প্রভূতে 'ইব' অদ্ভূতাং মহতো-বৈশ্বানরস্যাবস্থানায় দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিস্তৃতে অভূতে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অযং 'হোতা' 'দক্ষঃ' সমর্থঃ 'পূর্বী' বহুবিধাঃ 'যহ্বীঃ' মহতীঃ 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'বৈশ্বানরায়' অগ্নয়ে প্রাযুংক্তেতি শেষঃ 'ন' যথা 'মনুষ্যঃ' লৌকিকোবন্দী দাতারং প্রভুং বহুবিধমা স্তুত্যা স্তৌতি তদ্বৎ। কীদৃশায় 'স্বর্ব্বতে' শোভনগমনযুক্তায় 'সত্যশুষ্মায়' অবিতথবলায় 'নৃতমায়' অতিশয়েন নেতৄণাং নেত্রে।

৪ দ্যুলোক ও ভূলোক স্বীয় পুত্র বৈশ্বানর অগ্নির স্থিতি নিমিত্ত বিস্তৃত হইয়াছেন, স্তবকারি মনুষ্য যদ্রূপ দাতা প্রভুকে নানা প্রকারে স্তব করে, সেইরূপ এই কর্ম্মদক্ষ হোতা শোভন গমন বিশিষ্ট, অবার্থ পরাক্রমী, সকলের নেত্র স্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নির প্রতি বহু প্রকার মহৎ স্তুতি সকল প্রয়োগ করেন।

৬৮৫

৫ দিবশ্চিত্তে বৃহতোজাত-
বেদোবৈশ্বানর প্ররিরিচে মহি-
ত্বং। রাজা কৃষ্টীনামসি মানু-
ষীণাং যুধা দেবেভ্যোবরিবশ্চ-
কর্থ।

৫ হে 'জাতবেদঃ' 'বৈশ্বানর' অগ্নে 'তে' তব 'মহিত্বং' মাহাত্ম্যং 'বৃহতঃ' মহতঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'চিৎ' অপি 'প্ররিরিচে' প্রবৃদ্ধে। কিঞ্চ ত্বং 'মানুষীণাং' মনোর্জাতানাং 'কৃষ্টীনাং' প্রজানাং 'রাজা' অধিপতিঃ 'অসি' ভবসি। তথা 'বরিবঃ' অসুরৈরপহৃতং ধনং 'যুধা' যুদ্ধেন 'দেবেভ্যঃ' দেবাধীনং 'চকর্থ' অকার্ষীঃ।

৫ হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! তোমার মহত্ত্ব বৃহৎ দ্যুলোক হইতেও প্রবৃদ্ধ হইয়াছে। তুমি মানুষ প্রজাদিগের রাজা। তুমি অসুর সকল কর্ত্তৃক অপহৃত ধন যুদ্ধ করিয়া দেবতাদিগের অধীন করিয়াছ।

৬৮৬

৬ প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং
যং পূরবোবৃত্রহণং সচন্তে। বৈ-
শ্বানরোদস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধনোৎ
কাষ্ঠা [illegible] শম্বরং ভেৎ।

[illegible] 'বৃত্রহণং' আবরকস্য মেঘস্য [illegible] 'সচন্তে' বর্ষার্থিনঃ সেবন্তে [illegible] বৈশ্বানরস্য 'মহিত্বং' [illegible] ব্রবীমি। কিঞ্চ [illegible] 'দস্যুং' রসা-[illegible] সাদিকং 'কাষ্ঠাঃ' অপঃ বৃষ্ট্যুদকানি তথা 'শম্বরং' তং নিরোধক [illegible] অবাভিনৎ।

৬ মানুষেরা [illegible] করিয়া যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানর অগ্নিকে সেবা করে, সেই

বর্ষাকারি অগ্নির মাহাত্ম্য অতি শীঘ্রই বলি। এই বৈশ্বানর অগ্নি দস্যু প্রভৃতিকে হত করিয়াছেন, বৃষ্টি জলকে অধঃপতন করিয়াছেন, এবং জলের বাধাকারক মেঘকে বিভিন্ন করিয়াছেন।

৬৮৭

৭ বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টির্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা। শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুণীথে জরতে সূনৃতাবান্ ।১।৪।২৫।

৭ 'বৈশ্বানরঃ' 'অগ্নিঃ' 'মহিম্না' মহত্ত্বেন 'বিশ্বকৃষ্টিঃ' বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যাঃ যস্য স্বভূতাঃ সত্তোক্তঃ। 'ভরদ্বাজেষু' ঋষিষু 'যজতঃ' যষ্টব্যঃ। 'বিভাবা' বিশেষেণ প্রকাশয়িতা 'সূনৃতাবান্' সূনৃতা প্রিয়সত্যা বাক্ তদ্যুক্তঃ। এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'শাতবনেয়ে' শতসংখ্যাকান্ ক্রতূন্ বনতি সম্ভজতইতি শতবনিঃ তস্য পুত্রঃ শাতবনেয়ঃ তস্মিন্ 'পুরুণীথে' এতৎসংজ্ঞকে রাজনি চ 'শতিনীভিঃ' বহুভিঃ স্তুতিভিঃ 'জরতে' স্তূয়তে।১।৪।২৫

৭ মহিমা দ্বারা সকলের স্বভূত, ভরদ্বাজ ঋষিদিগের মধ্যে পূজনীয়, বিশিষ্ট রূপে প্রকাশয়িতা, প্রিয় সত্যবাদী বৈশ্বানর অগ্নি শত বনির পুত্র এবং পরুণীথ রাজা এই দুই জনের মধ্যে বহু প্রকার স্তব দ্বারা স্তুত হয়েন।১।৪।২৫।

একবিংশ সাম্বৎসরিক [illegible] জের প্র[illegible]

১১ মাঘ [illegible]

অদ্য কি শুভ দি[illegible] সুধাকর কিরণে জগ[illegible] তেছি! ব্রাহ্মদিগের [illegible] ময় সময় অতিশয় পবি[illegible] নীয়। যিনি, অদ্য সম[illegible] উজ্জ্বল দীপ-জ্যোতি [illegible] সন্দর্শন করিয়া নিরস্ত [illegible] অদ্যকার সমাজের অপূর্ব্ব [illegible] শোভার কিছুই দেখিলেন না। [illegible] সৌন্দর্য্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রমণীয় জ্যোতিঃ-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ সচ্চরিত্র সাধুদিগের হৃদয় আকাশ পূর্ণ করিতেছে, তাহা তাঁহার অনুভূত হইল না। এক বৎসরের পরে আমরা সাম্বৎসরিক সমাজের কার্য্য সাধনার্থে—জগদীশ্বর সন্নিধানে আমারদিগের ধর্ম্মোন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচয় প্রদানার্থে একত্র সমাগত হইয়াছি। গত সাম্বৎসরিক সমাজের পর সম্পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইয়াছে,—সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর একবার দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন, সমুদায় ঋতু একাদি ক্রমে আর একবার পরিবর্ত্ত হইয়াছে, পৃথিবীও আর একবার প্রজা পরিপালন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার অপার ঔদার্য্য গুণের পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরের শুভকর শাসনানুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে, হে ব্রাহ্মগণ! এই অতীত দ্বাদশ মাসে আপনারা আপনারদিগের উন্নতি সাধনে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। এ উন্নতি শব্দে ধন বৃদ্ধি নহে, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি নহে, মান ও প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে। তদপেক্ষায় কোটি গুণ—অনন্ত গুণ উৎকৃষ্ট অমূল্য ধনের উন্নতি জিজ্ঞাসা আমার উদ্দেশ্য। আপনারা স্বকীয় স্বরূপ মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ করিতে—পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিতে—নির্ভয়ে ও সানন্দ হৃদয়ে তাহাকে স্মরণ করিতে—প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অদ্য আলোচনা করা কর্ত্তব্য। হে জগদীশ্বর! এ সমাজে যেন এমন কোন ব্যক্তি না থাকেন, যে তিনি গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আপনাকে অধর্ম্ম পঙ্কে অধিক নিমগ্ন দেখিয়া তোমার "উদ্যত বজ্র" ভয়ে তোমাকে স্মরণ করিতে শঙ্কিত হইতেছেন। আমারদিগের ইহা সর্ব্বদা হৃদ-

য়ঙ্গম রাখা উচিত, যে আমারদিগের এই ধর্ম্ম যেন কেবল মৌখিক ধর্ম্ম না হয়। ভূমণ্ডলে এপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। এই ধর্ম্মই ঈশ্বরাভিপ্রেত যথার্থ ধর্ম্ম এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায়। পৃথিবীস্থ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানাপন্ন মহাত্মারাই স্ব স্ব দেশ-প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহা আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে আমরা অনেকে একমত হইয়া এই পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি। ব্রাহ্মেরা যৎপরিমাণে এ ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন—ব্রাহ্মধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতে শক্ত হইবেন, তৎপরিমাণে তাঁহারদিগের ব্রাহ্মত্ব রক্ষা পাইবে, স্বধর্ম্ম প্রবল হইয়া স্বদেশের কল্যাণ হইবে, পরমেশ্বরের শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইবেক, এবং যিনি এদেশে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর অন্য কোন বিষয় স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়, ভক্তি শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত ও প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়। সেই পরমেশ্বরপরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান বন ছেদন ও জ্ঞানাঙ্কুর রোপণের পথ প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে তিনিই এই ব্রাহ্মসমাজ রূপ সুরম্য বৃক্ষ মূলে বীজ রূপে দৃষ্ট হয়েন। এখনও তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে, কিন্তু অদ্য সমাজস্থ হইয়া কোন ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিতে পারে? যাহাতে ভারতবর্ষের বিষম দুরবস্থা দূরীকৃত হয়, বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল নিরাকৃত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণ এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ মোচনার্থে যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন ও তিনিই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গ দেশের উপকার মাত্রে পর্য্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন উদার ও অভিপ্রায় যেমন মহৎ, তাহার কার্য্যও সেই প্রকার অসাধারণ। বেগবান্ সিন্ধুনদ, তুষার-মণ্ডিত হিমালয় এবং আবা ও আসামের বনাকীর্ণ পর্ব্বতও তাঁহার জন্ম-ভূমির সীমা ছিল না। তাঁহার জন্ম-ভূমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্ম্মহাসাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদায় ভূমণ্ডলকে স্বকীয় দেশ এবং ভারতবর্ষকে গৃহ স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি সকলকেই স্বদেশীয় মনুষ্য বোধ করিতেন, এবং তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণকেই বিতরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন। এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়, ইহাই তাঁহার বাঞ্ছিত ছিল। যে পরম ধর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের মানস পটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্ব্ব স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই যে ধর্ম্মের সাক্ষী, সুতরাং যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশ মাত্রও সংশয় নাই, তাহাই প্রচার করণার্থে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ মাত্রকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র [illegible] করিতেন, এবং তদীয় আ-[illegible]লক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা [illegible]য়াছিলেন। তিনি নানা [illegible]য় পণ্ডিতদিগের সহিত [illegible]বং তাঁহারদের স্বীয় স্বীয় [illegible]র্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া তাঁহা-[illegible] করিয়া দিতেন। তিনি [illegible]ণ্ডতদিগের সহিত বিচার [illegible]স্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ [illegible] মোসলমানদিগের সহিত [illegible]রাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচার কালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন, কারণ সত্য স্বরূপ

মহারত্ন সর্ব্ব স্থান হইতেই লভনীয়। তিনি এইরূপ বিচারে সমুদায় প্রতিপক্ষ নিরস্ত করিয়া স্বীয় পক্ষ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান তিনেরই মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে আপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনা-স্থান, এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্ম্ম প্রচারের অভিলাষ ছিল, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাঁহার এই প্রকার মহৎ অভিপ্রায় ছিল, যে পরাৎপর পরমেশ্বর আমারদিগের সকলেরই পরম পিতা, সকলেরই পরমারাধ্য এবং সকলেরই পরম প্রীতিভাজন। তিনি "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য, সকলের সুহৃৎ। তিনি "সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" সকল প্রাণির অধিপতি ও সকল প্রাণির রাজা। তাঁহার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, উপাধি নাই, অভিমানও নাই। আমরা সকলেই সেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এবং সকলেই তাঁহার তত্ত্ব রস পানে অধিকারি। সকলেরই শ্রদ্ধাভিষিক্ত হইয়া সমবেত স্বর নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহার গুণগান করা কর্ত্তব্য। যে দেশীয় যে জাতীয় যে কোন ব্যক্তি আপনার হৃদয় আসনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি রূপ পবিত্র পুষ্প প্রদান করেন, তিনি তাঁহারই আরাধনা গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই পরম শুভকর অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনার স্থান করিলেন। যে দেশীয় যে কোন ব্যক্তি একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাবয়ব-বিবর্জ্জিত, সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরে প্রীতি করে, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এ সমাজ তাঁহারই উপাসনা স্থান।

অতএব যে স্বদেশহিতৈষি পরম ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্ম ব্যক্তি এই ধর্ম্ম প্রচার ও এই সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক আমারদের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, অদ্য সকলে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে একবার মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান কর। তিনি আমারদের নিমিত্ত কত কষ্টই বা স্বীকার করিয়াছেন! শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থ ব্যয়, লোকনিন্দা, মানের ত্রুটি, পরিবারের যন্ত্রণা, গুরুলোকের তাড়না ইত্যাদি অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও—সহস্র সহস্র বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তিনি স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে ক্ষণকালও নিরস্ত হয়েন নাই। অকৃতজ্ঞ দেশস্থ লোকে তাঁহাকে অত্যুৎকট যাতনা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,—তাঁহার প্রাণের উপরেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাপি তিনি নিমেষের নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাহারা তাঁহার এত অনিষ্ট করিয়াছে, তিনি তাহারদিগেরই হিতার্থে শরীর নিপাত করিয়াছেন। তিনি এ সমাজ কেবল সংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই; তিনি যত দিন এদেশে বিদ্যমান ছিলেন, তত দিন যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা ইহার উন্নতি সাধনে সম্যক্ রূপ সচেষ্টিত ছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইতেছিলেন। যদিও তাঁহার দেশান্তর ও লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অভাবে সমাজের দুরবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাপি নির্ব্বাণ হইবার নহে; তিনি যে সত্য-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও আচ্ছন্ন হইবার নহে; তিনি এই জড়ীভূত-প্রায় মুমূর্ষু বঙ্গভূমিতে যে মহামৃত সেচন করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনও ব্যর্থ যাইবার নহে। তাঁহার প্রকাশিত জ্যোতিঃপুঞ্জের এক মাত্র কিরণে মহীয়সী তত্ত্ববোধিনী সভার জীবন সঞ্চার হইয়াছে, —তৎ সংস্থাপক অকস্মাৎ রামমোহন রায় প্রকাশিত উপনিষদ বিশেষের একটি পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পত্র প্রাপ্ত হওয়াতেই এই

সভা সংস্থাপনের উপক্রম হইল, এবং পরমেশ্বর প্রসাদে এই পরম ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন হইবার সূত্রপাত হইল। এই সভার সভ্যেরা সত্যান্বেষণার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হইলেন, শাস্ত্রানুশীলনে নিবিষ্ট হইলেন, বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের জ্ঞান লাভে অনুরাগি হইলেন, এবং আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া ব্যক্ত করিতেছি, যে তাঁহারা নানা প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষ এই ধার্য্য করিলেন,যে রামমোহন রায় প্রদর্শিত পথই প্রকৃষ্ট পথ—পরম পুরুষার্থ সাধনের অদ্বিতীয় উপায়—মানব জন্মের সাফল্য-সাধক—দুস্তর দুঃখ সাগর সন্তরণ ও অনির্ব্বচনীয় অনুপম নির্ম্মল সুখধাম আরোহণের এক মাত্র সোপান। তাঁহারা এই জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদ্দ্বারা স্বপরিবার স্বরূপ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিভূষিত করিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহারা যুক্তিযোগে [illegible] তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শাস্ত্র বিষয়ে [illegible] তা নিশ্চয় করিলেন, যে [illegible] র্ব্বেদঃ সামবে [illegible] ব্যাকরণ [illegible] পরা য [illegible] র্ব্বেদ, সা [illegible] প, ব্যাকরণ, নি [illegible] এ সমুদায়ই অপকৃষ্ট [illegible] যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশি পরমে[শ্ব]র জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়,তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাঁহারদের দ্বারা এদেশে ব্রহ্ম[বিদ্যা]র অত্যন্ত আন্দোলন হওয়াতে [illegible] বান ব্যক্তি একমত হইয়া [illegible] অবলম্বন করিলেন [illegible] উন্নতি হইতে লা[illegible] স্থাপক সেই মহাশয় পুরুষে[র] [illegible] এত দিনে পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। প্রণিধান করিয়া দেখুন, তিনি যদর্থে ভূমণ্ডলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা সাধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে, যেন অদ্যাপি তিনি আমারদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া আপনার শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতেছেন। যদিও তিনি আমারদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরের বহির্ভূত হয়েন নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের হৃদয় মধ্যে জাজ্বল্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমারদের অন্তঃকরণকে যে অভিনব পথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অদ্যাপি তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়া সেই অপূর্ব্ব পথে ভ্রমণ করিতেছি, অদ্যাপি আমরা তাঁহার উৎসাহ-প্রভাব অনুভব করিতেছি, এবং আমরা যে তাঁহারই অনুগামি তাহা প্রতিক্ষণ প্রতিকার্য্যে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমারদের নির্বীর্য্য মনেও বীর্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহানল প্রজ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চলন করে,এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুর্গুণ তেজ ধারণ করে! তিনি এই ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ না করিলে কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববোধিনী,কোথায় বা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিত? অদ্য এই [ব্রা]হ্মসমাজে যে অপরূপ আনন্দ-উৎস উৎসারিত হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত? তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্ত হৃদয়-কবাট উদঘাটন পূর্ব্বক দয়া-স্রোত প্রবল করিয়া যে অপার উপকার করিয়াছেন—যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমারদিগকে রজত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, এবং হীরক বা মুক্তাফলও প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণ [illegible] গুণ উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব [illegible] য়াছেন। সে রত্নের [illegible] উপমাও নাই। [illegible] ল্যাণার্থে চিরজীবন [illegible] তাঁহার ঋণ কিরূপে [illegible] তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য অবলম্বন [illegible] করা ব্যতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের [illegible] উপায়ান্তর নাই। হে

ব্রাহ্মগণ! আর একটি উপায়ও আছে। তিনি এ প্রকার কহিয়া গিয়াছেন যে "আমি এই ভরসায় যাবতীয় যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারি, যে এমন দিন উপস্থিত হইবে যে তখন লোকে আমার সমুদায় চেষ্টার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেক—বোধ করি তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করিবেক।" আপনারা তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন করুন।

এদেশস্থ সমস্ত লোকেরই তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের এই বৃহদ্ভার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করাই হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা প্রত্যেকে এই অতি কর্ত্তব্য গুরুতর ব্যাপার সাধনে যথোচিত যত্ন করিতেছেন কি না তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, যে ব্রাহ্মেরা এবৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া এক মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্ব রূপ সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ ও আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র মূল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ ছিল না, তাঁহারদিগের ধর্ম্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশ হইয়া এ অভাব দূরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা বৃদ্ধি হ[illegible] ধর্ম্ম নানা দেশে নানা স্থ[illegible] তাহার ঐকান্তিক চেষ্টা [illegible] সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। [illegible] আক্ষেপের বিষয়, যে অনেক [illegible]ই দুই এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করি[illegible]নারা স্বধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার বি[illegible]ষ্ট ও অনুরাগ-শূন্য থাকেন। [illegible]লের সাধারণ কর্ম্ম [illegible] কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া অনুযায়ি [illegible] উচিত। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে কি প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিতেছেন? তাঁহারা কি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, যে কত শত সহস্র বিজাতীয় মনুষ্য স্বধর্ম্ম প্রচারার্থে ভয়ঙ্কর সমুদ্র-তরঙ্গ ও বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বত সকল উত্তরণ পূর্ব্বক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে? তাঁহারা কি অহরহ দেখিতেছেন না, যে স্বদেশীয় সাকার-উপাসকেরা আপনারদিগের দেবসেবা ও ব্রত নিয়মাদি পালন রূপ ব্যয়-সাধ্য কর্ম্মকে স্বকীয় অবশ্য কর্ত্তব্য সাংসারিক কার্য্য মধ্যে গণিত করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করে? যখন কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা এইরূপ ব্যবহার করে, তখন শ্রেষ্ঠাধিকারি হইয়া তাঁহারদের স্বকর্ত্তব্য সাধনে মনের সহিত, যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ না করা কি শোভা পায়? বিশেষতঃ যে সময়ে বিপক্ষ দল প্রবল হইবার জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন একের যত্নে, বা একের চেষ্টায়, বা একের উৎসাহে, বা একের আনুকূল্যে নির্ভর করিয়া কি আপনারদিগের নিরস্ত থাকা উচিত? আমা[illegible] "পর্ব্বত তুল্য ভার ও সমুদ্র তুল্য [illegible] অতএব সকলে ঐক্য হইয়া এ[illegible];—সকলে এ বৃহ[illegible] লাঘব বোধ [illegible]য়া সম[illegible]

২২ [illegible] জীবন। [illegible] একীভূত হইতে [illegible] যে কথা কথিত হই[illegible] পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি,- [illegible]বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে, যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে?" আপনারদের অনুদ্যমের বিষয় কি? আপনারা সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। সত্যজ্যোতি কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? সূর্য্য কি কখনও মেঘাবরণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে? অন্ধকার কি কখনও আলোককে আচ্ছন্ন করিতে পারে? রত্ন যদি বালুভূমিতে নিহিত থাকে, গভীর কাননে পতিত থাকে, অগাধ সমুদ্রে মগ্ন থাকে,

তথাপি সে রত্নই থাকিবে, এবং প্রকাশিত হইলেই সর্ব্ব সাধারণের আদরণীয় হইয়া পরম শোভাকর স্বর্ণময় ভূষণে সংযুক্ত বা রাজমুকুটে আরূঢ় হইবেক। বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্যে সত্যের অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্যকে প্রকাশ করিলে তাহার স্বকীয় তেজে জগৎ দীপ্ত হইবেক। কিন্তু সাবধান, যেন অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে দ্বেষ মৎসরতা আমারদের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যে রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা যাহাতে পরিষ্কৃত ও সুশোভিত থাকে ও সকলে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করা উচিত। এই আমারদের উদ্দেশ্য, এই আমারদের সাধ্য ও এই আমারদের প্রাণপণে কর্ত্তব্য। হে পরম সত্য পরমেশ্বর! তোমার এই পরম প্রিয় কার্য্য সাধনে আমারদিগকে সমর্থ কর।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

৮৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৯ পৃষ্ঠের পর।

ব্যষ্টি রূপে ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে, সমষ্টি রূপে অনিষ্টাচরণ করিলে যাদৃশ অশুভ ঘটনা হয় তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। কোন দেশীয় জন সাধারণে সমবেত হইয়া দেশান্তরীয় লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার যে প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েতেই আছে, কেবল স্বার্থ সাধনই যে তাহারপ্রয়োজন, তাহা প্রকৃষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে *। যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় ইতর জন্তু সকল সেই সমুদায় স্বার্থসাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে আপনারদের অতি প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আবহমান কাল বল-বীর্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার এবং তাহারদিগকে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে একেবারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে ঐ দুর্নীতি দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্টে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত, যে কোন জাতীয় লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং শারীরিক বল ও বীর্য্যের নিতান্ত হ্রাস করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। উহারদিগের আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা কখনই উচিত নহে।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ রমণীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন ইহা তাঁহারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু তিনি জন সাধারণের স্বজাতীয় সুখ স্বচ্ছন্দ সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কি না? আর যাহারদের প্রভূত বলবীর্য্য, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা দুর্ব্বলদিগের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ অধ-

* ৭০ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়

র্ম্মাচরণ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এ দুই প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য?

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা উভয়ই ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা সহকারে হস্ত বিস্তার করিলেই যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু তুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে; অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে লোকে ধন সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া ধনাপহারি অত্যাচারিদিগকে প্রতিফল প্রদানার্থে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে ঐ সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্বনাশ সঙ্কল্প পূর্ব্বক তাহারদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে কখনই স্থায়িতর সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। যদি কোন জাতীয় রাজা বা রাজ-পুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্য দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহারদিগকে যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে নানা প্রকার দুষ্কর ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তৎ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহারদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ি হয়, তবে তাঁহারদিগের যুদ্ধে যত [illegible] ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পশ্চাৎও তদ্দ্বারা বহুতর দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি তাঁহারা জয়ি হইয়া পরাজিত জাতিকে নিষ্পীড়ন করেন, তবে তাঁহারা পশ্চাৎ দেখিবেন, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে পরিণামে সুখ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে পরদেশ আক্রমণ ও তত্রত্য লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের রাজনীতি ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার উভয়ই অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইয়া দুঃখ রূপ বিষম বিষ উৎপাদন করে।

সর্ব্বদেশীয় পুরাবৃত্তেই এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ একাল পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১—রোমীয় লোকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্টন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত। এ নিমিত্ত, কোন কালেই তাহারা ধর্ম্মশীল পরিশ্রম-পরায়ণ সুখ-বিশিষ্ট রূপে দৃষ্ট হয় নাই। তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাহারা যেমন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারি দুরন্ত রাজাদিগের হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেন। রোমীয়দিগের সাম্রাজ্য কালে সামান্য লোকে মূর্খ, কলহ-প্রিয়, আলস্য-পরবশ ও দরিদ্র ছিল; তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনারদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমীয়দিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তি সুখের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা স্বদেশ-হিতৈষী,

ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সামান্যতঃ রোমীয় লোকেরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুযায়ি ব্যবহার ও ন্যায়-যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য, নিরুৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং সমবেত-চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহারদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অশেষ অত্যাচার অসহমান হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত জাতীয় লোকে তাঁহারদিগের অত্যন্ত দ্বেষি ও বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। অবশেষ, যখন তাহারদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন অভ্রষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল অসভ্য লোক সকল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেক, তাহারদের সাম্রাজ্য বিনাশ করিলেক, এবং তাহারদের অসাধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিলেক।

২—আমারদিগের দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় লোক পরপীড়া প্রদান বিষয়ের যেমন দৃষ্টান্ত স্থল এমন আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহারা বহু কালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জন-স্পৃহা, অতি প্রবল আত্মাদর এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসাবৃত্তি তাঁহারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদিগকে পরাভূত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় বিষম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পরদেশ অধিকার করেন, তত্রস্থ লোকের সহিত কুব্যবহার করেন, বাণিজ্য-বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অত্যন্ত-লোভোদ্ভূত মহানিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, এবং অন্যান্য ভুরি ভুরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্বরাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়ি শৃঙ্খলা সম্পন্ন করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ড দেশ স্বর্গোপম সুখ-ধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহারদের কর্ম্ম বৃক্ষে তদ্বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং পরেও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ আমেরিকা বাসিদিগের সহিত ইংলণ্ডবাসিদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্ম বিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শতাব্দীর ন্যূন কালেই তাহারদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে তৎকালে তাহারদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহারদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধন, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য হইত। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের যে প্রকার প্রবল লোভ, তাহাতে ভিন্ন দেশীয় মনুষ্যদিগের সহিত তাঁহারদের সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা কি?

ইংরাজেরা তথায় একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বৎসর বৎসর অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে আমেরিকা তাঁহারদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন। তাঁহারা যে ষ্টাম্প দ্বারা এদেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তথায় প্রথমতঃ সেই ষ্টাম্প ও তদীয় কর সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন, এবং তদনন্তর চা, চর্ম্ম, কাগজ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকাবাসিরা দুই বিষয়েই আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে

ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের পণ্য আনয়ন নিবারণার্থে উদ্যোগি হওয়াতে, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা শঙ্কিত হইয়া দুইবারই কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে নিরস্ত হইলেন; ইহাতে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। কিন্তু দুর্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি কখনও নিরস্ত থাকিবার নহে। তাঁহারদের লোভ ও জিঘাংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অতএব তাঁহারা তদ্দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় অনুমতি অখণ্ডনীয় ও হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে আমেরিকার বিচারালয় সমুদায় আপনারদিগের অধীন করিলেন, এবং এক্ষণে হিন্দুদিগকে যে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমেরিকাবাসি স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকেও প্রায় তদনুরূপ দাসবৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসিরা এই সমুদায় দুঃসহ দুর্ব্ব্যবহার অসহমান হইয়া অস্ত্র চালনা দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল, এবং উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া আমেরিকার স্বাধীনত্ব লাভ এবং ইংলণ্ডের অপমান ও শাস্তি প্রাপ্তির সূত্রপাত হইল। এ যুদ্ধের কেবল সূত্রপাতে ইংলণ্ডীয় লোকের দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, তাঁহারা রণকালে যে প্রকার পাপাচরণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তদ্বিষয়ের দুই এক প্রমাণ প্রদান করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক। তাঁহারা ঐ যুদ্ধ নির্ব্বাহ বিষয়ে কোন সুপ্রসিদ্ধ সজ্জাতীয় লোকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ বা সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহারা জর্ম্মেণির অন্তঃপাতি কোন কোন স্থানের মারণ-ব্যবসায়ি দস্যুদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, আপনারদের অসৎবাসনা সম্পাদন রূপ বিষম ব্রতে তাহারদিগকে ব্রতি করিলেন, এবং তন্মধ্যে যাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারদের প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া তদীয় বিক্রেতাদিগকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুসভ্য ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা ভ্রাতৃস্বরূপ স্বজাতীয় লোকের উৎসেদ সাধন কর্ম্মে দুরাচার দস্যু দল সকল নিযুক্ত করিলেন।

আমেরিকাবাসিদিগকে উচ্ছিন্ন করিবার প্রথম উপায় এই; দ্বিতীয় উপায় ইহার অপেক্ষায় দশগুণ ভয়ঙ্কর। ইংরাজেরা ইণ্ডীয় নামক অতি দুর্নীত অসভ্য ইতর লোকদিগকেও ঐ মহা পাপজনক বিষম ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিলেন, এবং তাহারদিগকে এই প্রকার আশ্বাস দিলেন, যে আমেরিকাবাসি ব্রিটেনীয় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী বা সৈন্য ইত্যাকার যে প্রকার যত লোক নষ্ট করিয়া যত কপাল আহরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রত্যেক কপাল আনয়নের পুরস্কার স্বরূপ সমুচিত অর্থ প্রদান করিব। ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারির পত্রেই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপ্তেন ক্রাফোর্ড কর্ণেল আগেমণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার লিখিত ছিল। যথা

"স্নেক্ ইণ্ডীয় নামক লোকের অধিপতিদিগের প্রার্থনানুসারে আমি জেমস বয়ড সাহেব দ্বারা মহাশয়ের সমীপে আট গাঁট নর কপাল প্রেরণ করিতেছি। পরমেশ্বর এ সমুদায় রক্ষা করিবেন। এ সকল কপাল শুষ্ক, প্রস্তুতীকৃত, শিরোবন্ধনী দ্বারা সুশোভিত, এবং অসভ্য লোকের জয়-চিহ্ন দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে। মহাশয় অবশ্যই এই সকল অকপট লোককে কোন প্রকার অতিরেক উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। এই আট গাঁটের মধ্যে যে সকল সামগ্রী আছে, তাহার চালান ও বিবরণও এই সঙ্গে যাইতেছে। ইণ্ডীয় লোকেরা মহাশয়কে নিবেদন করিতেছে, মহাশয় মহারাজাকে ঐ আট গাঁট তাহারদিগের উপহার স্বরূপে প্রদান করিবেন।"

এই আট গাঁট মধ্যে যে সমস্ত সামগ্রী ছিল, তাহা অবগত হইলে একবারে চমৎকৃত হইতে হয়। এক গাঁটে ১০২ কৃষকের কপাল, এক গাঁটে ৮০ জন স্ত্রীর কপাল,

এক গাঁটে ২১২ বালিকার কপাল, ইত্যাকার সকল গাঁটিই ইংলণ্ডীয় লোকের যশোবিলোপি ও অনপনীয়-কলঙ্ককারি বিষম সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ ছিল। একটি গাঁটে ১২০ টা নানা প্রকার নর-কপাল ছিল.আর একটি ক্ষুদ্র বাক্স ছিল, সে বাক্সটির বিষয় লিখিতে হৃদয় কম্পিত এবং লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে!—তাহাতে ২৯ টি অপোগণ্ড বালকের কোমল কপাল সঞ্চিত ছিল!

আর এই সমস্ত হৃদয় বিদীর্ণকারি দ্রব্যের বিবরণ মধ্যে যে সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার দৃষ্ট হয়,তাহা নিরশ্রু নেত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তাহাতে এই প্রকার অনেকানেক কথা ছিল, যথা অমুক অমুককে "নখোৎপাটন প্রভৃতি বহু প্রকার যন্ত্রণা দিয়া জীবিত থাকিতেই দগ্ধ করা গিয়াছে।" অমুক অমুক শিশুকে "তাহারদের জননীদিগের গর্ভ হইতে ছিন্ন করিয়া আনা গিয়াছে।"

এই কি ইংলণ্ডীয়দিগের সভ্যতার ফল? এই কি তাঁহারদের সুবুদ্ধি ও সৎ প্রবৃত্তির কার্য্য? তাঁহারদের স্বদেশীয় কোন মহাত্মা* যথার্থ বলিয়াছিলেন,যে "আমরা আপন অস্ত্রকে যেরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহা মহাসাগরের সমুদায় জলেও ক্ষালিত হইবার নহে।"

তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে প্রকারে আমেরিকাবাসি ইংরাজদিগের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহারদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন, যে প্রকার ক্রোধভরে তদীয় গৃহ, অঙ্গন, ক্ষেত্রাদি নষ্ট ও দগ্ধ করিয়াছিলেন, এবং শরণাপন্ন ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত ও বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজেরা যে সকল অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকাবাসিদিগের উপর অত্যাচার করণ পূর্ব্বক যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যুদ্ধ কালেও যে সেই সমুদায় দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিরই বশবর্ত্তি হইয়া চলিয়াছেন, ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা গেল।

এই ঘোরতর সংগ্রামে কোন দেশীয় মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কি প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়-পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জ্জন স্পৃহা ও আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমেরিকাবাসিদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল,এবং উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম ঘটিত হইল। ইংরাজেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকাবাসিরা প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপন নিমিত্তে এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এমত স্থলে ইংরাজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি সম্ভাবনা, বরঞ্চ জয় হইলে অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেনবাসিরা আমেরিকাবাসিদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে তাহারদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে আমেরিকাবাসিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ইংরাজদিগের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইত। এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্য শাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইত। তদ্ব্যতীত, ঐ প্রকার আচরণ দ্বারা তাঁহারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ক্রমাগত প্রবল হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনারদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাঁহারদের পরাজয় হওয়াতে অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকাবাসিরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র স্বরূপে ইংরাজদিগের বহুতর উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহারদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত

* Lord Chatham.

অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশগুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারদিগকে অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাহাতে ভূরি ভূরি লোকক্ষয় ও রাশি রাশি ধন ব্যয় হইয়া তাঁহারদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাঁহারদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে অতি প্রভূত দুষ্পরিশোধনীয় ঋণজালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদিগের ন্যায়-বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। তাহা কেবল তাঁহারদিগের দুর্জ্জয় আত্মাদর, অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তির প্রবলতা ও উত্তেজনার ফল। ইংলণ্ড ভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়, এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০ একাদশ শত ঊননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০ অষ্ট শত চতুস্ত্রিংশৎ কোটি ঋণ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরাজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণ ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা কর স্বরূপে প্রদান করিতে হইতেছে। তাঁহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাপ করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সম্যক্ শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহারদের যুদ্ধ নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি শিক্ষা দান, পথ নির্ম্মাণ, খাত খনন, দানশালা স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় হইত, তবে এতদিনে ব্রিটেন ভূমি কি অনুপম সুখ ধামই হইত!

আপনারদিগের লোকক্ষয়, অর্থ ব্যয়, ঋণপ্রাপ, ধর্ম্মোন্নতি নিবারণ, সুখ সভ্যতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাকার বিবিধ প্রকার বিষময় ফল ইংরাজ জাতির অধর্ম্ম রূপ বিষ বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব—আস্তীকপর্ব্ব
পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

শৌনক কহিলেন হে সূত নন্দন! ভুজঙ্গম জননী কদ্রু স্বীয় সন্তানদিগকে এবং বিনতা তনয় অরুণ আপন জননীকে কি কারণে শাপ দেন; আর মহাত্মা কশ্যপ স্বপত্নী কদ্রু ও বিনতাকে কিরূপ বর প্রদান করেন; এবং বিনতা গর্ভসম্ভূত বিহঙ্গম যুগলের নাম কি; তুমি ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত বর্ণন করিলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্প গণের নাম কীর্ত্তন কর নাই। এক্ষণে আমরা প্রধান প্রধান সর্পের নাম শ্রবণে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণ অসংখ্য; অতএব তাহারদের সকলের নাম কীর্ত্তন করিব না। প্রধান প্রধানের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন।

শেষ নাগ সর্ব্ব প্রথমে জন্মেন; তদনন্তর বাসুকি; তৎপরে ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনীল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুনামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সম্বর্ত্তক, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরা, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু,

শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাসন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাস্য, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান নাগের নাম শুনাইলাম; বাহুল্য ভয়ে অপরাপরের নাম কীর্ত্তন করিলাম না। ইহারদের সন্তান ও সন্তানের সন্তান অসংখ্য; এই বলিয়া তাহারদের কথা বলিলাম না। বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু অর্ব্বুদ সর্প আছে; তাহারদের সঙ্খ্যা করা অসাধ্য।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে শ্রবণ করিলাম, সর্পেরা মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল বল।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাযশা ভগবান্ শেষ নাগ মাতৃ সমীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীরধর, বায়ুভক্ষ, দৃঢ়ব্রত, একাগ্রচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরী, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমালয় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ, পরম পবিত্র তীর্থ ও আশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাহার শরীরের মাংস ত্বক্ ও শিরা সকল শুষ্ক হইয়া গেল।

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা শেষের অবিচলিত ধৈর্য্য ও তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া কহিলেন, হে শেষ! তুমি এ কি করিতেছ; প্রজাদিগের মঙ্গল চিন্তা কর; তোমার কঠোর তপস্যা দ্বারা সকল লোক তাপিত হইতেছে; তোমার মনে কি অভিলাষ আছে আমার নিকট ব্যক্ত কর।

শেষ নাগ কহিলেন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত মূঢ়মতি, আমি তাহারদের সহিত বাস করিতে অনিচ্ছু; আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। তাহারা সতত শত্রুর ন্যায় পরস্পর দ্বেষ করে; আর যেন তাহারদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে না হয়; এই অভিলাষে আমি তপস্যা করিতেছি। তাহারা অনবরত সপুত্রা বিনতার অহিতাচরণ করে। বিহগরাজ বৈনতেয় আমারদের আর এক ভ্রাতা আছেন; তিনি পিতৃদত্ত বর প্রভাবে অতিশয় বলবান্ হইয়াছেন। আমার ভ্রাতারা সর্ব্বদা তাঁহার বিদ্বেষ করে। অতএব আমি তপস্যা দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিব; বাসনা এই, যেন জন্মান্তরেও তাহারদের মুখাবলোকন করিতে না হয়।

এইরূপ শেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ভ্রাতৃগণের আচরণের বিষয় সকলই জানি। আর মাতৃ শাপে তাহারদের যে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে তাহাও জানি। কিন্তু পূর্ব্বেই সেই শাপের পরিহার করা আছে। অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত তোমার খেদ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। অদ্য আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। সৌভাগ্য ক্রমে তুমি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছ। প্রার্থনা করি উত্তরোত্তর তোমার ধর্ম্মে অচলা মতি হউক।

শেষ কহিলেন, হে পিতামহ! এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন আমার মতি শম তপ ও ধর্ম্মে সতত রত থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন আমি তোমার শম দম দর্শনে সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমাকে এক অনুরোধ করিতেছি প্রজাদিগের হিতার্থে তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবেক। তুমি অরণ্য, গিরি, সাগর, গ্রাম, নগরাদি সমেতা বিচলিতা এই পৃথিবীকে এরূপে ধারণ কর যেন উহা অচলা হয়। শেষ কহিলেন, হে বরদ! প্রজাপতে! মহীমতে! ভূতপতে! জগৎপতে! আপনকার আজ্ঞা প্রমাণ আমি পৃথিবীকে নিশ্চলা করিয়া ধারণ করিব; আপনি আমার মস্তকে ন্যস্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভুজগরাজ! পৃথিবী তোমাকে পথ দিবেন, তদ্দ্বারা তুমি তাহার অধোভাগে গমন কর। তুমি এই পৃথিবীকে ধারণ করিলে আমি পরম পরিতোষ পাইব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পকুলাগ্রজ শেষ

নাগ তথাস্তু বলিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করি-
লেন। তদবধি তিনি, এই সসাগরা ধর-
ণীকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। এই
রূপে প্রতাপবান্ ভগবান্ অনন্তদেব দেবা-
দিদেব ব্রহ্মার আদেশানুসারে একাকী
বসুধা ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিতি করি-
তেছেন। সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান পিতামহ
বিনতা তনয় বিহগরাজ গরুড়ের সহিত অন-
ন্তদেবের মৈত্রী স্থাপন করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগকুলশ্রেষ্ঠ
বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর সেই
শাপ মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগি-
লেন। তৎপরে ঐরাবত প্রভৃতি ধর্ম্ম পরা-
য়ণ সমস্ত ভ্রাতৃগণ সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ
করিলেন। বাসুকি কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ!
জননী আমারদিগকে যে শাপ দিয়াছেন
তাহা তোমরা সকলেই বিদিত আছ। আ-
ইস সকলে মিলিয়া সেই শাপ মোচনের
উপায় চিন্তা করি। সর্ব্ব প্রকার শাপেরই
অন্যথা হইবার উপায় আছে। কিন্তু মাতৃ
দত্ত শাপ হইতে পরিত্রাণের কোন পথ
নাই। বিশেষতঃ জননী অবিনাশী, অপ্র-
মেয় স্বরূপ, সত্য লোকাধিপতি ব্রহ্মার
সমক্ষে আমারদিগকে শাপ দিয়াছেন, ইহা
শুনিয়াই আমার হৃদয় কম্পান্বিত হইতে-
ছে। নিশ্চিত বুঝিলাম আমারদের সমূলে
বিনাশ উপস্থিত। নতুবা কি নিমিত্ত অবি-
নাশী ভগবান্ শাপ দান কালে জননীকে
নিবারণ করিলেন না। অতএব যাহাতে
সমস্ত নাগকুলের ভাবি বিপদ্ হইতে পরি-
ত্রাণ হয়, আইস সকলে একত্র হইয়া তাহার
উপায় চিন্তা করি; কোন ক্রমেই কালা-
তিপাত করা উচিত নহে। আমরা সক-
লেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; মন্ত্রণা করিয়া
অবশ্যই শাপ মোক্ষের কোন উপায় উদ্ভা-
বিত করিতে পারিব। দেখ! পূর্ব্ব কালে
ভগবান্ অগ্নি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; কিন্তু
দেবতারা মন্ত্রণাবলে তাঁহার উদ্ভাবন ক-
রেন। এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের সর্প-
সত্র না হইতে পায়, অথবা বিফল হইয়া
যায়, এমত উপায় করিতে হইবেক।

এইরূপ বাসুকি বাক্য শ্রবণ করিয়া
নীতি বিশারদ সমাগত কদ্রু নন্দনেরা ত-
থাস্তু বলিয়া উপস্থিত কার্য্য সাধন বিষয়ে
প্রতিজ্ঞা করিল। তন্মধ্যে কোন কোন নাগ
কহিল আমরা ব্রাহ্মণের স্বরূপ পরিগ্রহ
করিয়া জনমেজয় নিকটে এই ভিক্ষা চাহিব
যে তুমি যজ্ঞ করিও না। কতক গুলি পণ্ডি-
তাভিমানী নাগ কহিল, চল সকলে গিয়া
তাঁহার মন্ত্রী হই; তাহা হইলে তিনি সকল
বিষয়েই কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত
আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন
আমরা এই পরামর্শ দিব, মহারাজ! সর্প-
সত্র রহিত করুন। সেই অসাধারণ বুদ্ধি-
মান্ রাজা আমারদিগকে নীতি বিদ্যা বি-
শারদ দেখিয়া অবশ্যই যজ্ঞ বিষয়ে মত জি-
জ্ঞাসা করিবেন। আমরা ঐহিক ও পার-
লৌকিক অশেষ বিষম দোষ দর্শাইয়া ও
অপরাপর ভূরি ভূরি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া
এরূপে নিষেধ পক্ষেই মত দিব যে আর সে
যজ্ঞ হইতে পাইবেক না। অথবা যে সর্পসত্র
বিধানজ্ঞ রাজকার্য্য-তৎপর ব্যক্তি সেই
যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, আমারদের মধ্যে
কোন নাগ গিয়া তাঁহাকে দংশন করিবেক;
তাহা হইলেই তাঁহার মৃত্যু হইবেক। এই
রূপে উপাধ্যায় মরিলে আর সে যজ্ঞ হই-
বেক না। তদ্ভিন্ন সর্পসত্রজ্ঞ আর আর যে
সকল ব্যক্তি যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন, তাঁহা-
রদিগকেও দংশন করা যাইবেক। তাহা
হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইল।

ইহা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাত্মা দয়ালু নাগ
কহিল, এ তোমারদের অতি অসৎ পরা-
মর্শ; ব্রহ্ম হত্যা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে
বিপৎকালে নির্ম্মল ধর্ম্ম মূলক প্রতীকার
চিন্তা করাই প্রশস্ত কল্প। অধর্ম্ম পরায়-
ণতা সমস্ত জগৎ উচ্ছিন্ন করে। আর আর
নাগেরা কহিল, আমরা জলধর কলেবর
পরিগ্রহ করিয়া বারি বর্ষণ দ্বারা যজ্ঞীয়
প্রদীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাণ করিব। আর
ঋত্বিক্ গণ অনবহিত হইলেই কোন কোন
নাগ রজনী যোগে স্রুচ্ প্রভৃতি যজ্ঞ পাত্র

সকল অপহরণ করিয়া আনিবেক। তাহাতেও যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবেক। অথবা শত সহস্র নাগগণ সকলকেই এককালে দংশন করুক। এরূপ করিলে অবশ্যই তাঁহারদের ত্রাস জন্মিবেক। কিম্বা ভুজগেরা অতি অপবিত্র স্বীয় মূত্র পুরীষ দ্বারা সংস্কৃত ভোজ্য বস্তু সমুদায় দূষিত করুক।

আর আর নাগেরা কহিল আমরাই সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইব এবং অগ্রেই দক্ষিণা দাও বলিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিব। এই রূপ করিলে রাজা জনমেজয় আমারদিগের বশীভূত হইয়া আমারদিগেরই ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিবেন। কেহ কেহ কহিল রাজা যৎকালে জলক্রীড়া করিবেন, তখন তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া গৃহে আনিয়া বন্ধন করিয়া রাখিব; তাহা হইলেই যজ্ঞ রহিত হইল। আর কতক গুলি পণ্ডিতম্মন্য নাগ কহিল অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজাকেই দংশন করা ভাল; তাহা হইলেই সকল সম্পন্ন হইল। রাজা মরিলেই সকল অনর্থের মূলচ্ছেদন হইবেক।

মহারাজ! আমারদিগের যেরূপ বুদ্ধি, তদনুরূপ কহিলাম; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিমত হয় কর। নাগরাজ বাসুকিকে ইহা কহিয়া নাগ গণ তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বাসুকি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গম গণ! তোমরা সকলে যে পরামর্শ স্থির করিলে, তাহা আমার মতে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। তোমরা যাহা যাহা কহিলে তাহার কিছুই আমার অভিমত নহে। কিন্তু যাহাতে তোমারদের হিত হয় এমত কোন উপায় দেখিতে হইবেক। আমার মতে মহাত্মা কশ্যপকে প্রসন্ন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। জাতিবর্গ স্নেহে ও আত্ম স্নেহে তোমারদিগের বচনানুসারে কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব যাহাতে তোমারদের মঙ্গল হয় তাহা আমিই বিবেচনা করিয়া স্থির করিব। এক্ষণে আমি কুলজ্যেষ্ঠ; সুতরাং যাবতীয় দোষ গুণ আমার উপরেই পড়িবেক; এই নিমিত্তই আমি বিশেষ দুঃখিত হইতেছি।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রাট্ সাহেবকৃত গদ্য ও পদ্য বিষয়ক বিবিধ প্রকার পাঠের প্রথম খণ্ড ১
নিউটেষ্টমেণ্ট ১
হিন্দুস্থানে ইংরাজ জাতির যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ইতিহাস ১
রোস্তমজাবুলি এবং সুহারাবের ইতিহাস ১
ইংরাজি অনুবাদের সহিত পারস্য ভাষায় নীতিসার ১
শ্রীযুত ই, কোলব্রুক্ সাহেবের সংগৃহীত বঙ্গদেশের বর্ত্তমান রাজনিয়মের প্রথম খণ্ড ১
ইংরাজি অনুবাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় মেঘদূত কাব্য ১
দেওয়ানেওলি ১
মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত ১
শ্রীযুক্ত রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর কৃত উর্দু ভাষায় কবিতা ১
দেওয়ান হাফিজ ১
দেওয়ানে জুরাৎ ..
সায়রল্ মতাখরীন
সটীক সেকন্দরনামা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন.

সকল ব্রাহ্মদিগকে নিবেদন করা যাইতেছে যে তাঁহারা আপন আপন সাম্বৎসরিক দান ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিতে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।—ইহার মূল্য এক টাকা। ১৪ ফাল্গুন শুক্রবার সম্বৎ ১৯০৭। কলিগতাব্দ ৪৯৫১।
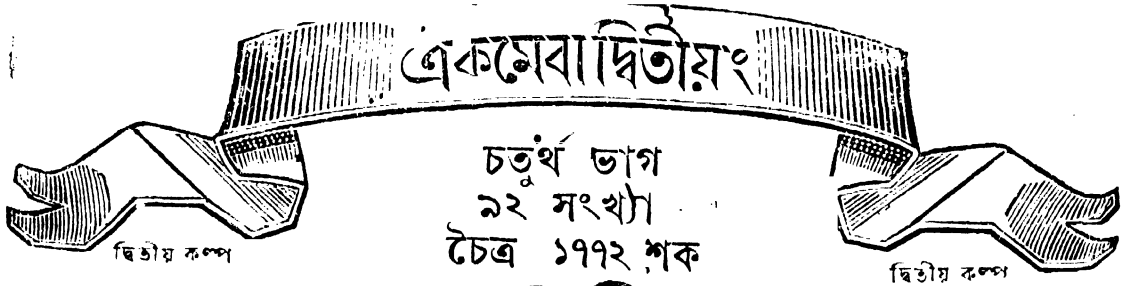
অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে তৃতীয সূক্তং

নোধাগৌতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ
অগ্নির্দ্দেবতা

৬৮৮

১ বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থং।
দ্বিজন্মানং রযিমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা॥

১ 'বহ্নিং' হবিষাং বোঢ়ারং 'যশসং' যশস্বিনং 'বিদথস্য' যজ্ঞস্য 'কেতুং' প্রকাশয়িতারং 'সুপ্রাব্যং' সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারং 'দূতং' দেবৈর্হবির্ব্বহনলক্ষণে দূত্যে নিযুক্তং 'সদ্যোঅর্থং' যদা হবীংষি জুহ্বতি সদ্যস্তদানীমেব হবির্ভিঃ সহ দেবান্ গন্তারং 'দ্বিজন্মানং' দ্বয়োররণ্যোর্জায়মানং 'রযিমিব' ধনমিব 'প্রশস্তং' প্রখ্যাতং এবম্ভূতং অগ্নিং 'মাতরিশ্বা' বায়ুঃ 'ভৃগবে' এতৎসংজ্ঞকায মহর্ষয়ে 'রাতিং' মিত্রং 'ভরৎ' অকরোদিত্যর্থঃ

১ যশস্বি, যজ্ঞের প্রকাশক, সুরক্ষক, কাষ্ঠ দ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন, ধনের ন্যায় প্রশস্ত, এবং হোমকালীন দেব সমীপে হবির্ব্বাহক দূত স্বরূপ যে অগ্নি তাঁহাকে বায়ু ভৃগু মহর্ষির নিমিত্ত মিত্র করিয়াছিলেন।

৬৮৯

২ অস্য শাসুরুভযাসঃ সচন্তে হবিষ্মন্তউশিজোযে চ মর্ত্তাঃ।
দিবশ্চিৎ পূর্ব্বোন্যসাদি হোতাপৃচ্ছ্যোবিশ্‌পতির্ব্বিক্ষু বেধাঃ।

২ 'উভযাসঃ' উভযে, দেবামনুষ্যাশ্চ 'শাসুঃ' শাসিতুঃ শাসিতারং 'অস্য' অগ্নেঃ ইমং, অগ্নিং স্তুতিভিঃ 'সচন্তে' সেবন্তে 'উশিজঃ' কাময়মানাদেবাঃ 'হবিষ্মন্তঃ' হবিষা যুক্তাঃ 'যে চ' 'মর্ত্তাঃ' মরণধর্ম্মাণো-যজমানাঃ। কিঞ্চ অযং 'হোতা' অগ্নিঃ 'দিবঃ' আদিত্যাৎ 'চিৎ' অপি 'পূর্ব্বঃ' উষঃসু বর্ত্তমানোভূত্বা অগ্নিহোত্রহোমার্থং 'বিক্ষু' যজমানেষু 'ন্যসাদি' অধ্বর্য্যুণাগ্ন্যাযতনে ন্যধাযি নিস্থাপ্যতে কীদৃশোহোতা 'আপৃচ্ছ্যঃ' আপ্রষ্টব্যঃ পূজ্যইত্যর্থঃ 'বিশ্‌পতিঃ' বিশাং প্রজানাং পালযিতা 'বেধাঃ' বিধাতা অভিমতফলস্য কর্ত্তা।

২ কামনা বিশিষ্ট দেবতারা এবং হবি বিশিষ্ট মর্ত্ত্য যজমানেরা এই শাসন কর্ত্তা অগ্নিকে স্তুতি দ্বারা সেবা করেন। প্রজাপালক, অভিমত ফল বিধান কর্ত্তা, পুজনীয় এই হোতারূপ অগ্নি যজমানের অগ্নিহোত্র হোমের নিমিত্ত সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ব উষাকালে স্থাপিত হয়েন।

৬৯০

৩ তং নব্যসী হৃদআ জাযমানমস্মৎ সুকীর্ত্তির্ম্মধুজিহ্বমশ্যাঃ। যমৃত্বিজোবৃজনে মানুষাসঃ প্রযস্বন্তআযবোজীজনন্ত।

৩ 'নব্যসী' নবতরা 'সুকীর্ত্তিঃ' সুষ্ঠুকীর্ত্তয়িত্রী 'অস্মৎ' অস্মাকং স্তুতিঃ 'হৃদঃ' হৃদয়াবস্থিতাৎ প্রাণাৎ 'জায়মানং' উৎপদ্যমানং 'মধুজিহ্বং' মাদয়িতৃজ্বালং এবংভূতং 'তং' অগ্নিং 'আ অশ্যাঃ' আশ্যাঃ আভিমুখ্যেন ব্যাপ্নোতু। 'বৃজনে' সংগ্রামে প্রাপ্তে সতি 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'যং' অগ্নিং 'জীজনন্ত' যজ্ঞার্থমুদপাদয়ন্ কীদৃশাঃ 'ঋত্বিজঃ' 'মানুষাসঃ' মানুষাঃ মনোঃ পুত্রাঃ 'প্রযস্বন্তঃ' হবির্লক্ষণান্নোপেতাঃ।

৩ যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে হবিরূপ অন্ন বিশিষ্ট, মনুর পুত্র, ঋত্বিক্ মনুষ্যেরা যে অগ্নিকে যজ্ঞার্থ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সুন্দর গুণ কীর্ত্তনকারী আমারদিগের নূতন স্তুতি হৃদয়স্থিত প্রাণ হইতে উৎপন্ন, এবং উন্মাদক শিখা বিশিষ্ট সেই অগ্নিকে সম্যক্ প্রাপ্ত হউক।

৬৯১

৪ উশিক্ পাবকোবসুর্ম্মানুষেষু বরেণ্যোহোতাধাযি বিক্ষু। দমূনাগৃহপতির্দ্দমআঁ অগ্নির্ভুবদ্রযিপতীরযীণাং।

৪ 'উশিক্' কাময়মানঃ 'পাবকঃ' শোধকঃ 'বসুঃ' নিবাসয়িতা 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ এবম্ভূতঃ 'হোতা' অগ্নিঃ 'বিক্ষু' প্রজাসু প্রবিষ্টেষু 'মানুষেষু' যজমানেষু 'অধায়ি' স্থাপ্যতে। সঃ 'অগ্নিঃ' 'দমূনাঃ' রক্ষসাং দমনকরেণ মনসা যুক্তঃ 'গৃহপতিঃ' গৃহাণাং পালয়িতা 'দমে' দমে যজ্ঞগৃহে 'রয়িপতিঃ' ধনাধিপতিঃ 'আ' 'ভুবৎ' সমন্তাৎ ভবতি। ন কেবলমেকস্য রায়োহপি তু সর্ব্বেষাং 'রয়ীণাং'।

৪ কামনা বিশিষ্ট, পবিত্রকারী, নিবাস কারণ, বরণীয়, হোতা অগ্নি যাগগৃহ প্রবিষ্ট মানুষ যজমানের নিমিত্ত স্থাপিত হয়েন, শত্রুদমনকারী মনোবিশিষ্ট গৃহ পালক সেই অগ্নি সমস্ত ধনের অধিপতি হয়েন।

৬৯২

৫ তং ত্বা বযং পতিমগ্নে রযীণাং প্রশংসামোমতিভির্গোতমাসঃ। আশুং ন বাজম্ভরং মর্জযন্তঃ প্রাতর্ম্মক্ষূ ধিযা বসুর্জগম্যাৎ।১।৪।২৬।

৫ 'গোতমাসঃ' গোতমাঃ গোতমগোত্রোৎপন্নাঃ 'বয়ং' হে 'অগ্নে' 'রয়ীণাং' ধনানাং 'পতিং' রক্ষিতারং 'তং' তাদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'মতিভিঃ' মননীয়ৈস্তুতিভিঃ 'প্রশংসামঃ' প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ 'বাজম্ভরং' বাজস্য হবির্লক্ষণস্যান্নস্য ভর্ত্তারং ত্বাং 'মর্জয়ন্তঃ' মার্জয়ন্তঃ 'ন' যথা 'আশুং' অশ্বং আরোহন্তঃ পুরুষাস্তস্য বহনপ্রদেশং হস্তেন মৃজন্তি তদ্বৎ বয়মপি অগ্নের্হবির্বহনপ্রদেশং নিমৃজন্ত ইত্যর্থঃ। 'ধিয়াবসুঃ' বুদ্ধ্যা প্রাপ্তধনঃ সোহগ্নিঃ 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'মক্ষু' শীঘ্রং 'জগম্যাৎ' আগচ্ছতু।১।৪।২৬।

৫ যেমন অশ্বারোহি পুরুষেরা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করে তদ্রূপ হে অগ্নি! গোতম কুলোদ্ভব আমরা ধনাধিপতি, অন্নের পালক যে তুমি, তোমাকে হবির্ব্বহন প্রদেশ শুদ্ধ করত মননীয় স্তুতি দ্বারা প্রশংসা করি, বুদ্ধি দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।১।৪।২৬।

একবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।
দ্বিতীয় বক্তৃতা

কলিকাতা ১১ মাঘ ১৭৭২ শক

"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং"

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েন। কত দূর আমি পাপ হইতে বিরত হইয়াছি; কত দূর আমার ধর্ম্ম পথে মতি হইয়াছে; কত দূর পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিয়াছে; এই প্রকার আত্ম জিজ্ঞাসা অত্যন্ত আবশ্যক। যখন বিষয় কর্ম্মের বিরাম হয়, যখন আমোদ কোলাহল শ্রুত হয় না, তখন নির্জ্জনে আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে

আমার জীবন এত অধিক গত হইল কিন্তু মনুষ্য নামের কত দূর উপযুক্ত হইলাম, মন ... দূর পরিষ্কৃত হইল, সম্মুখে যে অশেষ নিত্য কাল রহিয়াছে, তাহার নিমিত্তে কি সম্বল করিলাম! দেখা যাইতেছে যে সাংসারিক বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিলে সে প্রীতির সার্থকতা হয় না। যাঁহার গুণবতী প্রিয়তমা ভার্য্যার বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যিনি সাংসারিক দুঃখকে নিরাস করিবার এক মাত্র উপায় স্বরূপ প্রিয়তম বন্ধুকে হারাইয়াছেন; কিম্বা বৃদ্ধাবস্থার যষ্টি স্বরূপ যাঁহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তিনিই জানিয়াছেন যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিবার সার্থকতা কি? হা! আমরা এখনও পর্য্যন্ত কি নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? নিত্য কালের তুলনায় এই জীবন কি পল মাত্র নহে? ঐহিক ঐশ্বর্য্যের সহিত কি পরম পুরুষার্থের তুলনা হইতে পারে? হে কর্ম্মদক্ষ পুরুষ! আমি স্বীকার করিলাম যে বিষয় কর্ম্মে তুমি অতি সুচতুর, কিন্তু যে চতুরতার ফল নিত্য কাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে সে চতুরতা কত দূর আয়ত্ত করিলে। হে বিদ্বন্! আমি স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা আপনার লক্ষণ ও স্বভাব জানা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র করা যায়, যে বিদ্যা দ্বারা আপনার মনকে পরব্রহ্মের প্রিয় আবাস স্থান করা যায়, সে বিদ্যাতে তোমার কত দূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। পাপ প্রবেশ সময়ে আমারদিগের সতর্ক হওয়া উচিত; ইন্দ্রিয় নিগ্রহে—চরিত্র শোধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া উচিত; প্রত্যহ আত্ম জিজ্ঞাসা করা, আত্ম সংবাদ লওয়া উচিত; পূর্ব্বকৃত পাপ সকলের নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা আমারদিগের আবশ্যক, যে তিনি পাপিদিগের পক্ষে ‘মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং’ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন; যে যদ্যপি আমরা পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য অনুতাপ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে আমারদিগের আর নিস্তার নাই। হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞা অন্যথা করিয়া পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার শাস্তি ভয়ে কোথায় পলায়ন করিব; গুহা কি গহ্বরে, কাননে কি সমুদ্রে—কি পরলোকে সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, সর্ব্বত্রই তোমার শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল তোমার করুণার উপর, তোমার মঙ্গল স্বরূপের উপর আমার নির্ভর, অতএব পাপ তাপ হইতে আমার মনকে মুক্ত কর, এমত পাপাচরণ আর করিব না। এই প্রকার অনুতাপ করিলে আর ভবিষ্যতে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলে তখন দেখা যায় যে করুণা পূর্ণ পরম পাতা আত্ম প্রসাদ রূপ অমৃত রস সেই ব্রণক্ষিন্ন চিত্তোপরি সিঞ্চন করেন। নিষ্পাপ হওয়া, চরিত্র শোধন করা মহৎ কর্ম্ম হইয়াছে। নিষ্পাপ না হইলে;—চরিত্রকে পবিত্র না করিলে ব্রহ্মেতে মনের প্রীতি হয় না সুতরাং সেই পরম সুখ লাভ হয় না, যে সুখ মনেতে অনুভব করা যায় না, যে সুখ বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না যে সুখ-প্রাপ্তি সকল কামনার শেষ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম সকল! তোমরা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হও এবং আপনার মনকে পবিত্র করিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের সহবাসী হইবার উপযুক্ত হও।

সৌর

পঞ্চপ্রকার উপাসকের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এই তিন প্রকার উপাসকের সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গিয়াছে, অবশিষ্ট দুই প্রকারের নাম-সৌর ও গাণপত্য*। কিন্তু ইহারদিগের সংখ্যা অতি

* শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ। সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানিচিৎ॥ শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃসৃতানি চ।

তন্ত্রসারে তৃতীয়পরিচ্ছেদে।

অল্প; আর আচার ব্যবহার বিষয়ে অন্যান্য হিন্দুদিগের সহিত ইহারদিগের বিশেষ বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয় না।

যাঁহারা সূর্য্যকে ইষ্টদেব বোধ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারদিগের নাম সৌর। তাঁহারা গলদেশে স্ফাটিক-মালা ধারণ করেন, ও ললাটে এক প্রকার রক্ত চন্দনের তিলক করিয়া থাকেন। তাঁহারা রবিবারে ও সংক্রান্তিতে লবণ-বর্জ্জিত একাহার করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারদিগের এই এক অতি কঠিন নিয়ম আছে, যে প্রতিদিনই সূর্য্য দর্শন ব্যতিরেকে তাঁহারদিগের জল গ্রহণ করা হয় না। পৃথিবীর যে খণ্ড সূর্য্য অত্যন্ত প্রতাপ-বিশিষ্ট এবং প্রায় প্রত্যহই লোকের দৃষ্টি গোচর হয়, সেই খণ্ডে যে সৌরদিগের বাস, ইহা তাঁহারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ফলতঃ তাহা না হইলেও এমন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইত না।

গাণপত্য

গণপতি অর্থাৎ গণেশের উপাসকদিগের নাম গাণপত্য; শৈব শাক্তাদির ন্যায় ইহাঁরদিগকে পৃথক্ সম্প্রদায় বলা যায় কি না ইহা সন্দেহ স্থল। হিন্দু মাত্রেই গণেশকে সিদ্ধি-দাতা জ্ঞান করিয়া বিঘ্ন নিরাকরণ প্রার্থনায় তাঁহার উপাসনা করে, কিন্তু কতক গুলি লোকে অন্য দেবতা অপেক্ষায় তাঁহার বিশিষ্ট রূপ উপাসনা করিয়া থাকে; তাহারদিগকে গাণপত্য কহিলেও কহা যাইতে পারে। বস্তুতঃ গণেশোপাসকেরা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপাসনা এককালে পরিত্যাগ করে না। অনেক প্রকার গণেশ আছে, লোকে তাহারই বিশেষ বিশেষ গণেশের নাম ধরিয়া পূজা দিয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্ঢিরাজ এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, ও তাঁহারদেরই উপাসনা অধিক প্রচলিত।

নানকপন্থি

কালে কালে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে এক এক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্ম অতিক্রম ও জাতিভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক এক সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নানক সাহের সম্প্রদায় দ্বারা অনেক গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য হইয়া অবশেষে অস্ত্র ধারণ বিষয়েও একত্র হয়। প্রথমে তাহারা শিষ্য মাত্র থাকিয়া শিখ্ নাম ধারণ করে, পরে রাজ্যাধিকারি হইয়া অবনি মণ্ডলে মহাগৌরব লাভ করে। প্রথমে তাহারা উপাসক সম্প্রদায় মাত্র থাকিয়া ধর্ম্মানুশীলনে রত হয়, পরে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক এক প্রধান জাতি স্বরূপে বিখ্যাত হয়। অতএব এ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত যে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত জ, মাল্কোম*, হ, হ, উইলসন†, জ, ফর্ষ্টর‡, জ, ড, কনিংহ্যাম**, এবং দাবিস্তান-গ্রন্থকারক প্রভৃতি অনেকে এ বিষয়ের বিবরণ করাতে পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্ত সমুদায় সঙ্কলন করা সুসাধ্য হইয়াছে।

পঞ্জাব দেশে বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তি রায়পুর†† গ্রামে কালুবেদী‡‡ নামে এক ক্ষত্রিয় ছিল, ১৫২৬ সম্বতে তাঁহার নানক নামে এক পুত্র হয়। সেই নানক এই নানকপন্থি সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া শস্য বিক্রয় করিতেন, পরে কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম চিন্তায় ও ধর্ম্মোপদেশে মনঃ সংযোগ করিলেন। তৎকালে বেলোল লোদি নামে এক পাঠান দিল্লীর অধিপতি ছিলেন, পঞ্জাব তাঁহারই অধিকারস্থ ছিল। তথাকার যে সকল রাজা ও রায় উপাধি বিশিষ্ট

* Asiatic Researches, Vol. XI.

† Ibid Vol. XVII & Royal Asiatic Society's Journal, No XVII. Part 1.

‡ Forster's Travels.

** History of the Sikhs.

†† ইহার পূর্ব্ব নাম তালবন্দি ছিল।

‡‡ বেদী তাঁহার আভিজাতিক নাম, কারণ তৎ প্রদেশে বেদী নামে এক জাতি আছে, সেই জাতিতে তাঁহার জন্ম হয়।

ভূস্বামিরা আপন আপন অধিকারস্থ গ্রাম সমুদায়ের শাসনকর্ত্তা থাকিয়া মোসলমান রাজাকে রাজস্ব প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার সাংগ্রামিক কর্ম্মচারি রূপে গণিত থাকিয়া উপস্থিত মতে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি নানক সাহের সহায় হওয়াতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক গুরুদিগের ন্যায় নানকেরও অনেকানেক আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে, এস্থলে তৎ সমুদায়ের বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই। শিখগ্রন্থকর্ত্তারা সকলেই কহেন, বাল্য কালাবধিই তাঁহার ধর্ম্মে মতি ও ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্তি ছিল, এবং ইহাও বলেন, যে তিনি অনেক প্রকার কঠোর তপস্যা করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হওয়াতে তিনি আপন পিতার অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেন। একদা কালুবেদী তাঁহাকে ধর্ম্ম চিন্তায় বিরত ও বিষয় ব্যাপারে রত করিবার নিমিত্ত কতক গুলি মুদ্রা দিয়া লবণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রেরণ করিলেন। নানক সাহ স্বীয় ভৃত্য বলসন্ধু সমভিব্যাহারে গমন করিতে করিতে পথ মধ্যে তিনটি ক্ষুধাতুর ফকীর দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া বলসন্ধুকে কহিলেন "আমার পিতা লাভাকাঙ্ক্ষায় আমাকে লবণ ব্যবসায়ে প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এসংসারে যাহা কিছু লাভ হয়, সমুদায়ই অস্থায়ি ও অনর্থক, আমার ইচ্ছা, এই দীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচন করিয়া চিরন্তন ধন লাভ করি।" তাঁহার সমভিব্যাহারী বলসন্ধুও উত্তর করিল "তুমি উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছ; আর বিলম্ব করিও না।" নানক ক্ষুধার্ত্ত ফকীরদিগকে সমুদায় মুদ্রা বিতরণ করিয়া পরদিবস পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা ব্যবসায়ের লাভ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন "আমি দুঃখিদিগকে ভোজন করাইয়াছি, এবং তোমার এমন লাভ করিয়া দিয়াছি, যে কখনও তাহার হানি হইবেক না।" কিন্তু তাঁহার পিতা এ অবিনশ্বর সম্পত্তি রসের রসজ্ঞ ছিলেন না, অতএব তিনি নানকের সুধাময় মধুর বাণীর স্বাদগ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ ভরে তাঁহাকে তিরস্কার ও প্রহার করিলেন। ভাগ্য ক্রমে তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই তৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রায় বোলর তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া কালুবেদীকে বিস্তর ভৎর্সনা করিলেন, কিন্তু তথাপি কালুবেদী পুত্রের উপর বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করিতে বিরত হন নাই। এই প্রকার অনেকানেক উপাখ্যানে নানকের পরমার্থ নিষ্ঠা এবং তাঁহার পিতার প্রতিকূলতা বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ আছে। এ সমুদায় উপাখ্যান কত দূর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান প্রভৃতিতেও এপ্রকার অনেক কথা কল্পিত হইয়াছে।

নানকের তীর্থ পর্য্যটন ও দেশ ভ্রমণ বিষয়েও অনেক আখ্যান আছে। এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে তিনি সমুদায় ভারতবর্ষ ভ্রমণ পূর্ব্বক মক্কা মদিনা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এবং নানা দেশে নানা স্থানে ঐশীশক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি আরব দেশে গিয়াছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি নানা স্থানে ভ্রমণ করা অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ তিনি যে পঞ্জাব দেশে বহু কাল অবস্থিতি করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং অনেককে আপন মতে নিবিষ্ট করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ শিখ্, তদনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা শিখ্ নামে খ্যাত হইয়াছে। আর তাঁহার ঐশীশক্তি প্রকাশ বিষয়ক সংবাদ সমুদায় যে তাঁহার শিষ্যদিগের কল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। শিষ্যেরা যে গুরুর মহিমা বর্দ্ধনার্থে নানা প্রকার কাল্পনিক কথা রচনা করিয়া থাকে, সকল দেশের ইতিহাসেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূষা, মহম্মদ, ইশুখ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, আউলেচাঁদ প্রভৃতির উপাখ্যান এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল।

শেষ কালে নানক মুলতানে কতক গুলি মোসলমান পীরের সহিত পারমার্থিক আলাপ করিয়া কীর্ত্তিপুরে গমন পূর্ব্বক ৭০ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এবং তথায় ইরাবতী নদীর তীরে তাঁহার শরীর সমাহিত হয়। কীর্ত্তিপুরে নানকের ধর্ম্ম শালা থাকাতে তাহা শিখদিগের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান হইয়াছে। যে সকল তীর্থযাত্রি সেই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হয়েন, তথাকার অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগকে নানকের পরিধেয় বস্ত্র বলিয়া এক খানি চীর প্রদর্শন করেন।

এই স্থলে নানকের চরিত্র ও মতের বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ কখনও পাষাণ সমান কঠিন ও প্রবাহ-শূন্য জলাশয়ের ন্যায় নির্ব্বেগ নহে। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ক্রমাগতই পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং অদ্যাপি হইতেছে। স্বদেশীয় প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম ও জাতিভেদ বিষয়ক কুরীতির বিষময় ফল অবলোকন করিয়া মধ্যে মধ্যে এক এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বস্বমতানুসারে তাহার পরিবর্ত্তনার্থে অনেক যত্ন ও বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ আপামর সাধারণ সকল কেই পরমার্থ রসপানে অধিকারি জানিয়া স্বস্ব ধর্ম্ম উপদেশ করেন, এবং চৈতন্য প্রভু জাতি ভেদ উৎসেদের সূত্রপাত করেন। কবীর প্রতিমা পূজা নিরাকরণ করেন, এবং বল্লভাচার্য্য এই শিক্ষা দেন যে বিষয় কার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কখনই পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। কিন্তু তাঁহারদের সমুদায় পরিশ্রম লোকের আংশিক উপকার মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর গুরু নানক যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া সাতিশয় সারবান্ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সতেজ শাখাপল্লবে আবৃত ও সুরম্য ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। —কি কঠিন কুঠারই তাহার মূলে পাতিত হইয়াছে! যে লৌহময় হস্ত তাহা পাতিত করিয়াছে, তাহাই বা কি কঠোর!—অতএব নানক যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, তাহার বিবরণ করা যাইতেছে, পরে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সে মতের যে প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করেন, তাহাও ক্রমে ক্রমে কথিত হইবেক।

গুরু নানক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর এক মাত্র, অদ্বিতীয়, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য, সত্য, স্বয়ম্ভু, পরাৎপর ও বাক্য মনের অগোচর। তিনি সকল প্রভুর প্রভু, এবং শিব বিষ্ণু মহম্মদ ইহাঁরা সকলই তাঁহার অধীন। নানক পরমেশ্বরকে অনাদি আদিম সত্য বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। নানকের কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি হিন্দু বৈদান্তিক ও মোসলমান সুফি এই উভয়ের মত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্তদর্শনের মত অবগত থাকা অবশ্যই সম্ভবে, এবং পারসীক গ্রন্থকারেরা* কহেন, তিনি এক মোসলমান ফকীরের নিকট মোসলমান শাস্ত্রে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন, ও তৎ সমুদায় স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জীবাত্মার যোনি ভ্রমণ ও শুভাশুভ কর্ম্মানুরূপ উত্তমাধম জন্ম গ্রহণ অঙ্গীকার করিতেন। "চক্র যেমন নাভির উপর ঘূর্ণিত হয়, এ জীবনও সেই রূপ; ও নানক! যাতায়াতের অন্ত নাই।" তিনি বহুতর স্বর্গলোক স্বীকার করিতেন, আর বেদান্তবাদিদিগের ন্যায় তাঁহারও মতে যোনি ভ্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক মায়া প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে লীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ। তিনি যে সৃষ্টি ও স্রষ্টা আর জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য স্বীকার করিতেন, এ দোষ উদ্ধারের নিমিত্ত

* সয়রল মুতাখরিন প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কনিংহ্যাম সাহেব বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদিও নানক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির অস্তিত্ব ও দেবত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর আরাধনা করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। "অন্যের উপাসনা করিও না; শবের সমীপে নত হইও না।" "গৃহ মধ্যে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে না দেখিয়া লোকে গলদেশে পাথর ঝুলিয়া রাখে। ভ্রমে ভুলিয়া ইতস্তত পর্য্যটন করে, কিন্তু জল মন্থন করিলে কেবল খব্ খব্ শব্দ হয় মাত্র। তুই যে প্রস্তরকে ঠাকুর বলিস্ সেই প্রস্তরই তোকে লইয়া জলমগ্ন হয়। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই পাপী, পাষাণময় তরণিতে কখনও পার হওয়া যায় না। ও শিষ্য নানক! যিনি ঠাকুর তিনি জলে স্থলে ধরাতলে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি বিধাতা পুরুষ*"। "প্রতিমা পূজা, তীর্থযাত্রা, অশুদ্ধমনে বিজনে বাস, এ সমুদায়ই ব্যর্থ; এ সকল অনুষ্ঠান করিলে তুমি গৃহীত হইতে পারিবে না, যদি নিষ্কৃতি চাহ, তবে সত্যের উপাসনা কর।" ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও পরমেশ্বরের প্রসন্নতা বিষয়ে তাঁহার এই প্রকার উক্তি আছে "অন্ন ভোজন ও বস্ত্র পরিধান করিলে সুখি হইতে পার; কিন্তু ভয় ও শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে মুক্তি পদ লাভ হইবেক না।" "ও নানক! পরমেশ্বর যাহার উপর কটাক্ষ করেন, সেই ব্যক্তি প্রভুকে প্রাপ্ত হয়।" কিন্তু শুভকর্ম্ম না করিয়া কেবল শ্রদ্ধা রাখিলেই যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পরম পুরুষার্থ সাধন হইবে ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। এই প্রকার বাক্য সকল তাঁহার উক্ত বলিয়া প্রচলিত আছে যথা "পরমেশ্বর সকলকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন যে তুমি কি কর্ম্ম করিয়াছ?" "যাঁহার অন্তঃকরণ ন্যায় পরায়ণ, তিনিই যথার্থ হিন্দু এবং যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই উত্তম মোসলমান।" নানকের মতে স্নান, দান ও পরমেশ্বরের নামোপাসনা এই তিন টি প্রধান কর্ম্ম। যদিও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি ভেদের প্রথা উৎসেদ করিতে পারেন নাই, কিন্তু উক্ত প্রথার বিস্তর নিন্দা করিয়া সকল বর্ণকেই শিষ্য করিয়া গিয়াছেন। "বংশের বিষয় বিবেচনা করিও না; নম্র হও ও মুক্তি পাও।" "যদি এমন কোন্ মানসিক পবিত্র থাকে, যে দয়া তাহার কার্পাস, সন্তোষ তাহার সূত্র, ও পুণ্য তাহার গ্রন্থি, তবে তাহাই ধারণ কর। সে পবিত্র ছিন্ন হইবেক না, দগ্ধ হইবেক না, নষ্ট হইবেক না ও অপবিত্র হইবেক না। ও নানক! যে ব্যক্তি এরূপ পবিত্র ধারণ করেন, তিনি সাধু গণমধ্যে গণ্য হয়েন।" "ঈশ্বরারাধনা রূপ যে পদার্থ তাহা কন্থা, দণ্ড, ভস্ম, মুণ্ডিত মস্তক, শৃঙ্গধ্বনি ইহার কিছুতেই নাই।" ইত্যাদি অনেকানেক জাতি নিন্দা ও লিঙ্গি নিন্দা বিষয়ক বচন নানকের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। নানক অন্যান্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের ন্যায় সন্ন্যাস ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু বল্লভাচার্য্যের ন্যায় গৃহস্থ গুরুর প্রাধান্যও অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "পরমেশ্বরের নামগ্রাহি বিষয়ি ও উদাসীন উভয়ই তুল্য" "যে বিষয়ি ব্যক্তি অশুভ কর্ম্মে বিরত থাকিয়া শুভকর্ম্মে রত থাকে, ও সর্ব্বদা দান-ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল।"

হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিকে এক ধর্ম্মে নিবিষ্ট করা নানকের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মোল্লা ও পণ্ডিত এবং দর্ব্বেশ ও সন্ন্যাসী সকলেই পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকারী এবং সকলেই তাঁহার প্রসাদ-ভাজন। তিনি বেদ ও কোরান উভয় শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য না করিয়া এই রূপ উল্লেখ করিয়াছেন, যে উভয় শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য উত্তম বটে, কিন্তু লোকে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিয়া

* ঘরমে ঠাকুর নজর না আওয়ে। গলমে পাহন্ লে লটকাওয়ে। ভরমে ভুলা শাকৎ ফিরতা। নীর বিলোড়ে খব্ খব্ করতা। জিস্ পাহনকো তু ঠাকুর কহতা। সো পাহন লে উস্‌কো ডুবতা। গুনাগার হ্যায় নুন্ হারামি। পাহন নাওনা পারগেরামি। গুরুমুখ নানক ঠাকুর জাতা। জল থল মহীয়ল পুরুখ বিধাতা।

ফেলিয়াছে। তাঁহার মতে ইদানীং বহুতর দেবতা ও প্রতিমার উপাসনা প্রচলিত হইয়া প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি কোরাণ-প্রকাশক মহম্মদ ও হিন্দু শাস্ত্র-সিদ্ধ দেবতা সমুদায়কে স্বীকার করিয়াছেন এবং কহিয়া গিয়াছেন, যে পরমেশ্বর তাহারদিগকে মনুষ্যের উদ্ধারার্থেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের আরাধনা বিনা সে সকল কিছুই কিছু নহে। "লোকে বেদ ও কোরাণ পাঠ করিতে পারে এবং অস্থায়ি আনন্দও লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর লাভ বিনা মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই" "শাস্ত্র এবং বেদ ও কোরাণের প্রতি কর্ণপাত করিলে স্বর্গ নরক ভোগ করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন মুক্তিপদ লাভের উপায় নাই।" "এক লক্ষ মহম্মদ, এক লক্ষ রাম এবং দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সেই পরাৎপরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই নশ্বর, কেবল পরমেশ্বরই অবিনাশী।" "অনেকানেক মহম্মদ, ভূরি ভূরি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সহস্র সহস্র পীর ও পয়গম্বর এবং অযুত অযুত সাধু ও মহাজন জাত হইয়াছে; কিন্তু এক প্রভুই সকল প্রভুর প্রভু, এবং তিনিই সৎ নাম। ও নানক! পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের অনন্ত ও অগণ্য গুণের বিষয় কে বুঝিতে পারে?" ইত্যাকার ভূরি ভূরি বচন গুরু নানকের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে নানকের কোন নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় ছিল না; হিন্দু ও মোসলমান শাস্ত্র রক্ষা করিয়া তাহারদের প্রচলিত ধর্ম্ম শোধন ও উন্নতি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কিছুকাল পরে শিখদিগের যেরূপ উগ্র স্বভাব ও যুদ্ধ-প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, নানকের সেরূপ ভাব ছিল না। তিনি কেবল উপদেশ রূপ অমৃত-রস দ্বারা সকলের অন্তঃকরণ শীতল করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন "এমন সাঁজোয়া পরিধান কর, যে তাহাতে কাহারও প্রতি আঘাত না হয়; জ্ঞান বর্ম্ম ধারণ কর এবং শত্রুকে মিত্ররূপে পরিণত কর। সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম কর, কিন্তু পরমেশ্বরের বাক্য বিনা আর কোন অস্ত্র গ্রহণ করিও না।" বরঞ্চ তিনি হিন্দু ও মোসলমানদিগের পরস্পর দ্বেষ মৎসরতার নিন্দা করিয়াছেন। তিনি মোসলমানদিগকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন যে "তোমরা হিন্দুদিগের দেব-মন্দির ভগ্ন করিয়াছ, ও তাহারদের পবিত্র বেদ দগ্ধ করিয়াছ। তোমরা নীল বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, এবং প্রতি গৃহে তোমারদের প্রশংসা গান গীত হইতেছে বলিয়া আহ্লাদিত আছ। কিন্তু আমি সকল ভ্রম গুল দর্শন করিয়া তোমারদিগকে কহিতেছি, তোমরা যেমন হিন্দুদিগকে ঘৃণা কর, হিন্দুরাও তোমরদিগকে ও তোমারদের দেবালয় সমুদায়কে সেইরূপ ঘৃণা করিয়া থাকে। আমি তোমারদের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি, আমি তোমারদের নিকট এই প্রার্থনা করি, তোমরা আপনারদিগের ও তাহারদিগের উভয়েরই শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। কিন্তু উপদিষ্ট মত মান্য না করিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠ করাতে কোন ফলোদয় নাই; কারণ পরমেশ্বর কহিয়াছেন, সৎ কর্ম্ম না করিলে কেহ পরিত্রাণ পাইবে না। সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর কোন মনুষ্যকে একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, যে তুমি কোন্ জাতীয় বা কোন্ মতাবলম্বী? তিনি কেবল ইহাই জিজ্ঞাসিবেন, যে তুমি কি কর্ম্ম করিয়াছ? অতএব বহুকাল ব্যাপিয়া হিন্দু মোসলমানে যে উৎকট বিবাদ আছে, তাহা যেমন অন্যায় তেমনি পাষণ্ডতা-সূচক।"

নানক হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিতে পরস্পর ঐক্য করিবার নিমিত্ত গোমাংস এবং বরাহ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। "বিধর্ম্মিদিগের দুটি বিষয়ে অধিকার আছে একটি গো, আর একটি বরাহ; কিন্তু যাঁহারা সজীব বস্তু ভক্ষণ না করেন, পীর ও গুরু সকলে তাঁহারদিগকেই প্রশংসা করেন।" নানক নিজেও মাংস ভক্ষণ ও জীব হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, যে শিখেরা নানককে পরমেশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করে, দেববৎ মান্য করে,ও তৎ প্রণীত ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করে। তদ্বিষয়ে গুরু নানকের এক উপাখ্যান আছে, পশ্চাৎ তাহা অনুবাদ করা যাইতেছে।

এক দিবস "নানক! নিকটে আগমন কর" এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমার এমন কি ক্ষমতা যে তোমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হই।" পুনর্ব্বার আকাশবাণী হইল "নেত্র নিমীলন কর।" নানক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করণার্থ অনুমত হইয়া আকাশাভিমুখে চক্ষুর্দ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিলেন, এবং পাঁচবার "ওয়া*" শব্দ শ্রবণ করিয়া পরে "ওয়াগুরুজী" এই দুই শব্দ শ্রুত হইলেন। তদনন্তর পরমেশ্বর নানককে কহিলেন, "আমি এই কলিযুগে তোকে পৃথিবী তলে প্রেরণ করিয়াছি,যা এবং আমার নাম বহন কর।" নানক কহিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি কি রূপে এই বৃহৎ ভার বহন করিব? হে পরমেশ্বর! যদি আমার পরমায়ু কোটি কোটি বৎসর হইত, যদি আমি অমর হইতাম, যদি সূর্য্য ও চন্দ্র আমার চক্ষু হইয়া চিরকালই উন্মীলিত থাকিত, তথাপি আমি তোমার আশ্চর্য্য নাম বহনের ভার গ্রহণে সাহস করিতে পারিতাম না।" ঈশ্বর কহিলেন,"আমি তোর গুরু হইব,তুই সকল মানুষের গুরু হইবি, ভূমণ্ডলে তোর সম্প্রদায় অতি মহৎ হইবে; তাহারা "পূরী পূরী" শব্দ উচ্চারণ করিবেক। বৈরাগির অভিবাদন "রাম রাম" সন্ন্যাসির "ওঁনমোনারায়ণায়" যোগিদিগের "আদেশ আদেশ" মোসলমানদিগের "সেলাম আলিকম" হিন্দুদিগের "রাম রাম," কিন্তু 'গুরু' এই শব্দ তোর সম্প্রদায়ের অভিবাদন বাক্য হইবেক। আমি তোর শিষ্যদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিব। বৈরাগিদিগের উপাসনা-স্থানের নাম "রামশালা" যোগিদিগের "আসন" সন্ন্যাসিদিগের "মঠ," কিন্তু তোর সম্প্রদায়ের উপাসনা-স্থান ধর্ম্মশালা নামে খ্যাত হইবেক। তুই শিষ্যদিগকে স্নান, দান ও আমার নামোপাসনা এই তিনটি ধর্ম্ম শিক্ষা দিবি। তাহারদিগের সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা কখনও উচিত নহে এবং জীবের অনিষ্ট করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ আমি সর্ব্ব প্রাণিতে প্রাণবায়ু প্রদান করিয়াছি। তুইও যাহা আমিও তাহা,আমারদিগের পরস্পর বিভিন্নতা নাই। তুই যে কলিযুগে প্রেরিত হইলি, ইহা মঙ্গলের বিষয়।" তদনন্তর পরম গুরুর মুখ হইতে "ওয়াগুরু" এই দুই শব্দ নিঃসৃত হইল, এবং নানক জগতে জ্যোতিঃ প্রচারে ও স্বাধীনত্ব সংস্থাপন করিতে আগমন করিলেন।

শিখদিগের আদিগ্রন্থ নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের অন্তর্গত যে সকল বচন নানক প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে কতিপয় অনুবাদ করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত শেষ করা যাইতেছে। তাহা পাঠ করিলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অন্যান্য দেবতাদিগের অপ্রাধান্য বিষয়ে নানকের কি প্রকার অভিপ্রায় ছিল, তাহা প্রতীত হইবেক।

তুমি যে প্রাসাদে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্ব শাসন কর, তাহা কি আশ্চর্য্য! তাহার দ্বার সকলই বা কি আশ্চর্য্য!

অনন্ত ও অসংখ্য শব্দ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে। তোমার গীতবাদ্য-সুনিপুণ পক্ষী সকলই বা কি ভূরি সংখ্যক!

জল বায়ু ও অগ্নি তোমার গুণ বর্ণনা করে; ধর্ম্মরাজ তোমার দ্বারস্থ থাকিয়া তোমাকে স্তুতি করে।

চরম বিচার-সম্পাদক ও বিচার সম্পকীয় লিপি-কার্য্য সাধক সুলেখক চিত্রগুপ্তও তোমার গুণ কীর্ত্তন করে।

শিব, ব্রহ্মা ও দেবী তোমাকে স্তব করেন। তাঁহারা তোমার দ্বারস্থ থাকিয়া সমুচিত শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক তোমার মহিমা বর্ণনা করেন।

দেবরাজ স্বীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট ও

* উত্তম রূপে সম্পন্ন।

দেবগণে পরিবৃত হইয়া তোমার গুণ কীর্ত্তন করেন।

সাধু লোকে প্রগাঢ় ধ্যানে মগ্ন হইয়া তোমার গুণ প্রকাশ করে, এবং পরমার্থ-পরায়ণ ভক্ত সকলে তোমার যশ বর্ণনা করে।

সতী ও যতি সকলে তোমার পরাক্রমের প্রসংশা করে।

যে সকল পণ্ডিত গ্রন্থ পাঠে সুনিপুণ, ও যে সকল ঋষিবর যুগে যুগে বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা তোমারই প্রশংসা পাঠ করেন।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-বাসিনী মনোমোহিনী মোহিনীরা তোমারই গুণানুবাদ করে।

সমুদায় রত্ন ও অষ্টত্রিংশৎ তীর্থ তোমারই প্রশংসা প্রকাশ করে।

মহাবল, বীর সকল তোমারই নাম ধ্বনিত করে; চতুর্ব্বিধ জীব তোমারই প্রশংসা-রব প্রচার করে।

ভূমণ্ডলস্থ দ্বীপ ও দেশ সমুদায়,—তোমার সংস্থাপিত দৃঢ়ীকৃত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই গুণ কীর্ত্তন করে।

যাহারা তোমাকে অবগত আছে ও যাহারদের তোমার আরাধনার অভিলাষ আছে, তাহারা সকলেই তোমাকে প্রশংসা করে।

যাহারা তোমার গুণ কীর্ত্তন করে, তাহারদের কি ভূরি সংখ্যা! আমি মনোমধ্যে সে সংখ্যা ধারণ করিতে সমর্থ নহি, তবে নানক কিরূপে বর্ণনা করিবে?

তিনিই সত্য, তিনিই সত্যেশ্বর, ও তিনিই সত্য ন্যায়বান্।

তিনি বর্ত্তমান, তিনি অতীত; তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি তাবৎ পালিত পদার্থের পালনকর্ত্তা।

তিনি বহুতর বর্ণ ও ভূরি প্রকার জাতি ও বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি মায়ার আদি কারণ।

তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আপনার মহত্ত্ব-প্রকাশক কার্য্য সমুদায় নিরীক্ষণ করেন।

যাহাতে তাঁহার প্রীতি হয় তাহাই তিনি সম্পন্ন করেন, অন্যের অনুমতি তাঁহার সমীপে উপনীত হইতে পারে না।

তিনি রাজা, ও সকল রাজার অধিপতি; নানক তাঁহার প্রসাদ ভাজন।

নানক যে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ি সমুদায় দেবতা স্বীকার করিতেন, এবং কেবল পরমেশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব স্রষ্টা রূপে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহারই উপাসনা পরম পুরুষার্থ সাধনের এক মাত্র কারণ জ্ঞান করিতেন, তাহাই পূর্ব্বোক্ত বচন সমুদায়ে স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। পশ্চাতে আর কতিপয় বচনের অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে; তদ্দ্বারা তাঁহার আর আর অভিপ্রায় বিদিত হইবেক।

যিনি দয়া শিক্ষা দেন, তিনি আমার সাধু গুরু। অন্তঃকরণ অন্তরে জাগ্রৎ রহিয়াছে, যে অনুসন্ধান করে, সেই পায়। নিশ্বাসই যে মালার সকল মণি, সে অতি আশ্চর্য্য মালা! সে মালা আপনার নিভৃত স্থানে থাকিয়া ভবিষ্যদ্বিষয় অবগত হইতেছে। যিনি দয়াশীল তিনিই জ্ঞানী, নির্দ্দয়ই পশুঘাতক। তুমি ছুরিই চালনা কর, আর নিরুদ্বেগে এই রূপই বা কহ, যে ছাগ কি? গাবী কি? পশু কি? কিন্তু সাহেব কহেন, সকলের শোণিতই সমান। পীর, পয়গম্বর ও ভবিষ্যদ্দর্শি জ্ঞানি সকল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া গত হইয়াছেন। নানক তুমি শরীর পুষ্টির নিমিত্ত প্রাণি বধ করিও না।

তাঁহাতে প্রীতি কর এবং তাঁহাতেই তোমার সর্ব্বান্তঃকরণ স্থাপন কর। কেবল সম্পদ দ্বারা এসংসারের সহিত তোমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদবধি সম্পদ থাকিবে, তদবধি অনেকে তোমার নিকট আগমন করিবে, ও তোমাকে পরিবৃত করিয়া উপবেশন করিবে। কিন্তু বিপদ্‌কালে সকলে পলায়ন করিবে, তখন আর কেহ তোমার নিকটবর্ত্তী হইবেক না। যে সময়ে চৈতন্যের সহিত শরীরের বিয়োগ হইবে, তখন, যে গৃহপত্নী তোমাকে প্রীতি করে ও সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে অবস্থিতি করে; সেও তোমার মৃত শরীর দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। এসংসারের এইরূপ গতি, এবং

মানুষের সম্প্রীতি এই প্রকার অস্থায়ি। অতএব নানক! তুমি অন্তিম কালে কেবল হরির উপর নির্ভর করিয়া থাক।

তুমি প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ; সমগ্র জীবন তোমার সহিত অবস্থিতি করে। তুমি আমার পিতা মাতা, আমি তোমার সন্তান। সমুদায় সুখই তোমার করুণা হইতে উৎপন্ন হয়; কেহ তোমার অন্ত অবগত নহে। তুমি সমুদায় পরম প্রভুর পরম প্রভু। যত পদার্থ বিদ্যমান আছে, তুমি সমুদায়েরই নিয়ন্তা এবং যত পদার্থ তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই তোমার ইচ্ছা.প্রীতি ও চেষ্টার আয়ত্ত। কেবল তুমিই জান, যে তোমার দাস নানক স্বেচ্ছাধীন আপনাকে তোমার নিকট নিবেদন করিয়া দিয়াছে।

মহাভারত

আদিপর্ব্ব—আস্তীকপর্ব্ব

অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়

২১ সংখ্যক পত্রিকার ১৭২ পৃষ্ঠের পর

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন সমুদায় নাগগণের ও বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে সম্বোধিয়া কহিল হে নাগরাজ! যিনি যাহা বলুল, কোন ক্রমেই সে যজ্ঞ অন্যথা হইবার নহে; এবং পাণ্ডুকুলোদ্ভব যে রাজা জনমেজয় হইতে আমারদের কুলক্ষয় সম্ভাবনা হইয়াছে তাঁহাকেও বঞ্চনা করিতে পারা যাইবেক না। যে ব্যক্তি দৈবদুর্ব্বিপাকগ্রস্ত হয় তাহার দৈবই অবলম্বন করা উচিত। সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। হে নাগ গণ! আমারদিগেরও এ দৈব ভয়; অতএব দৈবই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে আমি যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

যৎকালে জননী আমারদিগকে শাপ প্রদান করিলেন আমি মাতৃ ক্রোড়ে থাকিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলাম। দেবতারা শাপ শ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে দেবদেব! কঠিন হৃদয়া কদ্রু আপনার সমক্ষে স্বীয় প্রিয়তম তনয়দিগকে যেরূপ নিষ্ঠুর শাপ দিলেন কোন জননী কোন কালেই এরূপ বিরূপ আচরণ করেন নাই। আপনিও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যই প্রমাণ করিলেন; কি কারণে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না আমরা জানিতে বাসনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! সর্পেরা অতি ক্রূর স্বভাব, তীক্ষ্ণ বিষ, ঘোররূপ ও অসংখ্য,অতএব আমি প্রজাদিগের হিতার্থে কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু যে সকল সর্প অতি তীক্ষ্ণবিষ, ক্ষুদ্রাশয় ও অকারণে পরহিংসক, তাহারদিগেরই বিনাশ হইবেক; নতুবা যাহারা ধর্ম্ম পরায়ণ, তাহারদের কোন ভাবনা নাই। সেই কাল উপস্থিত হইলে যে উপায়ে তাহারদের শাপ মোক্ষ হইবেক তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। যাযাবর বংশে জরৎকারু নামে মহাতপাঃ, জিতেন্দ্রিয়, ধীমান্ মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিবেন। সেই জরৎকারুর আস্তীক নামে পুত্র জন্মিবেক। তাহা হইতেই সর্পসত্রের নিবারণ হইবেক। এবং যে সকল সর্প ধর্ম্ম পরায়ণ তাহারাও রক্ষা পাইবেক।

দেবগণ পিতামহ বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,হে প্রভো! মহাতপাঃ মহাবীর্য্য, মহামুনি জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহাত্মা পুত্র উৎপাদন করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাবীর্য্য জরৎকারু মুনি স্বনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্য পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে তাহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেক। এবং সেই পুত্রই সর্পগণের শাপ মোচন করিবেক। দেবগণ শ্রবণ মাত্র তথাস্তু বলিলেন ব্রহ্মাও দেবতাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য কহিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

অতএব হে নাগরাজ বাসুকে! এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, নাগকুলের ভয় শান্তি নিমিত্ত সুব্রত, যাচমান জরৎকারু

ঋষিকে ভিক্ষা স্বরূপ জরৎকারু নাম্নী ভগিনী প্রদান কর।

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত নাগগণ এলাপত্র বাক্য শ্রবণে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বাসুকিও শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি স্বীয় স্বসা জরৎকারুকে পরমাদরে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পরে দেবতারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অতি বলবান্ নাগরাজ বাসুকি মন্থন রজ্জু হইলেন। দেবগণ মন্থন কার্য্য সমাপন করিয়া বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! বাসুকি মাতৃ শাপে ভীত হইয়া সাতিশয় পরিতাপ পাইতেছেন। ইনি জ্ঞাতি বর্গের অতি হিতৈষী আপনি কৃপা করিয়া ইহার মনোবেদনা দূর করুন। বাসুকি সতত আমারদের হিত ও প্রিয়কারী। হে দেবদেব! প্রসন্ন হইয়া ইঁহার মানসিক ক্লেশ নিরাকরণ করুন।

দেবগণের অভ্যর্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন হে অমর গণ! পূর্ব্বকালে এলাপত্র ইঁহাকে যাহা কহিয়াছিল তাহা আমারই বাক্য। নাগরাজ বাসুকি তদনুযায়ি কার্য্য করুন সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা পাপাত্মা তাঁহারদেরই বিনাশ হইবেক; ধর্ম্ম পরায়ণদিগের কোন আশঙ্কা নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারু জন্ম গ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় একান্ত রত হইয়াছেন। বাসুকি যথাকালে তাঁহাকে ভগিনী দান করুন। এলাপত্র নাগ কুলের হিত জনক যে বাক্য কহিয়াছিল তাহা কদাচ অন্যথা হইবেক না।

উগ্রশ্রবা কহিলেন এইরূপ ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে ভগিনী দান সঙ্কল্প করিয়া বহু সংখ্যক নাগগণকে তৎ সমীপে নিয়ত অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। কহিয়া দিলেন জরৎকারু ভার্য্যা পরিগ্রহের বাসনা প্রকাশ করিলেই আমাকে সংবাদ দিবে; যেহেতু তাহা হইলেই আমারদিগের সকল রক্ষা হইবেক।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জরৎকারু নামে যে মহাত্মা ঋষির চরিত কীর্ত্তন করিলে তাঁহার নামের অর্থ শুনিতে বাসনা করি। তিনি যে জরৎকারু নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন ইহার কারণ কি? তুমি কৃপা করিয়া জরৎকারু শব্দের যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন জরৎ শব্দের অর্থ ক্ষীণ; কারু শব্দের অর্থ দারুণ; তাঁহার শরীর অতিশয় দারুণ ছিল। ধীমান মহর্ষি সেই দারুণ শরীরকে কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তিনি জরৎকারু নামে লোকে বিখ্যাত। উক্ত হেতু বশতঃ বাসুকির ভগিনীর নামও জরৎকারু।

ধর্ম্মাত্মা শৌনক শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূত নন্দন! যাহা কহিলে যুক্তি সিদ্ধ বটে। তুমি যাহা যাহা কহিলে সকলই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্ম বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনক বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি সমস্ত নাগগণকে আদেশ দিয়া জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী দান করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত হইল সেই ঊর্দ্ধরেতাঃ মহর্ষি দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না; কেবল তপস্যা রত, বেদাধ্যয়ন তৎপর ও নির্ভয় চিত্ত হইয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ মহাবাহু পাণ্ডুর ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী, যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ও

মৃগয়াশীল ছিলেন। রাজা সর্ব্বদাই মৃগ, মহিষ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও অন্য অন্য বহুবিধ বন্য জন্তু বধ করিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একদা তিনি বাণ দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ দেশে ধনুর্গ্রহণ পুর্ব্বক তদনুসরণ ক্রমে গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপ ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞ মৃগ বিদ্ধ করিয়া হস্তে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গে সেই মৃগের অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইয়া কোন মৃগই জীবিত থাকে না ও পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু এ মৃগ যে বিদ্ধ হইয়াও অদর্শন প্রাপ্ত হইল সে কেবল তাঁহার অবিলম্বে স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ সেই মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে দূরদেশে নীত হইলেন এবং শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক গোচারণ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক ঋষি স্তন পান পরায়ণ বৎস গণের মুখ নিঃসৃত ফেণ পান করিতেছেন। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন অতএব সত্বর গমনে মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভো ভোঃ মুনীশ্বর! আমি অভিমন্যু তনয় রাজা পরীক্ষিৎ। এক মৃগ আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিয়াছে আপনি দেখিয়াছেন কি না। সেই মুনি মৌনব্রত, অতএব কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমীপ পতিত মৃত সর্প উঠাইয়া তাঁহার স্কন্ধে ক্ষেপণ করিলেন। ঋষি তাহাতে রুষ্ট হইলেন না ও ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন রাজা মুনিকে তদবস্থ দেখিয়া অক্রোধ হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন কিন্তু মুনি সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মুনীশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল ছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণ জানিতেন, এই নিমিত্ত নিতান্ত অপমানিত হইয়াও তাঁহাকে শাপ দিলেন না। ভরত কুল প্রদীপ রাজাও সেই মহর্ষিকে তাদৃশ ধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া জানিতেন না এই নিমিত্তই তাঁহার এতাদৃশ অপমান করিলেন।

সেই মহর্ষির অতি তেজস্বী, তপঃ পরায়ণ এক যুবা পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম শৃঙ্গী। শৃঙ্গী স্বভাবতঃ অতিশয় ক্রোধ পরায়ণ; একবার ক্রুদ্ধ হইলে শত শত অনুনয় বচনেও প্রসন্ন হইতেন না। তিনি অতি সংযত হইয়া কালে কালে সর্ব্বলোক পিতামহ সর্ব্বভূত হিতকারি ব্রহ্মার উপাসনা করিতে যাইতেন। এক দিন তিনি উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুজ্ঞা লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া তাঁহার পিতৃ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শৃঙ্গী অতিশয় কোপন স্বভাব ও বিষতুল্য; পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র রোষ বিষে পরিপূর্ণ হইলেন। কৃশ কহিলেন হে শৃঙ্গিন্! তুমি এমত তপস্বী ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প বহন করিতেছেন। অতএব আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না, এবং আমারদিগের মত বেদবিৎ সিদ্ধ তপস্বী ঋষি পুত্রেরা কিছু কহিলেও কোন কথা কহিও না। এখন তোমার পুরুষত্বাভিমান কোথায়, ও সেই সকল গর্ব্ব বাক্যই বা কোথায়; কিঞ্চিৎ পরেই দেখিবে তোমার পিতা মৃতসর্প বহন করিতেছেন। আমি তোমার পিতার তাদৃশ অপমান দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু সেইরূপ অপমানিত হইলে যাহা করা উচিত তিনি তদনুরূপ কোন কর্ম্ম করেন নাই।

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল তিনি মাত্র ছিলেন, দ্বিতীয় আর বস্তু ছিল না। তিনি অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

এই জগতে কত পদার্থ আছে তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেই যত পদার্থ আছে তাহা কি অদ্য-

পি নিরূপিত হইয়াছে? না কোন কালে নিঃশেষে নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা আছে? আবার এক এক পদার্থ অসংখ্য অণু রাশির সমষ্টি। এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রচুর পদার্থ সকল;—এই যে অগণনীয় অণু সকল; এ সকল কি কখন নিত্য বস্তু হইতে পারে? যদি এক অণুর সহিত দ্বিতীয় অণুর কোন সম্বন্ধ না থাকিত—যদি তাহারদিগের পরস্পর সংযোগ দ্বারা কোন প্রয়োজন উদ্ধার না হইত, তবে অণু সকল যে অনাদি কাল পর্য্যন্ত আছে, ইহা স্বীকার করাও যাইতে পারিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরস্পর সকল অণুর সহিত সকল অণুর সংযোগ রহিয়াছে,—যখন তাহারদিগের পরস্পর সংযোগ দ্বারা সকল প্রয়োজন উদ্ধার হইতেছে, তখন সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে কোন বিজ্ঞানবান্ পুরুষ দ্বারা যে এই সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, ইহারই প্রমাণ হইতেছে।

প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তু দেখিবা মাত্র বোধ হয়, যে সে সকল অবশ্য কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও আমারদিগের কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমারদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইতে না পারে, তথাপি সেই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেখিলেই প্রমাণ হইবে, যে আমারদিগের অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট পুরুষ আমারদিগের প্রয়োজন জানিয়া সেই সকল বস্তু সৃজন করিয়াছেন। আমারদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্তে অন্নের নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়াই যে তাহা স্বতঃ নিত্য থাকিবেক এমত কখন হইতে পারে না। তাহার থাকাতেই এই প্রমাণ হইতেছে, যে আমারদিগের সমুদায় প্রয়োজন জানেন এমত কোন অতি শক্তিমান মহান্ পুরুষ আছেন, যিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে এই অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ পুরুষ সেই অন্নকে প্রচুর করিবার নিমিত্তে ফল শস্যকেই ফল শস্যের বীজ করিয়াছেন। এক ফলের বীজ হইতে কত ফল উৎপন্ন হইতেছে, এক শস্য হইতে কত শস্য উৎপন্ন হইতেছে। প্রতি ফল শস্যকে প্রচুর ফল শস্যের উৎপত্তির বীজ করিয়া তিনি কি আশ্চর্য্য রূপে এই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তে মনুষ্য কখন বীজ নির্ম্মাণ করিতে পারে না এই নিমিত্তে যে সেই বীজ নিত্যকাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহা কখন স্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোন প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ অতিশক্তি পুরুষ সেই বীজ আমারদিগের জীবন ধারণার্থে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই প্রমাণ হয়। কিন্তু শস্যের বীজ থাকিলে কি হইবে? পৃথিবীকে পরিস্কার ও খনন ও পরিপাটী না করিলে প্রচুর শস্য কদাপি লাভ হইতে পারে না। অতএব পৃথিবীকে পরিষ্কার করিবার—শস্য ক্ষেত্রের উপযুক্ত করিবার খনিত্র কুদাল হলাদি নির্ম্মাণ জন্য লৌহ প্রভৃতি যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাহা সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ পুরুষ অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এক লৌহ দ্বারা কত উপকার হইতেছে; তাহার দ্বারা হলাদি নির্ম্মিত হইয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহার দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া আত্ম রক্ষা হইতেছে, তাহার দ্বারা উৎকৃষ্ট সমুদ্রপোত নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য বিস্তার হইতেছে। এমত প্রয়োজনীয় লৌহ স্বতঃ নিত্যকাল রহিয়াছে, এমত নহে, কিন্তু কোন বিচিত্র-শক্তি পুরুষ আমারদিগের প্রয়োজন জানিয়া ইহা অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার যত যত বস্তু দ্বারা প্রাণিদিগের প্রয়োজন সাধন হয়, সকলই সেই এক প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; কেবল এক মাত্র তিনি ছিলেন; তিনিই এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি অন্নেরও সৃষ্টি করিলেন, এবং তিনি অন্তারও সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই জগতের কেবল নির্ম্মাণকর্ত্তা নহেন, কিন্তু ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাও বটেন। এই অনাদি সৃষ্টি কর্ত্তার পূর্ব্বে আর কেহ নাই, যে তাঁহার এই জগৎ রচনা জন্য তদুপযুক্ত বস্তু সকল তদ্দ্বারা অগ্রেই সৃষ্ট হইয়া রহি-

বেক। যেমন স্বর্ণকার ও লৌহকার প্রভৃতির কর্ম্মের জন্য জগদীশ্বর স্বর্ণ ও লৌহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তেমন তাঁহার উপরে আর কেহ নাই, যে সেই পুরুষ তাঁহার এই জগৎ রচনা কার্য্যের উদ্দেশে তদুপযুক্ত বস্তু সকল অগ্রেই সৃষ্টি করিয়া রাখিবেন। এক মাত্র তিনিই কেবল ছিলেন, তাঁহার জনকও নাই, তাঁহার সহায়ও নাই। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিলেন, সেই সৃষ্টি কার্য্যে যে যে সকল উপযুক্ত পদার্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন, তাহার জন্য সংকল্প করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই সকল উৎপন্ন হইল, এবং তিনি তদ্দ্বারা এই জগৎ সংসার রচনা করিলেন। তিনি এক মাত্র, নিষ্কল; তিনি নিত্য, তিনি অনাদি অনন্ত; তিনিই একাকী অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকেই আপনার স্বাভাবিক বিচিত্র জ্ঞান শক্তি ক্রিয়ার দ্বারা এই আশ্চর্য্য অনুপম জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ইহাই সিদ্ধ, ইহাই সত্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডং

প্রথমাধ্যায়ঃ

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং অন্তকালে* যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ও যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং অন্তকালে* আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

রসোবৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি॥

সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি॥

কে বা শরীর চেষ্টা করিত কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আকাশে আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনি লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথসোঽভয়ং গতোভবতি॥

যৎকালে সাধক এই ইন্দ্রিয়াতীত, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধারে, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপকে যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কদাপি ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমোলোকএষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। সেই পূর্ণানন্দ স্বরূপের কলামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য সমুদায় জীব উপভোগ করে।

ইতি প্রথমখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

---

* মুক্তি কালে।

কলিকাতাব্রাহ্মসমাজের ১৭৭২, শকের মাঘ ও ফাল্গুণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ

আয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিক্রয় ২৫
দান প্রাপ্ত ২২৭৵১০
গত মাসের স্থিত .... ১৬১।১০

৪১৩।৵০

ব্যয়

সমাজের আলোক জন্য তৈল
ইত্যাদির ব্যয় .... ১৮।৵১৫
সাম্বৎসরিক সমাজের জন্য বাতিক্রয় ১৫
কর্ম্ম চারিদিগের বেতন ৪১৷১৫
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরষ্কার ১৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত জন্য
কাগজ ক্রয় .... ৮৭।৵৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বন্ধনের বেতন ৩
অনিরূপিত ব্যয় .... ৪।১৫

১৮৪।৵১০

স্থিত টাকার বিবরণ

নগদ ২২৮৸১০
কম্পানির কাগজ ৫০০

দান প্রাপ্তির বিবরণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোড়াসাঁকো ৫০
শ্রীযাদবকৃষ্ণ সিংহ ১৬
শ্রীমধুসূদন ঘোষ ১৬
শ্রীব্রজদুলাল বসু ১০
শ্রীহরচন্দ্র দত্ত ১০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪
শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪
শ্রীকাশীনাথ দত্ত ৪
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ৩
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু ৩
শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২
শ্রীরসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন ২
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ২

আগত ১৩৩
শ্রীরাধামোহন বসু ২
শ্রীজয়গোপাল সেন ২
শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র ২
শ্রীবেণীমাধব দে ১
শ্রীআনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ১
শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১
শ্রীবাগেশ্বর ভট্টাচার্য্য ১
শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১
শ্রীবৈষ্ণবদাস আঢ্য ১
শ্রীগুরুচরণ দত্ত ১
শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বসু .... ।০
শ্রীহরদেব চট্টোপাধ্যায় .... ।০
তত্ত্ববোধিনী সভা ৬০
দানাধারে প্রাপ্ত ১৭৵১০

২২৭৵১০

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

গত ৯ চৈত্র দিবসীয় বিশেষ সভায় দশ জন সভ্য একত্র না হওয়াতে তদীয় কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায় উপস্থিত সভ্যদিগের অধিকাংশের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছে অতএব তৎপদে অন্য এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামী ১০ বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা খ্রীষ্টান স্কুলবুক্ সোসাইটী নামক সভার সম্পাদক শ্রীযুত জ, মলেন্স্ সাহেব মহাশয় শ্রীযুক্ত স্মিথ্ সাহেবকৃত গৌড় ও বেহার প্রদেশের এক খণ্ড উৎকৃষ্ট ম্যাপ্ এই সভায় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।